According to Uniform Curriculum Structure for Two Years BEd Programme in WEST BENGAL following NCTE Regulations, 2014

জ্ঞান এবং পাঠক্রম চর্চা

Knowledge and Curriculum

Part-II

ব্যাবহারিক অংশ (PRACTICUM) সহ

4th SEMESTER • COURSE-VIII (B)

ড. প্রদীপ্তরঞ্জন রায়

এমএসসি (এডুকেশন), পিএইচডি (এডুকেশন), বিএড

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, কৃষ্ণনগর বিএড কলেজ

প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সত্যপ্রিয় রায় কলেজ অব এডুকেশন, কলকাতা

প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর শিক্ষাবিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

অদিতি রায়

এমএ, এএড

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেস[illegible] কলেজ অব এডুকেশন, পালপাড়া, নদীয়া

রীতা বুক এজেন্সি

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

25B, বেনিয়াটোলা লেন

কলকাতা - 700 009

D.M.T.T.I. B.Ed Estd-2007 Dist.-Purulia Al-Fahango

সূচিপত্র (Contents)

1. পাঠক্রমের ধারণা
(Concept of Curriculum) 1-30

1.1. পাঠক্রমের অর্থ, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ (Meaning, Characteristics and types of Curriculum) 1

1.1.1. ভূমিকা (Introduction) 1

1.1.2. সংজ্ঞা (Definition) 2

1.1.3. পাঠক্রমের অর্থ (Meaning of Curriculum) 2

[A] আধুনিক ধারণা (Modern Concept) 3

1.1.4. গতানুগতিক পাঠক্রমের ত্রুটি (Defects of Traditional Curriculum) 6

1.1.5. গতানুগতিক পাঠক্রম ও আধুনিক পাঠক্রমের তুলনামূলক আলোচনা (Comparative discussion of Traditional Curriculum and Modern Curriculum) 7

1.1.6. পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Curriculum) 8

1.1.7. পাঠক্রমের শ্রেণিকরণ (Types of Curriculum) 9

[A] লুক্কায়িত পাঠক্রম (Hidden Curriculum) 9

[B] লিখিত পাঠক্রম (Written Curriculum) 10

1.1.8. আধুনিক কালে পাঠক্রমের পরিচিত শ্রেণিবিভাগ (Popular types of Curriculum in Modern Days) 12

1.2. পাঠক্রমের প্রকৃতি ও পরিধি (Nature and Scope of Curriculum) 15

1.2.1. পাঠক্রমের প্রকৃতি (Nature of Curriculum) 15

1.2.2. পাঠক্রমের পরিধি (Scope of Curriculum) 15

1.3. পাঠক্রমের প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব (Necessity of Curriculum) 17

1.4. পাঠক্রম রচনা/গঠনের নীতিসমূহ (Principles of framing Curriculum) 18

1.5. পাঠক্রম তৈরিতে রাষ্ট্র/সরকারের ভূমিকা
(Role of State in Curriculum) 20
1.6. পাঠক্রমে সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও জাতীয় সংস্কৃতি
(Constitutional Values and National
Culture in Curriculum) 23
1.6.1. সাংবিধানিক মূল্যবোধ (Constitutional Values) 23
1.6.2. পাঠক্রমে জাতীয় সংস্কৃতি
(National Culture in Curriculum) 25
■ অনুশীলনী 26

**2. পাঠক্রম ও পাঠ্যক্রমের মধ্যে সম্পর্ক
(Relationship between Curriculum and Syllabi)**.... 31-43
2.1. পাঠক্রম কাঠামো এবং পাঠ্যক্রমের সম্পর্ক
(Relationship between Curriculum
Framework & Syllabi) 31
2.1.1. পাঠ্যক্রমের প্রকারভেদ
(Types of Syllabus) 33
2.2. পাঠ্যক্রম থেকে পাঠ্যপুস্তকে রূপান্তরণ
(Process of translating Syllabus into
Textbooks) 34
2.2.1. পাঠ্যপুস্তক (Textbook) 34
[A] অর্থ (Meaning) 34
[B] পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব
(Importance of Textbook) 35
[C] পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ
(Characteristics of Textbooks) 36
[D] পাঠ্যপুস্তক (ভারতীয় শিক্ষা কমিশন 1964-66)
(Textbooks—Views of Education
Commission 1964-66) 36
[E] পাঠ্যপুস্তকের গুণমান
(Quality of Textbook) 36
[F] পাঠ্যপুস্তক তৈরিতে রাজ্য
(State Production of Textbook) 36
[G] পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মসূচি
(Programme at the National
Level for Textbooks) 37

2.2.2. সিলেবাস থেকে পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রক্রিয়া (The process of transmitting Syllabus into Textbooks) 38
2.3. পাঠক্রম তৈরিতে বিভিন্ন সমাজিক দলের প্রতিনিধিত্ব এবং অপ্রতিনিধিত্ব (Representation and Non-Representation of various Social Groups in Curriculum Framing) 38
■ অনুশীলনী 41

3. পাঠক্রম, বিদ্যালয় অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের নকশাকরণ (Designing Curriculum, School Experiences and Evaluation) 44-104

3.1. পাঠক্রমিক বিষয় নির্বাচনের নীতি (Principles of selecting Curriculum Content) 44
3.2. পাঠক্রম বিকাশের নীতি, NCFTE 2009-এর মূলকথা—পাঠক্রমের স্তরভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক লক্ষ্যসমূহ (Principles of Curriculum development, Highlights of NCFTE 2009, Stage specific and Subject specific objectives of Curriculum) 47
3.2.1. পাঠক্রম বিকাশের নীতিসমূহ (Principles of Curriculum Development) 47
A. ভূমিকা (Introduction) 47
B. পাঠক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning) 47
C. পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ (Participants in the Curriculum Development Process) 47
D. পাঠক্রম বিকাশের Bobbitt and Chaters-এর মত (Views on Curriculum Development of Bobbitt and Chaters) 48
E. একনজরে পাঠক্রম বিকাশের কতকগুলি নীতি (Some Principles of Curriculum Development at a glance) 50
3.2.2. NCFTE 2009-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ: স্তরভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রমের লক্ষ্যসমূহ (Highlights of NCFTE 2009: Stage specific and Subject specific Objectives of Curriculum) 52

A. ভূমিকা (Introduction) 52
B. পাঠক্রম গঠনের ধাপসমূহ
(Steps of Curriculum construction) 52
অধ্যায় 1 প্রসঙ্গ, উদ্‌বেগ, স্বপ্ন
(Context, Concern, Vision) 53
অধ্যায় 2 শিক্ষক প্রস্তুতির পাঠক্রমিক ক্ষেত্র
(Curricular areas of initial
Teacher Education) 53
1. শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি: পাঠক্রমিক ক্ষেত্রসমূহ
(Teacher Education Programme—
Curricular area) 54
2. প্রচলিত টিচার এডুকেশনের পুনর্গঠন
(Redesigning Current Teacher
Education Programme) 56
3. চার বছরের সমন্বিত কর্মসূচির দৃষ্টান্ত
(Examples of a Four Year Integrated
Programme) 58
অধ্যায় 3 পাঠক্রমের বাস্তবায়ন এবং বিকাশশীল
শিক্ষকের মূল্যায়ন (Transacting the Curriculum
and Evaluating the Developing Teacher) 59
[A] মননশীল শিক্ষক তৈরি
(Preparing Reflective Teacher) 59
[B] পরিপূরক কাঠামো ও কৌশলের প্রয়োজনীয়তা
(Need for Contemporary Structures and
Mechanisms) 60
শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র (TLCS) 60
[C] বিকাশশীল শিক্ষকের মূল্যায়ন
(Evaluating the Developing Teacher) 61
অধ্যায় 4 NCFTE (2009): ধারাবাহিক পেশাগত
বিকাশ ও ইন সার্ভিস টিচারগণকে সহায়তাদান
(Continuing Professional development
and support for In-service Teachers) 62
1. শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচির
লক্ষ্যসমূহ (Aims of continuing professional
development programmes for Teachers) 62

2. ইনসার্ভিস কর্মসূচির নকশাকরণ: কিছু নীতি
(Designing Inservice programmes:
Some Principles) 63
3. ইনসার্ভিস প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের শিখন
প্রক্রিয়া (Addressing Teachers as Learners) 64
4. শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত বিকাশের পন্থাসমূহ
(Routes towards Teachers' Continuing
professional development) 64
অধ্যায় 5 [NCFTE 2009]: টিচার এডুকেটরদের
প্রস্তুতি (Preparing Teacher Educators) 66
অধ্যায় 6 [NCFTE 2009]: রূপায়ণ কৌশল
(Implementation strategies) 67
3.3. পাঠক্রম সঞ্চালন পদ্ধতি
(Methodology of Curriculum Transaction) 69
3.3.1. পাঠক্রম সঞ্চালনের সংজ্ঞা (Definition of
Curriculum Transaction) 69
3.3.2. পাঠক্রম সঞ্চালন বৈশিষ্ট্য (Characteristics
of Curriculum Transaction) 69
3.3.3. পাঠক্রম সঞ্চালনের ধাপসমূহ
(Steps of Curriculum Transaction) 70
3.3.4. শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম সঞ্চালনে শিক্ষণের নীতি
(Principles of teaching in Classroom
for Curriculum Transaction) 70
3.3.5. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অন্যান্য কাজ (Other
functions of Teacher in Classroom) 71
3.3.6. পাঠক্রম সঞ্চালনের বিভিন্ন পদ্ধতি (various
methods of Curriculum Transaction) 73
[A] মরিসনের পদ্ধতি (Morrison's Method) 73
[B] হারবার্টের পদ্ধতি (Harbert's Method) 74
[C] চিন্তনমূলক শিক্ষণ (Reflective Thinking) 74
[D] সমস্যাসমাধান (Problem Solving) 75
[E] পরোক্ষ নির্দেশদান পদ্ধতি
(Indirect Instruction) 76
1. ব্রুনারের পদ্ধতি (Bruner's Method) 76
2. আসুবেলের পদ্ধতি (Asubel's Method) 78

	3. গ্যানের পাঠক্রম সঞ্চালন পদ্ধতি (Gagne's Curriculum Transaction Method)	.....	79
3.3.7.	পাঠক্রম সঞ্চালন (দূরশিক্ষা ব্যবস্থা) (Curriculum Transaction—Distance Learning System)	.....	80
3.3.8.	প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠক্রম সঞ্চালন (Curriculum Transaction through Technology)	.....	81
3.4.	পাঠক্রম মূল্যায়ন (অন্তিম, ক্রমিক, অণু ও সামগ্রিক স্তরে) Curriculum Evaluation (Formative, Smmative, Micro, Macro)	.....	81
3.4.1.	পাঠক্রম মূল্যায়নের সংজ্ঞা (Definition of Curriculum Evaluation)	.....	81
3.4.2.	পাঠক্রম মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Curriculum Evaluation)	.....	82
3.4.3.	পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা (Need/ Importance of Curriculum Evaluation)	.....	84
3.4.4.	পাঠক্রম মূল্যায়নের উৎসসমূহ (Sources of Curriculum Evaluation)	.....	84
3.4.5.	পাঠক্রম মূল্যায়নের স্তর (অণু, সামগ্রিক) Curriculum Evaluation (Micro/Macro)	.....	86
3.4.5.1.	অণুস্তরে মূল্যায়ন (Micro-Evaluation)		
3.4.5.2.	সমগ্র পাঠক্রমের মূল্যায়ন (Macro Evaluation of whole Curriculum)	.....	86.
3.4.6.	পাঠক্রমের মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ (Approaches to Curriculum Evaluation)	.....	87
3.4.6.1.	অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Approach to Curriculum Evaluation)	.....	88
	সংজ্ঞা (Definition)	.....	88
	বৈশিষ্ট্য (Characteristics)	.....	88
	সুবিধা (Advantages)	.....	89
	অসুবিধা (Disdvantages)	.....	89
3.4.6.2.	ক্রমিক মূল্যায়ন বা জায়মান অবস্থায় মূল্যায়ন (Formative Evaluation)	.....	90
	সংজ্ঞা (Definition)	.....	90
	বৈশিষ্ট্য (Characteristics)	.....	90
	সুবিধা (Advantages)	.....	91
	অসুবিধা (Disadvantages)	.....	91

3.4.6.3. অন্তিম মূল্যায়ন ও জায়মান অবস্থায় মূল্যায়নে পার্থক্য (Differences between Summative and Formative Evaluation) 92
3.4.6.4. মূল্যায়নের কতকগুলি মডেল (Some Model of Evaluation) 93
1. Robert Stake-এর পরিদৃষ্টিমূলক মডেল (Countenance Model of Robert Stake) 93
2. Scriven-এর লক্ষ্যমুক্ত মডেল (Scriven's Goalfree Model) 94
3. Tyler-এর নৈর্ব্যক্তিক মডেল (Tyler's Objective Centered Model) 94
4. Eisner-এর রসবেত্তা মডেল (Eisner's Connoisseurship Model) 96
5. Stufflebeam's-এর CIPP মডেল (Stufflebeam's CIPP Model) 97
■ অনুশীলনী 99

4. ক্ষমতা—মতাদর্শ—পাঠক্রম (Power—Ideology—Curriculum) **.... 105-121**
4.1. ক্ষমতা, সমাজকাঠামো এবং জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Powers, Structures of Society and Knowledge) 105
4.1.1. জ্ঞান ও পাঠক্রম (Knowledge & Curriculum) 105
4.1.2. রাষ্ট্রক্ষমতা ও নীতি অনুযায়ী যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বিভিন্নতা (Differences in determining the aims of education in different ages according to the state powers and policies) 106
4.1.3. জ্ঞান, ক্ষমতা, সামাজিক কাঠামো, জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব (Knowledge, Power, Social Structure, Sociology of Knowledge) 112
4.1.3.1. জ্ঞান ও ক্ষমতা (Knowledge and Power) 112
4.1.3.2. জ্ঞান ও সামাজিক কাঠামো/জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব (Knowledge and Social Structure, Sociology of Knowledge) 113
4.2. পাঠক্রমে মেধাতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র (Meritocracy and Elitism in Education) 114

4.2.1. গুণতন্ত্র বা মেধাতন্ত্র (Meritocracy) 114
4.2.1.1. শিক্ষায় মেধাতন্ত্র (Meritocracy in Education) 115
4.2.2. অভিজাততন্ত্র (Elitism) 116
4.2.2.1. অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Elitism) 117
4.2.2.2. ভারতীয় পাঠক্রমে মেধা ও অভিজাততন্ত্রের অবস্থান (Meritocracy and Elitism in Indian Curriculum) 118
■ অনুশীলনী 120

5. প্রক্রিয়া ও অনুশীলনরূপে পাঠক্রম (Curriculum as Process and Practice) 122-156
5.1. সমাজে মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়ম আহরণ ও সামাজিক আদর্শের লালন-পালন (Inculcation of values, disciplines, rules and reproduction of norms in the society) 122
5.1.1. মূল্যবোধ (Values) 122
5.1.1.1. A. মূল্যবোধের শিক্ষা (Value-Education) 123
5.1.1.2. B. পাঠক্রম: মূল্যবোধ শিক্ষার উৎস (Curriculum: A source of Value Education) 124
5.1.1.3. C. পাঠক্রমে মূল্যবোধের প্রকার (Types of Values in Curriculum) 125
5.1.2. শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন, শাসন (Discipline, Rules and Order) 126
5.1.2.1. A. 'শাসন' বনাম 'শৃঙ্খলা' (Order vs Discipline) 126
5.1.2.2. B. বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে শৃঙ্খলার ধারণা (Different Approaches to Discipline) 127
5.1.2.3. C. স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা (Freedom and Discipline) 129
5.1.3. সমাজে আদর্শের লালন (Reproduction of Norms in the Society) 130
5.2. সময়-তালিকার প্রয়োজনীয়তা ও গঠন (Necessity and Construction of Time Table) 130
5.2.1. সময়-তালিকা (Time Table) 130
5.2.2. সময়-তালিকার প্রকার (Types of Time Table) 131

5.2.3. সময়-তালিকার প্রয়োজনীয়তা
(Necessity of Time Table) 132
5.2.4. সময়-তালিকা রচনার নীতি (Principles of
Construction of Time Table) 133
5.2.5. সময়-তালিকার খসড়া
(Blue Print of Time Table) 135
5.2.6. সময়-তালিকার আধুনিক ধারণা
(Modern concept of Time Table) 136
5.3. অব্যক্ত পাঠক্রম এবং শিশুদের তার সঙ্গে
মানিয়ে নেওয়া (Hidden Curriculum &
Children's Resilience) 137
5.3.1. অব্যক্ত পাঠক্রম এবং তার কাজ
(Hidden Curriculum and its functions) 137
5.3.2. অব্যক্ত পাঠক্রম: শ্রেণিকক্ষ: শিক্ষকের ভূমিকা
(Hidden Curriculum: Classroom:
Role of Teacher) 138
5.4. পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা পুস্তিকা, শিশু সাহিত্যের
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ (Critical analysis of Textbooks,
Teachers' Handbooks, Children's literature) 140
5.4.1. Text Books-এর বিভিন্ন ধরন
(Different types of Textbooks) 140
5.4.1.1. উন্নত মানের পাঠ্যপুস্তক (Good Textbooks) 141
5.4.1.2. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ (Textbook Analysis) 141
A. বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক (Textbook of Science) 144
B. গণিত পাঠ্যপুস্তক
(Textbook of Mathematics) 144
C. সমাজবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক
(Textbook of Social Studies) 145
5.4.1.3. পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ (ইংরেজি)—একটি উদাহরণ
(Textbook Analysis (English)—an example) 145
5.4.2. শিক্ষকের দ্বারা ব্যবহৃত পুস্তক
(Teachers' Handbook) 148
5.4.3. শিশুসাহিত্য (Children's Literature) 149
■ অনুশীলনী 151
● ব্যাবহারিক (Practicum) 157-172

- পরিশিষ্ট (পাঠক্রম উন্নয়নের গতিশীলতা)
  Appendix (Dynamics of Curriculum Development) **173-244**
  - পাঠক্রমের অর্থ (Meaning of Curriculum) 173
  - গতানুগতিক পাঠক্রমের ত্রুটি (Defects of Traditional Curriculum) 176
  - গতানুগতিক পাঠক্রম এবং আধুনিক পাঠক্রমের তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Discussion of Traditional Curriculum & Modern Curriculum) 177
  - পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য (Difference between Curriculum & Syllabi) 178
  - পাঠক্রম উন্নয়নের গতিশীলতা/ধারণা (Dynamics of Curriculum Development/Concept) 180

1.1. পাঠক্রমের উন্নয়নের নির্ধারক (Determinants of Curriculum Development) 181

1.1.1. পাঠক্রমের দর্শনভিত্তিক, মনোবৈজ্ঞানিক এবং সমাজতত্ত্বভিত্তিক নির্ধারক (Philosophical, Psychological & Sociological based determinants) 182

1.2. পাঠক্রম বিকাশের তত্ত্বসমূহ (Theories of Curriculum Development) 185

1.2.1. ভূমিকা (Introduction) 185

1.2.2. পাঠক্রম তত্ত্বের প্রকার (Types of Curriculum Theory) 186

1.3. স্তরভিত্তিক পাঠক্রম—প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক (Stage specific curriculum—Pre-primary, Primary, Secondary, Higher Secondary) 194

1.3.1. কোঠারি কমিশন অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামো 194

1.3.2. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রম 195

1.3.3. পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পাঠক্রম 197

1.4. ভারতবর্ষে পাঠক্রমের সংস্কার সাধন জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখাসমূহ 2000, 2005 (Curriculum reforms in India: National Curriculum Frameworks: 2000 & 2005) 203

1.4.1. বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা 2000
(The National Curriculum Framework for School Education, NCFSE-2000) 203
অধ্যায় 1: প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গ (Context & Concerns) 205
অধ্যায় 2: প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম সংগঠন
(Organisation of Curriculum at Elementary and Secondary Stage) 213
অধ্যায় 3: উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা
(Higher Secondary Education) 218
অধ্যায় 4: মূল্যায়ন (Evaluation) 219
অধ্যায় 5: ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনা
(Managing the System) 222
■ অনুশীলনী 239

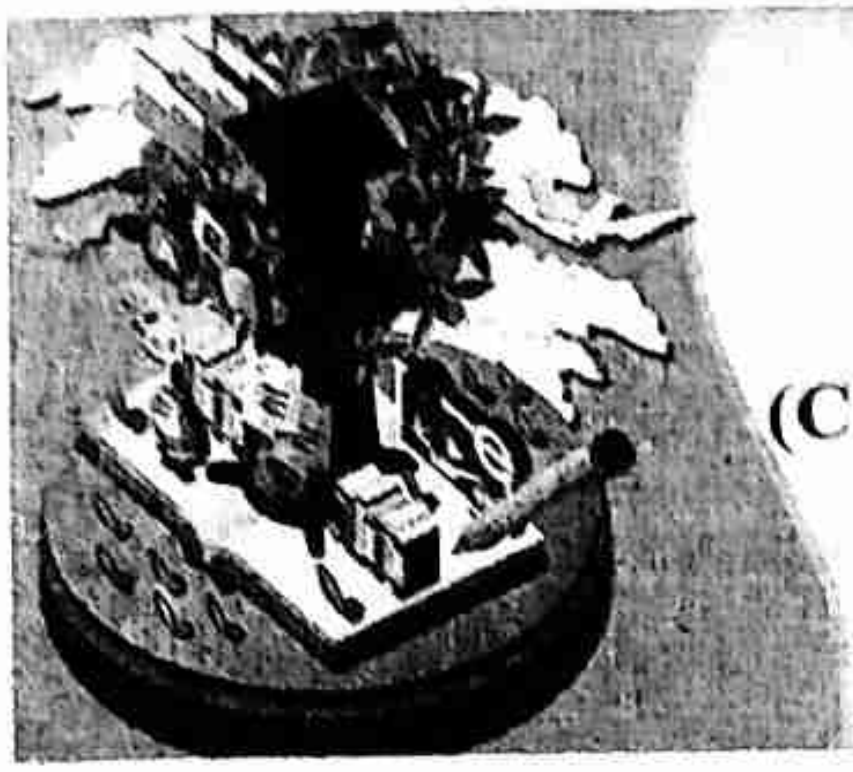

1

পাঠক্রমের ধারণা
(Concept of Curriculum)

1.1 পাঠক্রমের অর্থ, বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ
(Meaning, Characteristics and Types of Curriculum)

1.1.1 ভূমিকা (Introduction)

পাঠক্রম শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (Curriculum—an important factor of education): আধুনিক মত অনুযায়ী শিক্ষা একটি জটিল, পরিবর্তনশীল, উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া (Education is a complex, purposive and dynamic process)। প্রক্রিয়াটিকে জটিল বলা হয়, তার কারণ, কতকগুলি মৌলিক উপাদানের (Basic factors) পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (Interactions) ফল হিসেবে শিক্ষা নামক প্রক্রিয়াটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য এগিয়ে চলে। অর্থাৎ, শিক্ষা প্রক্রিয়া স্থিতিশীল (Static) নয়। শিক্ষা গতিশীল প্রক্রিয়া (Dynamic process) এবং শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Aim) থাকে।

আমরা আগেই জেনেছি যে শিক্ষার উপাদানগুলি হচ্ছে—শিক্ষার্থী বা শিশু (Pupil or child), শিক্ষক (Teacher), পাঠক্রম (Curriculum) এবং শিক্ষা পরিবেশ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এককথায় বিদ্যালয় (Educational environment or educational institution or school)।

শিক্ষা বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে আমাদের আলোচনা করতে হয় শিক্ষার স্বরূপ, পরিধি, শিক্ষার ভিত্তি, শিক্ষা-বিষয়ক ভাবধারা ও তার বিকাশ, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি। এরপরই আলোচনা করতে হয় শিক্ষা কোন্ কোন্ উপাদানের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল, আমরা কাকে শেখাব এবং কী শেখাব। 'কাকে' বলতে 'শিশুকে' বা 'শিক্ষার্থীকে' শেখাব এবং 'কী' অর্থাৎ, 'শিক্ষণীয় বিষয়' বা 'পঠিতব্য বিষয়' বলতে 'পাঠক্রম'-এর প্রশ্নটি সরাসরি সামনে এসে উপস্থিত হয়।

রুশো *(Rousseau)*-কে বলা হয় 'আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক' (Father of modern child-centric education)। তাঁর পথ অনুসরণ করে আধুনিক শিক্ষাবিদগণ 'শিশু' (Child)-কে শিক্ষা প্রক্রিয়ার একেবারে কেন্দ্রভূমিতে রাখতে চান। আধুনিক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় তাঁরা তাই শিশুর চাহিদা ও বৈশিষ্ট্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। তাঁরা বলেন, শিশুকে কেন্দ্র করেই অন্য উপাদানগুলি আবর্তিত হবে।

তবে এ কথা ঠিক যে অন্যান্য উপাদানগুলির সক্রিয়তা ছাড়া কেবলমাত্র 'শিশু' থাকলেই তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে একথা ভাবা যায় না। তাই পাঠক্রম ছাড়া শিক্ষা প্রক্রিয়া এক অবাস্তব কল্পনা। তাই 'পাঠক্রম' শিক্ষাবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

1.1.2 সংজ্ঞা (Definitions)

Oliva (1997) অনুযায়ী আমরা বলতে পারি পাঠক্রম হল—

- বিদ্যালয়ে যা শেখানো হয় (That which is tought in schools)।
- কতকগুলি বিষয়বস্তুর সমষ্টি (A set of subjects)।
- নির্দিষ্ট পাঠ (Content)।
- পাঠসমূহের সূচি (A programme of studies)।
- কতকগুলি উপকরণের সমষ্টি (A set of materials)।
- কতকগুলি পাঠের পারম্পর্য শ্রেণি (A sequence of courses)।
- সম্পাদনী লক্ষ্যসমূহের সমবায় (A set of performance objectives)
- শ্রেণিবহির্ভূত কাজ, নির্দেশনা এবং আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক সহ বিদ্যালয়ে সংগঠিত যে-কোনো বিষয় (Everything that goes on within the school, including extra-class activities, guidance, and interpersonal relationships)।
- বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিকল্পিত যে-কোনো বিষয় (Everything that is planned by school personnel)।
- বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সকল রকম অভিজ্ঞতার ক্রম (A series of experiences undergone by learners in a school)।
- বিদ্যালয়ে যাওয়ার ফলে একজন শিক্ষার্থী যে সকল অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেগুলি (That which an individual learner experiences as a result of schooling)।

1.1.3 পাঠক্রমের অর্থ (Meaning of Curriculum)

শিক্ষাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বাংলা 'পাঠক্রম' শব্দটি ইংরেজি 'কারিকুলাম' (Curriculum) শব্দটির সমার্থক। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological meaning) অনুযায়ী বিচার করলে আমরা দেখতে পাই ইংরেজি Curriculum শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'কুরিয়র' (Currere) থেকে যার অর্থ হল 'দৌড়' (Run of Race)। ইংরেজি কারিকুলাম

(Curriculum) শব্দটির তাই অর্থ হল, 'বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দৌড়ের পথ' (A course which a person runs to reach a goal)।

এই 'দৌড়ের পথ'-এর শেষ কোথায়? শিক্ষার লক্ষ্য (Purpose/goal)-এ পৌঁছোনোর পথটি কী? পথটি হল পাঠ্যবিষয়কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন (Subject-centred contents)। নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে (Through the instructional and educative programme) শিক্ষক, শিক্ষার্থীকে লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করেন। তাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় এই রকম বিভিন্ন বিষয়ের সমষ্টিকেই ইংরেজিতে 'Curriculum' এবং বাংলা প্রতিশব্দে 'পাঠক্রম' বলে চিহ্নিত করা হয়।

কানিংহাম *(Cunninghum)* বলেছেন, "পাঠক্রম হচ্ছে নিজস্ব স্টুডিয়ো (বিদ্যালয় পরিবেশ)-তে নিজস্ব আদর্শ (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) অনুযায়ী শিল্পী (শিক্ষক)-র অধীন বিষয় (ছাত্র)-কে গড়ে তোলার যন্ত্র।" ["Curriculum is a tool in the hands of the artist (teacher) to mould his material (pupils) according to his ideas (aims and objectives) in his studio (school)"]। এখানেও পাঠক্রম বলতে প্রথাবদ্ধ শিক্ষায় গৃহীত শিক্ষক কর্তৃক নির্দিষ্ট কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়েছে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে পাঠক্রম বা Curriculum-কে বলা হয়েছে 'A course of study laid down for the students of a University or schools, or in a wider sense, for schools of certain standard'। অর্থাৎ, পাঠক্রম হল একটা শিক্ষাক্রম বা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু (A course of study) যা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় বা কোনো নির্দিষ্ট মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য ধার্য করে। পাঠক্রম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ চিন্তাধারা এখনও প্রথাবদ্ধ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান (Knowledge) ও দক্ষতা (Skill) অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ বিষয়ের পাঠ্যসূচি (Syllabus) এইসব প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়—একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে, যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় এবং শংসাপত্র (Certificate) অর্জনে সমর্থ হয়।

এই ধারণায় 'পাঠক্রম' (Curriculum) এবং 'পাঠ্যসূচি' (Syllabus) এই দুটি শব্দের মধ্যে কোনো তাৎপর্যগত পার্থক্য আছে এ কথা স্বীকার করা হয়নি। এইখানেই বিভ্রান্তি।

[A] আধুনিক ধারণা (Modern Concept)

শিক্ষার আধুনিক ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা গড়ে উঠেছে। শিক্ষা এখন স্থিতিশীল বিষয় নয়, অপরিবর্তনীয় পাঠ্যবিষয়কেন্দ্রিক কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র নয়। শিক্ষা এখন গতিশীল প্রক্রিয়া (Dynamic process)। এর লক্ষ্যও

গতিশীল। এই পরিবর্তনশীল লক্ষ্য অর্জন করতে শিক্ষার্থীকেও বহুমুখী অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এখন 'শিক্ষা' ও 'জীবন'কে সমার্থক বলে মনে করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে 'জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতি' (Preparation for living)। শিক্ষার্থী কার্যকরী জীবনের জন্য প্রস্তুত হবে তখনই যখন তার ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সম্ভব হবে। সুষম বিকাশ বলতে আমরা শিক্ষার্থীর দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক, সৌন্দর্যমূলক ইত্যাদি সব রকম বিকাশকে বুঝিয়ে থাকি। যে সমস্ত বিষয় ও কর্মসূচি শিক্ষার্থীর উপরোক্ত বিকাশের ক্ষেত্রে উপযোগী, সেগুলিকে নিয়েই গঠিত হয় আধুনিক পাঠক্রম।

আধুনিক পাঠক্রম তাই বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা যা কিছু শেখে তাই পাঠক্রমের অন্তর্গত। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ **পেইনি** ***(Payne)***-র উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন, "শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আচরণগত পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যালয় যে কর্মসূচি নির্বাচন করে এবং সচেতনভাবে সংগঠিত করে তাদের সমন্বয়ই হল পাঠক্রম" ("Curriculum consists of all the situations that the schools may select and consciously organise for the purpose of developing the personality of its pupils and for making behaviour changes in them")।

পার্সি নান্ ***(Percy Nunn)***-ও বলেছেন শিক্ষার বিষয়বস্তু ও জীবন অভিন্ন। পাঠক্রমের মধ্যে জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া চাই। প্রয়োগবাদী আমেরিকান শিক্ষাবিদ **জন ডিউই** ***(John Dewey)*** একইভাবে পাঠক্রমের এই আধুনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। পাঠক্রমের ব্যাপকতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952-53) যা মুদালিয়ার কমিশন (Mudaliar Commission) নামে খ্যাত মন্তব্য করেছেন, "আধুনিক সর্বোত্তম চিন্তায় বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠ্য বিষয়গুলিকেই শুধুমাত্র পাঠক্রম বলা যায় না। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, কর্মশালা ও খেলার মাঠে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক ও স্বাভাবিক যোগসূত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তারই সমন্বয় হল পাঠক্রম" ("According to modern educational thoughts, curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in schools but it includes the totality of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go on in the school—in the classroom, library, laboratory, workshop, play-ground and in the numerous informal contacts between teachers and pupils")।

John Kerr বললেন—পাঠক্রম হল বিদ্যালয় দ্বারা পরিকল্পিত এবং নির্দেশিত সকল ধরনের শিখন। এই শিখন দলবদ্ধভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে, বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরে পরিচালিত হতে পারে (All the learning which is planned and guided by the

school, whether it is carried on in groups or individually, inside or outside the school)। এখানে 'learning is planned or guided' কথাটি খুব প্রণিধানযোগ্য কারণ পাঠক্রম রচয়িতাকে আগে থেকেই ঠিক করতে হবে তিনি এর দ্বারা কী চান এবং কীভাবেই বা অগ্রসর হবেন। এটিই হল পাঠক্রম পরিকল্পনা ও নকশাকরণে (Curriculum planning and designing) আসল কাজ।

আধুনিক অনেক শিক্ষাবিদ পাঠক্রমের এই ধারণাকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও শিক্ষার্থী অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সেগুলি বিদ্যালয়ে অথবা বিদ্যালয়ের বাইরেও হতে পারে। সেইসব অভিজ্ঞতা তাদের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের সহায়ক। শিক্ষার্থীর বিকাশ সহায়ক এইসব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ই হল আধুনিক পাঠক্রম। ক্রো এবং ক্রো *(Crow* and *Crow)* তাই বলেছেন "Curriculum includes all the learners' experiences, in or outside school that are included in a programme which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally."

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমের সংক্ষিপ্ত এবং আধুনিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়—"ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরের নির্বাচিত, সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞতাসমূহের এক সার্থক সমন্বয় হল পাঠক্রম।" ("Curriculum is an organised and integrated pattern of experiences in or outside the school, necessary for all round development of the individual")।

আধুনিক পাঠক্রমের এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, এই পাঠক্রমের পরিধি ব্যাপক এবং বিস্তৃত। "আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়কে স্পর্শ করে। এই বিষয়গুলি হচ্ছে—শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ, শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণোপযোগী পরিবেশ, শিক্ষার্থী [illegible] উপায়সমূহ, শিক্ষার্থীর কার্যকরী শিখনের জন্য পন্থা প্রকরণ, ব্যক্তির সামাজিক দক্ষতা অর্জন এবং বিদ্যালয়ের বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিষয়সমূহ।" ("Modern Curriculum touches all aspects of the life of the pupils—the needs and interests of pupils, environment which should be educationally congenial to them, ways and manners in which their interests can be kindled and warmed up, the procedures and approaches which cause effective learning among them, the social efficiency of the individuals and how they fit in with the community around")।

1.7.4 গতানুগতিক পাঠক্রমের ত্রুটি (Defects of Traditional Curriculum)

1. **সংকীর্ণ ধারণার ভিত্তিতে গঠিত (Narrowly conceived):** গতানুগতিক পাঠক্রম সংকীর্ণ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে গঠিত। এখানে তত্ত্বমূলক কতকগুলি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের জন্য তৈরি হয়। জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন এই পাঠক্রম। সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে কোনো সাহায্য করতে পারে না।
2. **পুস্তকনির্ভর এবং যান্ত্রিক (Bookish and mechanical):** চিরাচরিত পাঠক্রম পুস্তকনির্ভর এবং যান্ত্রিক। ব্যাবহারিক বিষয়ের উপর কম জোর দেয়। তাত্ত্বিক বিষয়গুলি খণ্ড খণ্ড এবং বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ এবং মনোবিজ্ঞাননির্ভর নয়।
3. **অপরিবর্তনীয় এবং দৃঢ় (Uniform and rigid):** চিরাচরিত পাঠক্রম অপরিবর্তনীয়, দৃঢ় এবং স্থিতিশীল। চাহিদা, আগ্রহ এবং প্রবণতা বিভিন্ন হলেও শিক্ষার্থীদের সবাইকে একই বিষয় গতানুগতিকভাবে পড়তে হয়।
4. **ভারী ও বোঝাস্বরূপ (Heavy and overloaded):** বিদ্যালয় পাঠক্রমে বহুবিধ বিষয়ের ভিড়। নির্দিষ্ট সময়ে বহুবিধ বিষয় শিশুকে চিরাচরিত প্রথায় যেন গলাধঃকরণ করতে হয়।
5. **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত (Examination dominated):** চিরাচরিত পাঠক্রম রচনায় বিষয়গুলি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত করে তৈরি করা হয়। জ্ঞানার্জন লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এটা অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। পরীক্ষাও সব সময় নির্ভরযোগ্য, যথার্থ এবং নৈর্ব্যক্তিক ধরনের হয় না।
6. **কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় বর্জিত (Exclusion of technical and vocational subjects):** চিরাচরিত পাঠক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়ের [illegible] বিকাশে পাঠক্রম সাহায্য করে না।
7. **অমনোবৈজ্ঞানিক (Unpsychological):** গতানুগতিক পাঠক্রম মনোবিজ্ঞানের ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। এই পাঠক্রম শিশুকেন্দ্রিক এবং কর্মকেন্দ্রিক নয়। এটি বিকাশমান নয় এবং বর্তমান বিজ্ঞান ও কারিগরির অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
8. **সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অবহেলিত (Cultural heritage neglected):** গতানুগতিক পাঠক্রমে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিষয়টিও গুরুত্ব পায়নি। ভারতের লোকসাহিত্য, গল্পকথা, ধর্ম, সংগীত, নীতিকথা, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ খুব কমই স্থান পেয়েছে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে।

1.1.5 গতানুগতিক পাঠক্রম এবং আধুনিক পাঠক্রমের তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Discussion of Traditional Curriculum and Modern Curriculum)

গতানুগতিক ও আধুনিক পাঠক্রম সম্পর্কে উপরিলিখিত সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উভয়ের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি।

গতানুগতিক পাঠক্রম এবং আধুনিক পাঠক্রমের মধ্যে তুলনা

গতানুগতিক পাঠক্রম	আধুনিক পাঠক্রম
(i) জ্ঞান সঞ্চয় অর্থে শিক্ষার নীতি এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদকে ভিত্তি করে এই পাঠক্রম রচিত।	(i) আধুনিক পাঠক্রম মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
(ii) এখানে শিশু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। এই পাঠক্রম সক্রিয়তার নীতি বর্জিত।	(ii) সক্রিয়তার নীতির ভিত্তিতে এই পাঠক্রম রচিত।
(iii) জ্ঞান এখানে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয়। যার ফলে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি পৃথক পৃথক বিষয়রূপে বিবেচিত হয়।	(iii) এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে তুলে না ধরে পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করা হয়।
(iv) পাঠক্রমে বর্ণিত অভিজ্ঞতাগুলি কতকগুলি তত্ত্ব সরবরাহ করে এবং কেবলমাত্র বুদ্ধির বিকাশে এবং আত্মসত্তার বিকাশে সহায়ক।	(iv) এখানে অভিজ্ঞতাগুলি তত্ত্ব সরবরাহ করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ সাফল্য ঘটাতে সাহায্য করে এবং সার্বিক বিকাশে সহায়ক।
(v) পাঠক্রমে জীবনের ব্যাবহারিক দিক উপেক্ষিত। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন।	(v) পাঠক্রম জীবনধর্মী, গতিশীল এবং বাস্তবজীবনের সঙ্গে যুক্ত।
(vi) গতানুগতিক পাঠক্রম গতিহীন অনড়, দীর্ঘস্থায়ী।	(vi) আধুনিক পাঠক্রম, গতিশীল, পরিবর্তনশীল। ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রম রচনায় পরিবর্তনের নীতি অনুসৃত হয়।
(vii) পাঠক্রমে প্রদত্ত অভিজ্ঞতাগুলি কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করা সম্ভব।	(vii) শ্রেণি ও শ্রেণি-বহির্ভূত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এই পাঠক্রম রচিত (A curriculum should be an integration of within class and out of class experience)।
(viii) এককথায় বলা যায় যে, শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণাকে ভিত্তি করে গতানুগতিক পাঠক্রম রচিত।	(viii) আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্য বা ধারণাকে কেন্দ্র করে রচিত।

1.1.6 পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Curriculum)

আধুনিক পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ—

1. **মনোবৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত (Based on psychological principles):** আধুনিক পাঠক্রম রচনার সময় শিক্ষার্থীর বয়স, চাহিদা, ইচ্ছা, আগ্রহ, ক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষা অভিজ্ঞতাগুলি নির্বাচনে শিক্ষার্থীর চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বিষয় বিন্যাসে শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটাই আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক নীতি।
2. **স্বতঃশ্চল নয়, নির্বাচনধর্মী (Not automatic but selective):** শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে পাঠক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলেও এটি স্বতঃশ্চল (Automatic) নয়। এটি পরিবেশ, পরিস্থিতি, শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারক ব্যক্তি বা সংস্থা দ্বারা প্রভাবিত এবং সংগঠিত হয়। তাই এই পাঠক্রম নির্বাচনধর্মী (Selective)।
3. **কর্ম অভিজ্ঞতার সমন্বয় (Curriculum—an aggregate of activities and experiences):** আধুনিক মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী শিশু যথার্থ জ্ঞান অর্জন করতে পারে আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে কর্মঅভিজ্ঞতার সমন্বয়ে। কর্মঅভিজ্ঞতার সমন্বয়েই শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ হয় তথা জ্ঞান, দক্ষতা, নীতিবোধ ও সমাজ-চেতনা গড়ে ওঠে। তাই বলা যায় "পাঠক্রম কর্মঅভিজ্ঞতার সমন্বয়" ("curriculum is an aggregate of activities and experiences")।
4. **ব্যাবহারিক উপযোগিতা সম্পন্ন (Having practical utility):** পাঠক্রম শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌঁছোনোর উপায় (means to achieve the purpose of education)। পাঠক্রমের সাহায্যে শিক্ষা নামক জীবন বিকাশের প্রক্রিয়াকে পরিকল্পিত পথে পরিচালিত করা যায়। তাই এর তাত্ত্বিক ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবহারিক দিককেও উপেক্ষা করা চলবে না। আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে। চিন্তার আদানপ্রদানের সুযোগ দেওয়া ও তথ্য সরবরাহ ছাড়াও তার প্রয়োগ সাফল্য ঘটাবে। তাই আদর্শ আধুনিক পাঠক্রম জীবন-পরিবেশে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সমস্যাসমাধানে সহায়তা করবে।
5. **ব্যক্তিসত্তা ও সমাজসত্তার বিকাশে সহায়ক (For development, both individual and social):** আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসত্তা বিকাশের উপরও যথাযথ গুরুত্ব দেয়। পাঠক্রমে সেই ধরনের অভিজ্ঞতার সমাবেশ ঘটানো হয় যাতে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, বিচার, পর্যবেক্ষণ, কল্পনা শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী সামাজিক অভিযোজনেও উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।
6. **শ্রেণি ও শ্রেণি-বহির্ভূত অভিজ্ঞতার সমন্বয় (Integration of within-class and out of class experiences):** আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে জীবনধর্মী অভিজ্ঞতা সরবরাহ করার চেষ্টা করে। এসব অভিজ্ঞতা কেবলমাত্র বিদ্যালয়

পরিবেশে দেওয়া সম্ভব নয় অথবা শ্রেণিকক্ষই অভিজ্ঞতা অর্জনের একমাত্র কেন্দ্র নয়। এর জন্য বাস্তব জীবন পরিবেশেরও প্রয়োজন আছে। আধুনিক পাঠক্রমে প্রদত্ত অভিজ্ঞতাগুলি শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে উভয় পরিবেশ থেকেই অর্জন করতে হয় (A curriculum should be an integration of within-class and out of class experiences)।

7. **গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল (Dynamic and variable):** শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া (Dynamic process)। এর সঙ্গে সংহতি রেখে আধুনিক পাঠক্রম তাই গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল হতে বাধ্য। ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রম রচনায় পরিবর্তনের নীতি অনুসৃত হয়।

8. **বিন্যস্ত তথা সুসংগঠিত (Well organised):** ব্যক্তির সার্বিক বিকাশকে সুনিশ্চিত করতে একটি আদর্শ আধুনিক পাঠক্রমে ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, চারিত্রিক বিকাশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিকাশ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, সামাজিক অভিযোজনে সহায়ক অভিজ্ঞতা, জীবিকা অর্জন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়। এই অভিজ্ঞতাগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে তুলে না ধরে তাদের পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাস করা হয়। তাই আধুনিক পাঠক্রম সুসংগঠিত (Well organised)।

1.1.7 পাঠক্রমের শ্রেণিকরণ (Types of Curriculum)

পাঠক্রমের প্রধানত দুটি ভাগ (Mainly Two Types of Curriculum)

A. লুক্কায়িত বা অব্যক্ত পাঠক্রম (Hidden Curriculum)

B. ব্যক্ত বা লিখিত পাঠক্রম (Written Curriculum)

এই লিখিত পাঠক্রমের মধ্যে আবার আছে,—(i) বিষয়ভিত্তিক, (ii) কর্মকেন্দ্রিক, (iii) অভিজ্ঞতাভিত্তিক, (iv) কেন্দ্রীয়, (v) অবিচ্ছিন্ন ও (vi) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

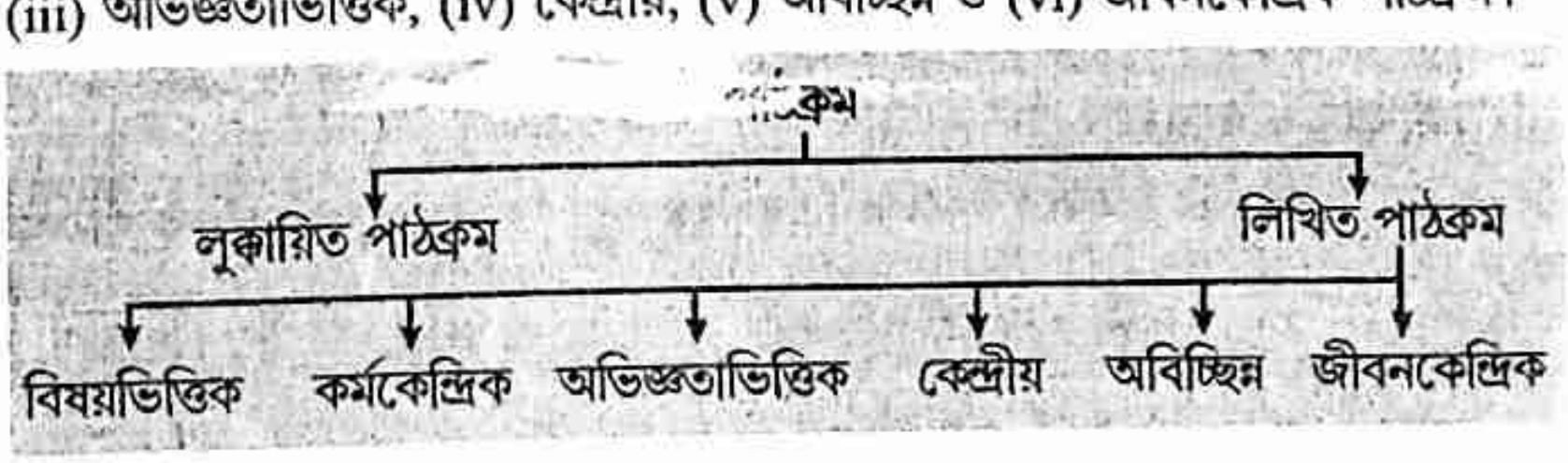

A. লুক্কায়িত পাঠক্রম (Hidden Curriculum)

বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিক্ষার্থীরা কিছু বিষয় শেখে বা অভিজ্ঞতা লাভ করে যা পাঠক্রমে লিখিত অবস্থায় থাকে না। শিক্ষালয়ের বিভিন্ন পরিবেশে কেমন করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাপ খাওয়াবে এবং সেই অনুসারে কেমন মানসিকতা, মূল্যবোধ গড়ে তুলবে, কোন্ সামাজিক গুণগুলি আয়ত্ত করবে—এই উপকরণগুলিই অব্যক্ত পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এই

উপকরণগুলি সিলেবাসে লিখিত না থাকলেও পাঠক্রমকে সার্থক করতে গেলে এগুলি শিক্ষার অপরিহার্য অংশ। আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সৌজন্যবোধ, দায়িত্ব জ্ঞান, কর্মনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, বাধ্যতা, শিক্ষার প্রতি সদর্থক মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদি এই পাঠক্রমের অন্তর্গত। এগুলি শিক্ষালয়ে পাঠপরিক্রমায় শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজেই সঞ্চারিত হতে পারে। শিক্ষক ও বিদ্যালয় সংগঠন সেগুলির বিষয়ে অবহিত থাকলেও শিক্ষার্থীদের কাছে সে শিক্ষার উপকরণ অজানা থাকে।

3. লিখিত পাঠক্রম

লিখিত পাঠক্রমকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। নীচে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

(i) বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম

যে পাঠক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের বৌদ্ধিক বিকাশের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে বলে বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রম। একে গতানুগতিক পাঠক্রমও বলা হয়। এটি মানসিক শৃঙ্খলাবাদের তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক শিক্ষাবিদের মতে এই পাঠক্রম মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়।

বৈশিষ্ট্য/ত্রুটি

- পাঠক্রম মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়।
- শিক্ষক এখানে মুখ্য, শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় শ্রোতা।
- পাঠ্যবিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, ব্যাবহারিক দিক অবহেলিত।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চাহিদা, প্রবণতা, আগ্রহে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
- জীবনকেন্দ্রিক নয়।
- পাঠক্রমে একঘেয়েমি আসে।
- বাস্তবজীবনে কাজে লাগে না বলে শিক্ষার্থী আগ্রহ হারায়।
- মানসিকতার গুরুত্ব কম, কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা নেই।

(ii) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম

যে পাঠক্রমে শিক্ষণীয় বিষয়কে কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাকে কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম বলে।

বৈশিষ্ট্য/গুরুত্ব

- তাত্ত্বিক দিকের সঙ্গে ব্যাবহারিক দিক গুরুত্ব পায়।
- শিক্ষার্থীর দৈহিক, প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক, মানসিক চাহিদা পরিপূর্ণ হয়।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণের সহায়ক হয়।
- এই পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শ্রমের প্রতি মর্যাদাদান করে।

(iii) অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম

শিক্ষার্থীর চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের সমন্বয়সাধন করা হয় যে পাঠক্রমের মাধ্যমে তাকে বলে অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠক্রম।

বৈশিষ্ট্য/গুরুত্ব

- এটি মনোবিজ্ঞানসম্মত।
- এটি একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের অভিজ্ঞতাই এই পাঠক্রমে স্থান পায়।
- এই পাঠক্রমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- পাঠক্রমে বিষয়বস্তুগুলি/অভিজ্ঞতাগুলি একে একে বিন্যস্ত থাকে।
- শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ এখানে গুরুত্ব পায়।
- এই পাঠক্রম সমাজসচেতনতা বিকাশে সাহায্য করে।

(iv) কেন্দ্রীয় পাঠক্রম

অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সামগ্রীর সমন্বয় ঘটিয়ে যে পাঠক্রম রচনা করা হয় তাকে বলে কেন্দ্রীয় পাঠক্রম।

বৈশিষ্ট্য/গুরুত্ব

- এই পাঠক্রমে বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান সরবরাহ না করে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ ঘটানো হয়।
- এটি সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত।
- এক্ষেত্রে বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানের সঙ্গে সমাজকেন্দ্রিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো হয়।
- এটি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে লাগে।

(v) অবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম/সমন্বয়ী পাঠক্রম

যে পাঠক্রমে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্য বিষয়ের সমন্বয় ঘটানো হয় তাকে অবিচ্ছিন্ন বা সমন্বয়ী পাঠক্রম বলে।

বৈশিষ্ট্য/গুরুত্ব

- সামাজিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
- এটি পাঠক্রমে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।
- শিক্ষার্থী সামাজিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়।
- গতানুগতিক পাঠক্রমের ত্রুটি দূর করে।

(vi) জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার পাঠক্রম

জীবনের জন্য শিক্ষা, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ইত্যাদি সর্বাগ্রে শিক্ষা সমন্বয়ে যে ধরনের পাঠক্রম প্রচলিত, তাকে বলে জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার পাঠক্রম।

বৈশিষ্ট্য/গুরুত্ব

- এই পাঠক্রমে শিশুর চাহিদা পূরণ হবে।
- শিক্ষার্থীর সামাজিক চাহিদাও পূর্ণ হবে।
- শিক্ষার্থীর মানসিক, দৈহিক বিকাশ হবে।
- শিক্ষার্থী তার জীবিকা অর্জনের উপযোগী রসদ এখান থেকে পাবে।

1.1.8 আধুনিককালে পাঠক্রমের পরিচিত শ্রেণিবিভাগ (Popular Types of Curriculum in Modern Days)

Wilson, (1990) পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন—Curriculum is :

Anything and everything that teaches a lesson, planned or otherwise. Humans are born learning, thus the learned curriculum actually encompasses a combination of all the below–the hidden, null, written, political and societal etc... Since students learn all the time through exposure and modeled behaviours, this means that they learn important social and emotional lessons from everyone who inhabits a school... from the janitorial staff, the secretary, the cafeteria workers', their peers, as well as from the department, conduct and attitudes expressed and modeled by their teachers. Many educators are unaware of the strong lessons imparted to youth by these everyday contacts.

(পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত যা কিছু মানুষকে শিক্ষা দেয় তাই পাঠক্রম। মানুষ জন্ম থেকেই শেখে। সেজন্য পাঠক্রম লুক্কায়িত, বাতিল (null), লিখিত, সমাজগঠিত, রাজনৈতিক সব রকমই হতে পারে। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিক্ষার্থী বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকেই সামাজিক ও আবেগমূলক পাঠগ্রহণ করে। এদের মধ্যে যেমন অফিস কর্মচারী, প্রহরী, ক্যান্টিন কর্মী আছে তেমনই আছে বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের আচরণ থেকেও তারা অনেক পাঠ রপ্ত করে।)

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন উদ্দেশ্য, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কৃতি ও পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী বর্তমানে শিক্ষাবিদগণ তাই পাঠক্রমের নিম্নরূপ শ্রেণিকরণের কথা বলেছেন।—

1. **ব্যক্ত, অবিভক্ত, লিখিত পাঠক্রম (Overt, Explicit or Written curriculum):** বিদ্যালয় অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রথাবদ্ধ নির্দেশনার লিখিত রূপ হল এই পাঠক্রম। এগুলি প্রশাসক, পাঠক্রম পরিচালক এবং শিক্ষকগণ দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে লিখিত এবং পর্যালোচিত হয়।
2. **সমাজ সংগঠিত পাঠক্রম (Societal Curriculum):** ***Cortes*** (1981) এই পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—Societal curricula as: [the] massive, ongoing, informal curriculum of family, pee groups, neighbourhoods, churches, organisations, occupations, mass media

and other socializing forces that "educate" all of us through out our lives. (এই পাঠক্রমের দ্বারা বিভিন্ন সমাজ সংগঠন বা শক্তি সমূহ কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে অপ্রথাগতভাবে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের শিক্ষিত করে তোলে।)

3. **অব্যক্ত পাঠক্রম বা লুক্কায়িত পাঠক্রম (Hidden or Covert Curriculum):** এই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু লিখিত নয়। আগেই বলা হয়েছে আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সৌজন্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান, কর্মনিষ্ঠা, বাধ্যতা, শিক্ষার প্রতি সমর্থক মনোভাব প্রভৃতি যা কিছু শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়ে পাঠপরিক্রমায় শিক্ষক/প্রশাসকের আচরণ ধারার মাধ্যমে শেখে তাই এই পাঠক্রমের বিষয়।
4. **বাতিল পাঠক্রম (Null Curriculum):** প্রথাগত পাঠক্রম আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি থেকে নির্বাচিত বিষয়সমূহের এক সমন্বিত রূপ। এই নির্বাচন কালে অনেক বিষয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না। এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীর কাছে এই বার্তা দিই, যে অংশ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হল না তা শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা হিসেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক নয়। এই অংশটিই বাতিল পাঠক্রম (Null Curriculum) বলে চিহ্নিত। ***Eisner*** (1985, 1994) প্রথম এই 'Null Curriculum'-এর কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, "The null curriculum is simply that which is not taught in schools." কোথাও কোথাও যে ভাবেই হোক কিছু ব্যক্তির উপর সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয় লিখিত পাঠক্রমে কী থাকবে এবং কী বাদ যাবে।
5. **ছদ্ম পাঠক্রম (Phantom Curriculum):** বিভিন্ন মাধ্যম (Media) দ্বারা প্রকাশিত বা প্রচারিত প্রাসঙ্গিক তথ্যসম্ভার এই পাঠক্রমের বিষয়।
6. **সহগামী আনুষঙ্গিক পাঠক্রম (Concomitant Curriculum):** যা কিছু পরিবার থেকে শিশু শেখে বা যেসব অভিজ্ঞতা পরিবার থেকে প্রাপ্ত বা অনুমোদিত সেগুলি নিয়ে গঠিত হয় এই পাঠক্রম। এই ধরনের পাঠক্রম ধর্মীয় সংগঠনের থেকে পাওয়া যেতে পারে। এই পাঠক্রম মূল্যবোধ, নীতি, আদর্শের কথা তুলে ধরে এবং পরিবারের অনুমোদিত হতে পারে।
7. **বাগাড়ম্বরযুক্ত পাঠক্রম (Rhetorical Curriculum):** এই পাঠক্রম নীতিনির্ধারক, বিদ্যালয় প্রশাসক, রাজনীতিকদের ধারণা উদ্ভূত। ধারণাগঠন (Concept formation) এবং বিষয় নির্ধারণ ও পরিবর্তনে (Content changes)-র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিন্তা থেকেও এর উদ্ভব হতে পারে। সাম্প্রতিক শিক্ষামূলক প্রকাশিত তথ্য ও জ্ঞান (Publicized works offering updates in pedagogical knowledge) থেকেও এই পাঠক্রম গঠিত হতে পারে।
8. **ব্যবহৃত পাঠক্রম (Curriculum-in-use):** প্রথাগত পাঠক্রম কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধারণা ও বিষয়সূচিতে সম্বন্ধ হয়ে সংগঠিত

ও প্রকাশিত হয়। যাইহোক সমস্ত 'প্রথাগত' (Formal) অন্তর্ভুক্ত বিষয় সবসময় সব বছরে একইভাবে পড়ানো বা চর্চা করা হয় না। ব্যবহৃত পাঠক্রম (Curriculum-in-use) হল সমগ্র পাঠক্রমের নির্দিষ্ট অংশ যা প্রতিটি শিক্ষক দ্বারা ব্যবহৃত ও পরিবেশিত হয়।

9. **গ্রহণযোগ্য পাঠক্রম (Received Curriculum):** পাঠক্রমে উপস্থাপিত অভিজ্ঞতা, ধারণা, পদ্ধতি, বিষয় শিক্ষার্থী সবসময় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ বা আত্তীকরণ করতে পারে না। শিক্ষার্থীরা যে সকল জ্ঞান, মূল্যবোধ, কৌশল, সংস্কৃতি সহজে নিতে পারে এবং নিজের মধ্যে আত্তীকরণ করে তাকেই বলে গৃহীত পাঠক্রম (Received Curriculum)।

10. **আন্তর বা অভ্যন্তরীণ পাঠক্রম (The Internal Curriculum) :** প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব কতকগুলি প্রক্রিয়া, বিষয় (উপাদান), জ্ঞান নিয়ে এই পাঠক্রম গঠিত হয় যা শিক্ষার্থীর নতুন অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতা সমন্বিত হয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। শিক্ষাবিদগণের এই পাঠক্রম সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থাকতে হয়। তবে তাদের এই পাঠক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ খুব কম। কারণ এই পাঠক্রমের বিষয়গুলি প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিষয়।

11. **ইলেকট্রনিক পাঠক্রম (The Electronic Curriculum):** *Wilson* (2004) বলেছেন ইন্টারনেট সন্ধানের মাধ্যমে অথবা e-forms communication-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যরাজি নিয়ে গঠিত হয় এই e-পাঠক্রম। এই পাঠক্রম প্রথাগত বা অপ্রথাগত উভয়ই হতে পারে। net প্রাপ্ত সংবাদ বিনোদনমূলক হতে পারে আবার শিক্ষা এবং গবেষণা কাজেও লাগতে পারে। সংবাদ ভুল হতে পারে, ঠিক হতে পারে, বিকৃত তথ্যসমৃদ্ধ হতে পারে, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ বা বিস্তৃত করার কাজেও লাগতে পারে। যার যেমন চাহিদা সেরকম হতে পারে। সেজন্য জ্ঞান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কাজে লাগাতে গেলে শিক্ষার্থীকে net ব্যবহারে সতর্ক এবং দক্ষ হতে হবে। তবেই এটি সঠিক কাজে লাগবে।

যেভাবেই পাঠক্রমের শ্রেণিবিভাগ করা হোক না কেন প্রতিটি শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—

1. প্রতিটি পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য গঠিত প্রথাবদ্ধ পাঠচর্চার বিষয় (A formalized course of study designed for learners)।
2. শিখন সাফল্য নির্ধারণে সচেতন পরিকল্পনা উদ্ভূত (Conscious planning that attempts to determine learning outcomes)।
3. শিখন ত্বরান্বিতকরণে নির্দিষ্ট গঠনযুক্ত (Some form of structure to facilitate learning)।

1.2 পাঠক্রমের প্রকৃতি ও পরিধি
(Nature and Scope of Curriculum)

1.2.1 পাঠক্রমের প্রকৃতি (Nature of Curriculum)

- কতকগুলি লক্ষ্যপূরণের জন্য পাঠক্রম হল শিক্ষক ব্যবহৃত যন্ত্র বা উপকরণ (Tool)।
- পাঠক্রম ব্যক্তি ও নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীর লক্ষ্যপূরণের চেষ্টার মাধ্যমে দেশের জাতীয় লক্ষ্যপূরণে সচেষ্ট হয়।
- পাঠক্রম হল একটি শীর্ষবিন্দু (Pivot) যার চারদিকে মানুষের জ্ঞান কেন্দ্রীভূত হয়।
- পাঠক্রমে সেই সব কাজ অন্তর্ভুক্ত হয় যার শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যালয়ে চর্চা চলে।
- কাজের নিরিখে শিক্ষার্থীর চারপাশে যা কিছু তাকে ঘিরে থাকে সেই সব নিয়েই পাঠক্রম তৈরি হয়।
- গতিশীল পরিবেশে (জাগতিক, সামাজিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক)-র সব কিছুই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু।
- বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সকল শিখন অভিজ্ঞতার সমষ্টি হল পাঠক্রম।
- বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে শিক্ষার্থী দ্বারা প্রাপ্ত সকল অভিজ্ঞতাসমূহ দ্বারা পাঠক্রম পরিকল্পিত ও পরিচালিত হয়।
- শিক্ষার বিষয়বস্তু (Content), শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of teaching) এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য (Purpose of education) সব কিছুই পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়।
- লক্ষ্য উদ্দিষ্ট কতকগুলি কাজ নিয়ে সংগঠিত কর্মসূচি হল পাঠক্রম।
- পাঠক্রম হল পরিকল্পিত শিখন।
- পাঠক্রম শিক্ষামূলক পরিকল্পনা।
- পাঠক্রম হল শৃঙ্খলা বা চিন্তার পন্থা।
- পাঠক্রম জ্ঞানমূলক ও অনুভূতিমূলক বিষয়বস্তু ও প্রক্রিয়া।
- পাঠক্রম সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তির ব্যবহার করে এবং প্রতিফলন ঘটায়।

1.2.2 পাঠক্রমের পরিধি (Scope of Curriculum)

পাঠক্রমের পরিধি বিস্তৃত ও সর্বব্যাপক (Comprehensive)। এটি শিক্ষার্থীর জীবনের যে সকল দিককে স্পর্শ করে তা হল—

- শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ।
- শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ।
- উপায় ও পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্ভব এবং যা শিক্ষার্থীর কার্যকরী শিখন সম্ভব করে তোলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা বাড়িয়ে তুলে তাকে সমাজের সঙ্গে সংগতি বিধান করতে শেখায়।

- পাঠক্রম সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তিকে দেখে এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।
- পাঠক্রম শিক্ষায় দর্শনের অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।
- কতকগুলি মূল্যবোধ অর্জনের কথা বলে, কতকগুলি উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায়।
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে ধাবিত হয়, শিশুর সার্বিক বিকাশে জোর দেয় এবং তার সার্বিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।

শিক্ষার পরিধিকে নীচে বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত করে দেখানো যায়।

1. **শিক্ষার লক্ষ্যসমূহ অর্জন (Realization of Education objectives):** শিক্ষার সংগঠন পাঠক্রমের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকে। সেজন্য পাঠক্রম নির্মাণের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার কতকগুলি লক্ষ্য অর্জন করা।
2. **সময় ও শক্তির সঠিক ব্যবহার (Proper use of time and energy):** পাঠক্রম শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে শিখন ও শিক্ষণের জন্য সময় ও শক্তির সঠিক ব্যবহারে নির্দেশনা দেয়।
3. **জ্ঞান অর্জন (Acquisition of Knowledge):** পাঠক্রম জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জ্ঞানমূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।
4. **বিষয়সমূহের গঠন নির্ধারণ (Determining the structure of the content):** প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের পাঠক্রম স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয় (Content) দ্বারা নির্মিত হয়।
5. **ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of personality):** পাঠক্রমে এমন বিষয়সমূহের সন্নিবেশ ঘটাতে হবে যা শিক্ষার্থীর শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটাতে পারে।
6. **পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন (Preparation of Text books):** বয়ঃস্তর ও শিক্ষাস্তর অনুযায়ী উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পাঠক্রম পরিকল্পনার অঙ্গ।
7. **পরীক্ষা পরিচালনা (Conducting Examinations):** আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত। সেজন্য পাঠক্রমকে হতে হবে শিক্ষণ, শিখন এবং পরীক্ষণের ভিত্তি।
8. **শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতির সঠিক সংগঠন (Organising Teaching Learning situations):** পাঠক্রম সঞ্চালনের জন্য শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতির সঠিক সংগঠন প্রয়োজন।
9. **নির্দেশদানের পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ (Decision about Instructional methods):** পাঠক্রম অনুযায়ী নির্দেশদানের পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।

10. জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাবের বিকাশ (Development of Knowledge, skill and attitude): পাঠক্রমের প্রকৃতি জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব এবং সৃজনশীলতার বিকাশের ভিত্তি তৈরি করে এবং নেতৃত্বদানের গুণাবলি বিকাশে সাহায্য করে।

1.3 পাঠক্রমের প্রয়োজনীয়তা/গুরুত্ব (Necessities of Curriculum)

মানুষের জীবনে বহু কারণে এবং বহু ক্ষেত্রে পাঠক্রমের চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা সীমাহীন এবং সে কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

1. অন্যান্য প্রাণী যা পারে না মানুষ তা পারে। সেটা হল তারা জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং এটি পারে একটি সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমের মাধ্যমে।
2. পাঠক্রম সমস্ত শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং শারীরিক বিকাশ ঘটাতে পারে।
3. পাঠক্রমের একটি নির্দিষ্ট জাতীয় লক্ষ্য আছে এবং সে কারণে শিক্ষার্থীর ব্যক্তি চাহিদা এবং নাগরিক লক্ষ্যপূরণে এটি সচেষ্ট।
4. পাঠক্রম সকলের প্রত্যাশা বাড়ায় এবং আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি ঘটায়।
5. পাঠক্রম মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়।
6. শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব ইত্যাদি সম্পর্কিত সাফল্যকে চিহ্নিত করতে পারে।
7. শিক্ষার্থীর নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরে তার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।
8. পাঠক্রম বিশ্বের, জাতির এবং স্থানীয় ও ব্যক্তিগত মাত্রা (Dimensions)-র অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।
9. পাঠক্রম সাম্প্রতিক প্রযুক্তির ব্যবহার শেখায় এবং প্রতিফলন ঘটায়।
10. প্রগতির পথের মূল্যায়নে (for evaluating the path of progress)-র জন্য পাঠক্রম সঠিক প্রতিসংকেত (Feedback) দান করে।
11. আত্ম উপলব্ধি বিকাশের মাধ্যমে পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
12. পাঠক্রম অন্যকে প্রশংসা করা এবং সুবিচারকরণে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলে।
13. ভবিষ্যৎ জীবনে সঠিক জীবিকা নির্বাহের জন্য পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলে।
14. পাঠক্রম শিশুর সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানোতে সাহায্য করে।
15. পাঠক্রম সমাজ পরিবর্তন এবং সমাজ নিয়ন্ত্রণের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

1.4 পাঠক্রম রচনা/গঠনের নীতিসমূহ (Principles of Framing Curriculum)

শিক্ষার সাফল্যতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে পাঠক্রমের উপর। তাই আধুনিককালে শিক্ষাবিজ্ঞানে পাঠক্রম রচনার কাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। পাঠক্রম রচনার মূল নীতিগুলি ছকের আকারে নীচে দেওয়া হল—

পাঠক্রম রচনার নীতিসমূহ

বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নীতি	বিষয়বস্তু বিন্যাসের নীতি	ক্রিয়াগত নীতি
• উদ্দেশ্যকেন্দ্রিকতার নীতি • শিশুকেন্দ্রিকতার নীতি • সমাজকেন্দ্রিকতার নীতি • সংরক্ষণের নীতি • সৃজনশীলতার নীতি • অগ্রমুখীনতার নীতি • অখণ্ডতার ও অবিভাজ্যতার নীতি	• সমন্বয়ের নীতি • ক্রমবিন্যাসের নীতি	• কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি • পরিবর্তনশীলতার নীতি • বৈচিত্র্যের নীতি • বহুমুখিতার নীতি • জীবনমুখিতার নীতি • সময়সূচির নীতি • শিখনের প্রয়োজনীয়তার নীতি • শিখনের বৃত্তিমুখী নীতি

A. বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নীতি (Content Related Principles)

1. **উদ্দেশ্যকেন্দ্রিকতার নীতি:** পাঠক্রমের জন্য অভিজ্ঞতা নির্বাচনের সময় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলির দিকে নজর রাখতে হবে।
2. **শিশুকেন্দ্রিকতার নীতি:** শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন—শিশুর পরিণমনের স্তর, তার আগ্রহ, জৈবিক, মানসিক, সামাজিক চাহিদা ইত্যাদি বিকাশের সহায়ক পাঠক্রম রচনা করতে হবে।
3. **সমাজকেন্দ্রিকতার নীতি:** পাঠক্রমের বিষয়বস্তু, সমাজের চাহিদার (অভিযোজন, পরিবর্তন, উৎপাদন বৃদ্ধি) কথা বিবেচনা করে নির্বাচন করতে পারলে তবেই তা জীবনকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে।
4. **সংরক্ষণের নীতি:** পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সঞ্চালন বজায় থাকে।
5. **সৃজনশীলতার নীতি:** পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাকে বিকাশের সুযোগদানের নীতিকে মূর্ত করে তোলা প্রয়োজন।
6. **অগ্রমুখীনতার নীতি:** পাঠক্রমের বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যার সহায়তায় শিক্ষার্থীকে চিরপরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল ভবিষ্যৎ জীবন পরিবেশে অভিযোজনের যোগ্য প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হয়।

7. **অখণ্ডতার ও অবিভাজ্যতার নীতি:** পাঠক্রম কখনও বিভিন্ন দৃঢ় দেওয়াল দিয়ে বিভক্ত হতে পারে না।

B. বিষয়বস্তু বিন্যাসের নীতি (Principles of Content Arrangement)

1. **সমন্বয়ের নীতি:** সামাজিক ও ব্যক্তিগত চাহিদার সমন্বয়ের নীতির উপর ভিত্তি করেই পাঠক্রম রচনা করা বাঞ্ছনীয়।
2. **ক্রমবিন্যাসের নীতি:** পাঠক্রমের বিষয়বস্তুগুলিকে শিশুর পরিণমন, বিষয়বস্তুর কাঠিন্যমান ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে ক্রমপর্যায়ে বিন্যস্ত করতে হবে।

C. ক্রিয়াগত নীতি (Principles of Activity)

1. **কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি:** পাঠক্রম রচনার নীতি হিসেবে মূর্ত কর্মভিত্তিক বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।
2. **পরিবর্তনশীলতার নীতি:** পাঠক্রম কখনোই অনমনীয় হতে পারে না। সমাজ সভ্যতার পরিবর্তনে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের পরিবর্তন ঘটলে পাঠক্রমের যে পরিবর্তন হবে তা বলাই বাহুল্য।
3. **বৈচিত্র্যের নীতি:** পাঠক্রমে শুধু শিক্ষার্থীর কর্মময় জীবনের প্রস্তুতিই থাকবে না, তার অবসর সময়ের সুস্থ ব্যবহারের নির্দেশও থাকবে।
4. **বহুমুখীনতার নীতি:** বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রকৃতির চাহিদাপূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে পাঠক্রমে।
5. **জীবনমুখীনতার নীতি:** শিক্ষার্থীর জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অভিজ্ঞতাকে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা নীতিগতভাবে খুবই প্রয়োজন।
6. **বৃত্তিমুখী নীতি:** পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ বৃত্তির প্রাথমিক পরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যিক।
7. **সময়সূচির নীতি:** রুটিনে বিভিন্ন বিষয়বস্তু গুরুত্ব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করাও পাঠক্রম রচনার একটি মূলনীতি।
8. **শিখনের প্রয়োজনীয়তার নীতি:** পাঠক্রমের বিষয়বস্তু শুধু শিখনযোগ্য হলেই হবে না, তার নির্দিষ্ট উপযোগিতাও থাকতে হবে।

উপসংহার: উপরোক্ত নীতিগুলির পটভূমিতে এটুকু স্পষ্ট যে, সকল শিক্ষার্থীর জন্য একই ধরনের পাঠক্রম কখনোই বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যকে (Individual Difference) স্বীকৃতি দিয়ে পাঠক্রমের মধ্যে বিভিন্নতা আনতেই হবে।

1.5 পাঠক্রম তৈরিতে রাষ্ট্র/সরকারের ভূমিকা (Role of State in Curriculum)

প্রতিটি দেশের এবং জাতির কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে দেশ এবং তার বিভিন্ন ক্ষেত্র পরিচালনার ব্যাপারে। শিক্ষাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে না। শিক্ষার অন্তর্গত অন্যতম বিষয় পাঠক্রম। এর নির্মাণ, পরিচালনা, সফল রূপায়ণ, বিভিন্ন সময়ে সংশোধনে সরকার এবং রাষ্ট্রের অবশ্যই একটি ভূমিকা থাকবে। দেশের সরকারের রূপটি কী হবে সেই অনুযায়ী নির্ধারিত হয় শিক্ষা নির্দেশদান (Instruction) এবং পাঠক্রম (Curriculum) কী রকম হবে সে বিষয়টি। স্বৈরাচারী শাসন এবং গণতান্ত্রিক শাসনের ক্ষেত্রে তাই 'Instruction'-এর ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখা যায়। প্রথমটির ক্ষেত্রে সরকার 'Teacher-Centred Instruction' (TCI) এর উপর জোর দেন এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে জোর পড়ে 'Learner-Centred Instruction' (LCI) এর উপর। 'পাঠক্রম নির্মাণ' এবং পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সরকারের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকাই স্বাভাবিক।

আমেরিকার Council of Chief State School Officers-এর প্রধান সচিব Edgar Fuller বলছেন— আমেরিকায় "শিক্ষাগত নাগরিকত্ব হল ত্রিমুখী দায়িত্ব পালন" (Educational Citizenship is a three-way responsibility)। পাবলিক স্কুলে পাঠক্রম প্রণয়ন, উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, রাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সরকার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন।

একেবারে স্থানীয় স্তরে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠক্রম পরিচালিত ও পরীক্ষিত হয়। শিক্ষকগণ নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় তাঁদের কাজ করেন। স্থানীয় বিদ্যালয় পর্ষদ (The Local School Board) শিক্ষকগণের কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী। সমস্ত শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষা সরবরাহ করার আইনি অধিকার হল রাজ্যের। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কতকগুলি কেন্দ্রীয় ও মিলিটারি বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সরাসরি পরিচালনা করে থাকেন।

ত্রিস্তরীয় সরকারের কাজের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও তারা সকলেই শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী থাকেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রাথমিক ক্ষেত্র হল স্থানীয় অঞ্চল ক্ষেত্রের বিদ্যালয়গুলি যেখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সরাসরি সংযোগ ঘটে। উচ্চতর রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব হল শিখনকে সর্বার্থসাধক করে গড়ে তোলায় মদত দেওয়া। স্থানীয় এবং রাজ্যস্তরের শিক্ষা পাঠক্রম অবশ্যই শিক্ষার জাতীয় স্বার্থ বা লক্ষ্যের পরিপন্থী হবে না। শিক্ষার পাঠক্রম রচনা, পরিচালনা, উদ্দেশ্য নিরূপণের ক্ষেত্রে কোনো পারস্পরিক দ্বন্দ্ব না থাকাই স্বাভাবিক।

ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক যুক্তরাজ্যের কাঠামোর সরকার আসীন। এই দেশের সংবিধানের নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য আছে এবং সেই লক্ষ্যে পরিচালিত হতে গেলে শিক্ষারও কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকবে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন, শিক্ষার সার্বজনীনতায় পৌঁছোনো, শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ, আঞ্চলিক বৈষম্য নির্বিশেষে সকলের কাছে গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা পৌঁছে দিতে গেলে যে শিক্ষাব্যবস্থা দরকার তার জন্য পাঠক্রম প্রণয়নে জাতীয় সরকারের নির্দিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই থাকবে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় শিক্ষা কমিশন ও জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়েছে। 1968 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয়। 1975 খ্রিস্টাব্দে NCERT প্রথম পাঠক্রম ফ্রেমওয়ার্কের নকশা নির্মাণ করে।

1976 খ্রিস্টাব্দে ভারতে সংবিধান সংশোধন করে যৌথ তালিকাভুক্ত করা হয়। 1986 খ্রিস্টাব্দে প্রথম সমগ্র ভারতের জন্য একই ধরনের জাতীয় শিক্ষানীতি রচনা করা হয়। NPF (1986)-তে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে ভারতের ভৌগোলিক এবং কৃষ্টি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়ে কমন কোর পাঠক্রম, মূল্যবোধের সঙ্গে শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকটির সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে আবার জাতীয় পাঠক্রম ফ্রেমওয়ার্ক রচনার দায়িত্ব NCERT-র উপর ন্যস্ত করা হয়। পাঠক্রম ফ্রেমওয়ার্কটিকে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

POA 1992-তে জাতীয় শিক্ষানীতির দৃষ্টিকোণকে আরও বিস্তারিত করা হয়েছে এবং জাতীয় পাঠক্রম ফ্রেমওয়ার্ক রচনায় প্রাসঙ্গিকতা, নমনীয়তা ও গুণমানের নিশ্চয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের উপায় হিসেবে NPE ও POA প্রতিবেদন দুটি জাতীয় পাঠক্রম নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এর আগে NCERT 1988 খ্রিস্টাব্দে 'National Curriculum Framework for School Education' প্রণয়ন করে। তবে এই ফ্রেমওয়ার্কে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিকাশের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে পাঠক্রম বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়ে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিদ্যার্থীর উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে বাল্য ও কৈশোরে বিদ্যালয়গুলির শিখন পীড়নের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাপক যশপাল কমিটির রিপোর্ট—'Learning Without Burden (1993)'-এ এই দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

NCF-2005 এই বোঝা কী করে কমানো যায় এবং সামাজিক লক্ষ্যগুলি সামনে রেখে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক পরিবর্তনের স্বার্থে নতুন পাঠক্রমের কথা বলে।

ভারতের সংবিধানে শিক্ষা যৌথ তালিকাভুক্ত। সুতরাং NCF-2005 এর রূপরেখায় NCERT প্রণীত সিলেবাস দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সমানভাবে গ্রহণ করবে এমন কোনো কথা নেই। রাজ্য শিক্ষা পর্ষদ আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ও অন্যান্য কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে নিজেরা এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে। নীচে আমরা এর একটি তালিকা সংযোজিত করেছি। তবে আসল কথা হল 'পাঠক্রম প্রণয়ন' এবং 'সিলেবাস রচনা'য় দেশ ও রাজ্যের নির্দিষ্ট ভূমিকা অবশ্যই থাকা উচিত এবং থাকবে।

Column A States/UTs adopted NCERT's syllabi and text-books for different stages of school education developed as a follow-up of NCF-2005:	Column B States/UTs revised their syllabi in tune with NCF-2005 ideas and NCERT's syllabi are:	Column C States/UTs which follow State Syllabus and are being persued for implementing curriculum reform are:
1. Arunachal Pradesh (I-XII) 2. Assam (XI-XII) 3. Bihar (IX-XII) 4. Chandigarh (IX-XII) 5. Chhattisgarh (XI-XII) 6. Delhi (I-XII) 7. Goa (I-XII) 8. Haryana (VI-XII) 9. Himachal Pradesh (VI-XII) 10. Jammu & Kashmir (I, III, VI and IX) 11. Jharkhand (I-XII) 12. Kerala (XI-XII) 13. Sikkim (IX-XII) 14. Uttarakhand (VI-XII) 15. Andaman & Nicobar Islands (IX-X) 16. Rajasthan (XI-XII) 17. Andhra Pradesh (V-VII) 18. Lakshadwip (XI-XII)	1. Punjab 2. Mizoram 3. Manipur 4. Uttar Pradesh 5. Madhya Pradesh 6. Meghalaya 7. Orissa	1. Gujarat 2. Maharashtra 3. West Bengal 4. Tripura 5. Daman and Diu 6. Pudducherry 7. Dadra and Nagar Haveli 8. Karnataka 9. Nagaland 10. Tamil Nadu

1.6 পাঠক্রমে সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও জাতীয় সংস্কৃতি (Constitutional Values and National Culture in Curriculum)

1.6.1 সাংবিধানিক মূল্যবোধ (Constitutional Values)

ভারতের সংবিধান তার প্রস্তাবনা (Preambie)-য় কতকগুলি মূল্যবোধ অর্জনের অঙ্গীকার করেছে সেগুলি হল—সার্বভৌমত্ব, সমাজবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, ব্যক্তিমর্যাদা, জাতির ঐক্য ও সংহতি ইত্যাদি।

প্রতিটি দেশেরই নির্দিষ্ট দর্শন সহ নিজস্ব সংবিধান আছে যা জনগণের আদর্শ, মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্তভাবে ব্যক্ত করে। সেজন্য এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এই অবশ্য প্রয়োজনীয় নথিতে শিক্ষার একটি যোগ্য স্থান থাকবে এবং শিক্ষার উল্লেখযোগ্য একটি উপাদান পাঠক্রমে এই মূল্যবোধগুলি উপযুক্ত স্থান করে নেবে।

National Policy of Education 1986 মন্তব্য করল—

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতীয় পাঠক্রমের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে যার একটি কেন্দ্রীয় বিষয় থাকবে এবং সঙ্গে থাকবে নমনীয় পরিবর্তনশীল কতকগুলি বিষয়। কমন কোর-এর মধ্যে থাকবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, জাতীয় পরিচিতি রক্ষণ ও লালনপালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়।

পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয়সমূহে (Subject and areas)-র মাধ্যমে সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, সমানাধিকারবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, লিঙ্গ সাম্য, পরিবেশ রক্ষণ, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, ছোটো পরিবার লালনপালন এবং বিজ্ঞানমনস্কতার মতো ধারণা অর্জন ও প্রসারের ব্যবস্থা থাকবে।

ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধসমূহের সঙ্গে কঠোর সামঞ্জস্য বিধান সাপেক্ষে সমস্ত শিক্ষাকর্মসূচি পরিচালিত হবে। সমগ্র পৃথিবী একই [illegible] মনে নিয়ে ভারতবর্ষ সবসময় শান্তি ও বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে বোঝাপড়ার নিরিখে কাজ করে চলেছে। এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষাকে এই বিশ্বজনীন মতবাদকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে এবং তরুণ প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই বিষয়টি অবহেলা করা চলবে না।

সমসুযোগের নীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সকলের জন্য সমসুযোগ (শুধু প্রবেশের ক্ষেত্রে নয়, সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রেও) নিশ্চিত করে তুলতে হবে। এতদ্ব্যতীত কোর পাঠক্রমের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সাম্যের মনোভাব সম্পর্কে সচেতনতার জাগরণ ঘটাতে হবে। উদ্দেশ্য হল সামাজিক পরিবেশ এবং জন্মজনিত দুর্ঘটনার কারণে সৃষ্ট কুসংস্কার এবং জটিলতা দূর করা।

The National System of Education will be based on a national curricular framework, which contains a common core along with other components that are flexible. The common core will include the history of India's freedom movement, the constitutional obligations and other content essential to nurture national identity. These elements will cut across subject areas and will be designed to promote values such as India's common cultural heritage, egalitarianism, democracy and secularism, equality of sexes, protection of environment, removal of social barriers, observance of small family norm and inculcation of scientific temper. All educational programmes will be carried on in strict conformity with secular values. India has always worked for peace and understanding between nations, treating the whole world as one family. True to this hoary tradition, education has to strengthen this world-view and motivate the younger generations for international cooperation and peaceful co-existence. This aspect cannot be neglected. To promote equality, it will be necessary to provide for equal opportunity for all, not only in access but also in the conditions of success. Besides, awareness of the inherent equality of all will be created through the core curriculum. The purpose is to remove prejudices and complexes transmitted through the social environment and the accident of birth.

National Policy on Education, 1986

আমাদের দেশে শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষায় প্রবেশ এবং জনপ্রতিনিধিত্বমূলক অন্যক্ষেত্রে নারীদের সমানাধিকার অবহেলিত ছিল। সংবিধানে সাম্যের কথা বলে এ ব্যাপারটিতে নজর দেওয়া হয়েছে।

সমতাবিধানের জন্য শিক্ষা অনুযায়ী সমস্ত শিক্ষার্থী শিক্ষার অধিকার দাবি করতেই পারে এবং সমাজে নিজ নিজ অবদান রাখতে পারে। এই শিক্ষা প্রান্তিক নাগরিক এবং মহিলাদেরও নিজ অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে।

জাতি হিসেবে ভারতবর্ষ 'শক্তিশালী গণতন্ত্র' মেনে চলে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952) 'গণতন্ত্রের ভিশন' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"Citizenship in a democracy involves many intellectual, social and moral qualities." এই গুণগুলি কী?

একজন গণতান্ত্রিক নাগরিক মিথ্যাসমূহ থেকে সত্যকে খুঁজে বার করতে পারে, নিছক প্রচার থেকে আসল ঘটনাকে আলাদা করতে পারে, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে, প্রগতি ও ন্যায়ের পথে বাধাগুলিকে দূর করতে পারে।

আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে একটি পরিচালন ব্যবস্থা হিসেবে না দেখে যদি 'জীবনে চলার পথ' (A way of life) হিসেবে দেখতে চাই তবে সংবিধানে উল্লিখিত মূল্যবোধগুলি আমাদের শিক্ষার পাঠক্রম রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে। National Curriculum Frame work (2005) প্রণেতাগণ এই রকমই দাবি করেছেন।

- ভারতের সংবিধান সকল নাগরিকের সমমর্যাদা ও সমসুযোগের নিশ্চয়তা দান করে। শিক্ষার সাধারণ প্রবাহ থেকে বহু সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্রম বিচ্ছিন্নতা এবং সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয় ব্যবস্থার বৈষম্য শিক্ষায় সমসুযোগদানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। শিক্ষাকে সেজন্য সমান পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে তৈরি করতে হবে, শিক্ষাকে সাম্যবাদী করে তুলতে হবে। পাঠক্রম পুনর্গঠনে এই লক্ষ্যকে সামনে রাখতে হবে।
- এটা মনে রাখতে হবে যে, জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক যে রকমই হোক না কেন তা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে।
- চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা (Liberty of thought and action) হল সংবিধানে লিপিবদ্ধ মূল্যবোধগুলির মধ্যে অন্যতম। গণতন্ত্রে এমন নাগরিকের সৃষ্টি করে যে স্বাধীন চিন্তায় কাজ করতে পারে এবং অন্যের এই অধিকারকে সম্মান জানায়।
- সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রতিটি নাগরিককে সাম্য, ন্যায়বিচার এবং স্বাধীনতাকে আত্তীকরণ করতে হবে এবং সে কারণে পাঠক্রম পুনর্গঠন করতে হবে।
- ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যার অর্থ হল সকল বিশ্বাস ও মতকে এখানে সম্মান দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো একটিকে বেশি করে অহেতুক মর্যাদা দেওয়া চলবে না। আজকের দিনের চাহিদা হল শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল মানুষকে সম্মান করতে শেখানো।

পাঠক্রম সংগঠন, প্রণয়ন, প্রবর্তন এবং কার্যকর করার প্রতিটি পর্যায়ে এই মূল্যবোধগুলির সংস্থাপন অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়।

1.6.2 পাঠক্রমে জাতীয় সংস্কৃতি (National Culture in Curriculum)

সংস্কৃতি হল মনোবৈজ্ঞানিক কর্ষণ যার ফলে মূল্যবোধ জন্মায় এবং তা মানুষের আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের মনকে সংস্কৃত করাই হল সংস্কৃতি। এটি মানসিক সংগঠন জাত সেই মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা মনের মৌলিক, সহজাত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত উপাদানগুলি বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তিকে ঘিরে আবর্তিত হয় (Culture is the psychological cultivation of the mind, which yields values that govern human behaviour and human relations. This culture is the culturing or cultivation of human mind. It is that psychological process of mental organization by which the fundamental, innate, inherited elements of the mind are built round the objects and persons)।

বিবেকানন্দের মতে, সংস্কৃতি নিছক জ্ঞানের চেয়ে অনেক গভীর একটি বিষয় (It is culture that withstands shocks, not a simple mass of knowledge)।

ভারতবর্ষের জাতীয় সংস্কৃতি অসংখ্য আঞ্চলিক ও স্থানীয় সংস্কৃতির সমন্বিত রূপ। মানুষের ধর্মবিশ্বাস, চলার পথ এবং সামাজিক সম্পর্কের বোঝাপড়ায় এখানে বিভিন্নতা আছে। সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহাবস্থানের এবং উন্নতি করার অধিকার আছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে আমাদের সমাজের অন্তর্নিহিত সংস্কৃতির এই বহুত্ববাদকে মূল্য দিতে হবে। আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং জাতীয় সত্তাকে শক্তিশালী করতে আমাদের দেশের পাঠক্রম ভবুণ সমাজকে পরিবর্তিত নতুন সমাজ গঠনের প্রেক্ষিতে অতীতকে পুনর্মূল্যায়ন এবং নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রণোদিত করবে।

মানবিক বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আমাদের সম্মান দিতে হবে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটা কেবলমাত্র নিছক সক্রিয়তা নয়।

নিজ অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিক সচেতনতা সৃজন এবং সংবিধানে লিখিত নীতিগুলির প্রতি দায়বদ্ধতাই আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে বহমান করে নিয়ে যেতে পারে। কোনো দেশেই তার সমগ্র ঐতিহ্য সংস্কৃতি (Culture)-কে পাঠক্রমের মাধ্যমে উপস্থাপন করা সম্ভব হয় না। সে কারণে সংস্কৃতির একটি সমন্বিত সংকলন পাঠক্রমে প্রতিনিধিত্ব করবে। তা অবশ্যই ভারতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিফলিত করবে। ভারতের গ্রাম-শহরের বৈচিত্র্য, তার ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং জাতি ও শ্রেণিভিত্তিক কাঠামোর জন্য অঞ্চল ভিত্তিতে সংস্কৃতির নির্বাচন ভিন্নধর্মী হতে পারে। পাঠক্রমে রক্ষণশীল ও আধুনিক সমাজের মধ্যেকার ব্যবধানকে সমন্বিত করার চেষ্টা করবে।

বৌদ্ধিক বিষয় অন্তর্ভুক্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে পরিবার, সমাজ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। সুস্থ নাগরিক গড়ে তোলার স্বার্থে [illegible] শারীরশিক্ষা অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়েছে।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

মান-2

'পাঠক্রম'-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী? (What is the etymological meaning of curriculum ?)

Ans. ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological meaning) অনুযায়ী বিচার করলে আমরা দেখতে পাই ইংরেজি Curriculum শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'কুরিয়ার' (Currere) থেকে যার অর্থ হল 'দৌড়' (Run of Race)। ইংরেজি কারিকুলাম (Curriculum) শব্দটির

তাই অর্থ হল, 'বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দৌড়ের পথ' (A course which a person runs to reach a goal)।

▶ **লিখিত পাঠক্রমের কতকগুলি ধরন উল্লেখ করুন। (Mention some of the types of written curriculum.)**

Ans. লিখিত পাঠক্রমকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(i) বিষয়ভিত্তিক, (ii) কর্মকেন্দ্রিক, (iii) অভিজ্ঞতাভিত্তিক, (iv) কেন্দ্রীয়, (v) অবিচ্ছিন্ন ও (vi) জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রম।

▶ **অব্যক্ত পাঠক্রম কী? (What is hidden curriculum ?)**

Ans. এই পাঠক্রমের বিষয়বস্তু লিখিত নয়। আগেই বলা হয়েছে আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সৌজন্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান, কর্মনিষ্ঠা, বাধ্যতা, শিক্ষার প্রতি সদর্থক মনোভাব প্রভৃতি যা কিছু শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়ে পাঠপরিক্রমার শিক্ষক/প্রশাসকের আচরণ ধারার মাধ্যমে শেখে তাই এই পাঠক্রমের বিষয়।

▶ **বাতিল পাঠক্রম কী? (What is null curriculum ?)**

Ans. প্রথাগত পাঠক্রম আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি থেকে নির্বাচিত বিষয়সমূহের এক সমন্বিত রূপ। এই নির্বাচন কালে অনেক বিষয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় না। এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীর কাছে এই বার্তা দিই, যে অংশ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হল না তা শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা হিসেবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বা প্রাসঙ্গিক নয়। এই অংশটিই বাতিল পাঠক্রম (Null Curriculum) বলে চিহ্নিত।

▶ **সহগামী আনুষঙ্গিক পাঠক্রম কাকে বলে? (What is concomitant curriculum ?)**

Ans. যা কিছু পরিবার থেকে শিশু শেখে বা যেসব অভিজ্ঞতা পরিবার থেকে প্রাপ্ত বা অনুমোদিত সেগুলি নিয়ে গঠিত হয় এই পাঠক্রম। (এই ধরনের পাঠক্রম ধর্মীয় সংগঠনের থেকে পাওয়া যেতে পারে এই পাঠক্রম মূল্যবোধ, নীতি, আদর্শের কথা তুলে ধরে এবং পরিবারের [illegible] পারে।

▶ **বাগাড়ম্বরযুক্ত পাঠক্রম কাকে বলে? (What is rhetorical curriculum ?)**

Ans. এই পাঠক্রম নীতিনির্ধারক, বিদ্যালয় প্রশাসক, রাজনীতিকদের ধারণা উদ্ভূত। ধারণাগঠন (Concept formation) এবং বিষয় নির্ধারণ ও পরিবর্তনে (Content changes)-র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের চিন্তা থেকেও এর উদ্ভব হতে পারে। সাম্প্রতিক শিক্ষামূলক প্রকাশিত তথ্য ও জ্ঞান (Publicized works offering updates in pedagogical knowledge) থেকেও এই পাঠক্রম গঠিত হতে পারে।

▶ **ব্যবহৃত পাঠক্রম কাকে বলে? (What is curriculum-in-use ?)**

Ans. প্রথাগত পাঠক্রম কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধারণা ও বিষয়সূচিতে সমৃদ্ধ হয়ে সংগঠিত ও প্রকাশিত হয়। যাইহোক সমস্ত 'প্রথাগত' অন্তর্ভুক্ত বিষয় সবসময় সব বছরে একইভাবে পড়ানো বা চর্চা করা হয় না। ব্যবহৃত

পাঠক্রম হল সমগ্র পাঠক্রমের নির্দিষ্ট অংশ যা প্রতিটি শিক্ষক দ্বারা ব্যবহৃত ও পরিবেশিত হয়।

▶ গ্রহণযোগ্য পাঠক্রম কাকে বলে? (What is received curriculum ?)

Ans. পাঠক্রমে উপস্থাপিত অভিজ্ঞতা, ধারণা, পদ্ধতি, বিষয় শিক্ষার্থী সবসময় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ বা আত্তীকরণ করতে পারে না। শিক্ষার্থীরা যে সকল জ্ঞান, মূল্যবোধ, কৌশল, সংস্কৃতি সহজে নিতে পারে এবং নিজের মধ্যে আত্তীকরণ করে তাকেই বলে গৃহীত পাঠক্রম (Received Curriculum)।

▶ অভ্যন্তরীণ পাঠক্রম কাকে বলে? (What is internal curriculum ?)

Ans. প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব কতকগুলি প্রক্রিয়া, বিষয় (উপাদান), জ্ঞান নিয়ে এই পাঠক্রম গঠিত হয় যা শিক্ষার্থীর নতুন অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতা সমন্বিত হয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। শিক্ষাবিদগণের এই পাঠক্রম সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থাকতে হয়। তবে তাঁদের এই পাঠক্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ খুব কম। কারণ এই পাঠক্রমের বিষয়গুলি প্রতিটি শিক্ষার্থীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিষয়।

▶ ইলেকট্রনিক পাঠক্রম কাকে বলে? (What is meant by electronic curriculum ?)

Ans. ***Wilson*** (2004) বলছেন ইন্টারনেট সন্ধানের মাধ্যমে অথবা e-forms Communication-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যরাজি নিয়ে গঠিত হয় এই e-পাঠক্রম। এই পাঠক্রম প্রথাগত বা অপ্রথাগত উভয়ই হতে পারে। net প্রাপ্ত সংবাদ বিনোদনমূলক হতে পারে আবার শিক্ষা এবং গবেষণা কাজেও লাগতে পারে। সংবাদ ভুল হতে পারে, ঠিক হতে গারে, বিকৃত তথ্যসমৃদ্ধ হতে পারে, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ বা বিস্তৃত করার কাজেও লাগতে পারে। যার যেমন চাহিদা সেরকম হতে পারে। সেজন্য জ্ঞান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির কাজে লাগাতে গেলে শিক্ষার্থীকে net ব্যবহারে সতর্ক এবং দক্ষ হতে হবে। তবেই এটি সঠিক কাজে লাগবে।

▶ বিভিন্ন পাঠক্রমের সাধারণ বৈশিষ্ট্য লিখুন (Write the general characteristics of different curriculum.)

Ans. যে ভাবেই পাঠক্রমের শ্রেণিবিভাগ করা হোক না কেন প্রতিটি শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—

1. প্রতিটি পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য গঠিত প্রথাবদ্ধ পাঠচর্চার বিষয়।
2. শিখন সাফল্য নির্ধারণে সচেতন পরিকল্পনা উদ্ভূত।
3. শিখন ত্বরান্বিতকরণে নির্দিষ্ট গঠনযুক্ত।

▶ পাঠক্রমের পরিধি সংক্ষেপে লিখুন। (Mention the scope of curriculum.)

Ans. পাঠক্রমের পরিধি বিস্তৃত ও সর্বব্যাপক (Comprehensive)। এটি শিক্ষার্থীর জীবনের যে সকল দিককে স্পর্শ করে তা হল—

- শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ।
- শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ।
- উপায় ও পদ্ধতি যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্ভব এবং যা শিক্ষার্থীর কার্যকরী শিখন সম্ভব করে তোলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে। শিক্ষার্থীর সামাজিক দক্ষতা বাড়িয়ে তুলে তাকে সমাজের সঙ্গে সংগতি বিধান করতে শেখায়।
- পাঠক্রম সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তিকে দেখে এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে।
- পাঠক্রম শিক্ষায় দর্শনের অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।
- কতকগুলি মূল্যবোধ অর্জনের কথা বলে, কতকগুলি উদ্দেশ্য পূরণ করতে চায়।
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে ধাবিত হয়, শিশুর সার্বিক বিকাশে জোর দেয় এবং তার সার্বিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি ঘটায়।

▶ আধুনিক পাঠক্রমের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। (Mention two characteristics of curriculum.)

Ans. আধুনিক পাঠক্রমের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—

- আধুনিক পাঠক্রম মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
- সক্রিয়তার নীতির ভিত্তিতে এই পাঠক্রম রচিত।
- পাঠক্রম জীবনধর্মী, গতিশীল এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে যুক্ত।
- আধুনিক পাঠক্রম গতিশীল, পরিবর্তনশীল। ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রম রচনায় পরিবর্তনের নীতি অনুসৃত হয়।
- আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্য বা ধারণাকে কেন্দ্র করে রচিত।

▶ আধুনিক পাঠক্রমের একটি সংজ্ঞা দিন। (Give a definition of modern curriculum.)

Ans. শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে 'জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতি' ('Preparation for living')। শিক্ষার্থী কার্যকরী জীবনের জন্য প্রস্তুত হবে তখনই যখন তার ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সম্ভব হবে। সুষম বিকাশ বলতে আমরা শিক্ষার্থীর দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক, সৌন্দর্যমূলক ইত্যাদি সব রকম বিকাশকে বুঝিয়ে থাকি। যে সমস্ত বিষয় ও কর্মসূচি শিক্ষার্থীর উপরোক্ত বিকাশের ক্ষেত্রে উপযোগী, সেগুলিকে নিয়েই গঠিত হয় আধুনিক পাঠক্রম।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন মান-5

▶ পাঠক্রমের অর্থ ব্যাখ্যা করুন। (Explain the meaning of curriculum.)

Ans. 2-3 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the characteristics of curriculum.)

Ans. 8-9 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ গতানুগতিক পাঠক্রমের ত্রুটিগুলি লিখুন। (Write the defects of traditional curriculum.)

Ans. 5 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ 'গতানুগতিক পাঠক্রম' এবং 'আধুনিক পাঠক্রম'-এর তুলনা করুন। (Compare between 'Traditional Curriculum' and 'Modern Curriculum'.)

Ans. 7 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ আধুনিককালে পাঠক্রমের পরিচিত শ্রেণিবিভাগগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (Briefly discuss about popular types of curriculum in modern days.)

Ans. 12-14 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ 'পাঠক্রমের প্রকৃতি' আলোচনা করুন। (Discuss the 'nature of curriculum'.)

Ans. 15 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রমের পরিধি আলোচনা করুন। (Discuss the scope of curriculum.)

Ans. 15-16 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রমের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা করুন। (Discuss the role of the state in curriculum.)

Ans. 20-21 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-10

▶ পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিন। এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন। (Define 'Curriculum'. What are its types ?)

Ans. 2, 9-14 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ 'পাঠক্রমের পরিধি' এবং 'প্রয়োজনীয়তা' আলোচনা করুন। (Discuss 'the scope' and 'necessities' of curriculum.)

Ans. 15-17 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম গঠনের নীতিসমূহের সঙ্গে আপনার পরিচিতি দিন। (Show your acquaintance with the principles of framing curriculum.)

Ans. 18-19 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রমে সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং জাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। (Explain the importance of inclusion of constitutional values and National culture in curriculum.)

Ans. 22-26 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

2

পাঠক্রম এবং পাঠ্যক্রমের মধ্যে সম্পর্ক
(Relationship between Curriculum and Syllabi)

2.1 পাঠক্রম কাঠামো এবং পাঠ্যক্রমের সম্পর্ক (Relationship between Curriculum Framework and Syllabi)

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে পাঠক্রম বা Curriculum-কে বলা হয়েছে, "A course of study laid down for the students of a university or schools, or in a wider sense, for schools of certain standard." অর্থাৎ, পাঠক্রম হল একটি শিক্ষাক্রম বা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু (A course of study) যা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় বা কোনো নির্দিষ্ট মানের প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য ধার্য করে। পাঠক্রম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ চিন্তাধারা এখনও প্রথাবদ্ধ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান।

বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান (Knowledge) ও দক্ষতা (Skill) অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ বিষয়ের পাঠ্যসূচি (Syllabus) এইসব প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়—একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে, যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় এবং শংসাপত্র (Certificate) অর্জনে সমর্থ হয়।

এই ধারণায় 'পাঠক্রম' (Curriculum) এবং 'পাঠ্যসূচি' (Syllabus) এই দুটি শব্দের মধ্যে কোনো তাৎপর্যগত পার্থক্য আছে এ কথা স্বীকার করা হয়নি। এখানেই বিভ্রান্তি। মনে রাখতে হবে এই দুটি বিষয়ে পার্থক্য আছে। পাঠ্যসূচি, পাঠক্রমের অংশ মাত্র। সমগ্রকে অংশের সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয়।

'পাঠ্যসূচি' ও 'পাঠক্রম'-কে একই অর্থে 'পাঠক্রম' হিসেবে ব্যবহার করা 'পাঠক্রম' সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণার ফল। এই সংকীর্ণ ধারণায় শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়ের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

শিশু বা ক্রমবিকাশমান কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিকসত্তার প্রয়োজন ও দাবির বিষয়টি মনে রাখার কোনো প্রয়োজন থাকে না। বর্তমানে পাঠক্রম সংক্রান্ত এই ধারণাকে প্রাচীন ধারণা বা মতবাদ বলা হয় যা প্রাচীন মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্ব অনুসারী।

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে 'পাঠক্রম' সংক্রান্ত গৃহীত ধারণার সঙ্গে এই প্রাচীন গতানুগতিক ধারণার কোনো সামঞ্জস্য নেই।

পাঠ্যসূচি (Syllabus) হল বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানভাণ্ডার ও ঘটনার সমষ্টি, যা বিভিন্ন বয়ঃস্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের দ্বারা বিতরিত হয়। এই জ্ঞান সাধারণত পুস্তক নির্ভর, বাচনিক এবং তাত্ত্বিক।

আধুনিক পাঠক্রমের পূর্ববর্তী আলোচনা আমাদের জানাতে সাহায্য করে যে পাঠক্রমের ধারণা পাঠ্যসূচির ধারণা থেকে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। পাঠক্রম কেবল যান্ত্রিক শিখন এবং পড়া মুখস্থ করার কথা বলে না। পাঠক্রমের গঠন (Framework) শিশুর এবং তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশের উপর জোর দেয়। পাঠক্রম সংগঠন এমন সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যা শিশুর আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়। এই অর্থে 'পাঠ্যসূচি' এবং 'পাঠক্রম' কখনোই এক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না।

পাঠক্রম, শিক্ষণীয় বিষয় (A course of study) ছাড়াও যা যা অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলি হল—

- শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক এবং বহিঃপাঠক্রমিক কর্মসূচি
- সামাজিক সম্পর্কমূলক বিষয় (Community relationships)
- কর্ম অভিজ্ঞতাসমূহ (Work experience)
- শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও তৎসংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কিত পাঠ (The study of their growing needs and their planning)
- শিশুরা বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে গেলে কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে সেগুলিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়।

Coswell-এর মতে—The Curriculum is all that goes on the lives of the children, their parents and their teachers. The curriculum is made up of everything that surrounds the learner in all his working hours in fact, the curriculum has been described as "the environment in motion." পাঠক্রমকে ব্যাখ্যা করা যায় শিক্ষার্থীর চারপাশের চলমান পরিবেশ হিসেবে।

সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি হল একটি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ পর্যায়ে যে যে বিষয়গুলি (Topics) পড়ানো হবে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

এই পাঠ্যসূচিতে বলা থাকে একটি কোর্সে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি পড়ানো হবে, কবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে, গ্রেড দেওয়ার নীতি কী, পরীক্ষা পদ্ধতি কী রকম হবে সংক্রান্ত বিষয়গুলি।

সিলেবাস হল শিখন-শিক্ষণের নির্দিষ্ট পর্যায়ে কতটুকু কী পড়ানো হবে সে সম্পর্কে সচেতন করার উপায়।

Wikipedia সিলেবাস দ্বারা যে উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হয় তার একটি তালিকা দিয়েছে—

- নির্দেশক/শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বোঝাপড়া হয় যাতে কোর্স সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে অত্যন্ত কম অস্পষ্টতা থাকে।
- শিখনীয় বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দান।
- শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া।
- পাঠদান পর্বে শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টাজনিত প্রত্যাশা।
- শিক্ষণজনিত দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষক কীভাবে পাঠকে সংগঠিত করতে চান তার দিক্‌নির্দেশ (Road map) সরবরাহ করা।
- গ্রেডিং নীতি, নিয়মকানুন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিতকরণ।
- অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক ও উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় সরবরাহ করা।
- সহায়তাদানকারী অন্যান্য সম্পদে (Supporting materials)-র তালিকা দান।
- কোর্সে পরীক্ষা/অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত তারিখ সম্পর্কে অবহিত করা।
- একটি কোর্স সফলভাবে আয়ত্ত করার কৌশল সম্পর্কে অবহিতকরণ।
- যেসব সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন করা।
- প্রয়োজন হলে নিরাপত্তা নিয়ম (Safety rules) সম্পর্কে জানানো।
- পাঠ্যসূচির নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিতকরণ।

2.1.1 পাঠ্যক্রমের প্রকারভেদ (Types of Syllabus)

- কার্যকরী পাঠ্যক্রম (Functional Syllabus)
- ব্যাকরণমূলক পাঠ্যক্রম (Grammatical Syllabus)
- শব্দকোশ সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম (Lexical Syllabus)
- পরিস্থিতিমূলক পাঠ্যক্রম (Situational Syllabus)
- পাঠ্যভিত্তিক পাঠ্যক্রম (Text based Syllabus)
- দক্ষতাভিত্তিক পাঠ্যক্রম (Skill based Syllabus)
- নির্দিষ্ট কাজভিত্তিক পাঠ্যক্রম (Task based Syllabus)
- শিক্ষার্থী উদ্ভূত পাঠ্যক্রম (Learner generated Syllabus)
- মিশ্র পাঠ্যক্রম (Mixed Syllabus)
- অনলাইন কোর্স পাঠ্যক্রম (On-line Course Syllabus)

'পাঠক্রমের' অর্থ 'পাঠ্যসূচি'র থেকে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। ভারতবর্ষে অনেক সময়েই এই দুটি বিষয়কে সম অর্থে প্রয়োগ করা হয় বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঠিক মনোভাব গড়তে, সঠিক আচরণ গঠনে, সামাজিক দক্ষতা সৃজন এবং সার্বিক জীবনযাপনে কুশলতা অর্জনের ক্ষেত্রে নতুন পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞান সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে আমাদের দেশে পাঠক্রম ব্যর্থ হয়।

2.2 সিলেবাস থেকে পাঠ্যপুস্তকে রূপান্তরণ পদ্ধতি (Process of Translating Syllabus into Textbooks)

2.2.1 পাঠ্যপুস্তক (Textbook)

A. অর্থ (Meaning)

আমরা আগেই জেনেছি যে সিলেবাস হল শিখন-শিক্ষণের নির্দিষ্ট পর্যায়ে কতটুকু কী পড়ানো হবে সে সম্পর্কে সচেতন করার উপায়। অর্থাৎ, সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি হল শিখন-শিক্ষণ পর্যায়ে যে যে বিষয়গুলি পড়ানো হবে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

পাঠ্যবই (Text Book) সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'Dictionary of Education' মন্তব্য করেছে যে এটি হল নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়মূলক নির্দেশদানের উপকরণ যা নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের প্রয়োজনে বিধিবদ্ধভাবে সজ্জিত এবং পাঠ্য উপকরণের প্রধান উৎসরূপে পরিগণিত (It is any manual of instruction a book dealing with a definite subject of study, systematically arranged, intended for use at a specified level of instruction, and used as a principal source of study material for a given course.)।

Webster Dictionary অনুযায়ী "A textbook is any manual of instruction, a book containing a presentation of the principles of the subject used as a basis of instruction." (পাঠ্যপুস্তক নির্দেশ সংবলিত পুস্তিকা যাতে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের নীতিমূলক পরিচ্ছদগুলি নির্দেশদানের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়)।

The Shorter Oxford English Dictionary-র মতে Textbook হল, "A book used as a standard work for the study of a particular subject, a manual of instructions in a subject of study." (পাঠ্যপুস্তক হল পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট আদর্শ রচনা, একটি বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দানের পুস্তিকা)।

L J Lewis বলছেন, "Textbook is a tool both for the pupils and the teacher." (পাঠ্যপুস্তক হল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের উভয়েরই ব্যবহারের উপকরণ।)

Lang-এর মতে, "It is a standard book for any particular branch of study." (এটি হল যে-কোনো শাখামূলক পাঠের জন্য আদর্শায়িত পুস্তক।)

Bacon মনে করেন Textbook is—"a book designed for classroom use, carefully prepared by experts in the field and equipped with the usual teaching devices" (পাঠ্যপুস্তক শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য তৈরি এবং যত্নসহকারে বিষয়-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দ্বারা রচিত এবং যথাযথ শিক্ষণ কৌশল উল্লিখিত একটি পুস্তক)।

Education Commission Report (1964-66) এই মত পোষণ করেন যে, "A good textbook written by a qualified and competent specialist in the subject, produced with due regard to quality of printing able illustrations and general get up, stimulates the pupil's interest and helps the teacher considerably in his work." (ভালো মানের একটি পাঠ্যপুস্তক গুণমানসম্পন্ন দক্ষ বিষয়-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হয়, সম্ভাব্য ও যুক্তিযুক্ত উদাহরণ, চিত্রসহ গুণমানসম্পন্ন মুদ্রণ লিপিতে মুদ্রিত হয় এবং এর যুক্তিযুক্ত প্রচ্ছদ থাকে। এর ফলে পুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পুস্তকের পঠন বিষয়ে এবং শিক্ষকদের পাঠদানের বিষয়ে আগ্রহ বাড়ায়।)

3. পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব (Importance of Textbook)

আজকের দিনের পাঠ্যপুস্তক কতকগুলি অংশে (Section) বিভক্ত। অংশগুলি আবার কতকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত থাকে। পাঠ্যপুস্তকের একটি ভূমিকা অংশ থাকবে যাতে সারাবছরের কর্মসূচির রূপরেখা পাওয়া যাবে।

তথ্যগুলি পারম্পর্য অনুযায়ী অধ্যায়ে অধ্যায়ে ক্রমানুসারে সাজানো থাকে যা শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলির এক শক্ত ভিত তৈরি করে। ছাপানো তথ্য ছাড়াও প্রয়োজনীয় ফোটোগ্রাফ, অঙ্কন চিত্র অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

প্রতিটি অধ্যায়ে কিছু পরীক্ষা (Experiments), প্রতিপাদন (Demonstration), সহায়ক পাঠ (Supplementary readings), দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি কাজ (Long-term and short-term activities)-এর উল্লেখ থাকতে পারে। প্রয়োজনীয় তথ্য চোখে পড়ার জন্য বক্স আকারে বা পাদটীকায় উল্লিখিত হয়।

বক্সের মধ্যে বিজ্ঞানী, মহান ব্যক্তির অথবা অনেক সময় ঐতিহাসিকদের ছবি আলাদাভাবে নজরে পড়ার জন্য দেওয়া থাকে। অনেক সময় পুস্তকের শেষে ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া থাকে। পুস্তক অনেক সময় আত্মমূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা যায়।

উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি সাধারণভাবে পাঠ্যপুস্তকের অর্থ ও প্রকৃতিকে চিহ্নিত করে। এখন আমরা এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়বস্তুটি নজর দেব। পাঠ্যপুস্তকের মূল কাজ হল জ্ঞানভাণ্ডার সরবরাহ করা। এ কারণে এটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষণ শিখনের বন্ধন স্থাপন করে।

আগেই বলা হয়েছে পুস্তক হল নির্ধারিত সিলেবাসের বিস্তৃত বর্ণনামূলক রূপ। আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় পুস্তক হল অত্যন্ত সংক্ষিপ্তরূপ সিলেবাসের বাচনিক ব্যাখ্যামূলক রূপ। এটি হল শিক্ষকের দিক থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন শিখনমূলক কাজের অত্যন্ত শক্ত ভিত্তি। অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনমূলক প্রশ্নাবলি শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের ক্ষেত্রেই আত্মমূল্যায়নে সাহায্য করে।

C. পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যসমূহ (The Characteristics of Textbooks)

বিভিন্ন সংজ্ঞা বিশ্লেষণে আমরা পাঠ্যপুস্তকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারি।

- নির্দিষ্ট বিষয়ের আদর্শ মানের পুস্তক হল পাঠ্যপুস্তক।
- পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়েরই প্রয়োজনে লাগে।
- এটি কতকগুলি নির্দেশ সংবলিত পুস্তিকা (Manual of instructions)।
- পাঠ্যপুস্তকে বিষয় এবং কৌশল (Content and technique) উভয়ই লিপিবদ্ধ থাকে।
- পাঠ্যপুস্তক প্রথাবদ্ধ ও প্রথাবহির্ভূত উভয় শিক্ষাতেই ব্যবহৃত হয়।
- এটির উপর ভিত্তি করে সিলেবাস বা কোর্স বিস্তৃত রূপ পায়।
- কোনো বিষয়ের নির্দেশমূলক উদ্দেশ্যাবলি উপলব্ধির এটি হল একটি উপকরণ।
- পাঠ্যপুস্তক কতকগুলি নির্বাচিত বিষয় নিয়ে গঠিত হয়।
- পাঠ্যপুস্তকে বিষয়গুলি ক্রম অনুযায়ী সজ্জিত থাকে।
- নির্দিষ্ট কোর্সের স্টাডি মেটেরিয়ালের প্রধান উৎস হল পাঠ্যপুস্তক।
- এটি হল শিক্ষার্থীগণ দ্বারা বহুল ব্যবহৃত শিখন যন্ত্র বা উপকরণ।

D. পাঠ্যপুস্তক (ভারতীয় শিক্ষাকমিশন, 1964-66)

[Textbook (Views of Education Commission, 1964-66)]

একটি ভালো পাঠ্যপুস্তক যা গুণমানসম্পন্ন, দক্ষ বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত এবং মুদ্রণ, উদাহরণ, প্রচ্ছদ যথাযথ তা শিক্ষার্থীদের আগ্রহান্বিত করে এবং শিক্ষককে তাঁর কাজে প্রণোদিত করে। এই ব্যাপারটির জন্য খুব বেশি সম্পদ বিনিয়োগের দরকার পড়ে না।

E. পাঠ্যপুস্তকের গুণমান (Quality of Textbook)

দুর্ভাগ্যবশত দেশে পাঠ্যপুস্তকের গুণমানের ব্যাপারটিতে বেশি জোর দেওয়া হয়নি। এ কারণে বিদ্যালয় স্তরের জন্য লিখিত অনেক বই উন্নত মানের নয়। কারণ—

- উচ্চপদের পণ্ডিতবর্গের এ ব্যাপারে অনীহা,
- পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে অসততা,
- প্রকাশকগণের অনীহা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতারণা,
- পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে গবেষণার অভাব।

F. পাঠ্যপুস্তক তৈরিতে রাজ্য (State Production of Textbooks)

পাঠ্যপুস্তকের উন্নতিকল্পে স্থির হল রাজ্য সরকারগুলির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে দায়িত্ব নেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্য পুস্তক উৎপাদন, বণ্টন ও বিক্রয়ের দায়িত্ব নিজের হাতে নিল। পুস্তকের গুণমানের উন্নতি হল, বেসরকারি উদ্যোগে লাভ করার মানসিকতা বাধা পেল। সতর্কতার অভাবে সরকারি উদ্যোগে পুস্তক মুদ্রণ, বণ্টন, ঠিকমতো সরবরাহ ব্যবস্থা, পুস্তকের গুণমান রক্ষণে ঘাটতি দেখা দিল।

G. পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মসূচি
(Programme at the National Level for Textbooks)

1. বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষা মন্ত্রক USA, USSR, UK-র সহযোগিতায় ওই সব দেশের পুস্তক কম মূল্যে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে, যা স্নাতক স্তরেও প্রসারিত হতে পারে।
2. NCERT দেশের শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিতদের দ্বারা পুস্তক রচনার ব্যবস্থা করেছে। রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন করে বা না করে রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য তা ব্যবহার করতে পারে।
3. শিক্ষা মন্ত্রক বাণিজ্যিক পথ অনুসরণ করে বিশেষত বিজ্ঞান এবং কারিগরি ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরের জন্য পুস্তক রচনার উদ্দেশ্যে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে। এর জন্য একটি ছোটো কমিটি তৈরি করা যেতে পারে।
4. জাতীয় ক্ষেত্রের এই প্রচেষ্টার সমর্থন করে বা এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিটি রাজ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনায় বিশেষজ্ঞ কমিটি স্থাপন করা যেতে পারে।
5. পুস্তক প্রস্তুতি, পরীক্ষানিরীক্ষা, মূল্যায়নের কাজ বহন করার দায়িত্ব হল রাজ্য শিক্ষা বিভাগের। পুস্তক বিক্রয় ও বিতরণের ভার দেওয়া উচিত Student Co-operatives-এর উপর।
6. রাজ্যস্তরের পুস্তক এবং শিক্ষাসহায়ক উপকরণ প্রস্তুতির ভার রাজ্য কোনো স্বয়ংশাসিত সংস্থার উপর দিতে পারে যার সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ থাকবে।
7. পাঠ্যপুস্তকগুলির নিরবচ্ছিন্ন সংশোধন এবং উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকা দরকার।
8. নির্বাচনে স্বাধীনতা রাখার জন্য এক-একটি বিষয়ে তিন-চারটি পুস্তক প্রণয়ন করা দরকার।
9. গ্রন্থকারদের সাম্মানিক ভাতা প্রদানের স্বচ্ছ নীতি থাকা প্রয়োজন।
10. রাজ্য পুস্তক প্রণয়ন সংগঠন না-লাভ না-ক্ষতির ভিত্তিতে চালানো উচিত।
11. শিক্ষক সহ বিভিন্ন পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে মূল নথি (Manuscripts) আহ্বান করা উচিত। পেশাদার ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত উচ্চস্তরের একটি কমিটি পরীক্ষার পর তা অনুমোদন করবেন।
12. পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক হিসেবে টিচারস' গাইড ও অন্যান্য নির্দেশক উপকরণ তৈরি করতে হবে।
13. প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষা-উপকরণ ও সরঞ্জাম তৈরি করে তা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
14. শিক্ষকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি বেতার কথিকা সকাল ও সন্ধ্যায় AIR দ্বারা সম্প্রচার করা প্রয়োজন যা পাঠটীকা প্রস্তুতিতে সাহায্য করে।
15. শিক্ষকগণ স্থানীয় ভিত্তিতে সংগ্রহ করা যায় এরকম কম খরচের শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন। অত্যধিক মূল্যের শিক্ষা উপকরণ কয়েকটি বিদ্যালয় নিয়ে একটি গুচ্ছ করে ব্যবহার করতে পারেন।

2.2.2 সিলেবাস থেকে পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রক্রিয়া
(The Process of Transmitting Syllabus into Textbooks)

1. পাঠ্যপুস্তক বিষয়-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা লিখিত হবে।
2. পাঠ্যপুস্তক প্রতিটি বিষয়ের জন্য একাধিক হবে। এতে নির্বাচনের সুবিধা হবে।
3. প্রতিটি অধ্যায় একটি ভূমিকা দিয়ে শুরু হবে এবং শেষে থাকবে সংক্ষিপ্তসার।
4. প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের তিনটি অংশ থাকবে—(i) সূচনা, (ii) অধ্যায় ও (iii) রেফারেন্স।
   অধ্যায় অংশে বিষয়বস্তু শিক্ষণ নীতি অনুযায়ী ছাপা হবে।
5. প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হবে সরল, সংক্ষিপ্ত, সহজপাঠ্য।
6. প্রতিটি পুস্তকে কিছু শিখনমূলক কার্যাবলির উল্লেখ থাকবে যাতে গোষ্ঠীসম্পদ এবং বিদ্যালয় সমাজের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া কাজে লাগে।
7. পাঠএকক (Content) গুলি শিক্ষার্থীর বয়স এবং অভিজ্ঞতার স্তর অনুযায়ী হবে।
8. বিষয়বস্তু পাঠক্রমের সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুসারী হবে।
9. প্রতিটি পুস্তকের অজস্র উদাহরণ, ফোটো, চিত্র সংযোজিত থাকবে যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
10. অধ্যায়ের শেষে অনুশীলনী এমনভাবে সজ্জিত থাকবে যা শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েরই প্রয়োজন মেটায়।
11. শিখনকে বিভিন্ন কাজের (শ্রেণিকক্ষে/শ্রেণির বাইরে/পরীক্ষাগারে) মাধ্যমে যাতে পুনঃসংযোজিত করা যায় তার ব্যবস্থা থাকবে।
12. পাঠ্যপুস্তকে লিখিত বিষয় নির্ভুল তথ্যসমৃদ্ধ হবে।
13. সংযোগের ভাষা হবে সরল, স্পষ্ট। আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত পুস্তকে Terminology বন্ধনীতে ইংরেজিতে দেওয়া থাকবে।
14. চিত্রগুলি বিষয় অনুযায়ী স্পষ্ট বোধগম্য হবে।
15. পুস্তকে ব্যবহৃত কাগজ, ছাপার মান, বাঁধাই উন্নত মানের হবে।
16. বিজ্ঞান, ভাষা, সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ের পুস্তকের স্ব স্ব কিছু বিশেষত্ব থাকবে।

2.3 পাঠক্রম তৈরিতে বিভিন্ন সমাজ দলের প্রতিনিধিত্ব এবং অপ্রতিনিধিত্ব (Representation and Non-Representation of Various Social Groups in Curriculam Framing)

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সংবিধানে দেশকে গণতান্ত্রিক দেশ বলে ঘোষণা করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, সৌভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদিকে আদর্শ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রম রচনার সময় এই আদর্শগুলিকে মাথায় নিয়েই পাঠক্রম রচনা করতে

হয়। দেশের পরিবেশ, বিদ্যালয় পরিবেশ কেমন হওয়া উচিত তা ভাবতে হয়। শ্রেণি অনুযায়ী এবং বয়ঃস্তর অনুযায়ী ভাষা, অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্তি কেমন হবে তা বিচার করতে হয়। স্বাস্থ্য, পরিবেশ শিক্ষা শারীরশিক্ষার অন্তর্ভুক্তি কতটা জরুরি তা ভাবতে হয়। শিক্ষকরা কী শেখাবেন, কেন শেখাবেন, কেমনভাবে শেখাবেন তা ভাবনায় আনতে হয়।

এই পাঠক্রম জাতীয় স্তরে তৈরি করতে হলে অন্যতম বিষয় বা বিচার-বিবেচনা করতে হয় তা হল—The Social Context of Curriculum Framework or Curriculum Renewal বিষয়টি!

শিক্ষাব্যবস্থা যা সমাজেরই একটি অংশ তা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। শ্রেণিবৈষম্য, অর্থনৈতিক অবস্থান, লিঙ্গ সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা, অসম অর্থনৈতিক বিকাশ যা ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য তা বিদ্যালয়ে শিশুদের প্রবেশ ও অংশগ্রহণের সুযোগকে প্রভাবিত করে। সে কারণেই বিভিন্ন সমাজ গোষ্ঠী এবং অর্থনৈতিক গোষ্ঠী থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভরতি হওয়া ও পড়া শেষ করার হারে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। গ্রাম ও শহরের গরিব তপশিল জাতি, উপজাতি গোষ্ঠীর মেয়েরা এবং ধর্মীয় ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর পিছিয়ে পড়া মানুষজন শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় বিরাজমান।

শহরাঞ্চলে এবং অনেক গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ব্যবস্থায় বৈষম্য আছে যা শিশুদের বিপরীতমুখী শিক্ষা অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়। অসম লিঙ্গ সম্পর্ক শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্‌বেগের সৃষ্টি করে এবং সম্পূর্ণভাবে মানবিক সামর্থ্য ও গুণের বিকাশের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে উভয়ক্ষেত্রেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। সকলেরই মানুষকে লিঙ্গবৈষম্যের হাত থেকে মুক্ত করা উচিত।

দেশে অঞ্চলে অঞ্চলে বিদ্যালয় ব্যবস্থায় বিভিন্নতা আছে। উচ্চ খরচ লাগে এরকম বিদ্যালয় আছে যা বেশিরভাগই শহরাঞ্চলে অবস্থিত এবং সেখানে শহরের বিত্তবান মানুষ তাদের সন্তানদের পড়তে পাঠায়।

গ্রামাঞ্চলে ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত ছেলেমেয়েদেরই সংখ্যাধিক্য। এখন UEE (Universalisation of Elementary Education)-র লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য 1 কিমি ব্যবধানে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করায় শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য কিছু কমেছে। তবে গ্রামাঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষায় সুযোগের মানে উন্নতি ঘটেনি।

বিশ্বায়ন এবং মুক্ত অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রেক্ষিতকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। একদিকে শুরু হয়েছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, অন্যদিকে চলছে শিক্ষায় সরকারি ব্যয়বরাদ্দের সংকোচন। বিকল্প শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব বাড়ছে। শিক্ষার দায়িত্ব ক্রমশ সরকার থেকে পরিবার এবং কমিউনিটির উপর আরোপিত হচ্ছে।

সংবিধানের 73 এবং 74 নং সংশোধনীতে শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় কমিউনিটির সিদ্ধান্তের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল দারিদ্র্য ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের পিতামাতাদের যে আশা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের সমান মান এবং সমান অধিকার পাওয়া তা পূরণ হয়নি। পাঠক্রম প্রণয়নে দরিদ্রদের আশা ও প্রত্যাশাকে কিছুতেই সরিয়ে রাখা যায় না।

এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ভারতের সামাজিক পটভূমি শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে, যার মোকাবিলা অবশ্যই পাঠক্রম ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই করতে হবে এবং পরিকল্পনা ও প্রয়োগের মধ্যে সংহতিবিধান করতে হবে।

"The social context of education in India thus presents a number of challenges, which must be addressed by the curriculum framework, both in its design as well as implementation."—**WCF, 2005**

এই কারণে পাঠক্রম প্রণয়ন ও পুনর্গঠনের সময় যেসব সমাজগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব/অংশগ্রহণের কথা মাথায় রাখতে হবে সেগুলি হল—

(i) নারী
(ii) দলিত শ্রেণি
(iii) তপশিলি জাতি/উপজাতি
(iv) আদিবাসী
(v) বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি
(vi) বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশু (Children with special need)
(vii) প্রান্তিক জনগণ
(viii) দরিদ্র মানুষ
(ix) বঞ্চিত সংখ্যালঘু মানুষ
(x) স্থানীয় জনগোষ্ঠী
(xi) ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ মানুষ ইত্যাদি।

যেসব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি সংবিধানের নীতিকে লঙ্ঘন করবে, সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষা (UEE) সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারে বাধা সৃষ্টি করবে তারা হল—

(a) বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী
(b) সংকীর্ণতাবাদী জনগোষ্ঠী,
(c) ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী,
(d) অস্পৃশ্যতাতে (Untouchability) বিশ্বাসী গোষ্ঠী ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-2

শিক্ষণীয় বিষয় ছাড়া পাঠক্রমের অন্যান্য বিষয়গুলি কী? (What are the other topics except courses of study ?)

Ans. পাঠক্রম, শিক্ষণীয় বিষয় (A course of study) ছাড়াও যা যা অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলি হল—

- শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক এবং বহিঃপাঠক্রমিক কর্মসূচি
- সামাজিক সম্পর্কমূলক বিষয় (Community relationships)
- কর্ম অভিজ্ঞতাসমূহ (Work experience)
- শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও তৎসংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কিত পাঠ (The study of their growing needs and their planning)
- শিশুরা বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে গেলে কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে সেগুলিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সিলেবাসের কতকগুলি প্রকারের নাম উল্লেখ করুন। (Name some of the types of Syllabus.)

Ans. সিলেবাসের প্রকারভেদগুলি হল—

- কার্যকরী সিলেবাস (Functional Syllabus)
- ব্যাকরণমূলক সিলেবাস (Grammatical Syllabus)
- শব্দকোশ সংশ্লিষ্ট সিলেবাস (Lexical Syllabus)
- পরিস্থিতিমূলক সিলেবাস (Situational Syllabus)
- পাঠ্যভিত্তিক সিলেবাস (Text based Syllabus)
- দক্ষতাভিত্তিক সিলেবাস (Skill based Syllabus)
- নির্দিষ্ট কাজভিত্তিক সিলেবাস (Task based Syllabus)
- শিক্ষার্থী উদ্ভূত সিলেবাস (Learner generated Syllabus)
- মিশ্র সিলেবাস (Mixed Syllabus)
- অনলাইন কোর্স সিলেবাস (On-line Course Syllabus)।

পাঠ্যপুস্তকের সংজ্ঞা দিন। (Define Textbook.)

Ans. পাঠ্যবই (Textbook) সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'Dictionary of Education' মন্তব্য করেছে যে এটি হল নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয়মূলক নির্দেশদানের উপকরণ যা নির্দিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের প্রয়োজনে বিধিবদ্ধভাবে সজ্জিত এবং পাঠ্য উপকরণের প্রধান উৎসরূপে পরিগণিত।

▶ পাঠ্যপুস্তকের চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। (Mention four characteristics of a textbook.)

Ans. পাঠ্যপুস্তকের চারটি বৈশিষ্ট্য হল—

- নির্দিষ্ট বিষয়ের আদর্শ মানের পুস্তক হল পাঠ্যপুস্তক।
- পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই প্রয়োজনে লাগে।
- এটি কতকগুলি নির্দেশ সংবলিত পুস্তিকা।
- পাঠ্যপুস্তকে বিষয় এবং কৌশল উভয়ই লিপিবদ্ধ থাকে।

▶ নিম্নমানের পাঠ্যপুস্তকের কারণ কী? (What are the causes of low-quality textbook ?)

Ans. দুর্ভাগ্যবশত দেশে এই ব্যাপারটিতে বেশি জোর দেওয়া হয়নি। এ কারণে বিদ্যালয় স্তরের জন্য লিখিত অনেক বই উন্নত মানের নয়। কারণ—

- উচ্চপদের পণ্ডিতবর্গের এ ব্যাপারে অনীহা,
- পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে অসততা,
- প্রকাশকগণের অনীহা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতারণা,
- পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে গবেষণার অভাব।

▶ পাঠক্রম প্রণয়নে প্রতিনিধিত্বমূলক কতকগুলি সামাজিক দলের উল্লেখ করুন। (Name some social groups which are to represented in framing curriculum.)

Ans. পাঠক্রম প্রণয়ন ও পুনর্গঠনের সময় যেসব সমাজগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব/অংশগ্রহণের কথা মাথায় রাখতে হবে সেগুলি হল—

(i) নারী
(ii) দলিত শ্রেণি
(iii) তপশিলি জাতি/উপজাতি
(iv) আদিবাসী
(v) বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তি
(vi) বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশু
(vii) প্রান্তিক জনগণ
(viii) দরিদ্র মানুষ
(ix) বঞ্চিত সংখ্যালঘু মানুষ
(x) স্থানীয় জনগোষ্ঠী
(xi) ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যপূর্ণ মানুষ ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-5

▶ পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব লিখুন। (Write the importance of curriculum.)

Ans. 35 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন। (Write the characteristics of textbook ?)

Ans. 36 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মসূচির বর্ণনা দিন। (Describe the programme at National level for textbooks.)

Ans. 37 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম থেকে পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। (Describe the process of transmitting syllabus into textbooks.)

Ans. 38 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন মান-10

▶ পাঠক্রম কাঠামো ও পাঠ্যক্রমের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন। (Discuss the relationship between Curriculum Framework and Syllabus.)

Ans. 31-33 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠ্যপুস্তকের অর্থ ও গুরুত্ব আলোচনা করুন। (Discuss the meaning and importance of textbook.)

Ans. 34-35 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম তৈরিতে বিভিন্ন সমাজদলের প্রতিনিধিত্ব ও অপ্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। (Show your acquaintance with the representation and non-representation of various social groups in curricular framing.)

Ans. 38-40 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

3

পাঠক্রম, বিদ্যালয় অভিজ্ঞতা, মূল্যায়নের নকশাকরণ
(Designing Curriculum, School Experiences and Evaluation)

3.1 পাঠক্রমিক বিষয় নির্বাচনের নীতি (Principles of Selecting Curriculum Content)

পাঠক্রমের লক্ষ্যপূরণের জন্য পাঠক্রমে বিষয়সমূহকে (Content) বৈজ্ঞানিক পন্থায় নির্বাচিত ও সংগঠিত করার প্রয়োজন আছে। বিষয় নির্বাচন পরিকল্পনামাফিক ক্রমপর্যায়ে পরিধির মধ্যে থেকে করতে হয়।

এই বিষয় নির্বাচন ও সংগঠন সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে বা বিশেষ কোনো শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্বাচিত শিক্ষার্থী দলের জন্যও হতে পারে।

আমরা এখন পাঠক্রমের বিষয় নির্বাচনের নীতিগুলি এখানে আলোচনা করব। নীতিগুলি হল—

1. আত্মপ্রত্যয় (Self-sufficiency)
2. তাৎপর্য (Significance)
3. যথার্থতা (Validity)
4. আগ্রহ (Interest)
5. উপযোগিতা (Utility)
6. শিখনীয়তা (Learnability)
7. সম্পাদনযোগ্যতা/সম্ভবপরতা (Feasibility)

1. **আত্মপ্রত্যয় (Self-sufficiency):** বিষয়বস্তু নির্বাচনের নির্দেশক প্রধান নীতি হল কম শ্রমে স্বল্পব্যয়িতায় শিক্ষার্থীদের সর্বাধিক আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। (To help learners attain maximum self-sufficiency in the most economical manner is the main guiding principle of subject-matter or content selection.—***Scheffler,*** 1970)।

শিখনের স্বল্পব্যয়িতা (Economy of learning)-য় যদিও কম শিক্ষণ প্রচেষ্টা ব্যয়িত হয় এবং শিখন সম্পদও বেশি লাগে না, তথাপি শিক্ষার্থীগণ এই শিখনে বেশি ফল লাভ করে। তারা কার্যকরীভাবে শিখন সাফল্যকে গ্রহণ করতে পারে। এই নীতিতে শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, ক্ষেত্র পাঠে (Field Study)-র বেশি সুযোগ দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা তাদের স্বাধীনভাবে শিখনে সমর্থ করে তোলে।

2. **তাৎপর্য (Significance):** বিষয়বস্তু তখনই তাৎপর্যময় হয় যখন সেটি নির্বাচিত এবং সংগঠিত হয় শিখন কাজ, দক্ষতা, প্রক্রিয়া এবং মনোভাবের সঠিক বিকাশের জন্য। বিষয়বস্তু শিখনের জ্ঞানমূলক, অনুভূতিমূলক এবং মনোসঞ্চালনমূলক দক্ষতার বিকাশ ঘটায় এবং শিক্ষার্থীর সংস্কৃতি বিষয়কে মান্যতা দেয়। বিশেষ করে বলতে হয় শিক্ষার্থীরা যদি ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে আসে তবে বিষয়বস্তু অবশ্যই সংস্কৃতি সংবেদন মণ্ডিত (Culture sensitive) হতে হবে।

সংক্ষেপে বলতে হয় পাঠক্রমে পঠনীয় বিষয় বা বিষয়বস্তু সেইরকম নির্বাচন করতে হবে যা পাঠক্রমের সার্বিক লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হয়।

3. **যথার্থতা (Validity):** পাঠক্রমে সেই সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে যা পুরাতন বা বাতিল হয়ে যায়নি। নির্বাচিত বিষয়গুলি যথার্থ বলে বিবেচিত হয় যদি সেগুলি উদ্দেশ্যপূরণের দিক থেকে নিখুঁত (Authentic) হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় Type-writing-কে কলেজ ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা শিখনের জন্য এখন পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা বাতুলতা। বদলে IT (Information Technology) অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা আছে।

পাঠক্রমের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটি নিয়মিতভাবে যাচাই করা উচিত এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করা আবশ্যিক। এর জন্য পাঁচবছর ধরে অপেক্ষা করা উচিত নয়।

আধুনিক পাঠক্রম-বিশেষজ্ঞগণ বিষয়ের সাম্প্রতিকতায়, প্রাসঙ্গিকতায় এবং নির্ভুলতায় বিশ্বাসী। নতুবা দেশের বিদ্যালয়গুলি পিছিয়ে-পড়া, শ্লথগতি, [illegible]ন্থী বলে পরিগণিত হবে।

4. **আগ্রহ (Interest):** শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠক্রম নির্ণয়ে আগ্রহ বিষয়টি অবহেলা করা যায় না। শিক্ষার্থীরা তখনই খুব ভালো শেখে যখন বিষয়বস্তু তাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়। বিষয়বস্তু অর্থপূর্ণ হয় তখনই যখন সেটি শিক্ষার্থীর আগ্রহকে উদ্দীপিত করে। পাঠক্রম কেবল বিষয়কেন্দ্রিক হলে শিক্ষকের কাজ হল সেটি নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করা। আগ্রহকে মান্যতা না দিলে দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থী এতে অকৃতকার্য হয়।

5. **উপযোগিতা (Utility):** বিষয় নির্বাচনের অন্যতম মাপকাঠি হল বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা। শিক্ষার্থীরা অনেক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না। তাদের কাছে কোনো কোনোটি অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। সে কারণে তারা পাঠে বিরত থাকে।

তাদের মনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়— বিষয়টি কি চাকরি পাওয়ার জন্য উপযোগী হবে? এটাতে কি জীবনের মানে খুঁজে পাওয়া যাবে? এটা কি আমার সমস্যার সমাধান করবে? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা সেইসব শিখনীয় বিষয়কেই মূল্য দেয় যা তাদের কাছে প্রয়োজনীয় বা উপযোগী বলে মনে হয়।

6. **শিখনীয়তা (Learnability):** শিখনীয় বিষয় শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সংগঠনে (Scheme)-র মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। শিখন বস্তু তাদের অভিজ্ঞতার আয়ত্তাধীন থাকা চাই। শিক্ষকগণ শিখনীয় বিষয় উপস্থাপন, ক্রমপর্যায়করণ এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে শিখন মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বকে প্রয়োগ করতে পারেন যাতে শিক্ষার্থীর শিখনক্ষমতাকে সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছে দেওয়া যায়।
7. **সম্ভবপরতা (Feasibility):** সম্ভবপরতা হল সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুর সার্থক কার্যে রূপায়ণ। এটা অবশ্যই বিদ্যালয়, সরকার এবং সমাজের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করবে। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত সম্পদ নির্ভর করে শিখবে। তাদের কোর্সে সেই সব Topic অন্তর্ভুক্ত করা যাবেই না, সময়ে শেষ করা সম্ভব নয়।

উদাহরণস্বরূপ যখন কোনো পাঠ একক শেষ করার জন্য মাত্র একসপ্তাহ সময় আছে তখন যদি একমাসের আগে শেষ করা সম্ভব নয় এমন একটি বিষয় পাঠের কথা বলা হয় তখন সেটির সম্ভবপরতা (Feasibility) প্রশ্নের মুখে পড়ে।

কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম সেইসব বিদ্যালয়ে চালানো সম্ভবপরই নয় যেখানে বিদ্যুৎ নেই কিংবা কোনো কম্পিউটারই নেই।

উপরন্তু কোনো পঠনীয় বিষয়ের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা থাকে তখনই যখন বিষয়ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের উপস্থিতি বিদ্যালয়ে নিশ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ Business Communication Course-এ ইংরেজি বিষয় রাখা অযৌক্তিক হয়ে যাবে যদি দক্ষ ইংরেজি শিক্ষক না থাকে।

উপরন্তু বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর চাহিদাকেও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বিষয়ের সংগঠন এবং ছক (Design) শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী হওয়া উচিত।

বিষয়কেন্দ্রিক পাঠক্রমের ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন দলকে সমপ্রকৃতি (Homogeneous)-র গঠন করলে বিষয় পরিচালন (Transaction) ভালো হয়।

পরিশেষে বলা যায় প্রারম্ভিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিষয় নির্বাচনে শিক্ষকগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। এটির পরিকল্পনা সরকারি স্তরে গৃহীত হয়। শিক্ষকের এটি অনুসরণ করা ছাড়া কিছু করার থাকে না।

উচ্চশিক্ষাতেও সমগ্র পাঠক্রম (Macro-curriculum) রচনার নির্দেশ নীতি সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটি নির্ধারণ করেন। পাঠক্রম প্রণয়ন কমিটি পাঠক্রম বিষয় নির্বাচন, সংগঠন ও পরিচালনের বিষয়টি দেখেন।

পাঠক্রম প্রণয়ন/বিকাশ কমিটি (The Curriculum Development Committee) পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচন (Selection of context in the curriculum) করার সময় উপরে বর্ণিত সাতটি নীতি (7 Principles/Criteria) বিবেচনা করেই অগ্রসর হল।

3.2 পাঠক্রম বিকাশের নীতি, NCFTE 2009-এর মূল কথা— পাঠক্রমের স্তরভিত্তিক এবং বিষয়ভিত্তিক লক্ষ্যসমূহ (Principles of Curriculum Development, Highlights of NCFTE 2009—Stage-Specific and Subject-Specific Objectives of Curriculum)

3.2.1 পাঠক্রম বিকাশের নীতিসমূহ (Principles of Curriculum Development)

[A] ভূমিকা (Introduction)

সফল শিক্ষা সবসময় পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাবিদগণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে পরিকল্পনাবিহীন কোনো বিষয় দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়। পাঠক্রম উন্নয়ন/বিকাশে (Curriculum Development)-র ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। পরিকল্পনা রচয়িতাগণ ছাত্রদের জন্য কোনো প্রোগ্রাম প্রয়োগের আগে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেন। এই পরিকল্পনা কতটা কাজে লাগতে পারে তার উপর এর কার্যকারিতা নির্ভরশীল। 'পাঠক্রম উন্নয়ন' কাকে বলে এক্ষেত্রে মতবাদের পার্থক্য আছে। তবু বিভিন্ন মত একীকরণের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে এই বিষয়টি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে এবং কতকগুলি প্রক্রিয়া (মানবিক এবং শৈল্পিক)-কে নিয়ে গড়ে উঠেছে যার ফলে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রী/শিক্ষকগণের কতকগুলি শিক্ষাগত লক্ষ্য পূরণ হতে পারে।

[B] পাঠক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning)

পাঠক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning) বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে পাঠক্রম উন্নয়নকারীগণ কোন্ বৈশিষ্ট্য বা নীতির ভিত্তিতে পাঠক্রম নির্মাণ করতে চান তা ব্যাখ্যা করেন। এতে থাকে কী তারা পেতে চান (What they wish to achieve), পাঠক্রমের গড়ন (Design) কী হবে, কীভাবে পাঠক্রমের নির্মাণ হবে (How to construct the curriculum) এবং পরবর্তীতে কীভাবে পাঠক্রমটি প্রয়োগ এবং মূল্যায়ন (Implementation and evaluation) করা হবে সেই সব বিষয়গুলি। মনে রাখা দরকার যে পাঠক্রম পরিকল্পনা পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত অংশ।

[C] পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীগণ (Participants in the Curriculum Development Process)

পাঠক্রম বিকাশ বা নির্মাণ প্রক্রিয়ায় তাঁরাই অংশগ্রহণ করবেন যাঁরা এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন। এঁদের মধ্যে একদল হচ্ছেন 'পরিকল্পনা রচয়িতা' (Planners) যাঁরা নীতি প্রণয়ন

করেন এবং পাঠক্রমের একটি কাঠামো গঠন করেন এবং অন্যদল পাঠক্রম প্রণয়নের উপকরণ সরবরাহ করে পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করেন। এঁদের বলা হয় 'সম্পদ' (Resources), যেমন—গ্রন্থকার, প্রকাশক, পরীক্ষক, মান নির্ণয়কারী, মাধ্যম (Media)। এঁরা পাঠক্রমের গুণমানের নির্ণায়ক।

পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার গতীয়তা (Dynamics) প্রায় সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই একই রকম যদিও জাতিতে জাতিতে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় সরকারের মধ্যে পাঠক্রম পরিকল্পনার আইনগত অধিকারে পার্থক্য আছে। পাঠক্রম বিকাশ (Curriculum development) বাস্তবিক এক গতিশীল জটিল প্রক্রিয়া।

পাঠক্রম উন্নয়ন কর্মসূচিকে যথাযোগ্য সংহত পরিকল্পনামাফিক করতে গেলে সমস্ত প্রথাবদ্ধ ও অপ্রথাগত, আইনবদ্ধ, আইনের বাইরে অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পাঠক্রম নীতি ও পরিকল্পনা সমূহের নীতি নির্ধারক বিষয়গুলির সহযোগিতায় সমবেতভাবে তা সম্পন্ন হওয়া দরকার।

[D] পাঠক্রম বিকাশে *Bobbitt* এবং *Charters*-এর মত
(Views on Curriculum Development of *Bobbitt* and *Charters*)

Bobbitt পাঠক্রম সৃজনকে একটি রেললাইন নির্মাণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একবার যখন সাধারণ রুটের পরিকল্পনা হয়ে গেল তখন নির্মাণকারীগণ সার্ভে করেন এবং রেলপথ (Track) স্থাপনে হাত দেন। পাঠক্রম নির্মাণ ও বিকাশ তেমনি একটি পথের পরিকল্পনা করা যে পথে এক ব্যক্তি শৈশব থেকে যাত্রা শুরু করে তার বিকাশ, সংস্কৃতি এবং বিশেষ ক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে।

শিক্ষাবিদ হলেন রেলরোড ইঞ্জিনিয়ারের মতো। তিনি সমস্ত পথের সার্বিক পর্যালোচনা করবেন, সমস্ত বিষয়/উপাদানগুলির পরিপ্রেক্ষিত এবং সম্পর্ক যাচাই করবেন। এই করতে গিয়ে শিক্ষা কর্মসূচির সাধারণ পরিকল্পনা রচনা করবেন। এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে কোন্ কোন্ বিষয় এবং অভিজ্ঞতাগলি শিক্ষার্থীর বিকাশের জন্য প্রয়োজন সেগুলি।

Bobbitt বলছেন, পাঠক্রম বিকাশের প্রথম কাজ হল শিক্ষার্থীদের জীবনের সার্বিক গঠনে প্রয়োজনীয় কাজগুলি আবিষ্কার করা এবং তৎসহ সঠিক কর্মসম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও গুণাবলির সন্ধান করা। এর উপর ভিত্তি করে শিক্ষার লক্ষ্যগুলি (Educational objectives) নির্ণীত হয়।

Bobbitt-এর সমসাময়িক ***Weret Charters***-ও একইরকমভাবে কর্মবিশ্লেষণে (Activity analysis)-র উপর জোর দেন। তিনি মনে করেন—"Changes in the Curriculum are always preceded by modifications in our conception of the aim of education." বিদ্যালয়ে বিষয় এবং অভিজ্ঞতা নির্বাচন সব সময়ই যে লক্ষ্য এবং আদর্শ আমরা অর্জন করতে চাই তার দ্বারা প্রভাবিত হবে।

Charters চাইলেন যে শিক্ষার্থীদের কর্ম সম্পাদনের সঙ্গে লক্ষ্য ও আদর্শগুলির সংযোগ সাধন। তিনি বললেন পাঠক্রম নির্মাণ চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়—

(i) কী পেতে চাই (What to be achieved/selecting objectives)

(ii) এগুলিকে আদর্শ ও কাজে ভাগ করা (Deviding them into ideals and activities)

(iii) এগুলির কর্ম এককে বিশ্লেষণ (Analyzing them into limits of working units) এবং

(iv) সম্পাদন পদ্ধতি সংগ্রহ করা (Collecting methods of achievement)।

Charters মনে করেন দর্শন (Philosophy) থেকে আমরা লক্ষ্য (Objectives) পেতে পারি। তিনি আরও বলেছেন পাঠক্রমে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে 'Primary Subject' এবং 'Derived Subjects' হিসেবে। যা অবশ্যই শিখতে হবে তা আবশ্যিক এবং সহায়তাকারী হিসেবে যার প্রয়োজন সেগুলি হল 'derived subjects'।

Bobbitt এবং ***Charters*** মনে করেন যে, পাঠক্রম উন্নয়ন (Curriculum development) প্রক্রিয়া ঠিকভাবে অনুসৃত হলে তা ছাত্রছাত্রীদের নিকট অবশ্যই অর্থপূর্ণ হবে। তাঁরা বললেন নির্দিষ্ট লক্ষ্য (Goals) নির্বাচন একটি আদর্শ স্থির নির্দিষ্ট মান নির্ণায়ক প্রক্রিয়া। 'Objectives' এবং সেই অনুযায়ী কর্মসমূহ নির্বাচন হল অভিজ্ঞতালব্ধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। তাঁরা বললেন পাঠক্রমিক কার্যাবলি সুপরিকল্পিত প্রথাবদ্ধ মূল্যায়ন সম্মত প্রক্রিয়া।

টাইলার মডেল—চারটি মূল নীতি (The *Tyler* Model—Four Basic Principles)

1949 খ্রিস্টাব্দে ***Tyler*** প্রকাশিত 'Basic Principles of Curriculum and Instruction'-এ তিনি লিখলেন—যে শিক্ষাবিদগণ এবং পাঠক্রম রচয়িতাগণ পাঠক্রম নির্মাণ ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের চারটি মূলনীতির উপর জোর দিতে হবে। এগুলি হল—

1. বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যসমূহ (Purposes of the School)
2. উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত অভিজ্ঞতাসমূহ (Educational experiences related to the purposes)
3. অভিজ্ঞতাসমূহের সংগঠন (Organization of the experiences)
4. উদ্দেশ্যের মূল্যায়ন (Evaluation of the purposes)

উদ্দেশ্য (Purposes) বলতে ***Tyler*** কতকগুলি লক্ষ্য (Objectives) অর্জনের কথা বলতে চেয়েছেন যার জন্য তিনটি উৎস—বিষয়বস্তু (The subject-matter), শিক্ষার্থী (The learners) এবং সমাজ (The society) থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হবে। এগুলি সংগ্রহ করে পাঠক্রম পরিকল্পকগণ সেগুলি বিদ্যালয়ের দর্শন (Philosophy of the

school) এবং শিখনের মনোবিজ্ঞান (Psychology of learning)-এর নিরিখে বাড়াই বাছাই করে নির্দেশদানগত উদ্দেশ্য (Instructional objectives) গুলি ঠিক করবেন।

Tyler আলোচনা করলেন এই উদ্দেশ্য পূরণে পৌঁছোতে গেলে কোন্ কোন্ শিক্ষা অভিজ্ঞতাগুলি বাছাই করতে হবে। অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে পূর্বের কিছু অভিজ্ঞতা গৃহীত হলে এবং শিখন ও মানব বিকাশে কাজে লাগে এরকম অভিজ্ঞতাগুলি যুক্ত হবে।

Tyler এরপর অভিজ্ঞতাগুলির ক্রমবিন্যাস এবং সংগঠনের কথা বললেন। তিনি বললেন পাঠক্রমের বুনুনি (Curriculum Fabric) তৈরিতে ভাবনা, ধারণা, মূল্যবোধ, দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলাদা আলাদা আলগা সুতো (Thread)-র মতো না থেকে শক্তভাবে গ্রথিত থাকবে। এইগুলি বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে।

Tyler-এর সর্বশেষ নীতি হল পরিকল্পনা সম্পর্কিত সমস্ত কাজের কার্যকারিতার সঠিক মূল্যায়ন। তিনি মূল্যায়নকে 'পাঠক্রম বিকাশ'-এর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ বলে মনে করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে শিখন অভিজ্ঞতাগুলি বাঞ্ছিত ফল ছিল কীনা তা জানার জন্য এটার প্রয়োজন আছে।

পাঠক্রম বিকাশ কর্মসূচি কার্যকরী করা যাবে কিনা তা জানার জন্য মূল্যায়নের প্রয়োজন। মূল্যায়ন সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি (Objectives)-কে সম্পর্কিত করবে।

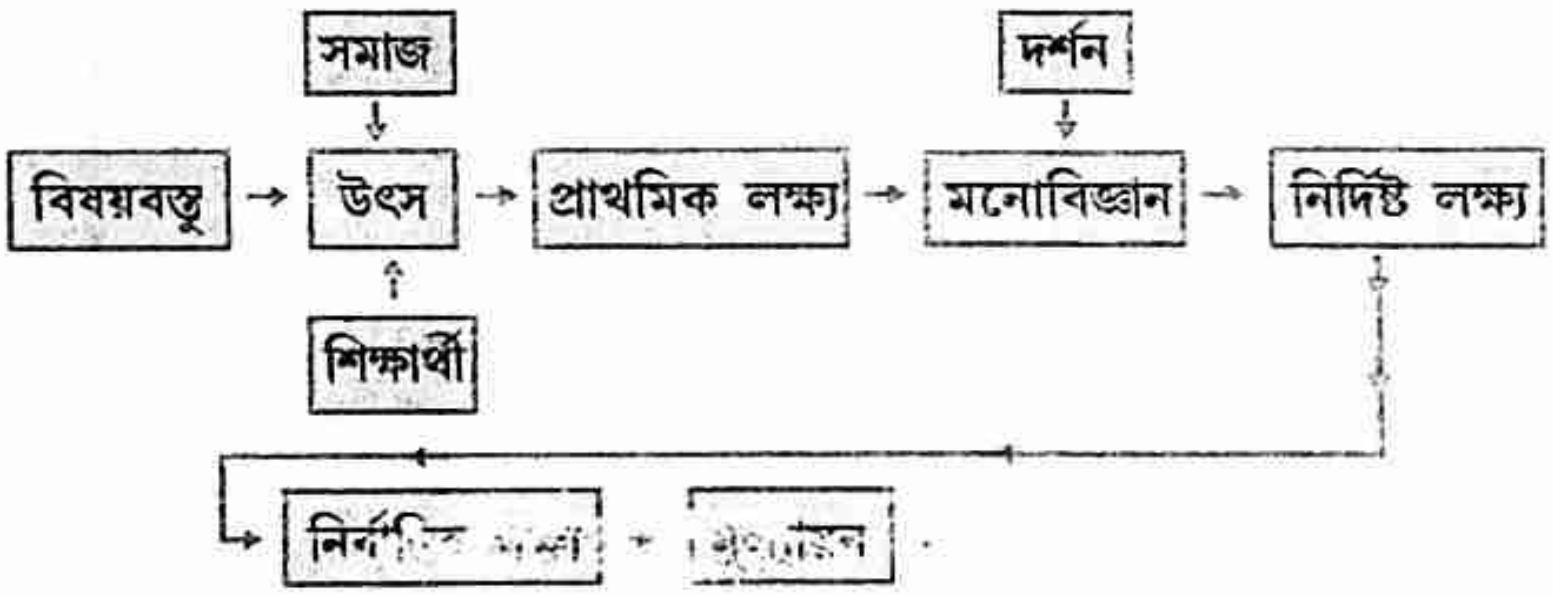

চিত্র : টাইলার (Tyler's)-এর পাঠক্রম বিকাশ মডেল

গত বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পাঠক্রম উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত এইরকম বহুবিধ মডেল আবিষ্কৃত হয়েছে। সবগুলির বর্ণনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রাসঙ্গিকগুলি বিবেচনা করে আমরা পাঠক্রম বিকাশ সংক্রান্ত কতকগুলি নীতি এখানে বর্ণনা করলাম।

[E] একনজরে পাঠক্রম বিকাশের কতকগুলি নীতি

(Some Principles of Curriculum Development at a Glance)

1. **শিক্ষার্থী ও সমাজ সম্পর্কে ধারণা গঠন (Assumptions about the learner and the society):** পাঠক্রম পরিকল্পনাকারীগণ প্রথম শিক্ষার্থীদের শিখনের সামর্থ্য, চাহিদা, আগ্রহ, প্রেষণা কতখানি সে সম্পর্কে অবগত হবেন।

যে সমাজে শিক্ষার্থী বাস করে সেই সমাজ শিক্ষার্থীর কাছে কী পেতে চায় এটিও বিবেচনার যোগ্য। কার্যকরী পাঠক্রম প্রণয়নে ব্যক্তি ও সমাজ এবং সমাজ অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়ের লক্ষ্য এবং অংশীদারগণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

2. **লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (Aims, Goals, Objectives):** 'কী আমরা পেতে চাই' (What to be achieved) এটি সাধারণ অর্থে বোঝাতে গেলে 'লক্ষ্য' (Aim) কথাটি ব্যবহৃত হয়।

অন্তিম লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত আছে যেগুলি সেগুলিকে 'goal' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সাধারণ ও বিশেষভাবে সাফল্যের মাধ্যমে অর্জিত লক্ষ্যকে 'Objectives' বলা যেতে পারে। তবে সাধারণভাবে এই তিনটিকেই এক অর্থে ব্যবহার করার রেওয়াজ চলে আসছে।

সমাজ-সংস্কৃতিগত প্রকৃতি এবং মানুষের প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে aims, goals and objectives-এর পরিবর্তন ঘটে।

3. **বিষয় নির্বাচন (Selection of Content):** পাঠক্রমের লক্ষ্যপূরণের জন্য বিষয়বস্তুর (Content) নির্বাচন ও সংগঠন জরুরি বিষয়। বিষয়বস্তুর নির্বাচন পরিকল্পিত উপায়ে হওয়া উচিত এবং ক্রমপর্যায়ে সাজানো দরকার। এই নির্বাচন পাঠক্রমের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী সংগঠিত হবে।

4. **পাঠক্রম সঞ্চালন (Curriculum Transaction):** এই বিষয়টি (নীতি) নির্দেশনার পদ্ধতি এবং শিখন পরিবেশ গঠনের সঙ্গে জড়িত। পূর্ব থেকে পাঠক্রম সঞ্চালনের পরিকল্পনা ছকা থাকলে তা শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করে এবং উক্ত আচরণ আবার শিক্ষার্থীর শিখন সাফল্যের উপর প্রভাব ফেলে। এই সঞ্চালন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে হতে পারে। তবে সঞ্চালন পন্থা সুবিবেচনাসহ নির্বাচিত হলে পাঠক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

5. **মূল্যায়ন ও প্রতিসংকেত (Evaluation and Feedback):** মূল্যায়ন পরিমাপ করে কত ভালোভাবে শিখন অভিজ্ঞতাগুলি সঞ্চালিত হয়েছে এবং প্রতিসংকেত (Feedback) খবর দেয় কোন্ কোন্ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব হয়েছে এবং কোথায়ই বা ব্যর্থতা। শিক্ষক, ছাত্র উভয়ের কাছ থেকেই প্রতিসংকেত গ্রহণ করে সেগুলি সঠিকভাবে বিবেচনায় আনা উচিত। পাঠক্রমের নিরন্তর মূল্যায়ন, সংশোধন এবং নব উদ্ভাবন (Innovation) দরকার। কারণ মূল্যায়ন একটি স্থির (Static) প্রক্রিয়া নয়, একটি চলমান, নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।

3.2.2 NCFTE-2009-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ: স্তরভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক পাঠক্রমের লক্ষ্যসমূহ (Highlights of NCFTE 2009: Stage-specific and Subject Specific Objectives of Curriculum)

[A] ভূমিকা (Introduction)

NCFTE (2009)-এর মুখবন্ধের শুরুতেই বলা হয়েছে—"People in this country have been slow to recognize that education is a profession for which intensive preparation is necessary as it is in any other profession."

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (1964-66)-এ বলা হয়েছে, ভারতের ভবিষ্যৎ তার শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত হচ্ছে—"The destiny of India is now being shaped in her classrooms."

1986 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতিতে জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে—সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কৃষ্টি প্রচলিত হয় একজন মর্যাদাসম্পন্ন শিক্ষকের মাধ্যমে; সমাজের কোনো মানুষই একজন শিক্ষকের অবস্থানের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না ("The status of the teacher reflects the socio-cultural ethos of the society; it is said that no people can rise above the level of its teachers.")।

এইসব বক্তব্যগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরা মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা, জ্ঞানপিপাসাকে চরিতার্থ করার জন্য জ্ঞানের বার্তা বহন করেন, জ্ঞানলাভের জন্য প্রেরণা জোগান এবং জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

শিক্ষকের এই অসাধারণ ভূমিকাকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক শিক্ষণের বিষয়টির উপর উপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের বৃত্তিগত প্রস্তুতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং টিচার এডুকেশনের তত্ত্ব ও অনুশীলনের কার্যক্রমের পুনর্গঠন করতে হবে।

[B] পাঠক্রম গঠনের ধাপসমূহ (Steps of Curriculum Construction)

পূর্বেই পাঠক্রম উন্নয়নের নীতির যে আলোচনা করা হয়েছে প্রায় সে রকমভাবেই NCFTE 2009-এ পাঠক্রম গঠনের কতকগুলি অধ্যায়ের কথা বলা হয়েছে। অধ্যায়গুলি হল—

- প্রসঙ্গ, উদ্‌বেগ ও স্বপ্ন (Contexts, Concerns and Vision of Teacher Education)
- শিক্ষক প্রস্তুতির পাঠক্রমের ক্ষেত্র (Curricular Areas of Initial Teacher Education)
- পাঠক্রমের সঞ্চালন এবং উন্নয়নশীল শিক্ষকের মূল্যায়ন (Transacting the Curriculum and Evaluating the Developing Teacher)

- অবিরাম পেশাগত উন্নয়ন এবং চাকুরিরত শিক্ষকগণের সহায়তা (Continuing Professional Development and Support for In-Service Teachers)
- টিচার এডুকেটরদের প্রস্তুতকরণ (Preparing Teacher-Educators)
- প্রয়োগ কৌশল (Implementation Strategies)

অধ্যায় 1 (Chapter 1)

প্রসঙ্গ, উদ্‌বেগ, স্বপ্ন (Context-Concern-Vision)-এর কথা বলতে গিয়ে NCFTE, 2009 মন্তব্য করেছে যে শিক্ষক-শিক্ষা ও বিদ্যালয়-শিক্ষার মধ্যে প্রতীকী সম্পর্ক আছে এবং উভয় ক্ষেত্রেই বিকাশ শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানকেই উর্ধ্বে তুলে ধরে। বিদ্যালয় পাঠক্রম পুনর্গঠিন হওয়ার পর সেটি সঠিকভাবে সঞ্চালন কারা করবেন, কীভাবে করবেন এ সব নির্ধারণ করতেই শিক্ষক-শিক্ষার জাতীয় পাঠক্রম 2009 নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হল। এই শিক্ষক-শিক্ষার পাঠক্রম বিদ্যালয়-শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রকেই স্পর্শ করল। পাঠক্রমের মধ্যে সঠিক স্থান দেওয়ার জন্য অন্তর্ভুক্তির শিক্ষা, স্থিতিশীল এবং সমতাপূর্ণ উন্নয়নের শিক্ষা, লিঙ্গের পরিপ্রেক্ষিত, শিক্ষায় গোষ্ঠীজ্ঞানের ভূমিকা, বিদ্যালয়ে ICT শিক্ষা, e-learning প্রভৃতি Framework-এ জায়গা দেওয়ার কথা বলা হয়।

অধ্যায় 2 (Chapter 2)

শিক্ষক প্রস্তুতির পাঠক্রমের ক্ষেত্র
(Curricular Areas of Initial Teacher Education)

শিক্ষক প্রস্তুতির পাঠক্রমে তিনটি অংশ রাখার কথা বলা হল—

- Foundations of education
- Curriculum and Pedagogy
- School Internship

পাঠক্রমিক ক্ষেত্র [A] ও [B]-তে তাত্ত্বিক কোর্স ওয়ার্ক-এর সঙ্গে ব্যাবহারিক কোর্স ওয়ার্ক থাকবে। দুটি থেকে তিনটি তাত্ত্বিক কোর্স মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানকেন্দ্রিক হবে। [C]-তে থাকবে বিদ্যালয় শিক্ষানবিশি। Practicum Course-এর লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি: পাঠক্রমিক ক্ষেত্রসমূহ
[Teacher Education Programme: Curricular Areas]

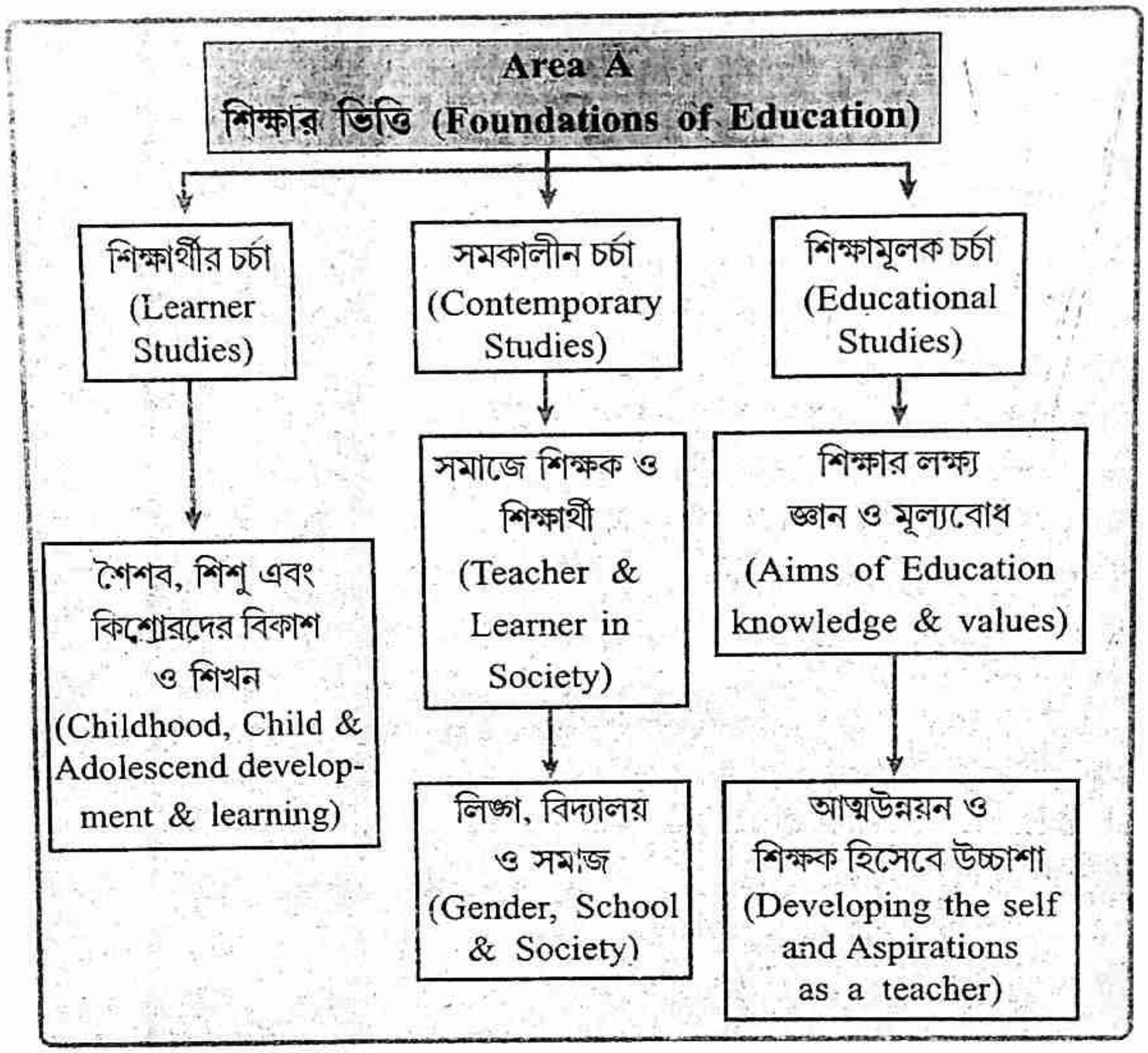

Area B
কারিকুলাম এবং পেডাগজি (Curriculum & Pedagogy)

- পাঠক্রম চর্চা (Curriculum Studies)
  - জ্ঞান ও পাঠক্রম (Knowledge & Curriculum)
    - ভাষার দক্ষতা ও যোগাযোগ (Language Proficiency & Communication)
- শিক্ষণ প্রণালীর আলোচনা (Pedagogic Studies)
  - বিজ্ঞান (Sciences)
    - সমাজবিজ্ঞান (Social Sciences)
      - গণিত (Mathematics)
        - ভাষা (Languages)
- অ্যাসেসমেন্ট ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation Studies)

Area C
বিদ্যালয়ে শিক্ষানবিশি (School Internship)

সপ্তাহে 4 দিন করে 12-20 সপ্তাহ যার মধ্যে 1 সপ্তাহ একজন নিয়মিত শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষণে নির্দিষ্ট থাকবে
(Four days a week for a minimum period of 12-20 weeks including one week of classroom observation of a regular teacher)

উদ্ভাবনশীল পেডাগজি কেন্দ্র ও শিখন কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন
(Visit to Innovative centres of pedagogy & learning)

বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষ নির্ভর গবেষণা প্রকল্প
(Classroom based research projects)

প্রচলিত টিচার এডুকেশন কর্মসূচির পুনর্গঠন
(Redesigning Current Teacher Education Programme)

NCFTE (2009)-এ সুপারিশ করা হয়েছে যে, স্কুল শিক্ষার সমস্ত স্তরের টিচার এডুকেশন মডেলগুলি ধীরে ধীরে তাদের প্রস্তাবিত নতুন মডেলে পরিবর্তন করা হবে। এই নতুন মডেলে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পেশাগত উন্নয়নের সমন্বয় ঘটবে এবং স্কুল শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। NCFTE-তে এই মডেলগুলির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য 4-6 বছরের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে।

নব পরিকল্পনার সুপারিশ

(a) DEd: Two year diploma after + 2

(b) BEd: One year degree after graduation

Area A: Foundations of Education

Learner Studies

Theory : Childhood, Child and Adolescent Development and Learning.

Practicum : School Initiation Programme, Observing Learners, Story telling & Children's Literature.

Contemporary Studies

Theory : Teacher and Learner in Society : Gender, School and Society

Educational Studies

Theory : Aims of Education, Knowledge & Values; Developing Self and Aspirations as a Teacher.

Practicum : Self-Development Workshops; Creative Drama, Craft and Music.

Area B: Curriculum and Pedagogy

Curriculum Studies

Theory : Knowledge and Curriculum;
Language Proficiency and communication

Pedagogic Studies

Theory : Language Education; Mathematics Education; Science Education; Social Science Education.

Practicum : Mental Development and Evaluation; Classroom Management and Block Teaching.

Assessment and Evaluation Studies

Theory : Perspective and Practice of Learner Assessment

Practicum : Designing Assessment Frameworks; Formulating Questions; **Recording and Analysing Qualitative Aspects.**

প্রতিটি তাত্ত্বিক কোর্সের পাঠএকক বিভিন্ন বিষয় (Disciplines) থেকে নিয়ে রচনা করতে হবে। যেমন শিশু ও বয়ঃসন্ধি বিকাশের কোর্সগুলি সমাজতত্ত্ব থেকে নিয়ে পাঠএকক রচনা করতে হবে। জ্ঞানমূলক ও ভাষা বিকাশের কোর্সগুলির পাঠএকক রচনা করতে হবে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক ভাষাতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রতিটি Theory Course-এ Field based units of study অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন সমকালীন পাঠচর্চার ক্ষেত্রে 'সংরক্ষণ' (Reservation)-এর উপর একটি প্রোজেক্ট নেওয়া যেতে পারে। 'পাঠক্রম চর্চা'র বিষয়গুলির মধ্যে থাকতে পারে—অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার আলোকে স্কুল পাঠক্রম মেটেরিয়ালস, সিলেবাস, পাঠ্যপুস্তক সমূহের বিশদ চর্চা।

প্রতিটি তত্ত্বমূলক কোর্সের পরিপূরক হিসেবে থাকবে অনুশীলন কোর্স (Practicum Courses)। যেমন—'শিশু ও বয়ঃসন্ধির বিকাশ ও শিখন' কোর্সের ক্ষেত্রে থাকবে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ, স্বাভাবিক পরিবেশে খেলার প্যাটার্ন আলোচনা, নানা আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গের আলোচনা, শিক্ষার্থীর শিখন, চিন্তন এবং পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার্থীর গতিময়তা (Dynamics) বোঝা।

প্রতিটি Practicum এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যা তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে 'Back and forth movement' করতে সমর্থ হয়।

Area C: School Internship

- Visits to Innovative centres of pedagogy and Learning where feasible.
- Classroom-based research project.
- School Internship of 4 days a week for a minimum period of 6-10 weeks, including an initial phase of observing a regular classroom.
- Developing and maintaining resources in the internship schools.
- Developing unit plans and maintaining reflective journals.

বিদ্যালয়ে শিক্ষানবিশি কালে টিচিং প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ে চারটির বেশি ইউনিট প্ল্যান কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। **এককসমূহ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে, যেমন—স্কুল পাঠ্যপুস্তক, বিষয়বস্তুর সংগঠন ও উপস্থাপন, প্রশ্নাবলি রচনার ব্যবস্থা করা। উদ্দেশ্য হচ্ছে—**

(a) শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বোধের পরিমাপ।

(b) শ্রেণিকক্ষে জ্ঞান নির্মাণ ও অর্থ সন্ধান (Meaning-making)-এর প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

(c) পদ্ধতিগত অনুশীলনের উন্নয়ন ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য শিক্ষার্থীদের শিখনের পরিমাপ।

চার বছরের সমন্বিত কর্মসূচির দৃষ্টান্ত
(Examples of a Four-Year Integrated Programme)

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পেশাগত প্রশিক্ষণকে সমন্বিত করে চার বছরের প্রারম্ভিক শিক্ষক শিক্ষণের এক কর্মসূচির পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যগুলি NCTE অনুমোদিত BEIEd প্রোগ্রাম থেকে নেওয়া হয়েছে।

এই কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য ও ভিশন নীচে দেওয়া হল—

- শিক্ষার ভিত্তি হল সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, ইকোলজিকাল, দার্শনিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মনন।
- ধারণা ও পরিপ্রেক্ষিতে (Concepts and perspective)-র পুনর্দশক ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কোর কোর্সসমূহের পাঠ্যসূচিতে বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তিকরণ।
- শিক্ষা পদ্ধতিগত তত্ত্ব ও শিক্ষার্থীর হাতেকলমে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার বোধ, পরিপ্রেক্ষিত, মনন, শিখন প্রক্রিয়াকরণের উপর ভিত্তি করে প্রাসঙ্গিক ও উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির কৌশল গড়ে তুলতে হবে।
- শিক্ষাপদ্ধতির পাঠ্যসূচির পরিকল্পনা পৃথক স্কুল বিষয়ের উপর না করে বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ভাষা, গণিতের মতো বিস্তৃত বিষয়ক্ষেত্রের ফ্রেমে রচনা করতে হবে।
- ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিতে Inter-disciplinary তাত্ত্বিক কোর্সের পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।
- তাত্ত্বিক কোর্সের ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত ক্ষেত্রভিত্তিক স্টাডি একক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যা তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে।
- ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ক্ষেত্র থেকে বাছাই করা নির্বাচিত বিষয়ে চরম অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে।
- আত্মবিকাশের সুযোগ দিতে নাটক, হস্তশিল্প, সংগীত, কর্মশালার আয়োজন রাখতে হবে। লক্ষ্য হচ্ছে আত্মউন্নয়ন ও ব্যক্তি-সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।
- প্রচলিত শিক্ষার সমস্যাগুলি আত্তীকরণের জন্য শিক্ষকদের Extensive এবং Intensive practicum-এর ব্যবস্থা করতে হবে। শিখন পরিবেশের অনিশ্চয়তা দূরীকরণে শিক্ষকদের সামর্থ্য বাড়াতে হবে।
- শিক্ষার্থী শিক্ষকদের পেশাগত সামর্থ্য ও সংবেদনশীলতা বিকাশের জন্য নিম্নরূপ প্র্যাকটিকাম কোর্সের ব্যবস্থা—
  - (i) পূর্বাপর সম্বন্ধের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের বোঝার সামর্থ্য অর্জন।
  - (ii) বিকাশমূলক ও প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন।
  - (iii) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কার্যকরী সংযোগ স্থাপনের জন্য বিষয়ের পুনর্বিন্যাস।

(iv) উপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতার পাঠক্রম নির্বাচন ও পরিকল্পনা।

(v) পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধকরণ: বিশ্লেষণ, সমন্বয়, সংশ্লেষণ, ব্যাখ্যাকরণ এবং মনন প্রক্রিয়া শেখা।

- ধারাবাহিকভাবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে ট্রেনিদের পাঠক্রম স্কুল সিস্টেমের সমস্যাগুলি উপলব্ধি করা সম্ভবপর হবে, সংগতিবিধান করে চলার কৌশল শিখবে। প্রথাগত শিখন পরিবেশ হল সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা ও সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্র—একে বোঝা ও শেখা জরুরি।

অধ্যায় 3 (Chapter 3)

পাঠক্রমের বাস্তবায়ন এবং বিকাশশীল শিক্ষকের মূল্যায়ন (Transacting the Curriculum and Evaluating the Deveioping Teacher)

কাউকে কোনো পেশার জন্য প্রস্তুত করে তোলা বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। প্রতিটি পেশার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা কাজ ও তাদের পরিপ্রেক্ষিত। এ ছাড়া পেশাগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সকল দিকের সুশৃঙ্খল মূল্যায়ন জরুরি।

পেশাগত মূল্যায়নের দুটি দিক—

1. পাঠক্রম সঞ্চালন (Curriculum Transaction) এবং
2. শিখনের মূল্যায়ন (Evaluation of Learning)

A. মননশীল শিক্ষক তৈরি (Preparation of Reflecting Teacher)

মননশীল শিক্ষক তৈরি করতে NCFTE (2009) পাঠক্রম বাস্তবায়নের কয়েকটি মূল দিকের কথা উল্লেখ করেন।

1. **বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ (Teaching the Adult Learner):** এখানে শিক্ষার্থীরা বয়স্ক। এরা স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত এবং স্বনির্দেশিত। এদের জীবন অভিজ্ঞতা এবং অনন্ত জ্ঞানের আধার আছে। এরা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখী এবং প্র্যাগম্যাটিক। সেজন্য বিভিন্ন স্বানর্দেশিত কাজ, যেমন—কেস স্টাডিজ, প্রোজেক্ট, সেমিনার ও গবেষণামূলক কাজের মাধ্যমে এদের পেশাগত জ্ঞান ও সামর্থ্য উন্নয়নে জোর দিতে হবে।
2. **শিক্ষার্থীর নিজস্ব অভিজ্ঞতাগুলিকে কেন্দ্রস্থলে আনা (Bringing The Learners' own experiences centre-stage):** প্রক্রিয়াভিত্তিক টিচার এডুকেশনের সঙ্গে গতানুগতিক টিচার এডুকেশনের পার্থক্য হল প্রথমটিতে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার মধ্য থেকে পাঠক্রমের ধারণা ও ফ্রেমওয়ার্ক গড়ে ওঠে। প্রতিটি শিক্ষণ পাঠ্যসূচি এজন্য এমনভাবে রচনা করতে হবে যাতে অভিজ্ঞতা থেকে তত্ত্ব গড়ে ওঠে এবং তত্ত্ব থেকে অভিজ্ঞতা ক্ষেত্র পর্যায়ে (Field stage) সঞ্চালিত হয়।

3. **তত্ত্বমূলক ধারণা ও রূপরেখার সংযুক্তিকরণ (Engagement with theoretical concepts and Framework):** এখানে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল এটাই যে টিচার এডুকেশনের জ্ঞানের উপাদান সংগঠনের সময় শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিত ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগানোর সচেতন প্রয়াস চালাতে হবে। বোধের তত্ত্ব নির্মাণের প্রচেষ্টা করতে হবে।
4. **মননশীল ব্যবহারকারী হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ (Training to be reflective Practitioners):** পেশাগত সুযোগসুবিধার অংশ হিসেবে কোর্সের অঙ্গ হিসেবে নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুমান, শ্রেণিকক্ষে উত্তর প্রত্যুত্তর, সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়া অনুশীলনে (Practice of teaching)-র মননশীল বিশ্লেষণ জরুরি। মননশীল ব্যবহারকারী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে উপযুক্ত গুণমানযুক্ত পর্যাপ্ত প্রতিসংকেতে (Feedback)-র প্রয়োজন আছে।
5. **তত্ত্ব ও অনুশীলনের দ্বন্দ্ব (Theory-practice Dialectic):** তাত্ত্বিক পাঠ্যসূচি রূপায়ণ ও পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যাতে বৃহত্তর পরিসরে জ্ঞান, শিক্ষার্থী, শিখন ও শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে সংযোগের মাধ্যমে গভীর বোধের সৃষ্টি করা যায়।
6. **অর্থপূর্ণ ইন্টার্নশিপ ও বিদ্যালয় অভিজ্ঞতা (Meaningful Internship and school experiences):** প্রি-সার্ভিস টিচার এডুকেশন প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদেরকে পর্যবেক্ষণ, শিক্ষণ এবং শ্রেণিকক্ষ পরিস্থিতিতে নিয়মিত শিক্ষকগণের শিক্ষণ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

স্কুল শিক্ষানবিশি এমনভাবে সংগঠিত করা দরকার যা শিক্ষকের সামর্থ্য মূল্যায়নে, পেশাগত ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণে, শিক্ষণ-শিখন ধারণার বিকাশে সহায়তা করতে পারে। ক্ষেত্র অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের ব্যবস্থা করে, নতুন পরিপ্রেক্ষিতে অন্তর্দৃষ্টির উদয় ঘটায় এবং শিখন ও মননের ক্ষেত্রে প্রেষণা বৃদ্ধি করে।

৪. পরিপূরক কাঠামো ও কৌশলের প্রয়োজনীয়তা (Need for Contemporary Structures and Mechanisms)

শিক্ষক-শিক্ষণ প্রোগ্রাম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যের পরিপূরক কাঠামো ও কৌশলের প্রয়োজনীয়তায়—শিক্ষক-শিখন কেন্দ্র (Teacher-Learning Centre) সমূহ স্থাপন করার কথা বলা হল।

শিক্ষক-শিখন কেন্দ্র (TLC)

হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান (A structural space for hands-on experience)

TLC: টিচার ট্রেইনি, টিচার প্র্যাকটিশনার ও টিচার এডুকেটরদের সম্পদকেন্দ্র (A Resource for Teacher Trainees, Teacher Practitioners and Teacher Educators)

TLC: মিথস্ক্রিয়া ও আদানপ্রদানের একটি মঞ্চ (A Forum for Interaction and Sharing)

TLC: শ্রেণিকক্ষভিত্তিক গবেষণার একটি মঞ্চ (A Platform for class-room based Research)

TLC: স্বনির্দেশিত কার্যাবলির জন্য একটি বড়ো কথা (A Structural Space for Self-directed Activities)

TLC: নাট্যদক্ষতা সংক্রান্ত কৌশল বিকাশের একটি মঞ্চ (A Platform for Developing Repertoire of Skills)

TLC: শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের জন্য একটি বড়ো কক্ষ (A Structural Space for the Personal and Psychological Development of Teachers)

TLC: টিচার এডুকেশনে প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ (A Structural Space for forging links between Pre-Service and In-Service Teacher Education)।

C. বিকাশশীল শিক্ষকের মূল্যায়ন (Evaluating the Developing Teacher)

বর্তমান টিচার এডুকেশন অনুশীলনের একটি বিশেষ দুর্বলতা হল টিচার ট্রেইনিদের মূল্যায়নে সীমাবদ্ধতা। এটি অতিমাত্রায় পরিমাণাত্মক প্রকৃতির। এটি প্রধানত বাৎসরিক বা প্রান্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানমূলক শিখনের পরিমাপ করে আর নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠদানের মধ্যে দক্ষতার পরিমাপকে সীমায়িত করে। টিচার এডুকেশনের গুণাত্মক দিক, অন্যান্য পেশাগত সামর্থ্য, মনোভাব ও মূল্যবোধ সমূহেরমূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থাই নেই।

1. **সার্বিক মূল্যায়নের প্রকৃতি (The comprehensive nature of evaluation):** মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিশু ও কিশোরের বিকাশ প্রক্রিয়ার বোধ, শিক্ষার সামাজিক প্রসঙ্গ, শিশুদের চিন্তনের প্রকৃতি, গণিত, ভাষা, প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিষয়, দর্শন ও সমাজতাত্ত্বিক রূপরেখা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্কুলকে একটি System হিসেবে দেখতে হবে যেখানে বিকাশমান শিক্ষক তাদের পরিবর্তনশীল প্রবণতা, দলগত শিখন ও টিম ওয়ার্ক সংগঠনের ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে।
2. **মূল্যায়নের রীতিনীতি (The evaluation protocol):** মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে Qualitative Indicators রচনা করতে হবে এবং প্রাথমিক ক্ষেত্রের নম্বর প্রদান শেষে গ্রেডে রূপান্তরিত করতে হবে।

মূল্যায়নের ভিত্তি এবং মানদণ্ড নিম্নরূপ হবে—

- নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়কাল শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ (Observing Learners for a specified duration in specific situations)

- একগুচ্ছ মানদণ্ডের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক দ্বারা পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ড রক্ষণ (Observational records maintained by the student teacher on a set of criteria relevant to the task and report writing)।
- শিক্ষার্থীর সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে অনুশীলন (Practicum)-এর চুক্তি (School contact practicum to relate and communicate with the learner)।
- স্কুলের সঙ্গে চুক্তির পরিকল্পনা (Planning for school contact)।
- উত্তর-চুক্তি আলোচনা, রিপোর্ট লিখন ও গ্রুপ উপস্থাপন (Post-contact discussions, report writing and group presentation)।
- শিক্ষকের মনস্তাত্ত্বিক ও পেশাগত বিকাশ (Psychological and professional development of the teacher)।
- দক্ষতার রিপারটোরির নির্ধারণ (Assissing of repertoire of skills)।
- শিক্ষার্থীর পাঠক্রমিক ও পদ্ধতিগত সমস্যার বোধ (Understanding the learner; curricular and pedagogic issues)।
- গবেষক হিসেবে শিক্ষক (Teacher as researcher)।
- শিক্ষানবিশি ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন (Internship activities on which students may be assessed)।
- মননশীল জার্নাল (Reflective Journal)।

3. মূল্যায়ন ও পরিমাপের যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা (Designing Instruments of Evaluation and Assessment)
4. অবিরাম ও সার্বিক মূল্যায়নের স্কিম প্রস্তুতকরণ (Preparation of a scheme for continuous and comprehensive Evaluation)

অধ্যায় 4 (Chapter 4)

ধারাবাহিক পেশাগত বিকাশ ও ইন-সার্ভিস টিচারগণকে সহায়তাদান (Continuing Professional Development and Support for In-service Teachers)

1. *শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্যসমূহ (Aims of Continuing Professional Development Programmes for Teachers)*

ব্যাপক লক্ষ্যগুলি (Broad Aims) হল—

- অনুশীলনের বিকাশ ঘটানো।
- নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি, নিজ বিষয় এবং বিদ্যালয় পাঠক্রম সঞ্চালন সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতা ঘটানো।

- শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করা।
- শিক্ষাগত ও সামাজিক বিষয়সমূহের সাম্প্রতিক জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।
- শিক্ষার সঙ্গে পেশাগতভাবে যুক্ত অন্যান্য বিষয় (যেমন—শিক্ষক-শিক্ষা, পাঠক্রম উন্নয়ন, পরামর্শদান ইত্যাদি) সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ।
- নিজের বৌদ্ধিক বিচ্ছিন্নতাকে (Intellectual isolation) দূর করা। আকাডেমিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কর্মরত অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটানো।

পাঠক্রম সংস্কারের কাজের অংশ হিসেবে শিক্ষকগণের পেশাগত বিকাশের পথ হিসেবে শিক্ষার পরিকল্পনাকারী ও সংস্কারক অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নীচের কাজগুলিকে চিহ্নিত করেন—

- শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়া লক্ষ্যসমূহ (সার্বজনীনতা, অন্তর্ভুক্তি) পূরণ করতে শিক্ষকগণকে উদ্বুদ্ধ করা।
- সামাজিক মনোভাবকে প্রভাবিত করা এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধগুলি সৃষ্টিতে অধিকতর দায়বদ্ধতা সৃষ্টি এবং শ্রেণিকক্ষে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব দূরীকরণে উদ্বুদ্ধ করা।
- মুখস্থনির্ভর শিখন পদ্ধতির পরিবর্তে ধারণাগত শিখন ও বোধগম্যতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভে উৎসাহিত করা।
- পাঠক্রমের সংস্কারভিত্তিক কতকগুলি নতুন বিষয় যেমন—AIDS Education, কৈশোরকালীন শিক্ষা, নব নব প্রযুক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষকদের অবহিতকরণ।
- শিক্ষাব্যবস্থায় ক্রম বিকাশমান ভূমিকা পালন, যেমন—রিসোর্স পার্সন হিসেবে কাজ, প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা পালন ইত্যাদিতে শিক্ষকগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

2. *ইন-সার্ভিস কর্মসূচির নকশাকরণ: কিছু নীতি*
(Designing In-service Programmes: Some Principles)

বিষয়সূচি (Content) এবং পেডাগজিক (Pedagogic) ভিত্তিক কতকগুলি [illegible] সামনে রেখে ইন-সার্ভিস প্রোগ্রামের ডিজাইন করা যেতে পারে।

কনটেন্ট এবং পেডাগজিক অ্যাপ্রোচ

- শিক্ষক সমাজের অর্জিত অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং ভাগ করার মাধ্যমে কর্মসূচির প্রণয়ন (Sharing Approach)।
- লক্ষ্য নির্দিষ্টকরণ এবং লক্ষ্যে পৌঁছোনোর কর্মসূচি প্রণয়ন।
- শিক্ষকগণের পছন্দের ভিত্তিতে, তাদের পেশাগত বিকাশে কতটা কার্যকর সেই অনুযায়ী কর্মসূচি প্রণয়ন ও নিরূপণ।
- পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কোনোমতেই আপস করা চলবে না (Inter-activity must not be compromised on any account)।

- কর্মসূচিতে নেওয়া বিষয়গুলির সঙ্গে শিক্ষকরা নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত করতে পারবে এবং প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার অন্য ক্ষেত্রে প্রতিফলন ঘটাতে পারবে এমন হতে হবে।
- শিখন অভিজ্ঞতাগুলি এমন নিতে হবে যা শিক্ষকের ব্যক্তিগত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন পেশাগত বিকাশকেও ত্বরান্বিত করবে।
- নতুন কিছু তথ্য ও প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তির জন্য বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার সংযোজন ঘটানো প্রয়োজন।

3. *ইন-সার্ভিস প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের শিখন প্রক্রিয়া (Addressing Teachers as Learners)*

- কর্মরত শিক্ষকগণ কিছু পেশাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের পেশাগত পরিচিতি অর্জন করেছেন এবং শিক্ষার্থী সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কেও কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছেন। তাদের ইন-সার্ভিস কর্মসূচিতে নতুন ধারণা বা প্রক্রিয়ার অবহিতি ঘটাতে গিয়ে তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাকেও মূল্য দিতে হবে।
- কর্মরত শিক্ষকগণের পেশাদারি প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটাতে গিয়ে তাদের পেশাদারিত্বকে সঙ্গে নিয়েই নতুন নতুন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার সঞ্চালন শেখাতে হবে। নতুবা তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটানোয় বাধা আসবে।
- এমন বিষয় ও ব্যাবহারিক সূচির অন্তর্ভুক্তি ঘটাতে হবে যা তাদের শিক্ষণের গুণমানের উন্নতি ঘটাতে পারে এবং প্রয়োজন ও চাহিদার পরিপূরক হয়।
- চটজলদি কোনো কৌশল বা প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো শিক্ষকের কার্যক্রমের উন্নতি ঘটানো যায় না। এর জন্য সুসংগঠিত রূপরেখা, শিখন তত্ত্ব এবং লক্ষ্য সামনে থাকা প্রয়োজন।
- অতিরিক্ত এবং অপরিকল্পিত শিক্ষণ কর্মসূচি ক্লান্তি ও একঘেয়েমির জন্ম দেয়।

4. *শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত বিকাশের পন্থাসমূহ (Routes towards Teachers' Continuing Professional Development)*

শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত বিকাশের লক্ষ্যে [illegible] প্রয়োজন হচ্ছে সার্ভিস পিরিয়ডে বিভিন্ন সময় স্থিতিশীল বিকাশের জন্য বিভিন্ন প্রকার ইন-সার্ভিস প্রোগ্রাম এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা। এদের মধ্যে কয়েকটি হল—

- **স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কোর্স (Short and Long Term Courses):** কোনো একটি বিশেষ দক্ষতা বিকাশে অথবা আগ্রহের নিরিখে বর্ষব্যাপী এরকম স্বল্পমেয়াদি অথবা দীর্ঘমেয়াদি কোর্স সংগঠিত করা যায়। যেমন—DIET-এর মাধ্যমে সংগঠিত করা যায় AIDS সচেতনতা শিক্ষা, শিশুদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার মনোভাবের বিকাশ সংক্রান্ত শিক্ষা। এগুলির ব্যাপ্তি 4-5 দিনের বা 2-3 মাস ইত্যাদি হতে পারে। এই কোর্সের সফল সমাপ্তিতে শংসাপত্র দানেরও ব্যবস্থা করা যায়।

- **দূর মাধ্যমের ব্যবহার (Use of Distance Media):** বিস্তৃত তথ্য সঞ্চয়ন এবং ধারণাক্ষেত্রে প্রবেশে (Access)-র জন্য ICT ইন্টারনেট ব্যবস্থাদি অত্যন্ত শক্তিশালী সম্পদের কাজ করে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শৃঙ্খলাধীন বিষয়ের ক্ষেত্রে, প্রফেশনালদের সঙ্গে মত বিনিময়ের ক্ষেত্রে দূর মাধ্যম কার্যকরীভাবে কাজ করতে পারে। শিক্ষাগত সমর্থন এবং সমন্বয়নের 'সংস্কৃতি' গড়ে তোলে এই দূর মাধ্যম।
- **পেশাগত সম্মেলন ও সভা (Professional Conferences and Meetings):** পেশার সঙ্গে যুক্ত সভা ও সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ থাকা উচিত। নিজের পড়ানোর বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হলে বছরে তিন-চার দিন এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য ছুটি বরাদ্দ করা উচিত।
- **অগ্রসরমান পাঠ ও গবেষণার জন্য কার্যক্ষেত্রে বিরতি দিয়ে ছুটির ব্যবস্থা (Sabbatical for Further Study and Research):** অন্য বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বা NGO-র অধীন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আরও পড়াশোনা এবং গবেষণার সুযোগ দিতে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে এক বছর বা প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য স্টাডি লিভ (বেতন ছাড়া বা সবেতন) দেওয়া উচিত।
- **পেশাগত উন্নয়নে সভা, সম্পদ কক্ষ, উপকরণ, বিষয়গত দল তৈরি করা (Professional Meetings, Resource Room, Instruments, Subject Groups):** পেশাগত উন্নয়নের জন্য দরকার: বিদ্যালয়ে এবং প্রতি ক্লাস্টারে সভা সংগঠিত করা যেখানে একজন শিক্ষকের পেশাগত চর্চা পর্যালোচনা করা যায়। দৈনিক, মাসিক, বার্ষিক কাজের ক্যালেন্ডার পরিকল্পনা করা যায়, বিদ্যালয় প্রধান ও সহকর্মীদের সঙ্গে মতের আদানপ্রদান করা যায়। সমভাবে আবশ্যিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ হল টিচার নেটওয়ার্ক এবং বিদ্যালয়ভিত্তিক নেটওয়ার্কে শিক্ষকগণের অংশগ্রহণ যা শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়নের সহায়ক।

  প্রতিটি ক্লাস্টারে শিক্ষকগণকে বিষয়ভিত্তিক দল (Subject Groups) গঠন করতে উৎসাহিত করা উচিত যেখানে বিভিন্ন উপায়ে নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব হয় যেমন শিক্ষকগণের জন্য সেমিনার, ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা, 'মেলা' সংগঠন ইত্যাদি। এরকম Subject Group-গুলিকে স্থানীয় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ফ্যাকাল্টির সঙ্গে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে যা বিভিন্ন দলের মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদান সম্ভব করবে। DIET, CTE. IASE-গুলি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- **ফ্যাকাল্টি বিনিময় এবং ফেলোশিপ (Faculty Exchange and Fellowship):** কিছু ফ্যাকাল্টি ও টিচার ফেলোশিপ বিনিময়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যাতে কিছু নির্বাচিত টিচার ফেলো দেশের অন্য রাজ্যে এমনকি দেশের

বাইরে গিয়ে তিন মাস থেকে এক বছর কাল সময় সেখানকার ছাত্রদের শেখাতে পারে এবং নিজেও কিছু শিখতে পারে। DIET, CTE, IASE-গুলি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ জেলাভিত্তিক এরকম প্রকল্পে সহায়তা দান করতে পারে।

অধ্যায় 5 (Chapter 5)

টিচার এডুকেটরদের প্রস্তুতি (Preparing Teacher Educators)

1. **ভূমিকা (Introduction):** প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টিচার এডুকেটরগণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিভিন্ন সময়ে শিক্ষণের বিভিন্ন স্তরে অনুভূত হয়েছে এবং বিভিন্ন শিক্ষানীতি, কমিশন বারবার এর উল্লেখ করেছে। তবে বাস্তবে এর প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে পড়েনি। উপযুক্ত গুণসম্পন্ন পেশাগত দিক থেকে শিক্ষণপ্রাপ্ত টিচার এডুকেটরের অভাব আছে, সর্বস্তরে বিশেষ করে প্রারম্ভিক শিক্ষার স্তরে।
2. **চালু ব্যবস্থা (Present Situation):** দীর্ঘ সময় ধরে এটাই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে তাই টিচার এডুকেটর প্রস্তুতির জন্যও কাজে লাগবে। সে কারণে BEd ডিগ্রিকে এলিমেন্টারি টিচার এডুকেটর এবং MEd-কে সেকেন্ডারি টিচার এডুকেটর প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষণ ডিগ্রি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

   তবে বাস্তবে বারবার উপলব্ধ হয়েছে BEd—যার লক্ষ্য হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষণ সেটি প্রাথমিক শিক্ষণের শিক্ষক প্রস্তুতিতে এবং বর্তমানের MEd ডিগ্রি মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণের প্রস্তুতিতে উপযুক্ত নয়।
3. **আধুনিক প্রস্তাবনা (Modern Proposals):** বর্তমানে প্রারম্ভিক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের টিচার এডুকেটরগণ তাদের পেশাগত গুণমান উন্নয়নের জন্য MEd পড়েন। IASE কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই রকম MEd প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছেন।

   তবে দেখা গেছে, MEd. প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণের জন্য যথাযথ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়, যতক্ষণ না পাঠক্রম সঠিক দিশায় পুনর্গঠিত হচ্ছে। এটি সর্বস্তরের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের জন্যই জরুরি। নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি উল্লেখের দাবি করে।

- টিচার এডুকেশন প্রোগ্রামে প্রতিভাধর ছাত্রছাত্রীর আসা প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও হিউম্যানিটিজ শাখায় মাস্টার ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য 2 বছরের MEd প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। MEd কেবলমাত্র BEd পাস করা শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট রাখলে চলবে না।
- বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার স্নাতক/স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের PG Studies-এর উল্লম্ব সংযোগ থাকা আবশ্যিক।

- 4/5 বছরের সমন্বিত টিচার এডুকেশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির প্রতিটি স্তরের (প্রাক্-প্রাথমিক/প্রাথমিক-প্রারম্ভিক, মাধ্যমিক) জন্য। এখানে Core Components-গুলি প্রতিটি স্তরের জন্য সাধারণ হবে। আলাদা আলাদা স্তরের জন্য বিশেষীকরণের বিষয় থাকবে আলাদা।
- বিজ্ঞান শিক্ষা, ভাষা শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা, গণিত শিক্ষার জন্য বিশেষীকৃত MEd প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সাধারণ বিষয় হিসেবে শিক্ষাতত্ত্ব/বিজ্ঞান পাঠ এবং পেশাগত শিক্ষণের প্রস্তুতি হিসেবে Education পাঠে অবশ্যই পার্থক্য থাকবে। MEd পাঠক্রমে তাই শিক্ষণ প্রণালী প্রস্তুতির জন্য কাজ, ঘটনা, প্রকল্প, প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, উপস্থাপন, পরিকল্পনা ইত্যাদির উপর বেশি জোর দিতে হবে।
- MEd প্রোগ্রামে বা টিচার এডুকেটর প্রিপারেশন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার (Field Setting) মাধ্যমে উপযুক্ত মেন্টরের তত্ত্বাবধানে বিস্তৃত সময়ব্যাপী থেকে পরিশ্রম সাধ্য পেশাগত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

অধ্যায় 6 (Chapter 6)

রূপায়ণ কৌশল (Implementation Strategies)

1. ভূমিকা (Introduction)

NCTE শিক্ষক শিক্ষণের জাতীয় পাঠক্রমের 'রূপরেখা' রচনা করেছেন যার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষক শিক্ষার গুণমানের উন্নয়ন ঘটানো। প্রায় দু-বছর ধরে এই পাঠক্রম রচনার কর্মযজ্ঞ চলেছে।

রূপরেখাটির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে 2009 খ্রিস্টাব্দের একেবারে শেষে (31 ডিসেম্বর, 2009)। এই নথি ধারণাসমূহের বীজ বপন করেছে যা পূর্ব প্রচলিত শিক্ষক শিক্ষণের সংস্কারের কথা বলে। এই সংস্কারের খুব প্রয়োজন যদি আমরা বিদ্যালয় শিক্ষার মানের যথাযথ উন্নতি চাই এবং অগ্রসরমান পৃথিবীর সঙ্গে একযোগে চলতে চাই। এইসব কিছুর জন্য প্রয়োজন শিক্ষক শিক্ষণের এই পাঠক্রমকে দ্রুত কাজে লাগানো বা সঠিকভাবে রূপায়িত করা।

2. পক্ষসমর্থনে যুক্তি (Advocacy)

NCTE-র এই নথিকে Website-এ দ্রুত Upload করা হয়েছে।

- এই নথি শিক্ষক শিক্ষণ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রচার করতে হবে।
- নথি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ডিন, Director, SCERT-র কাছে পৌঁছোনো চাই।
- সমস্ত Teacher Education Programme-কে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে।
- টিচার এডুকেশন প্রোগ্রামের গঠনমূলক বিষয়গুলি রূপায়ণের জন্য জাতীয় আলোচনাচক্রের আয়োজন করা উচিত।

- আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য থাকবে +2 স্টেজের পর শিক্ষক শিক্ষণে 4-5 বছরের সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- মধ্যবর্তী সময়ে স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়ার পর 2 বছরের মডেল টিচার এডুকেশনের কথা ভাবতে পারি।

3. পাঠক্রম উন্নয়ন (Curriculum Development)

- শিক্ষক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত স্কলারদের নিয়ে NCTE ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করবে যারা সিলেবাস ও কোর্স আউটলাইন রচনা করতে সাহায্য করবে, প্রতিটি বিষয়ের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব নির্ণয় করবে।
- পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রূপকরণ নির্মাণে সাহায্য করার জন্য NCTE সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ক্ষেত্রের বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাহায্য নেবেন।
- রাজ্যগুলি NCTE প্রচারিত নথি, পুস্তিকা, সিলেবাসের আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করবে।
- অন্তর্বর্তী সময়ে DIET তার দ্বারা পরিচালিত DEd কোর্সের সিলেবাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তার দ্বারা পরিচালিত BEd কোর্সগুলির NCFTE লাইনের Redesign করবে।
- বর্তমান BEd কর্মসূচি পর্যালোচনা করে +2 স্টেজের পর 4+ বছরের integrated model বা স্নাতকের পর 2 বছরের Model গ্রহণ করবে।

4. শিক্ষক শিক্ষণের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ (Special Areas of Teacher Education)

1. Health & Physical Education
2. Vocational Education

পাঠক্রমের রূপরেখা শিক্ষক প্রস্তুতির জন্য 'স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা' ও 'বৃত্তিমূলক শিক্ষা'-র মতো দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছে।

5. পেশাগত অভিমুখীকরণ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
(Professional Orientation/ Training Programmes)

সারাদেশব্যাপী রাজ্যভিত্তিক নতুন পাঠ্যসূচির বিষয়গুলি, যেমন—Learner Studies, Contemporary Studies, Educational Studies, Curriculum & Pedagogical Studies-এর ভিত্তিতে অভিমুখীকরণ/প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সংগঠিত করতে হবে।

6. টিচার এডুকেটরস (Teacher Educators)

টিচার এডুকেশন প্রোগ্রামে উপযুক্ত প্রতিভাকে টিচার এডুকেটর হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

7. গবেষণা (Research)

জাতীয় পর্যায়ে টিচার এডুকেশন কারিকুলাম পর্যালোচনার (বিদ্যালয় পাঠক্রম নবীকরণের প্রেক্ষিতে) বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

3.3 পাঠক্রম সঞ্চালন পদ্ধতি
(Methodology of Curriculum Transaction)

3.3.1 পাঠক্রম সঞ্চালনের সংজ্ঞা
(Definition of the Curriculum Transaction)

পাঠক্রম উন্নয়ন বা বিকাশের অন্যতম নীতি বা ধাপ হল **পাঠক্রম সঞ্চালন** (Curriculum Transaction)।

পাঠক্রমের অন্তিম সার্থকতা শ্রেণিকক্ষে সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে। শিক্ষকের মানসিক প্রতিরূপ থেকে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরে বা প্রজ্ঞার সংগঠনে পাঠক্রম পরিকল্পিত বিষয়ের সঞ্চারণ ঘটে। সেই অর্থে 'Transaction of Curriculum'-এর কেউ কেউ বাংলা রূপান্তর ঘটিয়েছেন 'পাঠক্রমের মানসান্তর' বলে। ড. প্রণবকুমার চক্রবর্তী— 'পাঠক্রম নীতি ও নির্মাণ']

তবে আমরা 'পাঠক্রম সঞ্চালন' কথাটিই ব্যবহার করব যা পাঠক্রম প্রয়োগ বা প্রণয়নে (Curriculum Implementation)-র একটি বিশেষ দিক। 'সঞ্চালন' বলতে এখানে বোঝায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে যা শ্রেণিকক্ষের ভিতরে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগঠিত হয়। শ্রেণিকক্ষ হল শিক্ষণের পরীক্ষাগার। শিক্ষণের 'Target group' হল শিক্ষার্থী। সঞ্চালন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় উপকরণ হল শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching Procedure) এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশদান সংক্রান্ত উপকরণ (Instructional material)।

'পাঠক্রম সঞ্চালন' হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উভয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক একটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি উভয়ের মধ্যে অন্যতম যোগাযোগ প্রক্রিয়া (Communication Process)।

3.3.2 পাঠক্রম সঞ্চালনের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Curriculum Transaction)

1. 'সঞ্চালন' মানে হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সমবায় (Set)। অপর অর্থে এটি হল পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া।
2. এটি হল একটি কর্মসূচি (Programme) যেখানে সঞ্চালক (শিক্ষক) বিশেষভাবে নির্বাচিত পরিবেশে (অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষে) শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সার্থক প্রয়োগে (অর্থাৎ সংযোগের মাধ্যমে) পাঠক্রমের নির্দিষ্ট বিষয় (Content)-কে সঞ্চালন করেন।
3. পাঠক্রম বা এর সার্থক সঞ্চালন হল শিক্ষার্থীর প্রারম্ভিক আচরণকে প্রান্তিক সফল আচরণে রূপান্তরিত করার একটি মাধ্যম।

4. সেই কারণে পাঠক্রম সঞ্চালনের সময় কতকগুলি বিষয়ে আমাদের খেয়াল রাখা দরকার।
   - পাঠক্রমের বিষয়কে যথাযথ কতকগুলি শিখন অভিজ্ঞতা বা কাজে রূপান্তরিত করতে হবে (যেমন অ্যাসাইনমেন্ট, প্রোজেক্ট, সরল অনুশীলনী, পাঠোপকরণ, শিক্ষণ উপকরণ, প্রোগ্রামড অ্যাক্টিভিটিস ইত্যাদি)।
   - শিক্ষক যেহেতু পাঠক্রম সঞ্চালক সেহেতু তাঁকে সঞ্চালনের সার্থক পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত থাকতে হবে।
   - শিক্ষক যখন শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের নকশা রচনা করবেন তা করবেন শিক্ষার্থীর সংলোধন ক্ষমতা, বয়স, আগ্রহ, মানসিক ক্ষমতা ও মনোভাব অনুযায়ী।
   - শিক্ষকের বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা (বাচনিক/অবাচনিক) ব্যবহারের সম্পূর্ণ দক্ষতা থাকবে।
   - অধিকন্তু পাঠক্রম সঞ্চালন ব্যবস্থা সমাজের প্রয়োজনানুগ হবে।

3.3.3 পাঠক্রম সঞ্চালনের ধাপসমূহ (Steps of Curriculum Transaction)

1. পাঠক্রমে নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের বিশ্লেষণ (Anaiysis of Curriculum Content)
2. পাঠক্রমে পাঠ্যবিষয়কে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করা। যেমন—পাঠ পরিকল্পনা। (Designing of Curriculum Content into small units *e.g.* lesson plan)
3. নির্দেশদানমূলক কৌশল নির্বাচন। যেমন—শিক্ষণ মডেল (ধারণা গঠন মডেল, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল ইত্যাদি) (Choice of instructional strategy *e.g.* Teaching models like concept attainment model, Information processing model)
4. সবচেয়ে যথাযথ নির্দেশদানমূলক কৌশল প্রয়োগ। (Implementation of most appropriate instructional strategy)
5. সার্বিক সাফল্য চিহ্নিতকরণ (মূল্যায়নের মাধ্যমে) (Identification of resultant outputs through Evaluation)।

3.3.4 শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম সঞ্চালনের জন্য শিক্ষণের নীতি (Principles of Teaching in Classroom Situations for Curriculum Transactions)

- **জানা থেকে অজানা (From known to unknown):** শিক্ষার্থীর আগে থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সংযোগসাধন, জানা থেকে অজানার দিকে যাওয়ার নীতির মূল কথা।

- **সহজ থেকে কঠিন (From easy to difficult):** কাঠিন্যের মান অনুযায়ী বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও বিন্যাসও একটি পরীক্ষিত, স্বীকৃত দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহৃত নীতি।
- **সরল থেকে জটিল (From simple to complex):** এই রকমই একটি নীতি হল সরল থেকে ক্রমশ জটিল সমস্যা সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়া।
- **মূর্ত থেকে বিমূর্ত (From concrete to abstract):** শিশুদের বিকাশের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষককে ধীরে ধীরে মূর্ত ধারণা গঠনের ভিত্তিতে বিমূর্ত ধারণা গঠনের দিকে অগ্রসর হতে হবে।
- **আরোহ থেকে অবরোহ (From induction to deduction):** মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে যাওয়ার একটি প্রধান শর্ত হল আরোহ থেকে অবরোহ যুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া।

একাধিক প্রকৃত পরিমাপ থেকে একটি সামান্যীকরণ করার শিক্ষা থেকে কোনো পরিমাপ ছাড়াই যুক্তির ভিত্তিতে সত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম।

এই নীতিগুলির সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে ব্রুনারের স্পাইরাল কারিকুলামের মাধ্যমে। এর অর্থ শিক্ষার্থী যা জানে তার সাহায্যেই প্রাথমিকভাবে বিষয়টির ধারণা দেওয়া সম্ভব এবং ক্রমশ তাকে যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তা প্রয়োজন।

Ausubel-এর বিখ্যাত উক্তিও উপরোক্ত নীতিগুলির সমর্থক। তিনি বলেছেন, "... the most important single factor influencing learning is what the learner knows. Ascertain this and teach them accordingly."

3.3.5 শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের অন্যান্য কাজ (Other Functions of Teacher in Classroom)

- **তথ্যপ্রদান ও ব্যাখ্যাদান (Providing Information and Explaining)**
- **সমস্যা সমাধান (Problem Solving)**
- **শিক্ষণের উদ্দেশ্যগত ও পদ্ধতিগত সিদ্ধান্ত (Objective and methodological decisions):** শিক্ষকের কাজ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত সময়ে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণ পাঠক্রমের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত সার্থকভাবে পূরণ করতে পারে।
- **শিক্ষার্থীদের স্ব-শিখনে অনুপ্রাণিত করা (Encoureging learners to self-learning)**
- **প্রস্তুতি থেকে প্রস্তুতি (Readiness to readiness):** প্রস্তুতির নীতি অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির ভিত্তিতে তাকে শিক্ষা দিতে হবে। প্রস্তুতির রীতিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক সবসময়েই চেষ্টা করেন যেন শিক্ষার্থীকে নতুন স্তরের যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করে নেওয়া যায়। ***Vygotsky*** তাঁর 'Zone of Proximal Development'

(সন্নিহিত বিকাশের সীমা) তত্ত্বে বলেছেন, শিক্ষার্থী যতটা বিকাশ লাভ করার জন্য প্রস্তুত তার অতিরিক্ত কতটা বিকাশ ঘটানো সম্ভব তা তার কৃষ্টিগত উপাদান বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সেই স্তরে পৌঁছোনোর জন্য কী ধরনের সহায়তা (Scaffolding) দরকার তাও শিক্ষককে বিচার করে দেখতে হবে।

- **দলগত শিখনে উৎসাহদান (Encouraging Group Learning):** শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক শিখন (Co-operative learning) ও যৌথ শিখনে (Collaborative learning) উৎসাহ দান।
- **মনোযোগ, প্রেষণা ও আগ্রহ (Attention, motivation and Lnterest):** এই তিনটি বিষয়কে শিখনের পূর্বশর্ত হিসেবে ধরা হয়। এই কারণে শিক্ষক ক্রমাগত তাঁর শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে অভিনবত্ব নিয়ে আসেন, শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক আগ্রহ ও প্রেষণার বিষয়গুলিকে সফলভাবে কাজে লাগান, ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের স্বাদ পেতে দেন এবং নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর শ্রেণির প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে আগ্রহী, মনোযোগী এবং প্রেষণাসম্পন্ন শিক্ষার্থীতে পরিণত করেন, যা আবার পরবর্তী পাঠের শিখনের প্রাথমিক পূর্বশর্ত হিসাবে কাজ করে।
- **নিরাপত্তা (Security):** শিক্ষকের একটি প্রধান দায়িত্ব হল ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষে মানসিক নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগে তা দেখা। কারণ এতে যে উদ্‌বেগ সৃষ্টি হয় তা শিখন ও শিক্ষণ দুইয়েরই প্রতিকূল। একমাত্র শিক্ষকের পক্ষেই তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মনে নিরাপত্তাবোধ জাগানো সম্ভব।
- **নিদান ও প্রতিবিধান (Diagnosis and remedy):** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কিত সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে তার কারণ নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। কারণগুলি চিহ্নিত করা হলে শিক্ষক তার প্রতিবিধান করতে পারেন। পাঠক্রম সার্থকভাবে কার্যকর করার জন্য এই বিষয়টি একটি আবশ্যিক শর্ত।
- **শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা (Classroom management):** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ ও শিখনের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা শিক্ষকের একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। কোনো বিশৃঙ্খল, কোলাহলপূর্ণ এবং ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী পরিবেশে পাঠক্রম কার্য করা যায় না, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।
- **মূল্যায়ন (Evaluation):** পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য শিক্ষককে দুই ধরনের মূল্যায়ন করতে হয়। সম্পূর্ণ পাঠক্রম শেষ হলে শিক্ষার্থীদের শিখনের উপজাত ফল (Learning outcome) পরিমাপ করে পাঠক্রম কতটা সার্থক তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। আবার মধ্যপথে কিংবা প্রতিদিনের পাঠ চলাকালীন তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

পাঠক্রম পরিচালনার সঙ্গে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ মূল্যায়ন ছাড়া শেষ পর্যন্ত পাঠক্রমের প্রয়োগ প্রক্রিয়া দিশাহীন হয়ে পড়ে।

3.3.6 পাঠক্রম সঞ্চালনের বিভিন্ন পদ্ধতি (Various Methods of Curriculum Transaction)

পাঠক্রমের সঞ্চালন (Transaction) ঘটে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে। সঞ্চালন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করার অর্থ হল এই শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহের আলোচনা করা।

A. মরিসনের পদ্ধতি (Morrison's Method): মরিসন তাঁর পদ্ধতিতে সংবোধনে (Understanding or comprehension)-র উপর জোর দিয়েছেন। সংবোধন হল কোনো বিষয়ের উপর পূর্ণ দখল (Mastery) তৈরি করা। মরিসনের মতে শিখন হল জৈবিক অভিযোজন যার ফলস্বরূপ ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। শিখন হল সামগ্রিক সংহতির প্রক্রিয়া।

পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য মরিসনের পদ্ধতি স্তরে স্তরে সংগঠিত হয়।

- **প্রস্তুতি (Preparation):** শিক্ষণের বিষয়বস্তুকে এখানে বিভিন্ন এককে ভাগ করে নিতে হয়। প্রত্যেকটি এককে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সম্পূর্ণ বোধ ও দখল তৈরি হওয়া প্রয়োজন। সমস্ত ছাত্রছাত্রী এককটি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারলে এককটি সার্থক বলে মনে করা হয়।
- **অনুসন্ধান (Exploration):** শিক্ষক প্রথম অনুসন্ধান করবেন শিক্ষার্থী একক সম্বন্ধে কতটা জানে। প্রশ্ন করা, আলোচনা ইত্যাদির মধ্যে এটি জানার মাধ্যমে শিক্ষক অবহিত হতে পারেন তাঁর শিক্ষণের ভিত্তি কতটা প্রস্তুত আছে।
- **উপস্থাপন (Presentation):** এবার নতুন বিষয়বস্তু শিক্ষক সংক্ষেপে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরবেন। যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার্থী এককটি আয়ত্ত করতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন একক শুরু করা যাবে না।
- **আত্মীকরণ (Assimilation):** এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী উপস্থাপিত বিষয়টি শ্রেণিকক্ষে বসে নিজে পড়বে। এর জন্য একাধিক পাঠ্যপুস্তক তাদের সরবরাহ করা যেতে পারে। পাঠ শেষে শিক্ষক তাদের নির্দেশিকা এবং কৃত্য (Task) সংবলিত কাগজ দেবেন যার সাহায্যে তাঁর শিক্ষা সম্ভব হলে শিক্ষার্থী এককটি বিষয়ে কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে। এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হলে তিনি পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হতে পারেন।
- **সংগঠন (Organisation):** এই পর্যায়ে শিক্ষক পরীক্ষা করে দেখতে পারেন পাঠ্যপুস্তক ছাড়াই শিক্ষার্থীরা কোনো এককের মূল তথ্য বা ধারণা কতটা স্মরণ করতে পারে।
- **আবৃত্তি (Recitation):** সমস্ত ধাপগুলি শেষ হলে শিক্ষার্থীরা মুখে মুখে বিষয়টি সম্বন্ধে তার যে ধারণা তা উপস্থিত করবে। প্রয়োজনে শিক্ষক বা অন্য শিক্ষার্থীরা ভুল সংশোধন করে দেবেন। সংযোজন ও পরিবর্তনও করা যাবে।

পাঠক্রম কার্যকর করার এই পদ্ধতি অবলম্বন করা কাজে দেয় যখন শিক্ষকরাই পাঠক্রম রচনা করবেন। দেখা যায় এই পদ্ধতিতে স্মৃতি একটি প্রধান স্থান দখল করে থাকে। মনে রাখতে হবে যে বোধ ধাপে ধাপে খণ্ডিতভাবে জন্মায় না। এটি সামগ্রিক বিষয় যা ধাপে ধাপে উন্নীত হয় মাত্র।

B. হারবার্টের পদ্ধতি (Harbert's Method): ***JF Harbert*** তাঁর পদ্ধতির সূত্রপাত করেছেন প্রস্তুতিপর্যায় থেকে। তাঁর মতে চাষের জন্য যেমন জমি প্রস্তুত করা দরকার তেমনি নতুন জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতি।

- **প্রস্তুতি (Preparation):** শিক্ষক দেখবেন নতুন কোনো বিষয় আয়ত্ত করার জন্য যে পুরোনো কিছু অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা শিক্ষার্থীর কতটা আটুট আছে। পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে নতুন জ্ঞানে আগ্রহী করে তুলবেন। সাধারণত প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা করেন।
- **উপস্থাপন (Presentation):** এই পর্যায়টি তথ্যপ্রদান, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ইত্যাদির পর্যায়। এটিই প্রকৃত পাঠপর্ব। এই পর্যায়ে বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর, পরীক্ষণ, সক্রিয় অংশগ্রহণ সমস্তই ব্যবহৃত হয়।
- **আত্তীকরণ (Assimilation):** উদাহরণ ও অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে পুরোনো জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের অনুষঙ্গ ঘটানোই এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য। কারণ হারবার্ট মনে করেন জ্ঞান কোনো বিচ্ছিন্ন তথ্যভাণ্ডার নয়, একটি সুসংহত সংগঠন।
- **সামান্যীকরণ (Generalisation):** যে নতুন জ্ঞানের আত্তীকরণ ঘটল পরবর্তী পর্যায়ে তার সার্বিকতা ও সার্বজনীনতার উপর জোর দেওয়া এই পর্যায়ের কাজ।
- **মূল্যায়ন ও পুনরালোচনা (Evaluation and Recapitulation):** হারবার্ট মনে করেন যে সামান্যীকরণ ও প্ররোগ যেমন একযোগে ঘটতে থাকে তেমনি মূল্যায়ন ও পুনরালোচনাও একযোগে করা হয়। প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ইত্যাদি নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিষয়টির পুনরালোচনা হতে থাকে এবং শিক্ষক তাঁর শিক্ষণকাজের ফলে শিক্ষার্থীরা বিষয়টি কতটা এবং কোন্ স্তরে আয়ত্ত করতে পেরেছে সে সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করেন।

C. চিন্তনমূলক শিক্ষণ বা প্রাজ্ঞ শিক্ষণ (Reflective Teaching): সাধারণভাবে বলা যায় শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্যে একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিক্ষণপদ্ধতি এবং কলাশৈলীর যখন সামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণ ঘটে তখন তা হয়ে ওঠে চিন্তনমূলক শিক্ষণ বা প্রাজ্ঞ শিক্ষণ। প্রাজ্ঞ শিক্ষক ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর বেশি আস্থাশীল। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভাবার দক্ষতা, বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপন, উদাহরণ ব্যবহারে অভিনবত্ব, শিক্ষার্থীদের চিন্তা ও আবেগকে শিক্ষকের নিজের মতো করে নিয়ন্ত্রণ করার দক্ষতা এবং সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুর মূল ধারণাগুলি স্পষ্টভাবে নাড়ে তুলে ধরা যায় তার সুচতুর দক্ষতা।

চিন্তনমূলক শিক্ষণ তথা প্রাজ্ঞ শিক্ষণের কোনো প্রথাগত পদ্ধতি নেই। শিক্ষণ প্রক্রিয়া কিছুটা সার্বিক বা পূর্ণাত্মক (Holistic)। কারণ প্রাজ্ঞ শিক্ষকরা বিষয়বস্তুকে কৃত্রিমভাবে খণ্ডিত করায় বিশ্বাসী নন।

প্রাজ্ঞ শিক্ষকের শিক্ষণে—

- শিক্ষার্থীদের গভীর মনোযোগ বজায় থাকে।
- তারা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠে।
- শিক্ষক সম্বন্ধে এবং সেই সঙ্গে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এক ধরনের আবেগমিশ্রিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জন্মায়।
- পাঠক্রমের অগ্রগতি ঘটে বাঞ্ছিত দ্রুততার সঙ্গে।
- ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় কম।
- শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী জ্ঞান লাভ হয়।

তবে এই শিক্ষণে শিক্ষার্থী কিছুটা নিষ্ক্রিয় থাকায় অনেকে নিরুৎসাহী হয়ে ওঠে।

D. সমস্যাসমাধান (Problem Solving): সমস্যা কাকে বলে বলতে বোঝা যায় যখন লক্ষ্যটি জানা আছে, লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলিও আয়ত্ত আছে, কিন্তু সেগুলির সাহায্যে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর কৌশল জানা নেই, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয় (A problem emerges when the goal is known, the skills necessary to achieve but the strategy of reaching the goal is unknown)।

সমস্যার উপরোক্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাসমাধানকে বলা যায় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল আবিষ্কারের সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া।

পাঠক্রম সম্পর্কিত পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে কীভাবে সমস্যাসমাধানকে ব্যবহার করা যায় তার ধাপগুলি নীচে বর্ণনা করা হল।

1. **সমস্যা চিহ্নিতকরণ (Identifying the problem):** সমস্যাসমাধান পদ্ধতির প্রথম ধাপই হল সমস্যা চিহ্নিতকরণ। সমস্যা তিন ধরনের হতে পারে, যেমন—
   - **স্পষ্ট সমস্যা (Well defined problem):** যেমন গণিত বা বিজ্ঞানের সমস্যা।
   - **অস্পষ্ট সমস্যা (Ill structured problem):** যখন সমস্যার একাধিক সমাধান থাকা সম্ভব এবং প্রত্যেকটির কিছু না কিছু গুণ ও দুর্বলতা থাকতে পারে। (যেমন—সমাজবিজ্ঞানের অনেক সমস্যা)।
   - **বিতর্কিত সমস্যা (Debated issues):** যখন সমস্যার দুটি বিপরীতমুখী সমাধানের সম্ভাবনা থাকে। একটি ঠিক হলে অপরটি ঠিক হওয়া সম্ভব নয়।
2. **সমস্যার বিশ্লেষণ (Analysis of the problem):** সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করে সম্ভাব্য সমাধানগুলি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য।

3. **তথ্য সংগ্রহ (Collection of data):** সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা প্রাথমিকভাবে জরুরি।
4. **তথ্য বিশ্লেষণ (Analysis of data):** এই পর্যায়ের কাজ তথ্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার করা এবং তাদের বিন্যাস ও মূল সমস্যার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করে একটি সুগঠিত ও সুবিন্যস্তরূপ দান করা।
5. **সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Drawing Conclusion):** উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সমাধানমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে প্রাথমিকভাবে সমস্যাসমাধান কাজটি শেষ হয়।
6. **সিদ্ধান্তের যথার্থতা (Validity of the Conclusion):** তিনভাবে সিদ্ধান্তের যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব।
   - প্রথমত, অন্যের মতামত, যেমন শিক্ষকের রায়, কোনো পুস্তকে তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে যথার্থতা বিচার করা যায়।
   - দ্বিতীয়ত, প্রয়োগের ভিত্তিতে অর্থাৎ সমাধানটি অনুরূপ অন্য সমস্যার ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করে দেখে যথার্থতা বিচার করা যায়।
   - তৃতীয়ত, বিপরীতমুখী প্রক্রিয়ায় আবার সমস্যাটির ধাপে ধাপে পৌঁছোনো যায় কিনা তার বিচার। এই পদ্ধতি অবরোহী যুক্তিনির্ভর (Deductive Reasoning) (যেমন—গণিতে Back Calculation)।

E. পরোক্ষ নির্দেশদান (Indirect Instruction): যে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শুধুমাত্র সহায়ক ও আয়োজকের ভূমিকা পালন করেন এবং শিক্ষার্থীরা নিজের চেষ্টায় প্রজ্ঞার সংগঠন গড়ে তোলে তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্দেশদান প্রক্রিয়া।

এই ধরনের তিনটি অতি প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতি যা পাঠক্রম সঞ্চালনে কাজে লাগে তা নীচে পর পর আলোচনা করা হল। এই পদ্ধতি তিনটির উদ্ভাবক হলেন যথাক্রমে—
1. ***Jerome Bruner***, 2. ***David Asubel***, 3. ***Robert Gagne***.

1. ব্রুনারের পদ্ধতি (Bruner's method): শিক্ষাবিজ্ঞানে ব্রুনারের ধারণা আয়ত্তকরণ মডেল (Concept attainment model) বেশি আলোচিত বিষয়। তবে পাঠক্রমভিত্তিক পঠনপাঠন সঞ্চালন প্রসঙ্গে ব্রুনারের তত্ত্ব ও মডেলকে অন্যতম পদ্ধতি বর্ণনা করাই উচিত।

ব্রুনার তাঁর পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন বিখ্যাত Spiral Curriculum-এর মাধ্যমে। ব্রুনার মনে করেন শিখন হল নতুন ধারণা আয়ত্ত করা। যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই নতুন ধারণা আয়ত্ত হয় তা অনেকটা আবিষ্কার করা প্রক্রিয়ার মতো। তাঁর পদ্ধতি সে কারণে উদ্ভাবনী শিখন (Discovery Learning) নামেও পরিচিত।

ধারণা গঠনের তিনটি স্তর আছে।

- **ক্রিয়া অনুষ্ঠানের স্তর (Enactive stage):** সঞ্চালনমূলক সক্রিয়তায় ধারণা আয়ত্ত করা হয় এবং সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ধারণার মানসিক প্রতিরূপটি সংরক্ষিত হয়।
- **ইন্দ্রিয়জ প্রতিরূপের স্তর (Iconic Stage):** এই স্তরে সঞ্চালনমূলক প্রতিরূপের পাশাপাশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে মানসিক প্রতিনিধিত্ব (Mental representation) তৈরি হয়।
- **সাংকেতিক স্তর (Symbolic Stage):** এই স্তরে সংকেত, চিহ্ন ইত্যাদির মাধ্যমে বিমূর্ত প্রতিরূপ তৈরি হয়। ব্রুনারের পদ্ধতি মোটামুটিভাবে আরোহী যুক্তি (Inductive reasoning)-র অনুসারী।
  - ➤ প্রথম স্তরে সমাবেশকৃত তথ্য থেকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করে আনুমানিক ধারণা (Hypothetical concept) তৈরি করতে উৎসাহ দেওয়া হয়।
  - ➤ দ্বিতীয় স্তরে সম্ভাব্য ধারণাটিকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য আরও তথ্য বা ধারণা উপস্থিত করে কোন্‌গুলির বৈশিষ্ট্য নির্বাচিত ধারণার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মেলে তা বিচার করে ধারণাটির একটি নাম দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।
  - ➤ তৃতীয় স্তরে ধারণার বিশ্লেষণ করে (অবরোহী যুক্তির সাহায্যে) প্রকৃত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে সঠিক ধারণায় উপনীত হওয়া যায়।
  - ➤ মোটের উপর নানা অভিজ্ঞতার বৈশিষ্ট্য বিচার করে একটি ধারণাকে অন্যান্য ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া (বিনিশ্চয় বা Discrimination)-ই ধারণা গঠনের মূল কথা।

শিক্ষণের জন্য শিক্ষকের পক্ষে ধারণাগঠনের অনুকূলে যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তারও আছে চারটি ধাপ।

বৈপরীত্যের উপর জোর দেওয়া (Emphasizing Contrast)

- **তথ্যভিত্তিক অনুমানে প্রেরণা দান (Stimulating informed Guessing):** এটি হল যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য তথ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেগুলি রেখে বাকিগুলি বর্জন করা।
- **অংশগ্রহণে উৎসাহ দান (Encouraging participation):** এটি হল তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ, তার ভিত্তিতে বিচার-বিশ্লেষণে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে উৎসাহ দান করা।
- **চেতনা জাগ্রত করা (Arousing awareness):** চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রিক মানসিক প্রতিভূ (Mental representation) তৈরি করা।

পাঠক্রমের সঞ্চালন (Transaction) করার কৌশল হিসেবে ব্রুনারের পদ্ধতি নির্মিতিবাদ (Constructivism)-এর যথার্থ প্রতিনিধি। তবে এই কৌশল সমস্ত ধরনের পাঠক্রম সঞ্চালনে উপযোগী কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। যে ক্ষেত্রে ধারণার সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আছে (যেমন বিজ্ঞান) সেখানে ব্রুনারের পদ্ধতি যথেষ্ট সফল ও কার্যকরী।

2. আসুবেলের পদ্ধতি (Asubel's method): আসুবেলের পদ্ধতি অর্থবহ শিখন (Meaningful learning) নামে পরিচিত। এটি তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।

- **গ্রহণজনিত শিখন (Reception Learning):** এর অর্থ হল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রাথমিকভাবে আগত তথ্য গ্রহণ করা।
- **বোধহীন বা যান্ত্রিক শিখন (Rote Learning):** অর্থ হল স্মৃতিতে প্রত্যক্ষণজনিত অভিজ্ঞতাকে অবিকৃতভাবে ধরে রাখা।
- **অর্থবহ শিখন (Meaningful Learning):** শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন তথ্যের সংযুক্তি ঘটিয়ে তাৎপর্য নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রজ্ঞার সংগঠনে তাকে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ হল অর্থবহ শিখন। নতুন বিষয়ের মূল কাঠামোটি ছোটো একটি বাক্যে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক তুলে ধরবেন। আসুবেল এর নামকরণ করেছেন অগ্রিম সংগঠক (Advance Organizer)। 'অগ্রিম' কারণ মূল শিক্ষণ প্রক্রিয়ার শুরুতেই সেটি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে এবং 'সংগঠক', কারণ এই অগ্রিম ধারণা শিক্ষার্থীদের চিন্তাকেই শুধু উদ্দীপিত করে না, প্রাথমিকভাবে তাদের মধ্যে সম্ভাব্য একটি নিজস্ব জ্ঞানের সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনের আলোতেই শিক্ষার্থী পরবর্তী অভিজ্ঞতাকে বিচার করে এবং তাকে অর্থবহ করে তোলে।

  শিক্ষার্থী নানা সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। ক্লাসে শিক্ষকের বক্তৃতা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

  - নতুন অভিজ্ঞতা সরাসরি অগ্রিম সংগঠকের অংশ হিসেবে সংরক্ষিত হতে পারে।
  - আরোহী যুক্তিনির্ভর (Inductive reasoning) সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অগ্রিম সংগঠকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনেক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামান্যীকরণ প্রক্রিয়া আয়ত্ত হলে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
  - অবরোহী যুক্তি (Deductive reasoning)-র নীতি অনুযায়ী যে সমস্ত অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই স্থায়িত্ব লাভ করেছে তার বিচারে অগ্রিম সংগঠকের সংশ্লিষ্ট ধারণার যাচাই ও সংরক্ষণ হতে পারে।

আসুবেল-এর তত্ত্ব অনুযায়ী পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য (for transacting Curriculum) শিক্ষক যা করতে পারেন—

- পাঠের সংক্ষিপ্ত এবং কিছুটা বিমূর্ত অগ্রিম (Advance) ধারণা দেবেন।
- নিজে তথ্য দান করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদেরও তথ্য সংগ্রহে উৎসাহিত করবেন।

- প্রতিটি তথ্য বিচার করতে উৎসাহ দেবেন (অগ্রিম সংগঠকের ভিত্তিতে)।
- শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যেই কোনো অভিজ্ঞতার অধিকারী হলে তা জানতে সচেষ্ট হবেন।
- পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন তথ্যের সংযোগ ঘটানোর উদ্যোগ নেবেন।
- এর ফলে অগ্রিম সংগঠক (Advance Organizer) প্রকৃত প্রস্তাবে সংগঠনে পরিণত হবে।

3. গ্যানে-র পাঠক্রম সঞ্চালন পদ্ধতি (*Gagne's* Curriculum Transaction Method): গ্যানের মতে শিখনের ফলে কতকগুলি অন্তিম উপজাত বিষয় (End product) উৎপন্ন হয় না। শিখনের ফলে শিক্ষার্থীরা পাঁচরকম সক্ষমতা অর্জন করে যেগুলি তার কাছে পরবর্তীকালে শিখনের আতিয়ার হয়ে ওঠে। এগুলি হল—

- বাচনিক তথ্য (Verbal Information)
- বৌদ্ধিক দক্ষতা (Intellectual Skill)
- প্রতিন্যাস (Attitude)
- প্রজ্ঞামূলক কৌশল (Cognitive Strategies)
- সঞ্চালনগত দক্ষতা (Motor Skill)

- **শিক্ষণ প্রক্রিয়া (Teaching process):** এই শিক্ষণ প্রক্রিয়া তিনটি পর্যায়ে প্রতিটিতে তিনটি করে নয়টি ধাপে সম্পন্ন হয়।
- **প্রস্তুতি পর্যায় (Preparatory Stage):** এই পর্যায়ের তিনটি ধাপ—
  - প্রথম ধাপে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও ধরে রাখার উদ্যোগ নিতে হয়।
  - দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষক শিক্ষণ-শিখনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার জন্য প্রধান প্রসঙ্গগুলি উল্লেখ করেন এবং বিষয়টি আয়ত্ত হওয়ার লক্ষণগুলি (Criteria of mastery) স্থির করেন।
  - তৃতীয় ধাপে পূর্বের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে উদ্দীপিত করবেন যাতে শিক্ষার্থী সেগুলি পুনরুদ্রেক (Recall) করতে পারে।
- **আহরণ পর্যায় (Acquisition Stage):** এই পর্যায়েও তিনটি ধাপ আছে—
  - চতুর্থ ধাপে ঘোষিত উদ্দেশ্যানুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করা হয় এবং প্রয়োজনমতো শিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়।
  - পঞ্চম ধাপে বিষয়বস্তুটির খুঁটিনাটি বিষয়ে শিক্ষক নির্দেশ দান করবেন।
  - ষষ্ঠ ধাপে প্রশ্ন, সমস্যাসমাধান ও নানা রকম কৃত্য (Task)-র মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে হবে। অনেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা শ্রেয় হবে। এই ধাপে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া ও মান সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- **সংহতি পর্যায় (Integration Stage):** এই পর্যায়ের তিনটি ধাপ হল—
  - সপ্তম ধাপ হল মূল্যায়ন করা

- অষ্টম ধাপে প্রতি সংকেত (Feedback)-এর মাধ্যমে জানা যে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা কতটা তাদের কাছে সন্তোষজনক। প্রতিসংকেত হবে বিশ্লেষণধর্মী।
- নবম ধাপে নতুন আয়ত্ত করা বিষয়টি স্থায়ীভাবে প্রজ্ঞার সংগঠনে রূপান্তরিত হয়ে স্মৃতিতে যাতে সংরক্ষিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হয় এবং এইভাবে শিক্ষণ প্রক্রিয়া শেষ হয়।

3.3.7 পাঠক্রম সঞ্চালন—দূরশিক্ষা ব্যবস্থা (Curriculum Transaction–Distance Learning System)

পাঠক্রম পরিচলন বা সঞ্চালনে (Curriculum Transaction) এতক্ষণ যে সমস্ত শিক্ষণ কৌশল ও নীতি আলোচিত হয়েছে তার সব কয়টিই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মুখোমুখি (Face to face) প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। তবে বর্তমানে অনেক সময়ই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মুখোমুখি দেখা না হলেও পাঠক্রমের সঞ্চালন হতে পারে। সেই রকম একটি ব্যবস্থা হল দূরশিক্ষা ব্যবস্থা (Distance Learning System)।

- **স্ব-শিখনের বিষয় (Self-Learning material):** এখানে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী প্রতিটি মডিউল ও একক অবলম্বন করে স্ব-শিখনোপযোগী পুস্তক এমনভাবে রচিত হয় যে এগুলি অনুপস্থিত শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। পুস্তকগুলি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বিষয়টি শিখতে পারে। কোনো সংশয় থাকলে তা দূর করার জন্য সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পাঠকেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শদাতাদের পরামর্শে তা নিরসন করতে পারেন। পরামর্শদাতাগণ এক একজন অভিজ্ঞ বিষয় শিক্ষক। তাঁরা শিক্ষার্থীদের সংশয় বিভ্রান্তি দূর করেন। একে বলা হয় ব্যক্তিগত সংযোগ কর্মসূচি (Personal Contact Programme—PCP) যা দূরশিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
- **কার্যভার ও প্রতিসংকেত (Assignment and Feedback):** স্ব-শিখনের পুনঃসংযোজন (Re-inforcement) হিসেবে মডিউলভিত্তিক কার্যভার নির্দিষ্ট করা থাকে। যে পদ্ধতিতে অন্তিম মূল্যায়ন করা হয় তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কার্যভার দেওয়া হয়। কাজটি সম্পূর্ণ করে মূলকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়ার পর সেগুলির মূল্যায়ন করা হয় এবং সংশোধন করে আবার শিক্ষার্থীর কাছে প্রতিসংকেত হিসেবে ফেরত পাঠানো হয়। এতে শিক্ষার্থী নিজের ভুল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এগোতে পারে।
- **ব্যাবহারিক শিক্ষা (Practical Learning):** নির্ধারিত ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা ব্যাবহারিক শিক্ষা লাভ করতে পারে।
- **চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Final Evaluation):** সমস্ত কোর্সটি শেষ হলে অন্যান্য মুখোমুখি কার্যকর করা (Face to face) পাঠক্রমের মতো একই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়।

যারা বয়ঃপ্রাপ্ত এবং নানা কারণে যাদের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে বিদ্যার্জন করা সম্ভব নয় তারা এই ব্যবস্থায় খুব উপকৃত হতে পারেন।

3.3.8 প্রযুক্তির মাধ্যমে পাঠক্রম সঞ্চালন (Curriculum Transaction through Technology)

বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে প্রযুক্তির বিবর্তন অতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই প্রযুক্তিকে পাঠক্রম পরিচলনে খুব ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়।

এইভাবে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে—

- শিক্ষা উপগ্রহ (Edusat)
- বহুধামাধ্যম (Multimedia)
- কম্পিউটার সিমিউলেশন (Computer Simulation)
- অন্তর্জাল (Internet)
- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (Information Communication Technology)-কে পদ্ধতিগতভাবে কাজে লাগিয়ে যথাযথভাবে পাঠক্রম সঞ্চালন করা সম্ভব।

3.4 পাঠক্রম মূল্যায়ন (অন্তিম, ক্রমিক, অণু ও সামগ্রিক স্তরে) [(Curriculum Evaluation (Formative, Summative, Micro and Macro)]

3.4.1 পাঠক্রম মূল্যায়নের সংজ্ঞা (Definition of Curriculum Evaluation)

Mc Neil (1977) মনে করেন, পাঠক্রম মূল্যায়ন হল দুটি প্রশ্নের উপর আলোকপাত করার প্রচেষ্টা। পরিকল্পিত শিখনের সুযোগ, কার্যক্রম, পাঠ্যবিষয় ও কাজকর্ম যেভাবে তৈরি ও সংগঠিত হয়েছে তা কি বাঞ্ছিত ফল দিচ্ছে? পাঠক্রমের প্রতিশ্রুত বিষয় কীভাবে সবচেয়ে ভালো ও উন্নত করা যায়? (Curriculum Evaluation is an attempt to throw light on two questions: Do planned learning opportunities, programmes, course and activities as developed and organized actually produce desired results? How can the Curriculum offerings best be improved?)

Orstein এবং ***Hunkins*** (1998)-এর মতে— সাধারণভাবে কোনো পাঠক্রম অথবা তার সংশ্লিষ্ট কোনো পাঠ্যপুস্তক গ্রহণযোগ্য, পরিবর্তনীয় অথবা বর্ণনীয় কিনা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযোগী প্রক্রিয়া বা প্রক্রিয়াগুচ্ছই হল পাঠক্রম মূল্যায়ন। ("...a process of cluster or cluster of processes that people perform in order to gather data that will enable them to decide whether to accept, change or eliminate something, the curriculum in general, or an educational textbook in particular.")

Worthen এবং *Sanders* (1987) পাঠক্রম মূল্যায়নের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন।

পাঠক্রম মূল্যায়ন কোনো কার্যক্রম, উৎপাদন, প্রকল্প, প্রক্রিয়া অথবা উদ্দেশ্যের গুণগতমান, কার্যকারিতা অথবা মূল্য নির্ণয় করার প্রথাসম্মত প্রক্রিয়া (Curriculum evaluation is the formal determination of the quality, effectiveness or value of a programme, product, project, process, objective or curriculum.)।

Gay (1985)-এর মতে, পাঠক্রম মূল্যায়ন তার দুর্বলতা, শক্তি এবং কার্যকর করার সমস্যা ও তৎসহ বিনিয়োগকৃত অর্থের সার্থকতা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া ("Aims of Curriculum evaluation is to identify its weaknesses and strengths as well as problems encountered in implementation of the curriculum and the returns on finance allocation.")।

Olivia (1988) পাঠক্রম মূল্যায়নের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল—নানা বিকল্প সিদ্ধান্ত বিচার করার সম্পর্কে তথ্যের বর্ণনা, তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যদান। মূল্যায়নের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রধান বিকল্প সিদ্ধান্তগুলি হল, পাঠক্রমটি যেমন আছে তেমনি রাখা, পরিবর্তন করা এবং বর্জন করা যাবে কি না। ("...the process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives. The primary decision alternatives to consider based upon the evaluation results are to maintain the curriculum as, is to modify the curriculum, or to eliminate the curriculum.")।

এই সব সংজ্ঞা বিচার করে আমরা যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি তা হল—

যে জনগোষ্ঠীর জন্য পাঠক্রম রচিত হয়েছে তাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও শিখনজনিত ফলাফলের নিরিখে পাঠক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করার অভিমুখে পরিচালিত সমস্ত কর্মকাণ্ডই পাঠক্রম মূল্যায়ন নামে অভিহিত। (Curriculum evaluation is a series of activities [illegible] towards ascertaining the quality of curriculum in terms of its objectives and the learning outcomes amongst the target group for which the curriculum is meant.)।

3.4.2 পাঠক্রম মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Curriculum Evaluation)

- পাঠক্রম প্রক্রিয়াসমূহের শেষ ধাপ পাঠক্রম মূল্যায়ন।
- পাঠক্রম সমন্বিত সকল কর্মসূচির কার্যকারিতার বিচারকরণ প্রক্রিয়া হল পাঠক্রম মূল্যায়ন।
- পাঠক্রম রচনায় আমাদের লক্ষ্য কী ছিল এবং সঞ্চালনের মাধ্যমে কতটা প্রাপ্তি হয়েছে তার পরিমাণ ও গুণগত বিচার করে পাঠক্রম মূল্যায়ন।

- পাঠক্রম মূল্যায়ন বলতে শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে সংগঠিত কাজগুলির কেবল মূল্যায়ন বোঝায় না। এটি, পাঠক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের সার্বিক মূল্যায়নকে বিচার করে।
- পাঠক্রম মূল্যায়ন জাতীয় পাঠক্রমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।
- পাঠক্রম মূল্যায়ন হল পাঠক্রমের শিক্ষাগত মূল্য, দক্ষতা, সামর্থ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রামাণ্য নথি এবং সমবায়।
- পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কতকগুলি উদ্দেশ্যের নিরিখে কার্যাবলি পরিচালিত হয় এবং শেষে হয় তার মূল্যায়ন।

উদ্দেশ্য
↓
কার্যাবলি
↓
মূল্যায়ন

কাজের থেকে উদ্দেশ্যের উৎপত্তি এবং উদ্দেশ্যের নিরিখে কাজের সমাধান এখানে হয় (Objectives are derived from activities and activities are supported by objectives and so on)।

পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি একক বিচ্ছিন্ন সংগতিহীন প্রক্রিয়া নয়। এটি একটি গতিশীল চক্রাকার প্রক্রিয়া এবং পাঠক্রম মূল্যায়ন পাঠক্রম চক্রের সমস্ত স্তরেই এর ভূমিকা পালন করে।

পাঠক্রম চক্র দেখায় যে পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি সংহত কর্মপ্রক্রিয়া। এটি নিয়মিত (Frequent), পৌনঃপুনিক (Recurrent) প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন, কারিকুলাম নকশা এবং রূপায়ণের প্রতিটি স্তরে সংগঠিত হওয়া উচিত। বারংবার মূল্যায়নে আমরা বুঝতে পারি আমরা পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যে সঠিকভাবে পৌঁছোতে সক্ষম হচ্ছি কিনা।

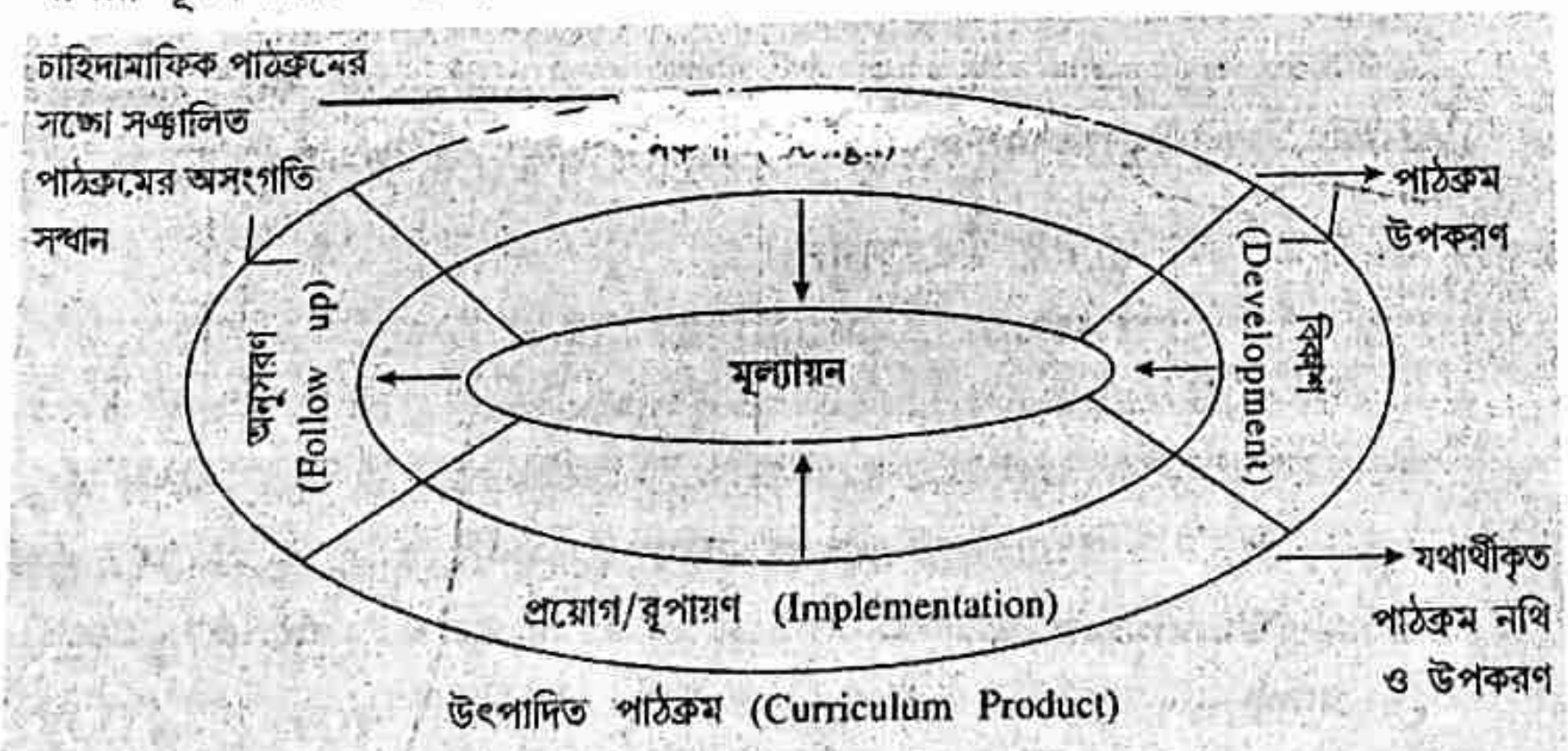

চিত্র 3.4 (1): পাঠক্রম চক্রের ধারণামূলক গঠন
(Concept Framework of Curriculum Cycle)

3.4.3 পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা (Need/Importance of Curriculum Evaluation)

পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা কেন ঘটে বা গুরুত্ব কতখানি এই প্রশ্নের আমাদের প্রায়শই মুখোমুখি হতে হয় এবং এই প্রশ্নগুলি সাধারণত করেন অভিভাবক, পিতামাতা, শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে জড়িত বহু মানুষ।

এর উত্তরে বলা যায়—

- যা চাওয়া হয়েছে তার সঙ্গে নতুন তৈরি পাঠক্রমে কোনো ব্যবধান আছে কিনা তা জানতে মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- প্রচলিত পাঠক্রমের জীর্ণ পুরাতন অচল অংশকে দূর করে সাম্প্রতিক প্রয়োজনের নিরিখে পাঠক্রম তৈরি করার জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- রূপায়ণাধীন পাঠক্রমের পর্যালোচনার জন্য (to review curriculum under implementation) মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- পর্যালোচনার পর নতুন পাঠক্রম তৈরির জন্য (to frame out a new curriculum after review) মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- তাৎক্ষণিক (Proximate) এবং দীর্ঘমেয়াদি (Long-term) লক্ষ্য (Objectives) পূরণে পাঠক্রমের কার্যকারিতা যাচাই-এর জন্য মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- কোর্সের উন্নয়নে (Course improvement)-র জন্য পাঠক্রম মূল্যায়ন জরুরি যা ঠিক করে দেয় কোন্ কোন্ শিখন উপকরণ ও পদ্ধতি কোথায় সন্তোষজনক এবং জরুরি।
- পাঠক্রম মূল্যায়ন প্রশাসক, নীতি-প্রণয়নকারী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং এমনকি শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম রূপায়ণে দায়বদ্ধতাকে তুলে ধরে।
- আত্মবিশ্লেষণ, প্রশংসা ও মান নির্ধারণের জন্য তথ্যকে ব্যবহার করে।
- প্রশাসক, স্কুল বোর্ড সদস্য, স্বার্থসংশ্লিষ্ট দল এবং রাজ্য/রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট [illegible] নীতি নির্ধারণে তথ্য সরবরাহে [illegible]

3.4.4 পাঠক্রম মূল্যায়নের উৎসসমূহ (Sources of Curriculum Evaluation)

- **শিক্ষার্থী (Students):** একটি নির্দিষ্ট কোর্সে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরাই হল নির্দিষ্ট পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রাথমিক এবং অতি প্রয়োজনীয় উৎস। শিক্ষার্থীরাই বিচার করতে পারে কতখানি শিখন অর্জিত হয়েছে এবং তা নির্ধারণ করতে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে। শিক্ষার্থীগণের মূল্যায়ন গুণগত ও পরিমাণগত (Qualitative and Quantitative) উভয়ই হতে পারে। পাঠক্রম পরিচলনে তাদের অনুভূতি এবং মতামত যেমন দরকার (Qualitative), তেমনি তৈরি পাঠক্রম দ্বারা শিক্ষার্থীরা কতটা অর্জন করেছে (Quantitative) তাও দেখতে হবে।

- **শিক্ষক (Teachers):** পাঠক্রম মূল্যায়নে অতি স্পষ্ট পেশাদারি ভূমিকা যাঁর তিনি হচ্ছেন শিক্ষক। তাঁরাই হচ্ছেন শ্রেণিকক্ষ পরিস্থিতিতে পাঠক্রম সঞ্চালন ও রূপায়ণে (Transaction/implementation) মূল হোতা। সে কারণে পাঠক্রম মূল্যায়নে তাঁদের অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা সমূহের মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মূল্যায়ন করতে গিয়ে যাঁরা নতুন কর্মে রত হয়েছেন বা এখনও ততটা দক্ষ হননি তাঁদের মতামত গ্রহণ করাটাও জরুরি বিষয়।
- **বিষয় বিশেষজ্ঞগণ (Subject Experts):** বিষয় বিশেষজ্ঞগণ পাঠক্রমের Content-এর সারবত্তা কতখানি এবং Contentগুলি কীভাবে যুক্তি পরম্পরায় সাজাতে হবে (Sequencing the content) সে ব্যাপারে মূল্যবান মতামত দিতে পারেন। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে পাঠক্রম পরিচলনে তাঁদের অংশ নেওয়ার সুযোগ কম।
- **পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণ (Curriculum Experts):** পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণ একটি পাঠক্রম নির্মাণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে আধুনিক কৌশল এবং সেই পাঠক্রম রূপায়ণে শিখন সাফল্য (Learning outcomes) কতটা হতে পারে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন।
- **নীতি প্রণেতাগণ (Policy makers):** নীতি প্রণেতাগণ সাধারণত শিক্ষার উচ্চতর নিয়ামক সংস্থায় (Apex bodies/Monitoring Agencies) দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁরা সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (শিক্ষানীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্পনীতি) সাম্প্রতিক এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন হতে পারে সে ব্যাপারে অবহিত থাকতে পারেন এবং সেইসবের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম বিকাশে অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করতে পারেন।
- **সমাজ (Community):** সমাজের পাঠক্রম মূল্যায়নে অবশ্যই ভূমিকা থাকা উচিত। কারণ পাঠক্রমের উৎপাদিত বিষয় এবং সাফল্য সমাজই ভোগ করে অথবা পাঠক্রমে অর্জিত বিষয়সমূহ সমাজেই হয়তো কাজে লাগে না। অতএব পাঠক্রমের ভুলত্রুটি সংশোধন এবং প্রাসঙ্গিক পাঠক্রমকে সমাজে প্রাসঙ্গিক এবং আধুনিক করতে সমাজের জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ।
- **অনুন্নয়ন নমুনা (Drop-out Samples):** অনুন্নয়ন নমুনাগুলি রূপায়িত পাঠক্রমের ভুলত্রুটিগুলিকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। নির্ণায়ক অভীক্ষার মাধ্যমে প্রতি সংকেত প্রদান পাঠক্রম কর্মসূচি (Curriculum Programme)-কে পরিবর্তন ও সংশোধন করতে সাহায্য করে।
- **নিয়োগকারী এবং বিশিষ্ট উদ্যোগসমূহ (Employers and Entrepreneurs):** পাঠক্রমের সঠিক রূপায়ণ শেষে কতজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন জায়গায় চাকরি পেল বা বিভিন্ন উদ্যোগে নিয়োজিত হতে পারল তার নিরিখেও পাঠক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা মাপা হয়ে থাকে।

3.4.5 পাঠক্রম মূল্যায়ন স্তর (অণু/সামগ্রিক)
(Level of Curriculum Evaluation—Micro/Macro)

3.4.5.1 অণুস্তরে মূল্যায়ন (Micro-Evaluation)

অণুস্তরে পাঠক্রম মূল্যায়ন বলতে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ের আলাদাভাবে মূল্যায়নকে বোঝায়। প্রতিটি বিষয়ে অণুমূল্যায়নে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, বিষয় বিশেষজ্ঞের মতামত যাচাই করা হয়। পাঠক্রম মূল্যায়নকারী বিশেষজ্ঞ দল তাদের পর্যবেক্ষণ (Observation) দেন। সবার মতামত এবং মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞদের মতামতের সংক্ষিপ্তসার এবং অনুমোদনে প্রতিটি বিষয়ের মূল্যায়ন (Micro-evaluation) বাস্তবায়িত হয়।

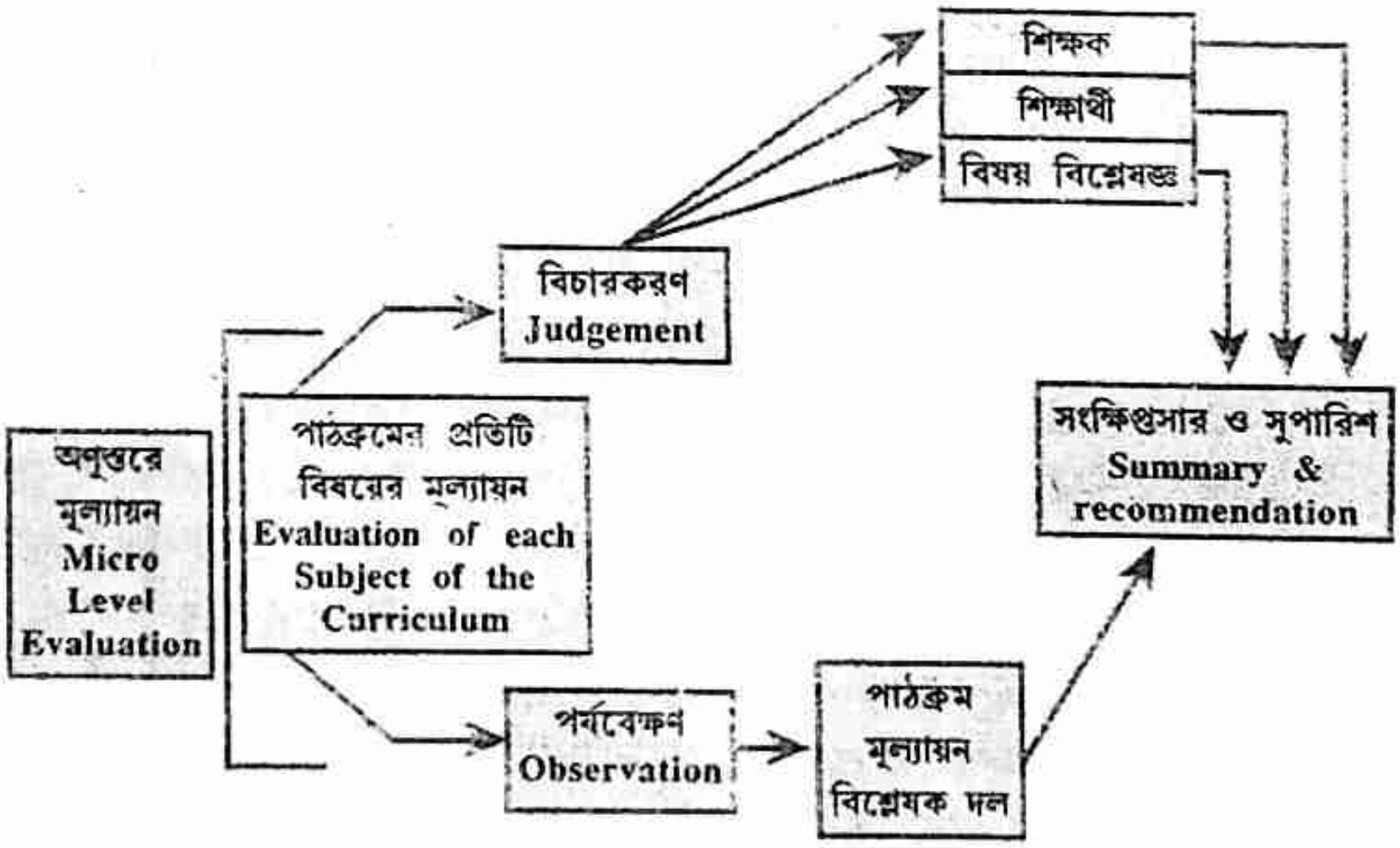

চিত্র 3.4.(2): অণুস্তরে মূল্যায়ন (Micro-Level Evaluation)

3.4.5.2 সমগ্র পাঠক্রমের মূল্যায়ন
(Macro-Evaluation of Whole Curriculum)

পাঠক্রমের সমগ্র মূল্যায়ন বলতে বোঝায় সামগ্রিক পাঠক্রমের সার্বিক কার্যকারিতার মূল্যায়ন।

এই মূল্যায়নের উৎসগুলি হল—

- ছাত্রছাত্রী যারা কোনো কোর্স সম্পন্ন করেছে। কতজন চাকরি পেয়েছে?
- নিয়োগকর্তা এবং বিভিন্ন উদ্যোগসমূহ
- বিষয় বিশেষজ্ঞগণ
- অধ্যক্ষ/শিক্ষকগণ
- পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণ
- শীর্ষ সংস্থাসমূহের কর্তাব্যক্তিগণ

এইসব উৎসগুলির মতামতের সংক্ষিপ্তসার নিয়ে মূল্যায়নপত্র তৈরি হয়। এরপর ডিসিপ্লিন কমিটি এবং আন্তরশৃঙ্খলা কমিটি মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনে পাঠক্রম সংশোধন করা হয়।

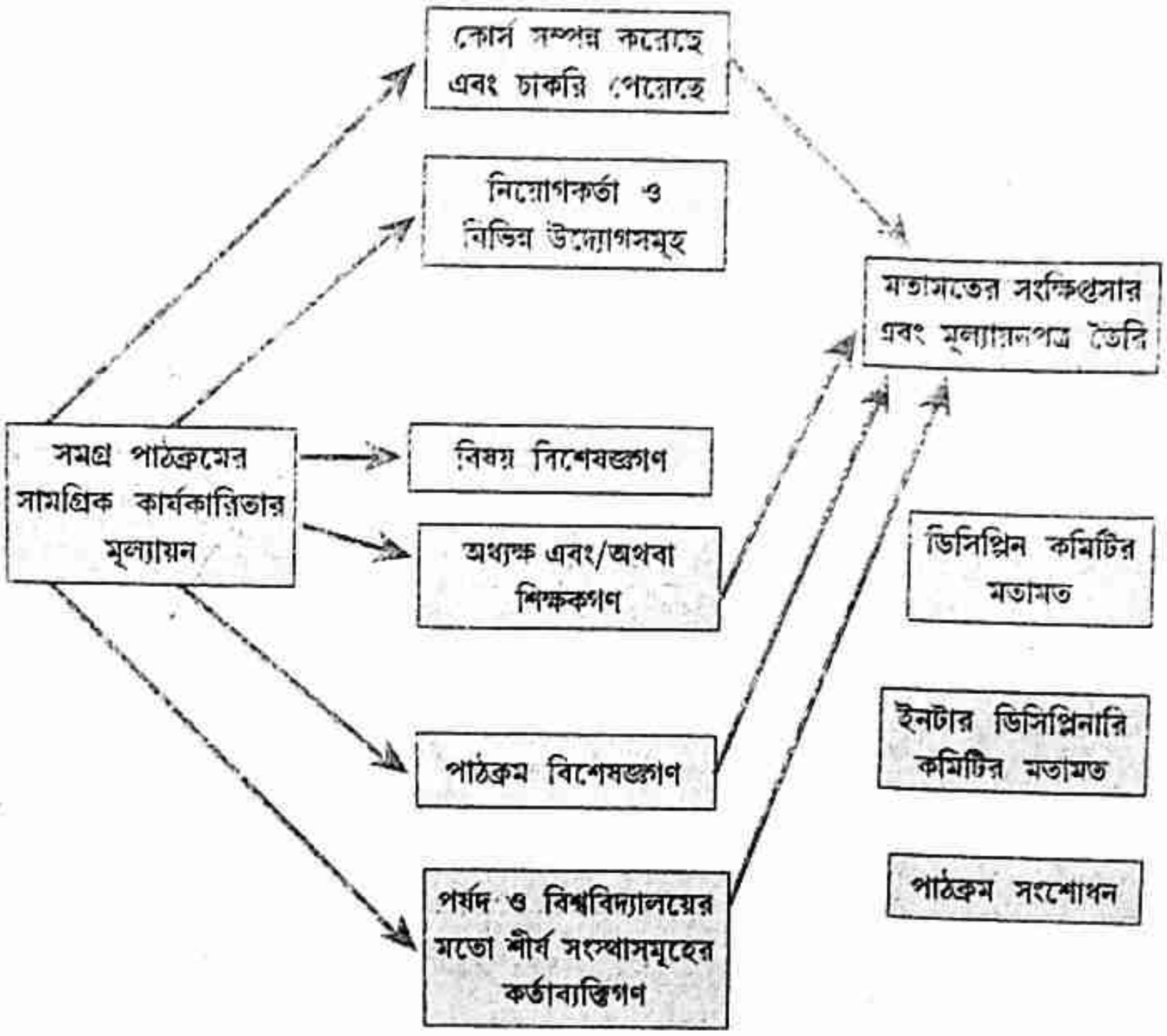

চিত্র 3.4.(3): পাঠক্রমের সামগ্রিক স্তরে মূল্যায়ন
(Macro-Level Evaluation of Curriculum)

3.4.6 পাঠক্রমের মূল্যায়ন পদ্ধতিসমূহ
(Approaches to Curriculum Evaluation)

পাঠক্রম মূল্যায়ন কাজ কতটা সফল হল তা জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রশাসকগণের কাছ থেকে। শিক্ষাবিদগণের থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি পাঠক্রম কার্যকরী করার মাত্রা, পাঠক্রমের শক্তি ও দুর্বলতা এবং পাঠক্রম-সঞ্চালনের সমরকার সমস্যাগুলি। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য আমাদের জানায় পাঠক্রমের ঈপ্সিত লক্ষ্য তারা কতটা অর্জন করতে পেরেছে এবং পাঠক্ষেত্র (Area of study) সম্পর্কে তাদের মনোভাব (Attitude) কী? শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে তথ্য পাওয়ার বহুবিধ কৌশল/পদ্ধতি (Strategies) আছে।

এখানে আমরা পাঠক্রম মূল্যায়নের দুটি পদ্ধতি আলোচনা করব।

- অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Evaluation)
- ক্রমিক মূল্যায়ন বা জায়মান অবস্থায় মূল্যায়ন (Formative Evaluation)

3.4.6.1 অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Approach to Curriculum Evaluation)

অন্তিম মূল্যায়নের সংজ্ঞা (Definition of Summative Evaluation)

পাঠক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে, সব কিছুর শেষে একবারমাত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যের বিচার করার প্রয়াসকেই Summative Evaluation বা অন্তিম মূল্যায়ন বলে।

A J Nikto (1983) বলেছেন— "কোনো কার্যক্রম, পদ্ধতি অথবা উৎপাদন শেষে তার গুণগতমান বিচার করাই হল অন্তিম মূল্যায়ন" (Summative evaluation describes judgements about the merits of an already completed programme procedure or product.)।

Gronlund (1985) মনে করেন—বাৎসরিক পরীক্ষাতে শিক্ষণের লক্ষ্যগুলি কতটা অর্জিত হয়েছে অন্তিম মূল্যায়ন তা নিশ্চিত করে (Summative evaluation ascertains the extent to which the instructional objectives have been attained in the annual examination)।

R L Ebel এবং ***Frisbie*** (1986)-এর মতে অন্তিম মূল্যায়ন হল কোনো পর্যায়ের পাঠক্রম নির্ধারিত কাজ সম্পূর্ণ শেষ হলে তারপর একসঙ্গে সমগ্র পাঠক্রমের মূল্যায়ন যা নির্ধারণ করে সেই পর্যায়ের শিখন যথাযথ সম্পন্ন হয়েছে কিনা এবং শিক্ষার্থী এর ফলে উচ্চতর শিখন পর্যায়ে প্রবেশের যোগ্য কিনা (Summative evaluation is conducted at the end of an instructional segment to determine if learning is sufficiently complete to warrant moving the learner to the next segment of instruction)।

মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Summative Evaluation)

- পাঠক্রম নির্ধারিত কার্যক্রম শেষ হলে তারপর একসঙ্গে সমগ্র পাঠক্রমের মূল্যায়ন।
- এই মূল্যায়ন সেমিস্টারভিত্তিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে হতে পারে।
- অন্তিম মূল্যায়নের প্রধান অবলম্বন শিক্ষার্থীরা এবং মূল্যায়ন হল শিখনের প্রত্যাশিত ফল।
- অন্তিম মূল্যায়ন বহুল প্রচলিত ও প্রধান পদ্ধতি পরীক্ষা। বর্তমানে প্রথাগত পদ্ধতি ছাড়াও আরও কিছু পদ্ধতি অন্তিম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অধিকতর অর্থপূর্ণ তথ্য লাভ করা সম্ভব হচ্ছে।
- অন্তিম মূল্যায়ন সরাসরি পাঠক্রমের মূল্যায়ন করে না, শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও ব্যর্থতার পরিমাপ করে পরোক্ষভাবে পাঠক্রমের গুণমান বিচার করে।

অন্তিম মূল্যায়নের সুবিধা (Advantages of Summative Evaluation)

- অন্তিম মূল্যায়ন একটি বা দুটি পরীক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ফলে সময়, শ্রম ও সম্পদের সাশ্রয় হয়।
- অন্তিম মূল্যায়নে জটিলতা কম। কারণ শিক্ষকদের কাছে কী, কীভাবে এবং কেন মূল্যায়ন করতে হবে তা পরিষ্কার থাকে।
- অন্তিম মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষকরা একযোগে পাঠক্রমের গুণ, দুর্বলতা, অসংগতি, অসম্পূর্ণতা চিহ্নিত করতে পারেন। এর ফলে পাঠক্রমের পরিমার্জন, সংশোধন ও উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত হয়।
- শিক্ষকরা সরাসরি যুক্ত থাকেন বলে পাঠক্রমের মূল্যায়ন ও তৎসংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্ত যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য হয়।
- অন্তিম মূল্যায়নের প্রধান ভিত্তি শিক্ষার্থীদের সাফল্যের পরিমাপ এবং তা সাংখ্যমান দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এ কারণে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া যথেষ্ট নৈর্ব্যক্তিক এবং নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে।
- অন্তিম মূল্যায়নে পাঠক্রমের যথার্থতা নির্ণয়ের কাজে বহিঃসূচক (External criteria) ব্যবহারের সুযোগ বাড়ে। কারণ পাঠ কার্যক্রম শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা পরবর্তী পর্যায়ে কতটা সাফল্যলাভ করতে পারে তার গতিপ্রকৃতি অনুসরণ করে পাঠক্রমের যথার্থতা নির্ধারণ করা যায়। বিশেষ করে পেশা সংক্রান্ত পাঠক্রমগুলির ক্ষেত্রে এই কথা প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর।

অন্তিম মূল্যায়নের অসুবিধা (Disadvantages of Summative Evaluation):

- পাঠক্রম চূড়ান্ত হওয়ার পর অন্তিম মূল্যায়নের ভিত্তিতে তার দোষত্রুটি নির্ণয় করা গেলেও তা সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন করা যায় না। এটি আরও অসম্ভব হয় কারণ উক্ত পাঠক্রম একযোগে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কার্যকর করা হয় এবং তার জন্য নানা রকম বিশেষ আয়োজন (যেমন, পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষাগার, অন্য শিক্ষা উপকরণ) দরকার হয়। ঘন ঘন পরিবর্তন করতে গেলে সম্পদের বিপুল অপচয় হয়। নানা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সমস্যার উদ্ভব ঘটে।
- অন্তিম মূল্যায়নের ফলে পাঠক্রমের কিছু সমস্যা চিহ্নিত হলেও পাঠক্রমটি নিতান্তই দুর্বল এ আখ্যা দেওয়া যায় না। শিক্ষকদের উদ্যমের অভাব পাঠক্রমের প্রকৃত কার্যকারিতা নষ্ট করে দিতে পারে। ফলে পাঠক্রমটি ব্যর্থ মনে হতে পারে।
- পাঠক্রমের কোনো কোনো অংশ বিমূর্ত, কঠিন, নীরস হলেও একান্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ শিক্ষার্থীদের পক্ষে কঠিন এবং এর ফলে শিক্ষার্থীদের সাফল্যের হার কম হলে শিক্ষকগণ এই দায় পাঠক্রমের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন।
- পঠনপাঠন ছাড়াও শ্রেণিকক্ষের কিছু অবাঞ্ছিত ও অশিক্ষাসুলভ প্রভাব পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে ওইসব বিষয়কে পাঠক্রমের ভালোমন্দকে যুক্ত করা অনুচিত।

- বর্তমান প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে পাঠক্রমের কার্যকারিতা বিচার করলে সেই সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। কারণ প্রায়ই প্রচলিত পরীক্ষায় শিখন সামর্থ্য বা শিক্ষণের উদ্দেশ্যের সঙ্গে পরীক্ষার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবু উপরোক্ত অসুবিধাগুলি বর্তমান থাকলেও অন্তিম মূল্যায়ন সবচেয়ে বেশি কার্যকর অভিমুখ (Approach) হিসেবে স্বীকৃত এবং সর্বাধিক স্বীকৃত।

3.4.6.2 ক্রমিক মূল্যায়ন বা জায়মান অবস্থায় মূল্যায়ন (Formative Evaluation)

ক্রমিক মূল্যায়নের সংজ্ঞা (Definition of Formative Evaluation)

Formative শব্দটির আসল অর্থ হল নির্মীয়মান অবস্থা বা জায়মান অবস্থা। কোনো কার্যক্রম শেষ না হওয়া পর্যন্ত মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ক্রমশ চলতে থাকে, তাই তাকে ক্রমিক মূল্যায়ন বলা হয়।

A J Nikto (1983)-র মতে—কোনো শিক্ষাক্রম রচনা ও চলাকালীন তাকে পরিবর্তন, নতুন করে গঠন উন্নত করার জন্য কার্যক্রমটি শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন পর্যায়ে যে বিচার তাই হল ক্রমিক মূল্যায়ন (Formative Evaluation is concerned with judgements made during the design and or development of a programme which are directed towards modifying, forming or otherwise improving the programme before it is compieted.)।

গ্রোনল্যান্ড-এর মতে—পাঠক্রম প্রয়োগের প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে যে প্রতিসংকেত পাওয়া যায় এবং তদনুযায়ী যে পরিবর্তন করা হয় তাকেই বলা হয় জায়মান অবস্থায় পাঠক্রম মূল্যায়ন (...the feedback received from the evaluation of learners at every step of the implementation of curriculum, and the consequent modifications of curriculum is called formative evaluation.)।

ইবেল ও ফিসবি ক্রমিক মূল্যায়নকে ক্রমিক অগ্রগতির ধারাবিবরণী হিসেবে বর্ণনা করেন।

ক্রমিক মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Formative Evaluation)

- এখানে পাঠক্রমের অণুবিশ্লেষণে (micro-analysis)-র উপর জোর দেওয়া হয়।
- এই মূল্যায়নের প্রধান উদ্দেশ্য পাঠক্রমের ব্যর্থতার কারণ, ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করা এবং তাৎক্ষণিক প্রতিসংকেত দেওয়া।
- জায়মান অবস্থার পদ্ধতিগুলি অনুসন্ধানমূলক এবং নমনীয়। এই পদ্ধতি পরিমাণগত ও গুণগত উভয়ই হতে পারে।

- জায়মান অবস্থার মূল্যায়নের অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয় পাঠক্রম পরিকল্পনা ও তাকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উপাদানগুলি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে সেগুলিকে চিহ্নিত করা।
- জায়মান অবস্থায় মূল্যায়ন পাঠক্রম সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়, শিখন ও শিক্ষণ, শিখনের পরিবেশ, পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে সবচেয়ে বিশদ বিবরণ দিতে পারে।

ক্রমিক মূল্যায়নের সুবিধা (Advantages of Formative Evaluation)

- ক্রমিক মূল্যায়ন পাঠক্রমের একটি ত্রুটিহীন অবয়ব দেওয়ার জন্য সদা সক্রিয়।
- এখানে পাঠক্রম রচয়িতা ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণ প্রথম থেকেই একটি উন্নত গুণমানের লক্ষ্যে কাজ করেন এবং উভয়ের পারস্পরিক প্রতিসংকেত আদানপ্রদানের মাধ্যমে একটি আবশ্যিক বোঝাপড়া ও সংহতি গড়ে ওঠে।
- শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত পরিবর্তন সাধন ক্রমিক মূল্যায়নের একটি আবশ্যিক শর্ত। সেজন্য শিক্ষকদের পক্ষে গতানুগতিক চিন্তাধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকার চেয়ে আত্মসমীক্ষা ও আত্মমূল্যায়নে সচেষ্ট থাকতে হয়।
- এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠক্রম রচনার নকশা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মধ্যেও ক্রমাগত পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পাঠক্রম চর্চার তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত উন্নয়ন ঘটে।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও মানসিক প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়।
- পাঠক্রমের ভবিষ্যৎ পরিণতি এবং অন্য পাঠক্রমের সঙ্গে এর তুলনামূলক উৎকর্ষ নির্ধারণ করা যায়।

ক্রমিক মূল্যায়নের অসুবিধা (Disadvantages of Formative Evaluation)

- ক্রমিক মূল্যায়নের মাধ্যমে কোনো পাঠক্রমের গ্রহণযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য রূপ পাওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন।
- অনেক সময়েই ক্রমিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় পাঠক্রম রচয়িতা ছাড়াও শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য অংশীদারগণ যুক্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। এতে সিদ্ধান্তগ্রহণ কঠিন হয়। নানান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিপরীত মতামত ও চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় করা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- অতিরিক্ত বিলম্বের দরুন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির কারণে পাঠক্রমের কোনো কোনো অংশ তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার ক্ষেত্রেও একই কারণে যে পাঠক্রমের চাহিদা এক সময় প্রবল ছিল, তার পরিবর্তন হওয়াতে ক্রমিক পাঠক্রমের কোনো মূল্য থাকে না।
- যদি পাঠক্রম রচনার ভার এমন ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত থাকে যে তাঁরা পাঠক্রম চর্চায় সুপণ্ডিত কিন্তু তৃণমূল স্তরে প্রশাসনিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ততটা

অবগত নন, তখন পাঠক্রম যতই ভালো হোক তা সার্থকভাবে কার্যকর করা কঠিন হয়ে পড়ে।

- ক্রমিক জায়মান অবস্থায় মূল্যায়ন কখনো কখনো ভবিষ্যৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গিকে (Futuristic outlook) অবহেলা করতে পারে।

এ কারণে শিক্ষাবিদ ও পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে অন্তিম মূল্যায়ন ও ক্রমিক মূল্যায়ন উভয়ের মিলিত প্রয়োগ পাঠক্রম রচনার ও তার উন্নয়নের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত অভিমুখ।

3.4.6.3 অন্তিম মূল্যায়ন ও জায়মান অবস্থায় মূল্যায়নের পার্থক্য (Differences between Summative and Formative Evaluation)

1. উদ্দেশ্য, প্রকৃতি এবং সময়ে উভয় মূল্যায়নের মধ্যে পার্থক্য আছে (They differ in purpose, nature and timing)।
2. অন্তিম মূল্যায়ন হল পাঠক্রমভিত্তিক নির্দেশদানের শেষে কর্ম সম্পাদনের প্রান্তিক নির্ধারণ। অপরদিকে জায়মান অবস্থায় মূল্যায়ন হল নির্দেশদান চলাকালীন অবস্থায় শিখনের অগ্রগতি কতটা হয়েছে সে সম্বন্ধে এবং আর কতটা শিক্ষককে এগোতে হবে সে সম্পর্কে মূল্যায়ন।
3. নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে অন্তিম মূল্যায়ন যেখানে শিখন সাফল্য পরীক্ষা করে সেখানে ক্রমিক মূল্যায়ন শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথন ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রূপ নেয়।
4. অন্তিম মূল্যায়ন যখন প্রোফাইল এবং পারদর্শিতার নথির ব্যবহারকে সীমিত করে, ক্রমিক মূল্যায়ন পর্যায়ে এগুলিকে বারে বারে ব্যবহার করা হয়।
5. অন্তিম মূল্যায়নে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময় শেষে (ষাণ্মাসিক/বার্ষিক/সেমেস্টার পর্যায়ে) করা হয়। ক্রমিক মূল্যায়নে এই প্রক্রিয়াটি ধারাবাহিকভাবে (Frequently) চলতে থাকে।
6. অন্তিম মূল্যায়নে মূল বিবেচনার বিষয় হল একটি কোর্স পর্যায়ে পরীক্ষার্থী কতটা জ্ঞান ও দক্ষতা অধিগত করেছে তার বিচার করা। অপরপক্ষে জায়মান অবস্থায় মূল্যায়ন হল পরীক্ষার্থীকে সাফল্য অর্জন করতে হলে কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে তা তুলে ধরা।
7. অন্তিম মূল্যায়ন পাঠক্রম নির্মাণে Pilot Testing Stage-এর এবং প্রয়োগের শেষ পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। ক্রমিক মূল্যায়ন পাঠক্রম নির্মাণের Pilot testing phases-এর নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে (Specified points) চলতে পারে যার উদ্দেশ্য হল পাঠক্রমটি পূর্ণরূপে চালু করার আগে কোনো সমস্যা থাকলে তা চিহ্নিত করা এবং সংশোধন করা।

3.4.6.4 মূল্যায়নের কতকগুলি মডেল (Some Models of Evaluation)

1. Robert Stake-এর পরিদৃষ্টিমূলক মডেল
(Countenance Model of Robert Stake)

Robert Stake-এর পরিদৃষ্টিমূলক মডেল (Countenance Model)। এই মডেলটি Congruency Contingency Model হিসেবেও পরিচিত— এই মডেল অনুযায়ী তিনটি স্তরে পাঠক্রমের মূল্যায়নের কথা বলা হয় এবং তথ্য সংগ্রহ করা হয়—(i) পূর্বশর্ত (Antecedents), (ii) সঞ্চালন (Transactions), (iii) শিখনের ফল (Outcomes)।

(i) পূর্বশর্ত (Antecedents): এর মধ্যে কয়েকটি হল—

- **শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্য (Students' Characteristics):** পাঠগ্রহণের আগে তাদের প্রবণতা (Aptitudes) পূর্বের পারদর্শিতামূলক স্কোর, মনোবৈজ্ঞানিক প্রোফাইল, শৃঙ্খলা, শ্রেণিতে উপস্থিতির হার ইত্যাদি।
- **শিক্ষকদের বৈশিষ্ট্য (Teachers' Characteristics):** যেমন— শিক্ষকদের যোগ্যতা, দক্ষতা, আচরণ, প্রতিন্যাস (Attitude), অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ ইত্যাদি।

(ii) সঞ্চালন (Transactions): এই সঞ্চালন ঘটে—

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে,
শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার্থীর,
শিক্ষার্থীর সঙ্গে Resource people-এর।

এই সঞ্চালন ঘটতে পারে—

শিক্ষা উপকরণের সঙ্গে
শ্রেণিকক্ষ পরিবেশের সঙ্গে
শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

(ii) শিখনের ফল (Outcome): শিখনের ফলকে শিখনের ফলে উৎপাদিত দ্রব্য (Product) হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। ***Stake*** মনে করেন শিখনের ফল হল তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী জ্ঞানমূলক, অনুভূতিমূলক, সমাজগ্রাহ্য, ব্যক্তিগত কর্মফল।

Stake বলেন, উপরের তিনটি ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হবে কী চাওয়া হয়েছিল (What was intended) এবং বিনিময়ে কী পাওয়া গেল (What has occurred) তার বিচার করে।

তিনি বলেন পূর্বশর্ত, সঞ্চালন এবং উপজাত ফল এই তিনটি যৌক্তিকভাবে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং পরস্পরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

মূল্যায়নকারী এটাও দেখবেন চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে কি না। এটি দেখতে গেলে পূর্বশর্ত সঞ্চালন, এবং ফলশ্রুতি এই তিনটি বিষয়ই উপস্থিত থাকতে হবে।

2. *Scriven*-এর লক্ষ্যমুক্ত মডেল (Scriven's Goalfree Model 1976)

Scriven-এর প্রধান কৃতিত্ব হল তিনিই সামগ্রিক অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Evaluation) এবং জায়মান অবস্থায় ক্রমিক মূল্যায়ন (Formative Evaluation) এই দুই নাম প্রচলন করেন।

Scriven পাঠক্রম মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকটা প্রসারিত করেন। তাঁর মতে, কোনো শিক্ষাকার্যক্রমের পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যে (Prefixed goals)-র ভিত্তিতে পাঠক্রমের মূল্যায়ন করা সংগত নয়।

পাঠক্রম মূল্যায়নকারী ব্যক্তি হবেন স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন একজন ব্যক্তি যিনি পাঠক্রম রচনার কোনো পর্যায়ে কোনোভাবে যুক্ত নন। তিনিই স্বাধীনভাবে ঠিক করবেন—

- উদ্দিষ্ট পাঠক্রমের লক্ষ্য কী কী হওয়া উচিত,
- পাঠক্রমের গঠন ও বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠক্রমকে কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়া কী কী?
- এগুলিকে বাস্তবায়িত করার পদ্ধতি কী?
- পাঠক্রম প্রয়োগের উপজাত ফল কী আশা করা যায়।
- এই সমস্ত ফলের ব্যাবহারিক বা আচরণভিত্তিক প্রভাব কী কী হতে পারে।

সমালোচকরা বলেন, এ যেন শিকারির কাছে একটি উন্মুক্ত শিকারক্ষেত্র। তাঁর হাতে শক্তিশালী অস্ত্র আছে। শিকারিই ঠিক করবেন তিনি কী শিকার করবেন এবং কেন করবেন এবং কীভাবে করবেন।

Scriven-এর এই পদ্ধতির একটি প্রধান হাতিয়ার হল পাঠক্রমের যে-কোনো মাত্রা বিচার করার জন্য একটি শক্তিশালী চেকলিস্ট (Check list) তৈরি করা এবং তার সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ এবং বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

অনেকে মনে করেন এই মডেলের সাহায্যে পাঠক্রম মূল্যায়ন করার প্রকৃত কার্যকারিতা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। কারণ—

নিরপেক্ষ মূল্যায়নকারী নিজে একজন উচ্চ পর্যায়ের পাঠক্রম তাত্ত্বিক—এই শর্ত পূরণ না হলে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া প্রকৃত নিরপেক্ষ না হওয়ার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় কারণ হল তাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত উদ্দেশ্য শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হতেও পারে।

তবে চেকলিস্টের সাহায্যে নানা স্তর থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেই অনুযায়ী উদ্দেশ্য নির্ধারিত হলে, এই সমস্যা কিছুটা পরিমাণে দূর হতে পারে।

3. *Tyler*-এর নৈর্ব্যক্তিক মডেল (Tyler's Objective Centered Model)

Ralph Tyler (1950)-এর এই মূল্যায়ন মডেলটি অতি প্রাচীন যা তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'Basic Principles of Curriculum and Instruction'-এ প্রকাশ করেছিলেন। এই মডেলটি পাঠক্রম মূল্যায়নের জন্য একটি অপেক্ষাকৃত কম জটিল প্রক্রিয়ার বিবরণ। এই

মডেলের মূল নীতি নিহিত আছে পাঠক্রমের পরিকল্পনা ও পরিকল্পনাভিত্তিক কার্যক্রমের সার্থকতা বা কার্যকারিতা বিচার প্রক্রিয়ার মধ্যে। আমরা দেখব এই নীতি *Scriven*-এর মডেলের বিপরীত এবং *Eisner*-এর মডেলের তুলনায় সম্পূর্ণই আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী।

Tyler-এর মতে পাঠক্রমের মূল্যায়ন হবে পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে যুক্তিপূর্ণভাবে কতকগুলি পরস্পর সম্পর্কিত ধাপ অনুযায়ী।

1. পূর্ব নির্ধারিত আচরণবাদী উদ্দেশ্য সামনে রেখে মূল্যায়ন কাজ শুরু করতে হবে। এই উদ্দেশ্যগুলি কী শিখতে হবে এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত আচরণ কী হবে তা ঠিক করবে।
2. এই উদ্দেশ্যগুলি শিক্ষার্থীরা পূরণ করার সুযোগ পায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে।
3. উপযুক্ত মূল্যায়ন উপকরণগুলি নির্বাচন, পরিবর্তন, পুনর্গঠনের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এগুলির নৈর্ব্যক্তিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাই করতে হবে।
4. উপকরণ ব্যবহার করতে সংক্ষিপ্ত বাঞ্ছিত ফল পাওয়ার জন্য।
5. নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ও পরে প্রাপ্ত ফলের মধ্যে তুলনা করে পরিবর্তন কতটা হল যাচাই করতে হবে।
6. ফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠক্রমের শক্তি ও দুর্বলতা বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এই শক্তি ও দুর্বলতার কারণ চিহ্নিত করতে হবে।
7. প্রাপ্ত বিশ্লেষিত ফলের নিরিখে পাঠক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

টাইলার মডেলের সুবিধা (Advantages of Tyler's Model)

- এটি বোঝা ও প্রয়োগ করা সোজা
- এটি যুক্তিপূর্ণ ও প্রথামাফিক (Rational and systematic)
- এটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সম্পাদনা অপেক্ষা পাঠক্রমিক দুর্বলতা চিহ্নিতি যাচাই করতে মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে।
- এটি মানাঙ্কন (Assessment), বিশ্লেষণ, উন্নয়ন (Improvement)-এর নিরবচ্ছিন্ন চক্রের প্রয়োজনীয়তায় জোর দেয়।

টাইলার মডেলের অসুবিধা (Disadvantages of Tyler's Model)

- উদ্দেশ্যগুলির উপলব্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে না।
- এটি নির্দিষ্ট মান কী হবে তা বলে না এবং মান উন্নয়ন কীভাবে হবে ব্যাখ্যা করে না।
- আগে থেকেই নির্ধারিত উদ্দেশ্যের নিরিখে পাঠক্রম উন্নয়নে সৃজনশীলতা সীমায়িত হয়।
- পূর্ব মানাঙ্কন (Pre-assessment) এবং উত্তর মানাঙ্কনে অত্যধিক জোর দেওয়ার ক্রমিক মূল্যায়ন অবহেলিত হয়।

4. *Eisner*-এর রসবেত্তা মডেল (Eisner's Connoisseurship Model)

Elliot Eisner (1979) ছিলেন শিল্পকলার শিক্ষক। তিনি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে একজন শিল্পী ও শিল্প শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মডেল একটি পূর্ণাত্মক শিক্ষণ ও মূল্যায়নের মডেল। তিনি মনে করেন ছোটো ছোটো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য খণ্ডিত জ্ঞান বাঞ্ছনীয়। কারণ জ্ঞান সবসময়েই পূর্ণাত্মক প্রকৃতির। কোনো অবস্থাতেই তা অসম্পূর্ণ বা আংশিক হয় না। তাঁর মতের সঙ্গে প্রজ্ঞাবাদী মনোবিজ্ঞানীদের চিন্তাধারার সাযুজ্য আছে। শিক্ষণ বা শিখনের মতো একইভাবে পাঠক্রমের মূল্যায়নও হওয়া উচিত পূর্ণাত্মক (Holistic)। কলা সমালোচকের মতোই তিনি শিক্ষাগত সমালোচনার (Educational criticism) কথা বলেছেন। সুতরাং শিক্ষাগত সমালোচনাই পাঠক্রম মূল্যায়নের প্রধানতম কার্যক্রম। তাঁর পদ্ধতি বা মডেল বর্ণনাত্মক।

Eisner বললেন, এই কার্যক্রমকে সফল করতে মূল্যায়নকারীগণকে কতকগুলি প্রশ্ন উপস্থাপন করতে হবে।

নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করায় একটি নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে কী ঘটেছে? মনে রাখার মতো ঘটনা (Key events) সমূহ কী কী? এই ঘটনাগুলির উৎস কী কী? কার্যক্রমগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী কীভাবে অংশগ্রহণ করেছে? তাদের এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া কী? কার্যক্রমগুলিকে আরও ফলপ্রসূ রসগ্রাহী করা যেত কীনা? শিক্ষার্থীরাই বা কার্যক্রমগুলি থেকে নতুন কী শিখল/উপলব্ধি করল।

এরপর মূল্যায়নকারীর কাজ হল উপরোক্ত পর্যবেক্ষণলব্ধ বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য (Interpretation) রেকর্ড করা। শ্রেণির অভ্যন্তরে এবং বাইরে বিদ্যালয়ের ভিতরের যাবতীয় বিষয় যা পাঠক্রমের প্রয়োগ ও সাফল্যকে প্রভাবিত করে তা উপলব্ধির মধ্যে আনা।

সমালোচনার মতো কোনো বিষয় থাকলে তা সমাজের কাছে উপস্থিত করে তার মতামতও নেওয়া যেতে পারে।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা পাঠক্রম মূল্যায়নের চূড়ান্ত ধাপ।

Eisner-এর প্রধান অবদান হল, তিনি পাঠক্রম মূল্যায়নকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে রসোপলব্ধির দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। তিনি মনে করেছেন, যা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রকাশক সকলের কাছে উপভোগ্য, সেই পাঠক্রমই গ্রহণযোগ্য। Eisner-এর মডেল শুধুমাত্র পাঠক্রম মূল্যায়ন নয়, সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় শিক্ষা ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে সওয়াল।

5. *Stufflebeam*-এর CIPP মডেল

C – Context – পরিপ্রেক্ষিত

I – Input – প্রাথমিক তথ্য

P – Process – প্রক্রিয়া

P – Product – উপজাত ফল

Evaluation Model

Tyler Model-এর যে দুর্বলতাগুলি ছিল তার পরিবর্ত হিসেবে পরবর্তীকালে নিজেদের প্রস্তাবিত মডেল যাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ***Daniel Stufflebeam*** (1971)। তাঁর প্রস্তাবিত মডেলের নাম হল CIPP (Context, input, process, product) model। এই সংহত মডেলটি মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপিত করে।

এখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপকদের (Management) কাছে তথ্য সরবরাহ করা হয়। এটি তিনটি ধাপে করা হয়—

- সংগ্রহের নিমিত্ত তথ্য বর্ণন বা চিত্রিতকরণ (Delineating the information)।
- তথ্য সংগ্রহ করা (Collection of data)।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীগণকে (Decesion makers) তথ্য সরবরাহ করা (Providing information)।

পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়ন (Context Evaluation): পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়ন বাস্তবিক পক্ষে যে পরিচিতিতে মূল্যায়ন করা হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণকে (Situation-analysis)-কে বোঝায়। পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়নের লক্ষ্য, পাঠক্রম রচনার পরিপ্রেক্ষিতটি স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা, যে জনগোষ্ঠীর জন্য পাঠক্রম প্রয়োজন, বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তার চিহ্নিতকরণ, চাহিদার প্রকৃতি নির্ধারণ এবং কোনো সমস্যা থাকলে তার কারণ নির্ণয় করা। এই সমস্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রধানত সিস্টেম [illegible], সার্ভে, ডকুমেন্ট রিভিউ, সাক্ষাৎকার, অভীক্ষা, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির মতামত এই জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এসবের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অবলম্বন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে (Context) পাঠক্রম রচনা করা হবে, উদ্দেশ্য কী হবে, কীভাবে পরিকল্পনা করতে হবে এবং কীসের ভিত্তিতে পাঠক্রমের ভালোমন্দ বিচার করা যাবে।

পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়ন আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরিপ্রেক্ষিত মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠক্রম প্রয়োগ করার শর্ত ও পরিবেশ সম্বন্ধেও একটি প্রাথমিক কিন্তু নিশ্চিত ধারণা পাওয়া যায়।

প্রাথমিক তথ্য মূল্যায়ন (Input Evaluation): দ্বিতীয় পর্যায় হল প্রাথমিক তথ্য মূল্যায়ন। পাঠক্রম কার্যকর করার কৌশল, প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থান এবং অনুরূপ

বিষয়গুলির বিশ্লেষণ করে দেখার কাজটিকে বলা হয় প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ। এই উদ্দেশ্যে যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা হয় সেগুলি হল—সম্পদের বিশ্লেষণ (মানবসম্পদ, অর্থ সম্পদ, স্থান-কাল ইত্যাদি), সম্ভাব্যতার বিশ্লেষণ (Feasibility analysis), তথ্য সম্পর্কিত নথি নিয়ে গবেষণা (Literature research), ছোটো করে প্রাথমিক গবেষণা (Pilot study) ইত্যাদি।

প্রাথমিক তথ্য মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার পাঠক্রমের গঠন ও তার প্রয়োগে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। নতুন করে পাঠক্রম তৈরি হওয়ার সময় প্রাথমিক তথ্য একত্রীকরণ, তথ্য বিশ্লেষণের জন্য সাক্ষাৎকার, প্রশ্নোত্তরিকা, পাঠক্রম নীতি নির্ধারক, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদি কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়।

এসবের উদ্দেশ্য একটিই যে প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে পাঠক্রমটি রচিত হয়েছিল, প্রচলিত পাঠক্রমটি তার সঙ্গে কতটা সংগতিপূর্ণ তার বিচার করা।

প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন (Process Evaluation): প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করার প্রধান উদ্দেশ্য পাঠক্রম রচয়িতা এবং পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সকলকেই ক্রমাগত প্রতিসংকেত (Feedback) দেওয়া। এর ফলে মূল্যায়নের পাশাপাশি তারা পাঠক্রমের ক্রমাগত সংশোধন বা পরিমার্জন করে এটির ত্রুটিমুক্ত রূপদান করতে পারবেন।

Stufflebeam-এর মতে প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন কতকগুলি ধাপে অগ্রসর হবে। ধাপগুলি হল—

(i) প্রথম হল পাঠক্রমের নকশায় কোনো ত্রুটি থাকলে সেগুলি চিহ্নিত করা অথবা সম্ভাব্য সমস্যাগুলি আগ্রিম অনুমান করা।

(ii) পাঠক্রম রচনা প্রক্রিয়া যে সমস্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত নকশায় নেওয়া হয়েছে সেগুলি কার্যকর করার পন্থা নির্দেশ করা।

(iii) উক্ত পন্থাগুলির বিচার বিশ্লেষণ ও নথিভুক্তকরণ।

(iv) নকশা ও তার কার্যকরণের পরিপ্রেক্ষিতে পরিমার্জন কোন্ পথে অগ্রসর হচ্ছে সে সম্বন্ধে লক্ষ রাখা এবং প্রয়োজনে প্রতিসংকেত দান।

(v) পাঠক্রম কার্যকর করার গতিপ্রকৃতি লক্ষ করা এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রতি সংকেতদান।

(vi) উপরোক্ত সমস্ত কিছুর প্রামাণ্য নথি প্রস্তুত করা (Documentation)।

উপজাত ফল মূল্যায়ন (Product Evaluation): পাঠক্রম মূল্যায়নকারীগণ এখানে তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবেন অবশেষে যে পাঠক্রমটি তৈরি হল তা তাঁরা যেমনটি আশা করেছিলেন এবং যে উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন তা পরিপূরণ হল কিনা।

যে উদ্দেশ্যে পাঠক্রম রচিত হয়েছে তা সফল হল কিনা।

উপজাত ফল মূল্যায়ন—মূল্যায়নকারীদের পথ দেখাতে সাহায্য করে যে তৈরি পাঠক্রমটি চলতে দেওয়া যাবে কিনা, পরিবর্তন করা, সংস্কার করা প্রয়োজন কিনা ইত্যাদি।

CIPP মডেলের চারটি পর্যায়কে শ্রেণিবিভাগ করলে দেখা যাবে যে, প্রথম তিনটি ক্রমায়ান পর্যায়ের মূল্যায়ন এবং শেষের পর্যায়টি অন্তিম মূল্যায়ন।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন মান-2

পাঠক্রম পরিকল্পনা কাকে বলে? (What is curriculum planning ?)

Ans. পাঠক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning) বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যেখানে পাঠক্রম উন্নয়নকারীগণ কোন্ বৈশিষ্ট্য বা নীতির ভিত্তিতে পাঠক্রম নির্মাণ করতে চান তা ব্যাখ্যা করেন। এতে থাকে কী তারা পেতে চান (What they wish to achieve), পাঠক্রমের গড়ন (Design) কী হবে, কীভাবে পাঠক্রমের নির্মাণ হবে (how to construct the curriculum) এবং পরবর্তীতে কীভাবে পাঠক্রমটি প্রয়োগ এবং মূল্যায়ন (Implementation and evaluation) করা হবে সেই সব বিষয়গুলি। মনে রাখা দরকার যে পাঠক্রম পরিকল্পনা পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত অংশ।

পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী কারা? (Who are the participants in the curriculum development process ?)

Ans. পাঠক্রম বিকাশ বা নির্মাণ প্রক্রিয়ায় তাঁরাই অংশগ্রহণ করবেন যাঁরা এর দ্বারা প্রভাবিত হবেন। এঁদের মধ্যে একদল হচ্ছেন 'পরিকল্পনা রচয়িতা' (Planners) যাঁরা নীতি প্রণয়ন করেন এবং পাঠক্রমের একটি কাঠামো গঠন করেন এবং অন্যদল পাঠক্রম প্রণয়নের উপকরণ সরবরাহ করে পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করেন। এঁদের বলা হয় 'সম্পদ' (Resources). যেমন—গ্রন্থকার, প্রকাশক, পরীক্ষক, মান নির্ণয়কারী, মাধ্যম (Media)। এঁরা পাঠক্রমের গুণমানের নির্ণায়ক।

NCFTE-2009 বর্ণিত 'শিক্ষক শিখন কেন্দ্র' কী? (What are the TLCS as stated by NCFTE-2009.)

Ans. NCFTE-2009 বর্ণিত 'শিক্ষক শিখন কেন্দ্র' হল—হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান।

TLC: টিচার ট্রেইনি, টিচার প্র্যাকটিশনার ও টিচার এডুকেটরদের সম্পদকেন্দ্র (A Resource for Teacher Trainees, Teacher Practitioners and Teacher Educators)

TLC: মিথস্ক্রিয়া ও আদানপ্রদানের একটি মঞ্চ (A Forum for Interaction and Sharing)

TLC: শ্রেণিকক্ষভিত্তিক গবেষণার একটি মঞ্চ (A Platform for class-room based Research)

TLC: স্বনির্দেশিত কার্যাবলির জন্য একটি বড়ো কথা (A Structural Space for Self-directed Activities)

TLC: নাট্যদক্ষতা সংক্রান্ত কৌশল বিকাশের একটি মঞ্চ (A Platform for Developing Repertoire of Skills)

TLC: শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের জন্য একটি বড়ো কক্ষ (A Structural Space for the Personal and Psychological Development of Teachers)

TLC: টিচার এডুকেশনে প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস শিক্ষকদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ (A Structural Space for forging links between Pre-Service and In-Service Teacher Education)।

▶ পাঠক্রম সঞ্চালন কাকে বলে? (What is curriculum transaction ?)

Ans. পাঠক্রম উন্নয়ন বা বিকাশের অন্যতম নীতি বা ধাপ হল পাঠক্রম সঞ্চালন (Curriculum Transaction)।

পাঠক্রমের অন্তিম সার্থকতা শ্রেণিকক্ষে সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে। শিক্ষকের মানসিক প্রতিরূপ থেকে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরে বা প্রজ্ঞার সংগঠনে পাঠক্রম পরিকল্পিত বিষয়ের সঞ্চারণ ঘটে। সেই অর্থে 'Transaction of Curriculum'-এর কেউ কেউ বাংলা রূপান্তর ঘটিয়েছেন 'পাঠক্রমের মানসান্তর' বলে।

'পাঠক্রম সঞ্চালন' হল শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উভয়ের মধ্যেকার পারস্পরিক একটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াটি উভয়ের মধ্যে অন্যতম যোগাযোগ প্রক্রিয়া (Communi-cation Process)।

▶ পাঠক্রম সঞ্চালনের ধাপগুলি কী কী? (What are the steps of curriculum transactions ?)

Ans. পাঠক্রম সঞ্চালনের ধাপগুলি হল—

1. পাঠক্রমে নির্দিষ্ট [illegible]র বিশ্লেষণ (Analysis of Curriculum [illegible]
2. পাঠক্রমে পাঠ্যবিষয়কে ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করা। যেমন—পাঠ পরিকল্পনা। (Designing of Curriculum Content into small units *e.g.* lesson plan)
3. নির্দেশদান মূলক কৌশল নির্বাচন। যেমন—শিক্ষণ মডেল (ধারণা গঠন মডেল, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ মডেল ইত্যাদি) (Choice of instructional strategy *e.g.* Teaching models like concept attainment model, Information processing model)
4. সবচেয়ে যথাযথ নির্দেশদান মূলক কৌশল প্রয়োগ (Implementation of most appropriate instructional strategy)।
5. সার্বিক সাফল্য চিহ্নিতকরণ (মূল্যায়নের মাধ্যমে) (Identification of resultant outputs through Evaluation)।

▶ **পাঠক্রম সঞ্চালনের 'পরোক্ষ নির্দেশদান' প্রক্রিয়া কাকে বলে? (What is Indirect Instruction of Curriculum transaction ?)**

Ans. যে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক শুধুমাত্র সহায়ক ও আয়োজকের ভূমিকা পালন করেন এবং শিক্ষার্থীরা নিজের চেষ্টায় প্রজ্ঞার সংগঠন গড়ে তোলে তখন তাকে বলা হয় পরোক্ষ নির্দেশদান প্রক্রিয়া।

▶ **তিনজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদের নাম লিখুন যাঁরা পরোক্ষ নির্দেশদান প্রক্রিয়ার আবিষ্কারক। (Name three educationists who discovered Indirect Instruction process of transaction.)**

Ans. এই পদ্ধতি তিনটির উদ্ভাবক হলেন যথাক্রমে—1. ***Jerome Bruner***, 2. ***David Asubel***, 3. ***Robert Gagne***.

▶ **পাঠক্রম মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিন। (Define Curriculum Evaluation.)**

Ans. যে জনগোষ্ঠীর জন্য পাঠক্রম রচিত হয়েছে তাদের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও শিখনজনিত ফলাফলের নিরিখে পাঠক্রমের গুণগত মান নিশ্চিত করার অভিমুখে পরিচালিত সমস্ত কর্মকাণ্ডই পাঠক্রম মূল্যায়ন নামে অভিহিত।

▶ **পাঠক্রম চক্রের ধারণামূলক গঠন কী? (What is the concept framework of curriculum cycle ?)**

Ans. পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি একক বিচ্ছিন্ন সংগতিহীন প্রক্রিয়া নয়। এটি একটি গতিশীল চক্রাকার প্রক্রিয়া এবং পাঠক্রম মূল্যায়ন পাঠক্রম চক্রের সমস্ত স্তরেই এর ভূমিকা পালন করে।

পাঠক্রম চক্র দেখায় যে পাঠক্রম মূল্যায়ন একটি সংহত কর্মপ্রক্রিয়া। এটি নিয়মিত (Frequent), পৌনঃপুনিক (Recurrent) প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন, কারিকুলাম নকশা এবং রূপায়ণের প্রতিটি স্তরে সংগঠিত হওয়া উচিত। বারংবার মূল্যায়নে আমরা বুঝতে পারি আমরা পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যে সঠিকভাবে পৌছোতে সক্ষম হচ্ছি কিনা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-5

▶ পাঠক্রমিক বিষয় নির্বাচনের নীতিগুলি বর্ণনা করুন। (Describe the principles of selecting curriculum context.)

Ans. 44-46 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFTE 2009-এ উল্লিখিত 6টি অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করুন। (Mention the title names of six chapters as stated in NCFTE 2009.)

Ans. 52-53 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFTE 2009-এ বর্ণিত শিক্ষক শিখন প্রস্তুতির পাঠক্রমের ক্ষেত্রসমূহ ছকের আকারে দেখান। (Show the curricular areas of Initial Teacher Education as stated by NCFTE 2009 in Tabular Form.)

Ans. 54 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFTE (2009) অনুযায়ী বিকাশশীল শিক্ষকের মূল্যায়নের রীতিনীতি উল্লেখ করুন। (Mention the Evaluation Protocol for Developing teacher as stated by NCFTE-2009.)

Ans. 59-62 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFTE (2009)-এ বর্ণিত শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্যসমূহ বিবৃত করুন। (Describe the aims of continuing professional development programmes for teachers as stated by NCFTE 2009.)

Ans. 62-63 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষকদের ধারাবাহিক পেশাগত বিকাশের পন্থাসমূহ (NCFTE 2009) অনুযায়ী বিবৃত করুন। (Describe routes towards teachers' continuing professional development as per NCFTE 2009.)

Ans. 64-65 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ টিচার এডুকেটরগণের প্রস্তুতি সম্বন্ধে NCFTE-2009-এ কী বলা হয়েছে? (What has been said by NCFTE 2009 for preparing Teacher Educators?)

Ans. 66-67 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFTE (2009)-এর রূপায়ণ কৌশল সম্পর্কে কী জানেন? (What do you know about Impiementation strategies of NCFTE-2009 ?)

Ans. 67-68 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ নিম্নে বর্ণিত পাঠক্রম সঞ্চালনের যে-কোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা করুন। (i) মরিসন পদ্ধতি, (ii) হারবার্টের পদ্ধতি, (iii) চিন্তনমূলক শিক্ষণ, (iv) সমস্যা সমাধান। (Discuss any one of the following methods of curriculum transactions : (i) Morrison's method, (ii) Harbert's method, (iii) Reflective Teaching, (iv) Problem Solving.)

Ans. 73-76 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ টীকা লিখুন—দূরশিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠক্রম সঞ্চালন। (Write a note on—Curriculum Transaction in Distance Learning System.)

Ans. 80-81 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (What are the characteristics of Curriculum Evaluation?)

Ans. 82-83 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম মূল্যায়নের গুরুত্ব লিখুন। (Write the importance of Curriculum Evaluation)

Ans. 84 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম মূল্যায়নের উৎসসমূহ কী কী? (What are the source of Curriculum Evaluation?)

Ans. 84-85 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ অন্তিম মূল্যায়ন ও জারমান অবস্থায় মূল্যায়নের পার্থক্য কী কী? (What are the differences between Summative Evaluation and Formative Evaluation?)

Ans. 92 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রমের অণুস্তর এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়? (What are Micro and Macro Evaluation of a Curriculum?)

Ans. 86-87 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন **মান-10**

▶ পাঠক্রম বিকাশের নীতিগুলি কী কী? (What are the principles of Curriculum Development?)

Ans. 47-51 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম বিকাশের বিভিন্ন মত ব্যাখ্যা করুন। (Explain different views of curriculum development.)

Ans. 48-50 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFTE (2009)-এ বর্ণিত প্রচলিত টিচার এডুকেশন কর্মসূচির পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার বিবরণ দিন। (Describe redesigning current Teacher Education programme as stated in NCFTE 2009.)

Ans. 56-57 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFTE (2009)-এ উল্লিখিত চারবছরের সমন্বিত কর্মসূচির দৃষ্টান্ত বিভিন্ন লক্ষ্য সমেত বর্ণনা করুন। (Describe the examples of a four year integrated programme as stated by NCFTE (2009) with various objectives.)

Ans. 58-59 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ মননশীল শিক্ষক তৈরি করতে পাঠক্রম বাস্তবায়নের পন্থা হিসেবে NCFTE (2009)-এর প্রস্তাব কী? (What are the proposals of NCFTE (2009) for Curriculum Transaction to create reflective teacher?)

Ans. 59-60 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFTE (2009) দ্বারা উল্লিখিত বিকাশশীল শিক্ষকের মূল্যায়ন সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন। (Write what you know about the processes of evaluating the Developing teacher as mentioned by NCFTE-2009).

Ans. 61-62 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শ্রেণিকক্ষে পাঠক্রম সঞ্চালনের নীতিসমূহ এবং শিক্ষকের অন্যান্য কাজ ব্যাখ্যা করুন। (Explain the principles of teaching in classroom situations for curriculum transctions and other functions of teachers.)

Ans. 70-72 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ নিম্নে উল্লিখিত পাঠক্রম সঞ্চালনের পরোক্ষ নির্দেশ দান সংক্রান্ত যে-কোনো একটি পদ্ধতি বর্ণনা করুন। (Discuss the methods of curriculum transaction regarding indirect instruction.)

Ans. 73-76 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রমের অন্তিম মূল্যায়ন বলতে কী বোঝেন? পাঠক্রমের অন্তিম মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য সুবিধা, অসুবিধা বিবৃত করুন। (What do you mean by Summative approach to curriculum Evaluation? Describe its characteristics, advantages and disadvantages.)

Ans. 88-90 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রমের ক্রমিক মূল্যায়ন বলতে কী বোঝেন? এর বৈশিষ্ট্য, সুবিধা, অসুবিধা ব্যাখ্যা করুন। (What is meant by Formative Evaluation of Curriculum ? Explain its characteristics, advantages and disadvantages.)

Ans. 90-91 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ নিম্নের যে-কোনো দুটি পাঠক্রম মূল্যায়ন মডেলের সম্বন্ধে আপনার পরিচিতি দিন। (Show your acquiantance with any two of the following curriculum evaluation model.)

(a) রবার্ট স্টেকের পরিদৃষ্টিমূলক মডেল (Countenance model of Robert Stake)

(b) স্ক্রিভেনের লক্ষ্যমুক্ত মডেল (1976) (Scriven's Goalfree model 1976)

(c) টাইলারের নৈর্ব্যক্তিক মডেল (Tyler's objective centered model)

(d) আইজনারের সমঝোঝা মডেল (Eisner's connoisseurship model)

(e) Stufflebeam-এর CIPP মডেল (Stufflebeam's CIPP Model)

Ans. 93-98 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

4

ক্ষমতা-মতাদর্শ-পাঠক্রম
(Power-Ideology Curriculum)

4.1. ক্ষমতা, সমাজের কাঠামো এবং জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Powers, Structures of Society and Knowledge)

4.1.1 জ্ঞান ও পাঠক্রম (Knowledge & Curriculum)

উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক ***Hans Vaihinger*** বর্ণনা দিয়েছিলেন কীভাবে মানুষ জ্ঞান ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছিল যাতে জ্ঞান ও তথ্যের সমুদ্রে অযথা নিমজ্জিত না হয়ে প্রথামাফিক তা অর্জন করা যায়। এর ফলস্বরূপ এল পাঠক্রমের ধারণা যেখানে জ্ঞানব্যবস্থাকে মানুষের ব্যাবহারিক চাহিদা নিবারণে সঠিকভাবে সংহত ও নতুন জ্ঞান অর্জনে বিকশিত করার ব্যবস্থা হল।

যদি সম্পূর্ণ জ্ঞানজগৎ শুধু চিরায়ত কালোত্তীর্ণ রচনা, সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হত তাহলে পাঠক্রমের বর্তমান ধারণাও হত সীমায়িত। সমাজও হয়ে যেত স্থাণুবৎ এবং বিদ্যালয়ের কাজ তখন হত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট কেবলমাত্র সর্বাধিক পরিমাণ অতীতের জ্ঞান সরবরাহ ও সঞ্চালিত করা। যন্ত্র হিসেবে বিদ্যালয়ের এই ধারণায় জ্ঞানও তখন হত শুষ্ক, পুরোনো, মৃতবৎ যেখানে [illegible] নীরোনীরা মনে করেন বিদ্যালয় একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান।

সমাজে সমস্যার অবিরাম অভ্যুত্থানে জ্ঞানকে নতুনভাবে কাজে লাগাতে হয়; সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমস্যার প্রকৃতি অনুযায়ী নিরবচ্ছিন্নভাবে নব নব জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে হয়। জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধানের সমাপ্তি উৎপাদন (End product) হিসেবে না দেখে সামাজিক সমস্যাসমাধানের উপজাত বিষয় (By product) সম্পদ হিসেবে এবং বুদ্ধিদীপ্ত কর্মসৃজনের উৎস হিসেবে মান্যতা দিতে হবে।

একইভাবে উঠতি প্রজন্ম (Rising generation)-কে নতুন উন্নততর জীবন বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে বিদ্যালয় পাঠক্রমকে কেবলমাত্র কতকগুলি অনড় বিষয়ের তালিকা সমৃদ্ধ করে রাখলে চলে না।

সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকা নির্ভর করে কীভাবে সেটি জল, খাদ্য, শক্তি (Energy), স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পরিযান (Migration), জাতি সম্পর্ক (Ethnic relations), আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, আবাসন, বিনোদন, দারিদ্র্য, অপরাধ, জীবিকা সংক্রান্ত ব্যাবহারিক ও সুদূরবিস্তৃত সমস্যাগুলির কার্যকরী সমাধান করতে পারে তার উপর। এই কারণে সমাজ হয় নির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষ্য (Mission) মুখী। সমাজের টিকে থাকা এবং সমৃদ্ধি তাই নির্ভর করে বাস্তব সমস্যার সমাধানে কীভাবে এটি জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটানে সেই সক্ষমতার উপর। এই লক্ষ্যের সমাধানে বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে।

সরাসরি সরকার ছাড়া বিশ্বজনীন যে প্রতিষ্ঠানগুলি এই সমাধানে অগ্রগণ্য তাদের মধ্যে অন্যতম হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কারণ এগুলি কেবল জ্ঞানের বিকাশেই নিয়োজিত থাকে না, উপরন্তু এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিটি উঠতি প্রজন্ম (Rising generation)-কে তার অগ্রবর্তীদের তুলনায় বেশি জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলে যাতে তারা ভবিষ্যতে আরও উন্নত সমাজ গঠনে সক্ষম হয়।

It can be affirmed unequivocally that the amount of scientific knowledge availabie at the end of one's life will be about one hundred times what it was when he was born—***Bentley Glass*** (1970)

(জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একজন যে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান অর্জন করে বা আয়ত্ত করার সুযোগ পায় তার পরিমাণ ব্যক্তির জন্মের সময়ের থেকে প্রায় শতগুণ অধিক।)

পাঠক্রম নির্মাতাগণ জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের তাৎপর্য নিরূপণ করে ঠিক করবেন কোন্ স্তরে কী কী বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটবে, কোন্ তথ্য বা ধারণায় শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধি ঘটানো প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ে কোন্ স্তরে বিভিন্ন বিষয়সমূহের মাধ্যমে কী প্রকার শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তা ব্যবস্থা (Kind of disciplinary thought system)-র সমাহার ঘটাতে হবে।

যে-কোনো স্তরে পাঠক্রম নির্মাণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে 'জ্ঞান' (Knowledge) এক প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

4.1.2 রাষ্ট্রক্ষমতা ও নীতি অনুযায়ী যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে বিভিন্নতা (Differences in Determining the Aims of Education in Different ages According to the State Powers and Policies)

বাস্তবে দেখা যায় যে সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই শিক্ষার অস্তিত্ব বর্তমান। প্রতিটি যুগে, প্রতিটি গোষ্ঠী, জাতির যেমনই হোক, শিক্ষার একটা ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। যে সমাজে যেমন ছিল জীবনযাত্রা শিক্ষাও ছিল তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা জীবনের লক্ষ্য নির্ণয়ে তথা দর্শন নির্ধারণে সহায়তা করে। সে কারণে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ যেমনভাবে নিরূপিত হয়েছে সেই অনুযায়ী সে লক্ষ্যে পৌঁছোনোর উপায় হিসেবে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে ব্রতী হয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণ।

ড. পার্সি নান বলেছেন—শিক্ষা যেহেতু আদতে দর্শনের ব্যাবহারিক প্রয়োগ সেহেতু এটা জীবনের প্রতিটি বিষয়কেই ছুঁয়ে যায় (Every scheme of education being at bottom a practical philosophy, necessarily touches life at every point)। তিনি আরো বলেছেন, 'যেহেতু জীবনের আদর্শ সব সময়েই পরিবর্তনশীল, সেই পরিবর্তনগুলি শিক্ষার তত্ত্ব নির্ধারণেও লক্ষণীয়' 'As ideals of life are eternally at variance, their conflict will be reflected in educational theories.' আমরা দেখলাম জীবনের লক্ষ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যেরও পরিবর্তন হয়।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্যের পরিবর্তনশীলতার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে ড. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র-এর নেতৃত্বে গঠিত মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952-53) মন্তব্য করেছেন 'সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন সমাজে নতুন নতুন সমস্যা দেখা দেয়, তখনই শিক্ষার লক্ষ্যের পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষার লক্ষ্য নতুন করে নির্ধারণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে' (As the political, social and economic conditions change and new problems arise, it becomes necessary to re-examine carefully and restate clearly the objectives which education at definite stage should keep in view)। এই পরিবর্তনশীলতাকে শুধু ভারতের ক্ষেত্রে নয় ভিন্ন ভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন যুগেও সমস্যা সমাধানকল্পে শিক্ষাবিদগণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেন? তার কারণ শিক্ষা নিজেই একটি গতিশীল প্রক্রিয়া।

তাই আমরা দেখব মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় তাঁরা দেশ কালের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আদিম মনুষ্যসমাজ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত শিক্ষার লক্ষ্যের ধারাবাহিক আলোচনা প্রয়োজন।

শিক্ষার বিবর্তন (Evolution of Education)

শিক্ষার আদিপর্বে আদিম মনুষ্য সমাজে শিক্ষাদান কোনো সচেতন প্রয়াস হিসেবে গণ্য হত না। শিক্ষা ছিল অনিয়ন্ত্রিত ও অসংগঠিত। জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার তাগিদে এবং আত্মসংরক্ষণের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে আপনা আপনি মানুষ কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করত। তাই ছিল তার শিক্ষা।

শিক্ষা তখন সচেতন প্রক্রিয়া ছিল না। দল হিসেবে মানুষ যখন বাস করতে শিখল তখন দলের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সুষ্ঠু অভিযোজনের প্রয়োজনে শিক্ষার লক্ষ্য হল, ব্যাবহারিক দক্ষতা অর্জন করা, যাতে করে দলের সঙ্গে সার্থক সংগতিবিধান করে বেঁচে থাকতে পারে। তখন শিক্ষা ধীরে ধীরে সচেতনভাবে লক্ষ্যমুখী হল। সমাজে দল বা গোষ্ঠীর সংখ্যা যত বাড়তে থাকলে, শিক্ষা—সমাজ বা গোষ্ঠী বা উপজাতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকল।

এক সময় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিল পুরোহিত সম্প্রদায়। বিভিন্ন ধর্মাচরণের মাধ্যমে শিক্ষার বিভিন্ন পর্ব শুরু করার প্রয়াস নজরে পড়ল। সমাজের অগ্রগতির এই পর্বে এবং পরে দেখা গেল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রতি নজর না দিয়ে সমাজের নির্দেশিত কতকগুলি আদর্শ জোর করে ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা—যাতে সে গতানুগতিক পথে সেই আদর্শকে অনুসরণ করতে পারে। একেই বলা হত শিক্ষা এবং এই শিক্ষাদান প্রয়াসে ব্যক্তির চাহিদার কোনো মূল্যই দেওয়া হত না।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল ধর্ম নিয়ন্ত্রিত। হিন্দুধর্মের উপলব্ধি হচ্ছে পরমাত্মা অবিনশ্বর এবং অসীম। ব্যক্তি সেই পরমাত্মার সসীম অংশ এবং নশ্বর। সমগ্র বিশ্বজগৎ পরম ব্রহ্মের বিচিত্র প্রকাশ। সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম। আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে নিজের অন্তরে এই 'পরমাত্মা' বা 'ব্রহ্মের' উপলব্ধি এবং সমগ্র বিশ্বজগতের পরম বৈচিত্র্যের মধ্যে সেই এককে অনুভব করাই ছিল শিক্ষার পরম লক্ষ্য। বলা বাহুল্য এই শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

পাশ্চাত্যদেশে শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল এ সম্পর্কে জানতে প্রথমেই গ্রিসদেশের শিক্ষার লক্ষ্য কী ছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করতে হয়। কারণ গ্রিসদেশ ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। এই দেশেও বিভিন্ন নগররাষ্ট্রে শিক্ষার লক্ষ্যের বিভিন্নতা ছিল। গ্রিসদেশের রাষ্ট্র স্পার্টায় ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো মূল্য ছিল না। এই রাষ্ট্র প্রায়ই বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হত। আত্মরক্ষার তাগিদে সমগ্রজাতিকে যোদ্ধাজাতি রূপে গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার লক্ষ্য ছিল বাড়ি থেকে বহু দূরে বিভিন্ন শিবিরে রেখে যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া—যাদের শক্ত দেহে শক্ত মন তৈরি হবে এবং যারা তৈরি হবে কুশলী এবং সাহসী সেনানীতে এবং যারা একমাত্র যুদ্ধ জয় ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরবে না—এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হবে। সেখানে সমাজ কল্যাণের কাছে ব্যক্তি কল্যাণকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষায় ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার কোনো স্থান ছিল না। এ শিক্ষা ছিল দৈহিক ও নৈতিক। এতে জ্ঞানচর্চা এবং সৌন্দর্যচর্চার বিশেষ সুযোগ ছিল না।

পারশ্য নগররাষ্ট্র এথেন্সে আবার ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বার্থ [illegible] জীবনে ব্যক্তিগত উন্নতিলাভকে সমাজের দাবির উপর স্থান দেওয়া হয়েছে। তাই ব্যক্তির আত্মোন্নতি, ব্যক্তির চেতনার উৎকর্ষসাধন, ব্যক্তির মধ্যে যা কিছু ভালো তার বিকাশসাধনই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য। তখন সোফিস্ট নামে একদল শিক্ষকের আবির্ভাব হল। তাঁরা বললেন, "যে ব্যক্তিমানুষই হবে সকল বিষয়ের মাপকাঠি" ("Man is the measure of all things")। ব্যক্তির আত্মোন্নতির বাইরে কোনো শাশ্বত মূল্যবোধ থাকতে পারে না। তাঁদের মতে সত্য অবিনশ্বর নয়, নিত্য পরিবর্তনশীল। তাঁরা তাই সমাজের প্রতি দায়িত্বকে প্রায় অস্বীকার করে ব্যক্তিকল্যাণকেই শিক্ষার আদর্শ বলে গ্রহণ করলেন।

সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল প্রমুখ গ্রিক মনীষীগণ সোফিস্টদের এই উগ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করতে পারেননি। সক্রেটিস বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজেকে

জানতেই হবে (Know thyself)। চিন্তা, যুক্তির সাহায্যে আত্মজিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে চিরন্তন জ্ঞান লাভ করতে হবে। এইভাবে জ্ঞানার্জন ও আত্মজিজ্ঞাসা হবে শিক্ষার লক্ষ্য। কারণ তাহলেই ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারবে।

অর্থাৎ, শুধু আত্মোন্নতি নয়, এমন আত্মোন্নতি যার ফলে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করা যাবে। প্লেটো বলেছিলেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্ভাবনার আবিষ্কার যাতে করে ওই সম্ভাবনা অনুযায়ী তার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশসাধন সম্ভব হয়। অ্যারিস্টট্‌ল ব্যক্তির বুদ্ধিগত, চরিত্রগত উন্নতি সাধনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনকেই জীবন ও শিক্ষার লক্ষ্য বলে স্থির করেছিলেন।

প্রাচীন রোমান সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক। প্রাচীন রোমকগণ গ্রিকদের মতো চিন্তাশীল, জ্ঞানপিপাসু ও সৌন্দর্যের পূজারি ছিল না। তাঁদের চিন্তাধারা ছিল একেবারেই বস্তুতান্ত্রিক। ব্যাবহারিক জগতে বাস্তব সাফল্যলাভই তাদের চরম কাম্য।

শিক্ষার লক্ষ্যও এই চিন্তাধারা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়েছিল এবং শিক্ষার লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ জীবনমুখী। আদর্শ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতিলাভের জন্য যেসব যোগ্যতা ও গুণাবলি আবশ্যিক, সেগুলি অর্জন করাই ছিল রোমক শিক্ষার আদর্শ। এককথায় আদর্শ নাগরিক সৃষ্টিই ছিল শিক্ষার লক্ষ্য।

মধ্যযুগে শিক্ষাব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হল। খ্রিস্টধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে ধর্ম অনুশাসিত শিক্ষার লক্ষ্য হল সর্বাত্মক শৃঙ্খলা। শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে স্থির হল সমাজজীবনে, নৈতিকজীবনে এবং বৌদ্ধিকজীবনে সর্বত্র কঠোর শৃঙ্খলা আনয়ন। জীবনের এই শৃঙ্খলার মান নির্ধারিত হল ধর্মীয় গোঁড়ামির দ্বারা। বলা হল ইন্দ্রিয় সুখ বিসর্জন, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়ে অনাগত অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাই [illegible] আশা, আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ সর্বপ্রকারে অবদমিত হল। এককথায় ধর্মের কঠোর অনুশাসনে মানবধর্মের অবলুপ্তি ঘটল। শিক্ষাক্ষেত্রে অনুশাসন, অবদমন প্রাধান্য পেল।

মানুষের জীবনে সর্বক্ষেত্রে যাজকশ্রেণির আধিপত্যের বিরুদ্ধে, জীবনধর্মের সর্বব্যাপী এই অবদমনের বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহ করল রেনেসাঁ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এই নবজাগরণের ফলে যে শিক্ষামতবাদের উদ্ভব হল, তার নাম হল মানবতাবাদ (Humanism)। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ দান করা যাতে করে তার সর্বতোমুখী ও স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশ সম্ভব হয়। নবশিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য হল সমকালীন সমাজজীবনে সক্রিয় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন।

কালক্রমে শিক্ষায় এই মানবতাবাদের অবনতি হল। পরবর্তীকালে মানবতাবাদী এই শিক্ষা একেবারে কৃত্রিম, ভাষাসর্বস্ব, গতানুগতিক, প্রথাগত এবং রোমান বাগ্মীদের বাগভঙ্গি অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হল। ইউরোপের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানবতাবাদ কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

এই কৃত্রিম শিক্ষার বিরুদ্ধে সতেরো শতকে **বেকন** ও **কমেনিয়াস**-এর নেতৃত্বে **বাস্তববাদ (Realism)** আন্দোলন দেখা দিল। তাঁরা বললেন সকল দুর্নীতির মূলে অজ্ঞানতা। তাই শিক্ষার মাধ্যমে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে সুসংহত করে বিশ্বজ্ঞানের বিন্যাস এবং প্রচার করতে হবে। কমেনিয়াস ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা ও তার মানসিক বিকাশকে উপেক্ষা করেননি। তাঁর শিক্ষালাভের একমাত্র উপায় আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং জীবনের চরম লক্ষ্য হল এর মাধ্যমে পরমেশ্বরের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা।

ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, বিভিন্ন কারণে শিক্ষাব্যবস্থার খুব একটা উন্নতি হল না। এই সময় **জন লক** ***(John Locke)*** মানসিক শৃঙ্খলাতত্ত্বের (Theory of mental discipline) প্রচার করেন। তিনি বলেন মন কতকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ মানসিক বৃত্তি তথা শক্তির সমষ্টি মাত্র।

বিভিন্ন বিষয়বস্তু চর্চার ফলে বিভিন্ন এই মানসিক শক্তির উৎকর্ষণ সম্ভব। মানসিক শক্তির উৎকর্বণের জন্যই পাঠক্রমে গণিত, ইংরেজি, লাতিন প্রভৃতি বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। লক্-এর মত অনুযায়ী "সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরি" (Creation of sound mind in sound body) শিক্ষার লক্ষ্য হলেও এই তত্ত্ব শিশুমনকে উপেক্ষা করে একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা বাইরে থেকে তার উপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

আঠারো শতকে সর্বপ্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্বোধন হল। তৎকালীন দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক সামাজিক জীবনে জনগণ ছিল অত্যাচারিত, স্বাভাবিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। শিক্ষাজগতে ছিলেন বেত্রহস্ত শিক্ষক আর ছিল বিষয়বস্তুর প্রাধান্য। শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, প্রয়োজন ও সামর্থ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হত।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর উপর সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন ফরাসি চিন্তানায়ক ও দার্শনিক রুশো ***(Rousseau)***। তিনি বললেন, "প্রকৃতির স্রষ্টার হাত থেকে যা কিছু আসে তা সবই সৎ এবং মঙ্গলময়; কিন্তু মানুষের হাতে পড়ে তাদের বিকৃতি ঘটে" (Everything is good as it comes from the hands of the Author of nature; but everything degenerates in the hands of man.)।

অতএব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর প্রকৃতিকে অবহেলা করা চলবে না। বয়স্ক পরিকল্পিত কৃত্রিম জ্ঞানের বোঝা বাইরে থেকে শিশুমনের উপর চাপিয়ে

দেওয়া চলবে না। কৃত্রিমতাবর্জিত নিসর্গ পরিবেশে পরিপূর্ণ শিশুসুলভ জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতা অবলম্বন করে শিশুপ্রকৃতির স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশই হল প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য।

রুশোর মতানুসারী শিক্ষায়, প্রকৃতিবাদের (Naturalism) আবির্ভাব ঘটল। রুশোর এই শিক্ষামত থেকেই আধুনিক শিক্ষার সূত্রপাত হল। শিক্ষাজগতে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠা হল। তাই রুশোকে বলা হল আধুনিক শিক্ষার জনক (Father of modern education)।

রুশোর উত্তরসূরি **পেস্টালৎসি** *(Pestalozzi)* শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করতে প্রয়াসী হলেন। তিনি বললেন যে, শিশুর সহজাত শক্তি সম্ভাবনার সামগ্রিক স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ এবং সম্পূর্ণতা লাভই শিক্ষার চরম লক্ষ্য।

শিক্ষাবিদ **হার্বার্ট** *(Herbart)* ঘোষণা করলেন যে, চরিত্র গঠনই শিক্ষার চরম আদর্শ।

ফ্রয়েবেল *(Froebel)* ছিলেন অধ্যাত্মবাদী। তাঁর মতে, স্বতঃস্ফূর্ত সৃজনশীল কাজকে আশ্রয় করে শিশুর আত্মবিকাশ এবং তার মাধ্যমে নিজ অন্তরে আগে থেকেই বর্তমান সুপ্ত পরমাত্মার উপলব্ধি, বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অনুভব করাই শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে গণ্য করা উচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিজ্ঞানজগতে উন্নতি ঘটলেও শিক্ষাজগতে বিজ্ঞান স্বীকৃতি লাভ করেনি। **হার্বার্ট স্পেনসার** *(Herbert Spencer)* প্রথম সেই স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বললেন যে ভবিষ্যতে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতিসাধনই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রধানত বিজ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সভ্য জীবনের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

যে শিক্ষা ভবিষ্যৎজীবনে বিশেষ কাজে লাগে না সে শিক্ষা, শিক্ষাই নয়। স্পেনসার-এর মতবাদে শিশুর স্বাভাবিক শক্তি, প্রবণতা অবহেলিত হয়েছে। তার বর্তমান জীবন অপেক্ষা ভবিষ্যৎ জীবন অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছে।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাধারা প্রধানত সমন্বয়ধর্মী। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ এবং সামাজিক আচরণ দক্ষতা অর্জনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা আধুনিক শিক্ষার এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই সমন্বয়ের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন প্রয়োগবাদী আমেরিকান শিক্ষাবিদ **জন্ ডিউই** *(John Dewey)*। তিনি শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগস্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে এই ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার লক্ষ্য যুগে যুগে দেশে দেশে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের দ্বারা বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

4.1.3 জ্ঞান, ক্ষমতা, সামাজিক কাঠামো, জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব (Knowledge, Power, Social Structure, Sociology of Knowledge)

1. জ্ঞান ও ক্ষমতা (Knowledge and Power)

শিক্ষার প্রধান কাজ হল জ্ঞান সঞ্চালন। ফলস্বরূপ ধরে নেওয়া হয়েছে যে বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের মাধ্যমে বিজ্ঞান, কলা, ইতিহাস, গণিত এবং জ্ঞানের অন্যান্য শাখা জ্ঞানতত্ত্বের বিবেচনা (Epistemological Considerations)-য় যা যথার্থ মনে করবে তাই শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করবে। তবে বর্তমানে একদল শিক্ষাশ্রয়ী সমাজতত্ত্ববিদের চিন্তার আলোড়নের ফলে জ্ঞান ও পাঠক্রম নিয়ে নিরন্তর গবেষণায় বিদ্যালয়ে সরবরাহকৃত জ্ঞানের নিরপেক্ষতা (Neutrality) নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এবং জ্ঞান সরবরাহের সামাজিক প্রেক্ষিতকেও গুরুত্ব দিতে বলা হচ্ছে। "মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী যে-কোনো যুগে শাসকশ্রেণির চিন্তাভাবনাই শাসনে প্রাধান্য পাবে এবং সেটিই হবে শাসন করার বৌদ্ধিক ক্ষমতা।" (In each epoch the thoughts of the ruling class are the ruling thoughts: *i.e.* that is the ruling material power of society is at the same time its ruling intellectual power)।

এ কারণে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের পরম যথার্থতা (Absolute validity) থাকতে পারে না। জ্ঞান হল সমাজ গঠনে প্রাধান্যমূলক শক্তি বা ক্ষমতার প্রতিনিধিত্বমূলক বিষয়। পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া মানে তখন পৃথিবীতে প্রকাশিত সমস্ত খবর/সংবাদ/সত্য নিজে অধিগত করা নয়। ক্ষমতাবান অন্যে (শাসক)র চোখ দিয়ে দেখে বা শাসনাধীনে থেকে অধিগত করা।

পাঠক্রমের মাধ্যমে কোন্ জ্ঞান সঞ্চালিত করা হবে এবং কীভাবে তা হবে এই সব কিছু কেবল জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemological bases) অনুযায়ী স্থিরীকৃত হয় না, জ্ঞান সঞ্চালন অনেকটাই নির্ভর করে চলমান বাস্তব সমাজ সম্পর্কের নিরিখে আদর্শ স্থাপনকারী বিষয় বা মূল্যবোধের (Normative or value premises) কিছু প্রেক্ষিতের উপর। এগুলি এমনভাবে স্থির করা হয় যাতে শিক্ষা বিশেষ বিশেষ সমাজের স্বার্থরক্ষাকারী জ্ঞান সরবরাহে কাজে লাগে। সেজন্য শিক্ষা হল প্রথমত এবং প্রধানত একটি রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং পাঠক্রমের বিষয় হল বৌদ্ধিক এবং রাজনৈতিক কৌশলে সেগুলি চালনা করা।

'Ideology and Curriculum' বইতে Prof. Apple, M.W যুক্তি দিলেন যে শিক্ষাকে অবশ্যই রাজনৈতিক ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং সমাজে কতকগুলি পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এটিকে দেখতে হবে। বৃহত্তর সমাজে ক্ষমতার অসম সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ভিত্তিতে যে শোষণ, বশ্যতা, প্রাধান্য সৃষ্টি হয় তার নিরিখে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তার জাঁতাকলে পড়ে যে শিক্ষা তাকে ঠিকভাবে বুঝতে হবে। তাঁর মত অনুযায়ী 'জ্ঞান ও ক্ষমতা' (Knowledge and power)-র সম্পর্কের উপর আলোকপাত করতে হবে।

কারণ দেখা গেছে যে কোনো সমাজ রূপান্তরে সাংস্কৃতিক সংগ্রামে (Cultural struggles)-র একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্ররা একটি পাঠ্যবিষয় কতটা আয়ত্ত করল এবং পরীক্ষায় কতটা ভালো করল তার চেয়ে অন্য কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আমাদের কাছে জরুরি।

জ্ঞানের উৎস কী? (Whose knowledge is this?) এই জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান সংগঠন এবং জ্ঞান শিক্ষণের সম্পর্ক (Relationship) কতটা? এবং কার এই সমাজে সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূলধন বর্তমান? কারা এই legitimate knowledge থেকে উপকৃত হয় এবং কারা হতে পারে না?

সমালোচক, বিশ্লেষক শিক্ষাবিদ এবং সক্রিয় কর্মী হিসেবে আমরা কীভাবে চালু থাকা বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রের এবং সমাজের অসাম্য দূর করে সামাজিক দিক থেকে ন্যায্য পাঠক্রম এবং শিক্ষণ প্রথা সৃষ্টি করতে পারি।

2. জ্ঞান ও সামাজিক কাঠামো/জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব
(Knowledge & Social Structure/Sociology of Knowledge)

Prof. Apple দেখালেন যে, পরিকাঠামোমূলক ব্যবস্থা—প্রতিষ্ঠানসমূহ, জনগণ, উৎপাদনের পদ্ধতি বণ্টন এবং ভোগ (Consumption) যেভাবে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়—তা নিয়ন্ত্রণ করে বিদ্যালয়, শিক্ষণ, পাঠক্রম সংক্রান্ত সাংস্কৃতিক জীবনকে। বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় এমন 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত' জ্ঞান, জ্ঞান নির্বাচন নীতি ও সংগঠন, শিক্ষণের সাফল্য মাপতে মূল্যায়নের নীতি এবং উপায়সমূহের মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক (Dialectical relationship) বর্তমান।

বিদ্যালয়গুলি সচেতনতার এমন সৃজন ও পুনঃসৃজন ঘটায় যার ফলে বাহ্যিক প্রাধান্যমূলক কৌশল প্রয়োগের সাহায্য নিয়ে প্রভুত্বমূলক কোনো গোষ্ঠীর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের দরকার পড়ে না। অধিকন্তু ***Samuel Bowles*** এবং ***Herbert Gintis*** প্রমুখ সমাজতত্ত্ববিদ অর্থনৈতিক উপাদানের ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন যেমন বিদ্যালয়ে গতিশীলতা, নির্বাচন, শ্রেণীবিভাজনের পুনরুত্থান ইত্যাদি এবং মত দিয়েছেন যে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা কৃত সচেতন অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল কার্যকলাপ (Economic manipulation) হল বিদ্যালয় পাঠক্রমের নির্ধারণের উপাদান। ***Young, Bernstein*** এবং অন্যান্যরা স্বীকার করেছেন যে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে জ্ঞানের গঠন এবং প্রতীক (Structure of knowledge and symbol) সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতিসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটাই হল পাঠক্রম পরিকল্পনা ও সংগঠনের কেন্দ্র পরিধিমূলক কথোপকথনের (Centre periphery dialogue) মূল কথা।

জ্ঞান এবং বিদ্যালয় পাঠক্রমের সামাজিক নির্ধারক সম্পর্কিত এই মতবাদগুলি যখন খুবই বিতর্কিত তখন এটিও অস্বীকার করা যায় না যে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহের মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক বিবেচনা নিহিত আছে—

(i) শিক্ষা সংক্রান্ত জ্ঞান (Educational knowledge) কাকে বলা যায় এবং কেন?

(ii) বিদ্যালয় পাঠক্রমে কী পরিবর্তন দরকার এবং কেন? এবং

(iii) কীভাবে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম পরিকল্পিত হবে যাতে সকল শিক্ষার্থীর জ্ঞানক্ষেত্রে সম প্রবেশাধিকার (Equal access to knowledge) থাকে?

এই সব বিতর্কিত বিষয়ের সমাধানের গুণমান পাঠক্রম বিশেষজ্ঞগণের নিরবচ্ছিন্ন অন্বেষণের উপর নির্ভরশীল।

এইভাবে আমরা নজরে রাখি যে আমাদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন সামাজিক বিবেচনার বিষয় আছে যেগুলি বিদ্যালয় পাঠক্রমের ধারণা, বিষয়বস্তু এবং সংগঠনকে প্রভাবিত করে।

শুরুতেই বলা যায়, পাঠক্রম এমন একটি বিষয় (Device) যাতে সমাজ, সংস্কৃতিগত মূল্য আছে সে রকম যোগ্য বিষয়—যেমন, জ্ঞান, মূল্যবোধ, বিশ্বাসকে সঞ্চালিত করার জন্য ব্যবহার করে। এই পাঠক্রমকে বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য বহুত্ববাদী সমাজ এটিকে এমন উপাদানসমূহ দিয়ে নির্মাণ করার চেষ্টা করে যা বিবিধ উপ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিদ্যমান থেকে সমাজের সম্পূর্ণ সংস্কৃতি (Total Culture)-এর দিশা দেখাতে পারে এবং যেখানে বিভিন্ন উপ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সংস্কৃতিও যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকে।

পাঠক্রমের ছক (Design) এমনভাবে হওয়া উচিত যে এটি নিম্নশ্রেণির সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটাবে না। সংস্কৃতি সঞ্চালনের নামে এটি মধ্যবিত্তসুলভ মূল্যবোধগুলির উপর কর্তৃত্ব ফলাবার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। পরন্তু এটি জ্ঞানের বিতরণ ও বিচ্ছুরণের প্রভাবকারী সামাজিক উপাদানগুলিকে রক্ষা করবে এবং শক্তিশালী করবে।

4.2 পাঠক্রমে মেধাতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র (Meritocracy and Elitism in Curriculum)

4.2.1 গুণতন্ত্র বা মেধাতন্ত্র (Meritocracy)

গুণতন্ত্র (Meritocracy) একটি সমাজব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যক্তিগণ নিজ সামর্থ্য ও প্রচেষ্টা অনুযায়ী পুরস্কার অর্জন করে নেয় (Earn rewards)। এটি হল যোগ্যতা ও গুণ অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। গুণতন্ত্র হল উৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা (Heritocracy is a system of governance led by the people of merit)। এখানে বৃহত্তর অর্থনীতি ও সমাজের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে একজনের ভাগ্য তার সামর্থ্য, প্রতিভা ও প্রচেষ্টার উপর ভর করে গড়ে উঠতে পারে। প্রতিভা বা গুণতন্ত্র (Meritocracy) ব্যক্তি সাফল্যে উদ্‌বোধক হিসেবে কাজ করে বা আদতে সমাজের সম্মিলিত অগ্রগমন এবং সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিগত গুণ/প্রতিভা অনুযায়ী সমান বা যুক্তিগ্রাহ্য

সাফল্যের সুযোগ আছে এই পূর্বানুমানের উপর ভিত্তি করেও ক্ষমতা ও সম্পদের তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হতে পারে। উপরন্তু মেধাতান্ত্রিক মূল্যবোধ (Meritocratic values) বাহিত এবং বহনকারী সৈতিক শাসন প্রশ্ন করতে পারে যার ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক উভয় মূল্যই বর্তমান।

বহু রকম ভিন্নতা সত্ত্বেও মেধাতন্ত্রকে একটি আদর্শ ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। আদর্শ পরিবেশের জন্য মেধাতন্ত্রের সাথেই মূল্য আছে। সাম্য (Equality) ব্যক্তিগত গুণাবলির উপর নির্ভরশীল হলেও উত্তরাধিকার, বিবাহ, দলে অনুমোদন (Group affiliation) ও অন্যান্য নানা সম্ভাব্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সাম্যের ধারণা বদলাতে পারে।

4.2.1.1 শিক্ষায় মেধাতন্ত্র (Meritocracy in Education)

বিদ্যার্জন এবং শিক্ষা সম্পাদন মেধা নির্ণয়ে প্রধান বিষয় হিসেবে কাজ করে এবং অনেকেই মনে করেন শিক্ষা শিক্ষার্থীর লাভজনক চাকরির সুযোগ বাড়িয়ে দেয় এবং এই কারণে শিক্ষা সমাজের গতিশীলতা নির্ণয়ে স্বচ্ছ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়। বিদ্যালয়গুলি সম্পদ পুনর্বণ্টনের কেন্দ্রীয় স্থান হয়ে ওঠে।

মেধাতন্ত্রের প্রবক্তাদের কেউ কেউ বলেন সামাজিক-অর্থনৈতিক মর্যাদা নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষাগত প্রতিভা (Academic Taient) বর্তমান। সে কারণে দেখা যায় পরিমিত সম্পদের অধিকারী শিক্ষায় অগ্রবর্তী একজন শিক্ষার্থী ধনী অথচ শিক্ষায় অনুচ্চ মানের একজন শিক্ষার্থীর চেয়ে জীবিকায় প্রবেশে বেশি সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষারম্ভের গোড়া থেকেই প্রত্যেক শিশুকে সমসুযোগ দিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অনায়াসেই নির্বাচন করতে পারে কারা উন্নত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারে, কারাই বা নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

বহু আগে থেকেই আমরা দেখি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ যেসব ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষায় সাফল্যের মেধাতান্ত্রিক নায়কোচিত পুরস্কৃত করে। অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক [illegible] পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের বিদ্যালয়ে থাকা কিছু প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের অন্বেষণে এবং তাদের উন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্যর্থ হয়।

Apple M W বলছেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছাত্রছাত্রীরা তাদের পরিবার ও সমাজ থেকে যে সামাজিক মূলধন নিয়ে আসে তা অনুমোদন করে। ফলে সামাজিক অসাম্য (Social inequality) জন্ম নেয় এবং সমৃদ্ধদের বাড়তি সুযোগসুবিধার প্রবহমানতা সুরক্ষিত হয়। The American Dream and the Power of Wealth-এ ***H B Johnson*** স্বীকার করেছেন প্রতিভার মতবাদ (The ideology of meritocracy) শিক্ষার এই অসাম্য ও কুফলকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে চায় না।

মেধা একটি ঐতিহাসিক বিষয় যা সেইসব ব্যক্তির মূল্যবোধ ও আগ্রহের প্রতিফলন ঘটাতে সামাজিকভাবে সংগঠিত হয় যাদের নির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রাতিষ্ঠানিকরণের ক্ষমতা বর্তমান।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রতিপাদন, জ্ঞান ও সামর্থ্যসমূহের উচ্চ প্রশংসা করে এবং সম্পাদনকৃত বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা ও মূল্য সংস্কৃতি ও বাজারচলতি আগ্রহের সঙ্গে নিয়ত ওঠানামা করে। এ কারণে গতানুগতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তৈরি মেধাসম্পদ আধুনিক বাজারে অনেক সময়েই সঠিক দাম পায় না।

বিভিন্ন রাষ্ট্র যারা অগ্রবর্তী রাষ্ট্র বলে পরিচিত দেখা যায় তারা তাদের পাঠক্রমের মানকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরও চাহিদা পূরণে অগ্রসরমান করেছে এবং জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (Public Institution)-র শিক্ষকদের গুণমানের উন্নতি ঘটিয়েছে। ফলে শিখনের মান বেড়েছে। এই সব রাষ্ট্রের অধিকাংশই কল্যাণকর রাষ্ট্র যারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনামূল্যে অথবা অতি অল্প খরচে জনস্বাস্থ্য প্রকল্প এবং শিক্ষাগত উপকরণ এবং উপকারিতা (Benefits) গুলির জোগান দেয় এবং সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা সম্পন্ন নয় অথচ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত সম্পদের ব্যবস্থা করে দেয়।

এই রকমই এক দেশ হল ফিনল্যান্ড (Finland)। "Finnish Lessons: What can the World Learn from Educational Change in Finland?" গ্রন্থে ***Pasi Sahlberg*** (2011) মন্তব্য করেছেন যে ফিনল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্যের চাবিকাঠি হল এই দেশে শিক্ষায় পাঠক্রম ও শিক্ষণের উৎকর্ষতা, সর্বজনীন সামাজিক সুবিধার প্রাপ্তব্যতা এবং নিম্নমানের সম্পাদনযুক্ত তুলনায় কম সুবিধাপ্রাপ্ত (Underperforming and comparatively underprivileged) শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য উদ্দিষ্ট সহায়তার ব্যবস্থা করা। ***Sahlberg*** ফিনিশ শিক্ষা ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন এর ভাবসত্তা (Ethos) সহযোগিতা, যূথবদ্ধতা, সাম্য ও বিশ্বাস (Co-operation, collaboration, equality and trust)-কে উর্ধ্বে তুলে ধরে। যার ফলস্বরূপ ফিনিশ ব্যবস্থায় একটি আপ্তবাক্য বেশি জোর পায়, "Real winners don't c[illegible] 'সমসত্ত্বতা' (Homogeneity) বেশি জোর পায়।

4.2.2 অভিজাততন্ত্র (Elitism)

অভিজাততন্ত্র (Elitism) হল একটি বিশ্বাস বা মনোভাব (Belief or attitude) যা 'Elite' তৈরি করে। 'Elite' হল উচ্চ, উন্নত বংশধারা বিশিষ্ট, মৌলিক গুণ অথবা মর্যাদাসম্পন্ন, উচ্চবুদ্ধি, সম্পদ, বিশেষ প্রশিক্ষণ অথবা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একদল মানুষ যাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব সমাজে অন্যদের অপেক্ষা বেশি; কোন্ বিষয়ে বা ঘটনায় যাদের মতবাদ বেশি প্রাধান্য পায়, সার্বিকভাবে যাদের মত সমাজের গঠনমূলক বিষয়ে কাজে লাগে এবং যাদের অনন্য দক্ষতা, সামর্থ্য অথবা প্রজ্ঞা তাদের দেশ বা সমাজ বা কোনো কাজ পরিচালনায় যথেষ্ট সক্ষম করে তোলে।

('**Elitism**' is the belief or attitude that some individuals form an 'elite'—a select group of people with a certain ancestry, intrinsic quality or worth, high intellect, wealth, specialized training or experience, or other distinctive attributes—are those whose influence or authority is greater than that of others; whose views on a matter are to be taken more seriously or carry more weight, whose views or actions are more likely to be constructive to society as a whole; or whose extraordinary skills, abilities, or wisdom render them especially bit to govern.)

'এলিটিশম' বলতে আবার এক পরিস্থিতিকে বোঝানো যায় যেখানে ক্ষমতা উচ্চকোটির সেরা কয়েকজন লোকের হাতে সীমাবদ্ধ থাকে। 'এলিটিশম'-এর বিরোধী তত্ত্বগুলি হল সাম্যবাদ (Egalitarianism), পপুলিজম (Populism), বহুত্ববাদে (Pluralism)-র রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহ। বহুত্ববাদে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীসমূহ স্বতন্ত্র ঐতিহ্য বজায় রেখে চলে। এলিট তত্ত্ব হল সমাজে এলিটদের প্রভাবগত সামাজিক বা পৌরবিজ্ঞান (Political science) গত বিশ্লেষণসমূহ। এলিট তত্ত্বে বিশ্বাসী তাত্ত্বিকগণ বহুত্ববাদকে কাল্পনিক অবাস্তব, অকার্যকরী ধারণা বলে মনে করেন। 'এলিটিশন' সামাজিক শ্রেণিকরণে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

সমাজের উচ্চশ্রেণির/কোটির লোকজনকে সামাজিক অভিজাতশ্রেণি (Social elite) বলে পরিচিতি দেওয়া হয়। 'এলিটিশম' পদটিকে এমন পরিস্থিতি বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে একদল লোক উচ্চ সামর্থ্যের অধিকারী হয় এবং এর জন্য অন্যদের তুলনায় অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে। এই প্রকার 'শ্রেষ্ঠত্ববাদ' (Elitism) কে 'প্রভেদীকরণ' বা বৈষম্যে (Discrimination)-র সৃষ্টিকারী বলে দেখা হয়।

4.2.2.1 অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Elitism)

'এলিট' বলতে এক ব্যক্তি বা একদল ব্যক্তি যে বা যারা সমাজের উচ্চতর শ্রেণির সদস্য তাকে বা তাদেরকে বোঝায়। সম্পদ উচ্চশ্রেণির নির্ধারক। এলিট তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন সম্পদ ছাড়া এই শ্রেণির ব্যক্তিদের কতকগুলি বিশেষত্ব থাকতে পারে। সেগুলি হল একটি বিশেষ বিষয়ে বা ক্ষেত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য, অবদান, স্বার্থত্যাগে (Dedication)-র বিস্তৃত ইতিহাস, কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

এলিটগণ যেসব সমাজব্যবস্থা চান সেগুলি হল মেরিটোক্র্যাসি, টেকনোক্র্যাসি এবং সংস্কারপন্থী গণতন্ত্র (Radical Democracy)-র রাজনৈতিক সাম্যবাদে (Political Egalitarianism)-র বিরুদ্ধে ধনিকরাজ (Plutocracy)।

এলিটগণ আরও বিশ্বাস করেন যে, কতিপয় ব্যক্তিই যাঁরা উচ্চমার্গের তাঁরাই সমাজ পরিবর্তন করতে পারেন। 'সমাজ পরিবর্তন' করা অগণিত সাধারণ মানুষ যারা শুধু ভোট দেয় এবং এলিটদের ক্ষমতায় আনে তাদের কর্ম নয়।

এলিটগণ মনে করেন, সাধারণ জনতা নিদারুণভাবে ক্ষমতাহীন এবং এলিটগণ তাদের যে-কোনোভাবে চালিত করতে পারেন। 'Elite'-এর সম অর্থের শব্দ (Synonyms) হিসাবে 'উচ্চশ্রেণি' (Upperclass) অথবা 'অভিজাত শ্রেণি' (Aristocratic) ব্যবহারের কথা আছে।

এই কারণে 'এলিট স্কুল' (Elite School) বলতে বোঝায় একটি স্কুল যা সম্পদশালী ছাত্রছাত্রীর জন্য তৈরি এবং যেখানে সকলের প্রবেশাধিকার সীমিত।

4.2.2.2 ভারতীয় পাঠক্রমে মেধা ও অভিজাততন্ত্রের অবস্থান (Meritocracy and Elitism in Indian Curriculum)

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। এর ইতিহাস সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং অন্যান্য বিষয় যা জাতীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য পাঠক্রমে এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থাকবে। ভারতের বৈশিষ্ট্য যেমন লিঙ্গের প্রতি সমভাব, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক বাধা দূর করা, ছোটো পরিবার, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন প্রভৃতি মূল্যবোধের উপর গুরুত্বদান করতে হবে। সবরকম শিক্ষামূলক কাজে গুরুত্ব পাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও শান্তির বার্তা, বিশের যাবতীয় বিষয়গুলির মধ্যে বোঝাপড়া ও সমগ্র বিশকে একটি পরিবার হিসেবে দেখা। এর ফলে জাতীয় পাঠক্রম 2005-এ যে রূপরেখা নির্ণয় করা হল সেগুলি হল—

(i) বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সঙ্গে জ্ঞানকে যুক্ত করা।

(ii) অর্থহীন মুখস্থ পদ্ধতিকে বাতিল করে শিখনকে নিশ্চিত করা।

(iii) তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতার পরিবর্তে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা।

(iv) পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিশুর যেন সার্বিক বিকাশ ঘটে সে দিকে লক্ষ রেখে পাঠক্রমকে সমৃদ্ধ করা।

(v) পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরও নমনীয় করা।

(vi) দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার [illegible] তার পরিচর্যা করা।

NCF 2005-এ পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে 8টি ভাগের কথা বলা হয়েছে—1. ভাষা, 2. গণিত, 3. বিজ্ঞান, 4. সমাজবিজ্ঞান, 5. শিল্পশিক্ষা, 6. স্বাস্থ্য এবং শারীরশিক্ষা, 7. কাজ ও শিক্ষা এবং 8. শান্তির জন্য শিক্ষা।

এই শিক্ষা সকলের জন্য সাধারণ। এতে প্রবেশাধিকার শুধুই মেধা (Merit) ভিত্তিক নয়। অভিজাত সম্প্রদায় (Elite) ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই, এটি ভাবাও বাতুলতা। শিক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা এসে প্রবেশ করে যাদের মেধা আছে তারাও যেমন পড়তে আসে, অভিজাত শ্রেণির বাড়ি থেকেও আসতে পারে। একেবারে সাধারণ পিছিয়ে পড়া অঞ্চল এবং নিম্নবিত্ত সম্প্রদায় থেকেও তারা আসে।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার অধিকার আইন (RTEA 2009)-এ এটি আরও নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষাকে ধীরে ধীরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষার প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশ-পরীক্ষার মাধ্যমে প্রবেশের সুযোগ নিতে হয়। এখানেও তপশিলি জাতি/উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। তবে প্রবেশের ক্ষেত্রে মেরিট অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা সকল ক্ষেত্রে মেরিট অগ্রাধিকার পায়।

বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে সাধারণ গরিব ঘর থেকে পড়তে আসা ছেলেমেয়েদের অনেকের মধ্যে মেধা থাকতেই পারে। এই মেধা অন্বেষণ করে তাকে পরিশীলিত করে উন্নত করার ব্যবস্থা এখানে অপ্রতুল। গ্রামাঞ্চলে অনেক বিদ্যালয়ে এবং সাধারণভাবে অনেক জায়গায় উন্নত প্রশিক্ষিত শিক্ষক/শিক্ষিকার অভাব। পূর্ণ সময়ের শিক্ষকের অপ্রতুলতা আছে। প্রাপ্তব্য সুযোগসুবিধায় বৈষম্য আছে।

সাধারণত দেখা যায় যারা জন্মসূত্রে উন্নত বংশে জন্মেছে, সম্পদ আছে, অল্প বয়সে পরিবারের কাজে সময় ব্যয় করতে হয় না, মেধা আছে তারাই সফলতার শীর্ষে অবস্থান করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এটি আরও প্রাসঙ্গিক এবং যুক্তিযুক্ত যে সাফল্যের উচ্চ স্থানগুলিতে থাকতে পারা মেধা, কঠোর পরিশ্রম এবং সহজাত দক্ষতার উপর নির্ভরশীল।

সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণ হেতু শিশুদের পরিবারে শিক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটে। এজন্য তারা পড়ার সময় কম পায়। কারণ পরিবারের স্বার্থে তাদের কিছু কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়। এলিট পরিবার থেকে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের এই অসুবিধা নেই। বিদ্যালয় পড়া শেষ করে বহু অর্থ লাগে এমন উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সম্পদ ও মেধার কারণে জায়গা করে নিতে পারে। শিক্ষার অগ্রগতিসম্পন্ন বিজ্ঞান কারিগরি ক্ষেত্রে প্রতিদিন [illegible] ক্ষমতা রাখে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কারিগরি [illegible] মূলত মেধাসম্পন্ন অভিজাতদের দখলে চলে যায়। যদিও এদের গবেষণালব্ধ বিষয় সকলের জীবনেই ভবিষ্যতে কাজে লাগে।

ভারতে মেধার ভিত্তিতে প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা আছে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন নিগম (KVSN) পরিচালিত নবোদয় বিদ্যালয়গুলিতে। এখানে সকল অর্থনৈতিক শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা ভরতির সুযোগ পায়। মেধাই নির্বাচনের মাপকাঠি।

বেসরকারি কিছু উচ্চমানের প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে মেধা ও সম্পদ উভয়ই সমভাবে বিবেচ্য।

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বিষয়গুলিতে কিছু অংশ থাকেই যেখানে বিচরণ করার সুযোগ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরই বেশি।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

মান-2

▶ 'মেধাতন্ত্র' বা 'গুণতন্ত্র' কাকে বলে? **(What is meritocracy ?)**

Ans. গুণতন্ত্র (Meritocracy) একটি সমাজব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যক্তিগণ নিজ সামর্থ্য ও প্রচেষ্টা অনুযায়ী পুরস্কার অর্জন করে নেয় (Earn rewards)। এটি হল যোগ্যতা ও গুণ অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। গুণতন্ত্র হল উৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা (Heritocracy is a system of governance led by the people of merit)। এখানে বৃহত্তর অর্থনীতি ও সমাজের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে একজনের ভাগ্য তার সামর্থ্য, প্রতিভা ও প্রচেষ্টার উপর ভর করে গড়ে উঠতে পারে। প্রতিভা বা গুণতন্ত্র (Meritocracy) ব্যক্তি সাফল্যে উদ্‌বোধক হিসেবে কাজ করে যা আদতে সমাজের সম্মিলিত অগ্রগমন এবং সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

▶ 'অভিজাততন্ত্র' কী? **(What is elitism ?)**

Ans. অভিজাততন্ত্র (Elitism) হল একটি বিশ্বাস বা মনোভাব (Belief or attitude) যা 'Elite' তৈরি করে। 'Elite' হল উচ্চ, উন্নত বংশধারা বিশিষ্ট, মৌলিক গুণ অথবা মর্যাদাসম্পন্ন, উচ্চবুদ্ধি, সম্পদ, বিশেষ প্রশিক্ষণ অথবা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একদল মানুষ যাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব সমাজে অন্যদের অপেক্ষা বেশি; কোন্ বিষয়ে বা ঘটনায় যাদের মতবাদ বেশি প্রাধান্য পায়, সার্বিকভাবে যাদের মত সমাজের গঠনমূলক বিষয়ে কাজে লাগে এবং যাদের অনন্য দক্ষতা, সামর্থ্য অথবা প্রজ্ঞা তাদের দেশ বা সমাজ বা কোনো কাজ পরিচালনায় যথেষ্ট সক্ষম করে তোলে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

মান-5

▶ 'যে-কোনো স্তরে পাঠক্রম নির্মাণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে 'জ্ঞান' এক প্রয়োজনীয় ভিত্তি হিসাবে কাজ করে' আলোচনা করো। ("Knowledge works as basis of curriculum construction and development at any stage of education"—Discuss.)

Ans. 105-106 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ টীকা লিখুন: 'জ্ঞান ও ক্ষমতা'। (Write note on: "Knowledge and Power")

Ans. 112-113 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ টীকা লিখুন: 'জ্ঞান ও সমাজকাঠামো : জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব'। (Write note on: "Knowledge & Social structure: Sociology of Knowledge")

Ans. 113-114 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ আলোচনা করুন: 'শিক্ষায় মেধাতন্ত্রের স্থান'। (Discuss: 'Place of Meritocracy in Education')

Ans. 115-116 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ আলোচনা করুন: 'অভিজাততন্ত্র ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ'। (Discuss: Elitism & its characteristics)

Ans. 116-118 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন **মান-10**

▶ রাষ্ট্র ক্ষমতা ও নীতি অনুযায়ী যুগে যুগে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে কীভাবে বিভিন্নতা হয় আলোচনা করুন। (Discuss—how the differences are made in determining the aims of education in different ages according to the state powers and politics.)

Ans. 106-111 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ জ্ঞান, ক্ষমতা, সামাজিক কাঠামো ও জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। (Briefly discuss about knowledge, power, social structure and sociology of knowledge.)

Ans. 112-114 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ ভারতীয় পাঠক্রমে মেধা ও অভিজাততন্ত্রের অবস্থান বর্ণনা করুন। (Describe Meritocracy and Elitism in Indian Curriculum.)

Ans. 118-119 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

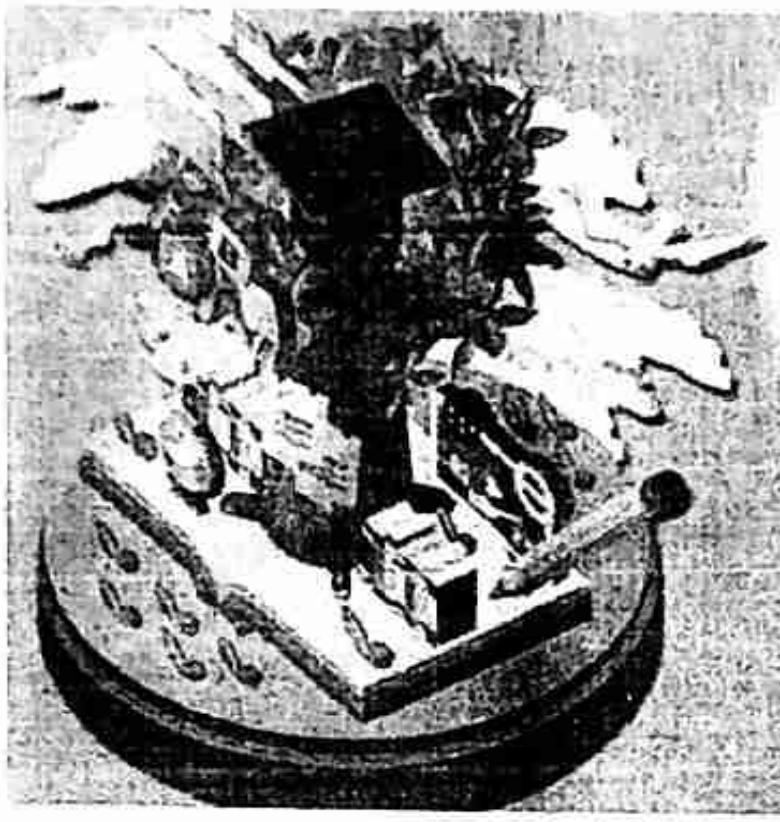

5

প্রক্রিয়া ও অনুশীলনরূপে পাঠক্রম

(Curriculum as Process and Practice)

5.1 সমাজে মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা, নিয়ম আহরণ ও সামাজিক আদর্শের লালনপালন (Inculcation of Values, Disciplines, Rules and Reproduction of Norms in the Society)

5.1.1 মূল্যবোধ (Values)

আক্ষরিক অর্থে মূল্যবোধ হল এমন একটি বিষয় যার দাম (Price) আছে, যা অতি মূল্যবান কোনো কিছু (Something Precious), অতি প্রিয়, যথাযোগ্য (Dear, Worthwhile) কোনো বিষয় যাকে পেতে কোনো ব্যক্তি কষ্টভোগ এবং আত্মত্যাগ (To suffer and sacrifice) করতে পিছপা নন।

জন ডিউই বলেন, "কোনো কিছুর উপর মূল্য আরোপ করার অর্থ হচ্ছে সেটিকে পুরস্কৃত করা, উচ্চ সম্মান দেওয়া, প্রশংসা করা বা বিচার করা। এর অর্থ কোনো কিছুকে আশা বা অনুভূতি জাগানোর বিষয় হিসেবে হৃদয়ে স্থাপন করা, অন্তর দিয়ে প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্য কিছুর তুলনায় তার প্রকৃতি ও মূল্যমান অর্থে বিচার করা" (To value means primarily to prize, to esteem, to appraise, to estimate. It means the act of cherishing something, holding it dear and also the act of passing judgement upon the nature and amount of its values as compared with something else.—***Dewey***)।

লিন্ডসে মূল্যবোধ বলতে একটি ব্যক্তির বিষয়ের বাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে ধারণা, কী তার চাওয়া উচিত, অন্যরা কী চায় সে সম্পর্কে ধারণাকে বলেছেন। মূল্যবোধ বলতে কী সে অবশ্যই চায় তা নাও বোঝাতে পারে (Value is person's idea of what is desirable, what he and others want, not necessarily what he actually wants)।

ড. রাধাকমল মুখার্জী মন্তব্য করেছেন,—"মূল্যবোধ হল সমাজ-অনুমোদিত ইচ্ছা ও লক্ষ্যসমূহ যেগুলি অনুবর্তন প্রক্রিয়া, শিখন ও সামাজিকীকরণের দ্বারা অন্তর্মুখীন হয় এবং যেগুলি নিজস্ব অগ্রাধিকার, মানদণ্ড এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়" (Values may be defined as socially approved desires and goals that are internalized through the process of conditioning, learning and socialization and that become subjective preferences, standards and aspirations."—The Social Structure of Values, ***Dr. R K Mukherjee.***)

কোনো ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে সমাজ চায় ব্যক্তির কিছু বাঞ্ছিত, প্রয়োজনীয়, প্রশংসাযোগ্য কিছু গুণ থাকুক যা 'মূল্যবোধ' নামে চিহ্নিত। এই মূল্যবোধগুলি একটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত মনোভাব, বিচারকরণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ, পছন্দ-অপছন্দ, আচরণ, স্বপ্ন, দূরদৃষ্টিকে প্রতিফলিত করে। এগুলি আমাদের চিন্তাভাবনা, কাজকে প্রভাবিত করে। সঠিক কিছু করতে আমাদের নির্দেশনা দেয়।

মূল্যবোধ হল সর্বাত্মক বিকাশকল্পে নির্দেশক কিছু নীতি। এগুলি জীবনে চলার পথ ঠিক করে দেয়, আনন্দ, উৎসাহ দান করে, শান্তি আনে। রেলগাড়ি যেমন রেলপথের উপর দিয়ে সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলে মূল্যবোধ তেমনি রেলপথের সমার্থক যা জীবনকে সঠিক দিশা দেখায়। জীবনকে গুণমান সমন্বিত করে তোলে।

মানুষের যে-কোনো কাজ, চিন্তাভাবনা, ধারণা, আবেগ, সেন্টিমেন্ট যা ব্যক্তির সর্বাত্মক আত্মবিকাশে সহায়তা করে, শক্তি জোগায় তারই কিছু মূল্য আছে বলে মনে করা হয়। মূল্যবোধের অন্য সহায়ক কাজ হল এটি মানুষ ছাড়িয়ে তার পরিবার, সমাজ এবং জাতির কল্যাণে কোনো ব্যক্তিকে তার অবদান রাখতে সমর্থ করে।

5.1.1.1 মূল্যবোধের শিক্ষা (Value-Education)

মূল্যবোধের শিক্ষা হল শিশুর মধ্যে মানবতার গভীর অনুভূতি, অন্যের ভালো কিছু করার চিন্তা এবং জাতির অগ্রগমনে সহায়ক অনুভূতি সঞ্চারের চিন্তা জাগিয়ে তোলা যা সমাজের নীতিনিষ্ঠতা, নিরাপত্তা এবং বিকাশকে নিশ্চিত করবে।

মূল্যবোধের শিক্ষায় আমরা মানুষের সামাজিক, নৈতিক, সৌন্দর্যমূলক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির উন্নতি ঘটাতে চাই। মূল্যবোধের শিক্ষা আমাদের সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত যা কিছু ভালো তা সংরক্ষণের শিক্ষা দেয়। চিন্তার বিরোধী মানুষকেও সম্মান দিতে বলে। মনে রাখতে হবে মূল্যবোধের শিক্ষা কারও উপর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয়।

মূল্যবোধের শিক্ষা একটি নিষ্প্রাণ নিষ্প্রভ মন (Diseased Mind)-কে অত্যন্ত তাজা, সক্রিয়, স্বাস্থ্যকর ও চাঙ্গা করে তুলতে পারে যা উচ্চ সংবেদনশীল হতে পারে এবং যার প্রত্যক্ষণ স্তরের বিকাশ ঘটতে পারে। এর ফলে মানুষের চিন্তনে ও জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

সমাজবাঞ্ছিত মূল্যবোধ তথা সামাজিক মূল্যকে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে উচ্চে তুলে ধরা হয়। সুসমন্বিত এবং সমাজবাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমগ্র ক্ষেত্রটিই মূল্যবোধ দ্বারা ব্যাপৃত। এ ক্ষেত্রে মূল্যবোধ হল কতকগুলি সামর্থ্য অর্জন করা। এগুলি হল—

1. *শারীরিক সামর্থ্য*—স্বাস্থ্য, সহ্যশক্তি ইত্যাদি।
2. *প্রাক্ষোভিক সামর্থ্য*—সাহস, বিশ্বাস, ভালোবাসা, একনিষ্ঠতা ইত্যাদি।
3. *বৌদ্ধিক সামর্থ্য*—বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যৌক্তিকতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি।
4. *নৈতিক সামর্থ্য*—সততা, পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, ন্যায়, নম্রতা ইত্যাদি।

অতএব শিক্ষার বিষয় হবে মূল্যবোধভিত্তিক যাতে শিক্ষার্থী সুন্দর সুগঠিত স্বাস্থ্য, প্রাক্ষোভিক সমতা, বিশ্লেষণী ও যৌক্তিক ক্ষমতা, সততা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাহায্যে অর্থাৎ এককথায় সুসমন্বিত সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বের সাহায্যে পরবর্তীকালে দেশকে বৃদ্ধি ও বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এমন শিক্ষায় তাকে সমৃদ্ধ করতে হবে যাতে তার সহজাত অথচ অবাঞ্ছিত আদিম বাসনা কামনা আকাঙ্ক্ষার অবাধ প্রকাশ না ঘটে, সঠিক পথে যেন তার উদ্‌গমন (Sublimation) সম্ভব হয়, সে যেন স্বেচ্ছাচারী হয়ে না ওঠে। পরন্তু গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভাববিনিময় ও ভালোবাসার ভিত্তিতে হাতেকলমে কাজ ও শিক্ষকের বন্ধুর মতো পরামর্শকে পাথেয় করে ক্রমান্বয়ে লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে পারে।

প্রাক্-প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত স্তরের শিক্ষায় মূল্যবোধের শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সমাজে এবং শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষক ও ছাত্রদের দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে এই বোধ প্রদর্শিত হওয়া দরকার। শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণির বাইরে বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে এই মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে।

5.1.1.2 পাঠক্রম: মূল্যবোধ শিক্ষার উৎস (Curriculum: A Source of Value-Education)

পাঠক্রম একাধিকভাবে মূল্যবোধ শিক্ষার উৎস হতে পারে। **প্রথমত,** বিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় [illegible] কিছু জ্ঞান, বোধ, মূল্যবোধের জোগান দেয় যা বাস্তব জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা কাজে লাগাতে পারি। **দ্বিতীয়ত,** পাঠক্রমিক বিভিন্ন বিষয় শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানক্ষেত্র উদ্ভূত কিছু মূল্যবোধ, চিন্তাভ্যাস, মানসিক গুণ সঞ্চয় করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞান বিষয় মুক্ত জিজ্ঞাসার প্রতি দায়বদ্ধতা (Commitment)-কে শক্তিশালী করে এবং সত্যের অনুসন্ধানকে সর্বোচ্চ কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতা বলে মনে করে। গণিত যুক্তিপূর্ণ ক্রমানুসারী চিন্তন, পরিচ্ছন্নতা, সঠিক নির্ণয়ে জোর দেয়। এই কারণে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষণ যথাযথ মনোভাব, উপলব্ধি, আগ্রহ ও অন্যান্য মূল্যবোধ গঠনে সদাসক্রিয় থাকে।

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির বিস্তার এবং গুণাবলির সাফল্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, যথা—কাজের প্রকৃতি এবং স্থায়িত্ব সংগঠন, শিক্ষার্থীগণের অংশগ্রহণের

ব্যাপকতা ইত্যাদি। বিদ্যালয়ে গঠিত ছাত্র স্বায়ত্তশাসন, বিশেষ স্বার্থজড়িত সংগঠন, ক্লাব, এনসিসি, এনএসএস, বয়স্কাউটস, গার্লগাইডস, রেডক্রশ, ভ্রমণ এবং ক্ষেত্র পরিদর্শন (Field Visit), সমাজসেবা, গোষ্ঠী কাজে অংশগ্রহণ, স্পোর্টস-গেমস, সাহিত্যমূলক কর্মসূচি এই সবই ছেলেমেয়েদের কতকগুলি সাধারণ লক্ষ্য ও আদর্শ সামনে নিয়ে একত্রিত হতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

সৃজনশীলতা এবং সুস্পষ্ট বৌদ্ধিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আগ্রহের বিকাশ ছাড়াও শিক্ষার্থী সহপাঠক্রমিক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক দলবদ্ধ জীবন, দায়িত্ব, সহযোগিতা এবং এই জাতীয় মূল্যবোধগুলি শেখে। উপরন্তু এই কাজগুলি বাস্তব জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ শিখনের অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।

মূল্যবোধ অর্জনের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিবেশের একটি ব্যাপক ভূমিকা আছে। এটির মধ্যে যেমন পার্থিব পরিবেশের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না, তেমনি, বিদ্যালয়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক আবহ, প্রথা এবং অবশ্যই অব্যক্ত পাঠক্রমকেও অস্বীকার করা চলে না। এসব উপাদানগুলি সম্মিলিতভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়কে অনন্য বিশিষ্ট উপায়ে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়। যেসব বিদ্যালয়ে উচ্চ আদর্শ পথ প্রদর্শন করে, যেখানে আত্ম উৎসর্গীকরণের মনোভাবে শিক্ষকগণ কর্মে ব্রতী হন, যেখানে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান, স্নেহ, ভালোবাসা বিরাজমান সেখানে স্বাভাবিক পথেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধের সঞ্চার ঘটে। তবে মনে রাখতে হবে যে, এ অবস্থা কয়েকদিনে তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। এটি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পিতামাতা তথা অভিভাবকগণের দীর্ঘকালের সহযোগিতামূলক, যৌথ প্রচেষ্টার ফল।

5.1.1.3 পাঠক্রমে মূল্যবোধের প্রকার (Types of Values in Curriculum)

মূল্যবোধ ছাড়া পাঠক্রম সংগঠিত করা যায় না। সার্থক পাঠক্রমে সাধারণত তিন ধরনের মূল্যবোধ অবশ্যই থাকা উচিত। এগুলি হল—

- **আচরণগত মূল্যবোধ (Behavioural Values):** এই মূল্যবোধ শ্রেণিকক্ষের আচরণগত প্রত্যাশা সংক্রান্ত মূল্যবোধকে নির্দেশ করে। যেমন—শিক্ষকের প্রত্যাশা হল শিক্ষার্থী শিখনের প্রতি আগ্রহশীল হবে এবং শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা হল, শিক্ষক তাদের সকল প্রশ্নের যথাযথ নিরসন করবেন।
- **পদ্ধতিগত মূল্যবোধ (Procedural Values):** উদ্ভাবনী শিখন, তথ্য প্রমাণের প্রতি মর্যাদা, সমালোচনামূলক চিন্তন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা পদ্ধতিগত মূল্যবোধের উদাহরণ।
- **অভিজ্ঞতামূলক মূল্যবোধ (Substantial Values):** এই মূল্যবোধগুলি বিদ্যার্থী বা ব্যক্তি তার পারিবারিক, জাতিগত, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করে। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত মনোভাব এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত।

5.1.2 শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন, শাসন (Discipline, Rules and Order)

গতানুগতিক শিক্ষা অনুযায়ী প্রথাবদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার পরিবেশ বা শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য বহুবিধ নিয়মকানুন (Rules) প্রচলিত আছে। যেমন—একদিকে প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজ, ছাত্রভরতি, ছাত্র উপস্থিতি, শ্রেণিকক্ষ, সময়-তালিকা নির্ধারণ, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নেওয়া এবং পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা সংক্রান্ত, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের পক্ষে শিক্ষকগণের আদেশ মান্য করে চলা, পড়ার সময় নীরবতা বজায় রাখা, বিদ্যালয়ে শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত না করা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী নিজের অন্তরের বাইরের পরিস্থিতির চাপে এবং শাস্তির ভয়ে এই নিয়মগুলি মেনে চলতে বাধ্য হয়। এর জন্য এক কৃত্রিম শান্ত পরিবেশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লক্ষ করা যায়। প্রথাবদ্ধ ব্যবস্থায় এই নিয়মকানুন মেনে চলাকেই 'শৃঙ্খলা' (Discipline) আখ্যা দেওয়া হয়। তবে দৃঢ়বদ্ধ নিয়মকানুন প্রয়োগ করে বাহ্যিক শান্ত পরিবেশ বজায় রাখার বিধিকে শিক্ষাবিদগণ 'শৃঙ্খলা' আখ্যা না দিয়ে 'শাসন' (Order) বলার পক্ষপাতী।

অপরদিকে আধুনিক অর্থে শৃঙ্খলাকে শিশুর অন্তর্জাত বলে মনে করা হয়। প্রকৃত শৃঙ্খলা জীবন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে শিশুর অন্তর থেকে উৎসারিত হয়। এই মনোভাব বাইরের থেকে চাপ দেওয়া কোনো শাসনের বশ্যতা নয়। প্রকৃত শৃঙ্খলা হচ্ছে ইচ্ছাপূর্বক পরিবেশের ও নিজস্ব বিকাশের স্বার্থে পরিবেশ তথা প্রকৃতির নিয়মকে ইচ্ছাপূর্বক মান্যতা দান করা।

সেজন্য আমরা বলতে পারি শৃঙ্খলার দুটি দিক আছে, একটি নেতিবাচক এবং অপরটি ইতিবাচক। নেতিবাচক হচ্ছে যা নিজের ও সমাজের যা কিছু খারাপ তা থেকে দূরে থাকা এবং ইতিবাচক হচ্ছে ব্যক্তির নিজের ও সমাজের যা কিছু মঙ্গল করবে সে দিকে ব্যক্তির আত্মবিকাশকে ত্বরান্বিত করা বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এখন আমরা 'শাসন' ও 'শৃঙ্খলা'র মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা সহজেই নিরূপণ করতে পারব।

5.1.2.1 'শাসন' বনাম 'শৃঙ্খলা' (Order vs. Discipline)

- শাসন বাইরে থেকে চাপানো, শৃঙ্খলা অন্তর্জাত।
- শাসনের ধারণা সংকীর্ণ, নেতিবাচক, কঠোর অবদমনমূলক। প্রকৃত শৃঙ্খলা ধারণায় ইতিবাচক, মুক্ত ও মানবিক।
- শাসনে শিক্ষার্থীর ভুলত্রুটিগুলি নির্দেশিত করে শিক্ষক তাকে সেগুলি থেকে বিরত করার চেষ্টা করেন। শৃঙ্খলা আনয়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যযুক্ত কাজে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করেন।
- শাসনে আনন্দ, স্বাধীনতা, স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না। শৃঙ্খলার মধ্যে আনন্দ, স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে।

- শাসনে থাকে বাধানিষেধ। সব কিছুই 'কোরো না' (Don't) দিয়ে শুরু করতে হয়। শৃঙ্খলা শুরু করতে হয় 'করো' (Do) বলে।
- শাসনের একটি উদ্দেশ্য বর্তমান। শাসনের উদ্দেশ্য শৃঙ্খলা গড়ে তোলা। অপরদিকে 'শৃঙ্খলা'র উদ্দেশ্য 'শৃঙ্খলা'ই।

5.1.2.2 বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে শৃঙ্খলার ধারণা (Different Approaches to Discipline)

প্রাচীন ধারণা (Ancient Concept)

প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুকে মনে করা হত জন্ম অপরাধী, পাপী। আরও মনে করা হত এই পাপ থেকে শিক্ষা তাকে মুক্ত করতে পারে। কঠোর শৃঙ্খলাবিধি তার উপর বাইরে থেকে জোর করে আরোপিত হত। এই শৃঙ্খলা ছিল অবদমনমূলক। শিশুর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, রুচি, আগ্রহ সব কিছুই এই শৃঙ্খলার দ্বারা অবদমিত হয়। শাসনের দণ্ড ছিল শিশুকে বশে আনার একমাত্র উপায়। একটি আপ্তবাক্য প্রচলিত ছিল 'দণ্ডকে ছুটি দিলে শিশু নষ্ট হয়ে যাবে' (Spare the rod and spoil the child)। প্রাচীনকালে ধর্মীয় ভাববাদীগণ অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব নির্দিষ্ট মূল্যবোধ অর্জনের লক্ষ্যে শিষ্য বা শিক্ষার্থীদের উপর ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এই রকম অবদমনমূলক অনুশাসন চাপিয়ে দিতেন। মানসিক শৃঙ্খলাতন্ত্রে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানী বা শিক্ষাবিদগণও অনেকগুলি পন্থাপ্রকরণ নির্দেশ যান্ত্রিকভাবে অনুশীলন করতে বলতেন। এই শৃঙ্খলা ছিল আরোপিত, নেতিবাচক এবং অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপানো। শিশু বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল এই ধরনের শৃঙ্খলাকে শিক্ষাজগৎ আদৌ গ্রহণ করতে পারেনি।

ছাপ সৃষ্টি করা শৃঙ্খলার তত্ত্ব (Impressionistic Theory)

অনেক প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ মনে করেন, যোগ্য শিক্ষক তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করতে পারেন। একজন স্নেহপ্রবণ, আত্মনিয়ন্ত্রিত, সৎ, মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষক তাঁর চিন্তা, অনুভূতি এবং কাজের দ্বারা শিশুর উপর বিরাট প্রভাব বা ছাপ (Impression) ফেলতে পারেন এবং শিশুরা সচেতনভাবে বা অবচেতনে শিক্ষককে অনুসরণ করে থাকে।

শিক্ষক শৃঙ্খলাপরায়ণ হলে শিশুরাও শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়। যেসব শিক্ষাবিদ শিশুদের জীবনে শিক্ষকের প্রভাবকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তাদের বলা হয় অনুসরণমূলক শৃঙ্খলাবাদী (Impressionists) এবং এই শৃঙ্খলার ধারণাকে বলা হয় অনুসরণমূলক শৃঙ্খলা বা ছাপ সৃষ্টি করা শৃঙ্খলা (Impressionistic discipline)। এই শৃঙ্খলা অবদমনমূলক শৃঙ্খলা থেকে কিছুটা উন্নততর, কিন্তু এটিও শিশুর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক নয়। এখানেও একটি চাপ অপ্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। সেটি হল গুরুর ব্যক্তিত্বের প্রভাব। গুরুর বা শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব কীভাবে শিষ্যের বা ছাত্রের শৃঙ্খলা আনয়নে সাহায্য করে

তার উদাহরণ আমরা ইংল্যান্ডের আর্নোল্ড এবং থ্রিং (*Arnold* and *Thring*), আমেরিকার মার্ক হপকিং *(Mark Hopking)* এবং বাংলার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে পাই।

Ross সঠিকভাবেই বলেছেন, "It is equally true that impression has profound effect. We do got our moral sentiments, attitude, and enthusiasms in the first instance by contagion from admired personalities."

প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা বা মুক্তিকামী শৃঙ্খলা
(Naturalistic or Emancipationistic Discipline)

প্রকৃতিবাদী দর্শন অনুযায়ী শিক্ষা হচ্ছে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক বিকাশমান প্রক্রিয়া। বাইরে থেকে আরোপিত অনুশাসন শিশুর বিকাশে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। শিশু সমস্ত বিষয় জানা বোঝা ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা পেলেই সম্পূর্ণ বিকশিত হতে পারে। এই দর্শনে বলা হল শিশু পরিবেশে নিজস্ব কর্ম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলার ধারণা পায়। কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে সে শেখে কোন্‌টি তার করা উচিত এবং কোন্‌টি করা উচিত নয়। যেটি বেদনাদায়ক সেটি পরিত্যাগ করে এবং যেটি সন্তোষজনক সেটি অনুসরণ করে। এই ধরনের শৃঙ্খলাকে বলা হয় 'প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বের ভিত্তিতে শৃঙ্খলা' বা 'মুক্ত শৃঙ্খলা' (Free Discipline)। এই শৃঙ্খলার ধারণার জনক প্রকৃতিবাদী রুশো।

হার্বার্ট স্পেনসারও মনে করেন অপরাধ অনুযায়ী প্রকৃতিই শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়। শিশুর জীবনে শৃঙ্খলা আনতে প্রকৃতিই যথাযোগ্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। মুক্ত শৃঙ্খলার তত্ত্বে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদদের বলা হয় 'প্রকাশবাদী' (Expressionist) বা 'মুক্তিকামী' (Emancipationist) শৃঙ্খলাবাদী। কারণ তাঁরা শিক্ষার্থীর অবাধ আত্মপ্রকাশ চান বা কৃত্রিম অনুশাসনের বন্ধন থেকে শিশুর মুক্তি চান।

প্রাকৃতিক ফলাফলের তত্ত্বের ভিত্তিতে শৃঙ্খলার মাধ্যমে শিক্ষার্থী অবাধ স্বাধীনতা পায় যা শিক্ষার্থীর বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়—তা আমরা জানি। তবে আগুনে হাত দিলে শিশুর হাত পুড়ছে-পুড়ুক। শিশু জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবতে বসেছে—ডুবুক। সব পরিস্থিতিতে এ রকম ভাবলে শিশুরা প্রকৃতিপ্রদত্ত শাস্তির ফলে শুধরানোর সময় পাবে না। তার আগেই সর্বনাশ ঘটে যাবে। এ কথা মনে করেন আধুনিক শিক্ষাবিদগণ। তাঁরা এও মনে করেন প্রথাবদ্ধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুরা দলবদ্ধভাবে পড়তে আসে, সেখানে অবাধ স্বাধীনতা অনেক সময় স্বেচ্ছাচারে পরিণত হতে পারে। তাই তারা বলেন, শিশুর সার্বিক বিকাশ লাভকে প্রশস্ত করতে সঠিক পরিবেশ রচনা করতে শিক্ষকের অপ্রত্যক্ষ নির্দেশনা জরুরি। পাঠক্রম সংগঠনে তার ব্যবস্থা থাকা চাই।

আধুনিক ধারণা (Modern Concept)

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান অনুযায়ী বলা হয়, পাঠক্রমের যথাযথ সংগঠনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গঠনমূলক ও সহযোগিতামূলক কাজে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা আপনাআপনি গড়ে ওঠে।

সৃজনশীল, দলবদ্ধ, উৎপাদনী, সহযোগিতামূলক ও গঠনমূলক কাজ ও সহযোগিতামূলক জীবনযাত্রার মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আধুনিক শৃঙ্খলার সারকথা। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পরিবেশ হবে আদর্শ সমাজ পরিবেশ। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই কাজের উদ্দেশ্য ঠিক করবে, পরিকল্পনা করবে, সম্পাদন করবে এবং মূল্যায়ন করবে।

শিক্ষক বন্ধুর মতো পাশে থেকে পরামর্শ দেবেন। আদর্শ সমাজ পরিবেশ রচনা করে দেবেন। এই আধুনিক শৃঙ্খলা হচ্ছে স্বতোৎসারিত শৃঙ্খলা (Automatic Discipline)। এটি শৃঙ্খলার ইতিবাচক ধারণা এবং এর মুখ্য প্রবক্তা হচ্ছেন প্রয়োগবাদী আমেরিকান দার্শনিক জন ডিউই। সামাজিক শৃঙ্খলা (Social Discipline)-র ধারণা এমনই। শিক্ষার্থীদের গঠিত স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে অতি সহজেই শিক্ষামূলক পরিবেশে মুক্ত স্বতোৎসারিত শৃঙ্খলা গড়ে তোলা যায়।

5.1.2.3 স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা (Freedom & Discipline)

মানুষ জন্মসূত্রে স্বাধীন। তার মানবতার প্রকাশ স্বাধীন ইচ্ছার দোলাচলে।

স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। স্বাধীনতা হচ্ছে 'স্ব + অধীনতা'। অর্থাৎ নিজের উপর নিজের নির্ভরতা।

এখন প্রশ্ন হল স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা কি একই অর্থবোধক?

প্রাচীন ধারণায় শৃঙ্খলা যখন আরোপিত কতকগুলি অনুশাসন মেনে চলা তখন শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার ধারণা পরস্পরবিরোধী এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। একটি তখন মানুষকে অগ্রগমনে সাহায্য করে, অপরটি [illegible]

আমরা জানি স্বাধীনতা যখন ব্যক্তির স্বাভাবিক সহজাত আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা, প্রকৃত শৃঙ্খলা তখন প্রয়োজনীয় স্ব-উপার্জিত বিষয়। শৃঙ্খলা তখনই আধুনিক ধারণায় বিবর্তিত হতে থাকে যখন শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সমার্থক হতে থাকে।

গণতান্ত্রিক সমাজ শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সহাবস্থানের মাধ্যমে সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারে। উভয়েরই লক্ষ্য নির্দিষ্ট। উভয়েরই লক্ষ্য ব্যক্তির সার্বিক ও সমন্বিত বিকাশ যাতে ব্যক্তি বাইরে ও ভিতরে নিজস্ব কর্তৃত্বকে উপলব্ধি করে এবং সঙ্গে নিজের ভিতরে ও বাইরে সমাজে স্বাধীনতার স্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

5.1.3 সমাজে আদর্শের লালন (Reproduction of Norms in the Society)

আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্যতম আদর্শ বা মূল্যবোধ হিসেবে 'গণতন্ত্রে'র কথা বলা হয়েছে। গণতন্ত্রের ধারা, আদর্শ, বৈশিষ্ট্যকে সমাজে কীভাবে লালন পালন করতে হবে তার শিখন পাঠক্রমের মাধ্যমে হবে এবং বিদ্যালয় পরিবেশকে সেই আদর্শ অনুযায়ী তৈরি করতে হবে।

যে সামাজিক আদর্শগুলি (Social Norms) লালনপালন করতে হবে সেগুলি হল—

- সহযোগিতামূলক সামাজিক জীবনযাপনের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সর্বাত্মক সুযোগ।
- জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বোধ।
- প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শোষণের মনোভাবের পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব।
- শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিবৈষম্যের অনুপস্থিতি।
- সঠিক বিচারকরণের জন্য ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন।
- উন্নত নাগরিকতা অর্জন।
- সকলের মিলিত ইচ্ছায়-সকলের জন্য সরকার গঠন।
- কাউকে বিশেষ সুবিধা না পাইয়ে দিয়ে সকলের জন্য সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

এই রকম শ্রেণিহীন, গতিশীল, কর্তৃত্বের বাধায় লাঞ্ছিত নয় যে গণতন্ত্র তাই মানুষের সর্বাধিক কাম্য। এটি শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়। গণতন্ত্র বলতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র অর্জনের কথাও বোঝাবে। শিক্ষাক্ষেত্রকে গণতান্ত্রিক আদর্শ (Norms) অর্জনের ক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

5.2 সময়-তালিকার প্রয়োজনীয়তা ও গঠন (Necessity and Construction of Time Table)

5.2.1 সময়-তালিকা (Time Table)

বিদ্যালয়ের কাজ এখন বহুমুখী। বিভিন্ন বিষয় একই দিনে পড়াতে হয়। বিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করে। এখানে শুধু পুথিকেন্দ্রিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। শ্রেণি অভ্যন্তরে এবং শ্রেণির বাইরে বহুবিধ অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের দিতে হয়। এই বহুমুখী কাজ পরিচালনার জন্য দৈনন্দিন ভিত্তিতে একটি পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পূর্ব পরিকল্পনা সমন্বিত নির্দেশিকা হল সময়-তালিকা (Time Table)।

বিদ্যালয়ের কাজ এবং শ্রেণিভিত্তিক পঠনপাঠন পাঠক্রম শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মূলত এই তিনটি উপাদানের সক্রিয় সমন্বয়ের মাধ্যমে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে

পরিচালিত করতে হয়। বলা বাহুল্য প্রাপ্ত সময়ের মধ্যে এই তিনটি উপাদানের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সক্রিয়তা বণ্টনের পরিকল্পনাই হল সময়-তালিকা (Time Table)।

সময়-তালিকা বিদ্যালয়ের কাজের একটি দর্পণ (Mirror), সামগ্রিক বিবরণ : একটি সংহত সময়-তালিকায় বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়কে কয়েকটি পিরিয়ডে ভাগ করে নিয়ে প্রতিটি শ্রেণির জন্য প্রতি পিরিয়ডে একজন করে শিক্ষককে পড়াবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কোন্ বিষয়ের পর কোন্ বিষয় থাকবে, কোন্ পিরিয়ড কতটা সময়ব্যাপী হবে, বিশ্রাম কখন থাকবে তা ঠিক করতে হয়। সহ-পাঠক্রমিক কাজও কোন্ সময় সুষ্ঠুভাবে করা যাবে তার উপর নজর দিতে হয়। সময়-তালিকা দেখে জানা যায় কোন্ কোন্ শিক্ষক কোন্ কোন্ শ্রেণিতে কী কী ক্লাস নিচ্ছেন, কে কে বিশ্রাম নিচ্ছেন ইত্যাদি।

কোনো শিক্ষক অনুপস্থিত হলে ক্লাস যাতে ফাঁকা না থাকে তার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাময়িক সময়-তালিকা করতে হয়।

সময়-তালিকাকে অনেকে বিদ্যালয়ের হৃদ্‌যন্ত্র (Heart of the School) বা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘড়ি (Second Clock of the School) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অতএব বলাই যেতে পারে 'সময়-তালিকা' বিদ্যালয় পরিচালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

5.2.2 সময়-তালিকার প্রকার (Types of Time Table)

বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্ম সঠিক পরিচালনার জন্য সাধারণত চার ধরনের সময়-তালিকার প্রয়োজন হয়। এগুলি হল—

1. **একত্রিত বা সমন্বিত সময়-তালিকা (Integrated or Master Time-Table):** একত্রিত সময়-তালিকায় একই সঙ্গে শিক্ষকদের ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মসূচির নির্দেশ থাকে। সপ্তাহের প্রতিদিনের শিক্ষা কর্মসূচির বিবরণ পাওয়া যাবে এই সময়-তালিকার মধ্যে। এই সমন্বিত সময়-তালিকা থেকেই অন্যান্য সময়-তালিকাগুলি প্রস্তুত করা হয়।
2. **শ্রেণিভিত্তিক সময়-তালিকা (Class-wise Time-Table):** শ্রেণিভিত্তিক সময়-তালিকায় প্রতিদিন কোন্ শ্রেণিতে কোন্ সময় কী পড়ানো হবে তা দেওয়া থাকে। অর্থাৎ, প্রত্যেক শ্রেণির প্রতিদিনের পঠিত বিষয়, শিক্ষকের নাম এবং সময় নির্দেশ থাকে। এই ধরনের সময়-তালিকার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা বেশি পরিচিত।
3. **শিক্ষকভিত্তিক সময়-তালিকা (Teacher-wise Time-Table):** শিক্ষকভিত্তিক সময়-তালিকা মূলত শিক্ষকদের জন্য রচিত। এই সময়-তালিকায় যতজন শিক্ষক/শিক্ষিকা থাকেন তাঁদের নাম তালিকার বাম দিকে উল্লেখ থাকে এবং ডানদিকে তাঁদের সাপ্তাহিক Work-Load নির্দিষ্ট করা হয়। এতে প্রত্যেক শিক্ষকের শিক্ষামূলক কর্মবণ্টনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই তালিকা থেকে প্রধান

শিক্ষক/শিক্ষিকাও কোন্ দিন কোন্ কোন্ ক্লাস নেবেন এবং মোট কটা ক্লাস সপ্তাহে ধার্য করা হল তার উল্লেখ থাকে।

4. **সাময়িক সময়-তালিকা (Provisional Time Table):** সাময়িক সময়-তালিকা করা হয় বিদ্যালয়ে কোনো কারণে কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুপস্থিত থাকলে শ্রেণি পঠনপাঠনে যাতে অসুবিধা না হয় এবং শ্রেণি-শৃঙ্খলা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য সেই সময় উপস্থিত অথচ অন্য কোনো ক্লাস তখন বরাদ্দ নেই এরকম শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সেখানে পাঠানো হয়। শুধুমাত্র এক এক দিনের ভিত্তিতে এই সময়-তালিকা করার প্রয়োজন হয় বলে একে বলে সাময়িক বা তাৎক্ষণিক সময়-তালিকা।

5.2.3 সময়-তালিকার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Time Table)

1. **কোনো কাজের অহেতুক পুনরাবৃত্তি হয় না:** সময়-তালিকা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সব কাজ এগিয়ে চললে কোনো কাজের অহেতুক পুনরাবৃত্তি হয় না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর শক্তির অপচয় বন্ধ হয়।
2. **সমহারে কর্ম বণ্টন করে:** সময়-তালিকা অনুসারে কাজ করলে শিক্ষকদের মধ্যে সমহারে কর্মবণ্টন করা সম্ভব হয়।
3. **শিক্ষকদের শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে:** সময়-তালিকা শিক্ষকদের দায়িত্বশীল করে। কোন্ সময় কী কাজ করতে হবে তা বুঝতে সাহায্য করে। সেই অনুসারে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে আসতে পারেন। সারা বছর কোন্ শ্রেণির জন্য নিজের বিষয়ে কটি পিরিয়ড নির্দিষ্ট আছে জেনে শিক্ষক পরিকল্পনা করে শ্রেণিশিক্ষা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।
4. **বিষয়ের আনুপাতিক গুরুত্ব বজায় থাকে:** সময়-তালিকা পাঠক্রমের বিভিন্ন বিষয় প্রয়োজনমতো বণ্টন করে দেয় বলে কোনো বিষয় বাদ পড়ে না। আবার কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি রদ করে। প্রতিটি বিষয় আনুপাতিক গুরুত্ব পায়।
5. **প্রশাসন ও অবেক্ষণে (Supervision)-র কাজে সময়-তালিকা প্রয়োজনীয়:** প্রতিষ্ঠানে যতজন শিক্ষক আছেন প্রতি শিক্ষকের প্রতিদিনের কর্মসূচির সময়ভিত্তিক নির্দেশ থাকে সময়-তালিকায়। সেজন্য প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার প্রশাসন ও অবেক্ষণে (Supervision)-র কাজে এই সময়-তালিকা বিশেষ সাহায্য করে।
6. **মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করায় শিক্ষাগ্রহণ আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে:** বিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার ফলে অবসাদ, বিরক্তি, একঘেয়েমি ইত্যাদি মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয় যা শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে। আদর্শ সময়-তালিকা এইসব অবস্থা বিবেচনা করে প্রস্তুত করা হয়। ফলে শিখন ফলপ্রসূ হতে পারে।

7. **বিভিন্ন কাজে সময়ের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে:** কাজের প্রকৃতি ও ধরন, প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি, বিভাগীয় কর্মীদের চাহিদা, সহকর্মীদের প্রভাব, কর্মীর ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা, প্রশাসকের অথবা ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির নেতৃত্বের প্রভাব ইত্যাদি উপাদান সময় তালিকার মাধ্যমে কাজে সময়ের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে।
8. **সময়-তালিকা হল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘণ্টা (Second Clock):** ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের কাজ নির্দিষ্টভাবে এগিয়ে চলে। সময়-তালিকার দিকে একবার ভালো করে নজর দিলেই সমস্ত স্কুলের কোথায় কী হচ্ছে তার পরিষ্কার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেজন্য সময়-তালিকাকে বলা হয় বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘণ্টা (Second School Clock)।

5.2.4 সময়-তালিকা রচনার নীতি
(Principles of Construction of Time Table)

সময়-তালিকা রচনা একটি জটিল কাজ। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও মনোবিদগণ সময়-তালিকা রচনার কতকগুলি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—

1. **ক্লান্তি (Fatigue) ও মনোযোগ (Attention) বিবেচনা:** মনোবিজ্ঞানীগণ ক্লান্তি উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়ের শ্রেণিবিভাগ করেন। বিভিন্ন ঋতুতে ক্লান্তির তারতম্য ঘটে। আবার শিক্ষার্থীদের বয়স, শারীরিক শক্তি, মানসিক প্রবণতা প্রভৃতির সঙ্গে ক্লান্তির নিবিড় সম্পর্ক আছে।

   ক্লান্তিকর বিষয়গুলি সময়-তালিকায় যাতে পরপর সন্নিবেশিত না হয় তা দেখা দরকার। এগুলি স্কুল শুরু হওয়ার পর পর দুটি পিরিয়ডে দেওয়া যেতে পারে যখন শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সর্বাধিক থাকে। শেষের দিকের পিরিয়ডেও শরীর ও মন ক্লান্ত থাকে তখনও অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয় না রাখাই ভালো।

   টিফিনের সময় ছেলেমেয়েদের শরীর ও মনের ক্লান্তি দূর হয়। সে কারণে টিফিনের ঠিক পরের পিরিয়ডেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাখা যেতে পারে।
2. **বিষয়কাঠিন্য ও বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব:** সময়-তালিকা রচনা করার সময় মনে রাখতে হবে কোনো বিষয়ের কাঠিন্য মান কতটা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব কতটা। যদিও বিষয়কাঠিন্য শিক্ষার্থীভেদে পরিবর্তিত হয়। তবুও একটি সাধারণ নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়।

   শ্রেণি পঠনে যে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত, তাদের কাঠিন্যক্রম হল— ভাষা, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, কর্মভিত্তিক শিক্ষা, শারীরশিক্ষা, সমাজসেবামূলক কাজ। আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী আমরা বিষয়গুলির জন্য প্রাপ্ত সময় এভাবে বণ্টন করতে পারি। যেমন— ভাষাগুলির জন্য 30%, গণিত 20%, বিজ্ঞান 20%, ইতিহাস 7.5%, ভূগোল 7.5%, কর্মশিক্ষা 5%, শারীরশিক্ষা 5%, সমাজসেবা 5%। এই

আপেক্ষিক গুরুত্বের নীতিটি অবশ্যই পরিবর্তনশীল। সমাজের চাহিদা, যুগের চাহিদা ও দেশের শিক্ষানীতি অনুযায়ী এগুলি পরিবর্তিত হয়।

3. বিষয় বৈচিত্র্যের নীতি: শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর আগ্রহ ধরে রাখার জন্য এবং প্রেষণা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সময়-তালিকার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকার প্রয়োজন। বৈচিত্র্য রাখতে একদিনে সময়-তালিকাতে বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং একই শিক্ষক যাতে একই শ্রেণিতে পর পর না পড়ান তা দেখা হয়।
4. পিরিয়ডের ব্যাপ্তিকাল : এক একটি পিরিয়ড কতটা সময়ব্যাপী হবে তা চিন্তা করে ঠিক করতে হবে। নিম্নশ্রেণির শিশুদের জন্য সময়কাল কম এবং উচ্চশ্রেণির শিশুদের জন্য সময়কাল বেশি করা প্রয়োজন। সব দিক বজায় রেখে একই বিদ্যালয়ে সুষ্ঠুভাবে পাঠ পরিচালনা করতে প্রথম দিকের পিরিয়ডগুলি 40 মিনিট এবং পরের দিকের পিরিয়ডগুলি 35 মিনিট করলে ভারসাম্য বজায় থাকবে। কর্মশিক্ষা শারীরশিক্ষা প্রভৃতির জন্য পরপর দুটি পিরিয়ড রাখা শ্রেয়।
5. বিরতি: অবসাদের কথা মনে রেখে সময়-তালিকায় বিরতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রথম দুটি পিরিয়ড হওয়ার পর 10 মিনিটের একটি স্বল্প বিরতি এবং চতুর্থ পিরিয়ডের পর 30 মিনিটের একটি দীর্ঘ বিরতি রাখা যেতে পারে।
6. বিদ্যালয় গৃহ ও আসবাবপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান: বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা, স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা, শিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহারের কথা মনে রেখে সময়-তালিকা রচনা হওয়া প্রয়োজন।
7. নমনীয়তা বা পরিবর্তনশীলতার নীতি: সময়-তালিকা অপরিবর্তনীয় মনে করলে চলবে না। প্রয়োজনে এর অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে পৃথক সময়-তালিকা হতেই পারে। কোনো বিষয় বেশি এগিয়ে গেলে বা পিছিয়ে পড়লেও সময় তালিকার পরিবর্তন আনা যায়। সক্রিয়তা ভিত্তিক স্বাধীন পাঠের জন্যও সময়-তালিকার পরিবর্তন জরুরি।
8. দিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি: সকল শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষকের সমান মনোযোগ পায় সেদিকে লক্ষ রেখে সময়-তালিকা রচনা করতে হবে। গণতান্ত্রিক রীতিতে শিক্ষক বণ্টন, পাঠের সময়বণ্টন করা প্রয়োজন। সকল শিক্ষকের মধ্যে কাজের সমবণ্টন করা প্রয়োজন।

5.2.5 সময়-তালিকার খসড়া (Blue Print of Time Table)

ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য (For Class VI)

দিন	পিরিয়ড							
	প্রথম	দ্বিতীয়		তৃতীয়	চতুর্থ		পঞ্চম	ষষ্ঠ
সোম	বাংলা	গণিত		ইংরেজি	ইতিহাস		পরিবেশ পরিচিতি	ভূগোল
মঙ্গল	গণিত	বাংলা	স্ব	বিজ্ঞান	ইংরেজি	দী	ইতিহাস	ভূগোল
বুধ	বাংলা	গণিত	ল্প	ইংরেজি	বিজ্ঞান	র্ঘ	কর্মশিক্ষা	কর্মশিক্ষা
বৃহঃ	গণিত	বিজ্ঞান	বি	ইংরেজি	বিজ্ঞান	বি	সমাজ সেবা	সমাজ সেবা
শুক্র	বাংলা	গণিত	রা ম	বিজ্ঞান	ভূগোল	রা ম	শারীর শিক্ষা	শারীর শিক্ষা
শনি	গণিত	বাংলা		ইংরেজি	ইতিহাস			

মোট পিরিয়ড—34

ভাষা—10 বিজ্ঞান—5 গণিত—6 ইতিহাস—3 ভূগোল—3
কর্মশিক্ষা—2 শারীরশিক্ষা—2 সমাজসেবা—2 পরিবেশ পরিচিতি—1

সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির নমুনা (For Class VII-VIII)

দিন	পিরিয়ড								
	প্রথম	দ্বিতীয়		তৃতীয়	চতুর্থ		পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম
সোম	ইংরেজি	গণিত		বাংলা	তৃতীয় ভাগ		ইতিহাস	ভৌত বিজ্ঞান	জীবন বিজ্ঞান
মঙ্গল	বাংলা	গণিত	স্ব	ইংরেজি	ইতিহাস	দী	ভূগোল	←সমাজসেবা→	
বুধ	বাংলা	গণিত	ল্প	ইংরেজি	ভৌত বিজ্ঞান	র্ঘ	তৃতীয় ভাষা	ইতিহাস	জীবন বিজ্ঞান
বৃহঃ	ইংরেজি	গণিত	বি রা	বাংলা	জীবন বিজ্ঞান	বি রা	ভূগোল	← কর্মশিক্ষা →	
শুক্র	বাংলা	গণিত	ম	ইংরেজি	তৃতীয় ভাষা	ম	ভূগোল	শারীর শিক্ষা	শারীর শিক্ষা
শনি	ইংরেজি	গণিত		বাংলা	ভৌত বিজ্ঞান				

মোট পিরিয়ড—39

ভাষা—প্রথম ভাষা—6 গণিত—6 ভৌতবিজ্ঞান—3 ইতিহাস—3
দ্বিতীয় ভাষা—6 জীবন বিজ্ঞান—3 শারীরশিক্ষা—2 ভূগোল—3
তৃতীয় ভাষা—3 সমাজ সেবা—2 কর্মশিক্ষা—2

সময় তালিকার খসড়া [Blue Print of Time Table]

নবম-দশম শ্রেণির জন্য (For Class IX-X)

দিন	পিরিয়ড									
	প্রথম	দ্বিতীয়		তৃতীয়	চতুর্থ		পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম	অষ্টম
সোম	ইংরেজি	গণিত		বাংলা ব্যক্তিগত পাঠ	ইংরেজি		ইতিহাস বিজ্ঞান	ভৌত বিজ্ঞান	জীবন	সংশোধনী পাঠ
মঙ্গল	বাংলা	গণিত	স্ব	ইংরেজি	ইতিহাস	দী	ভূগোল	সমাজসেবা	" "	
বুধ	বাংলা	গণিত	ল্প বি	ইংরেজি	ভৌত বিজ্ঞান	র্ঘ বি	বাংলা রচনাত্মক কাজ	ইতিহাস	জীবন বিজ্ঞান	" "
বৃহঃ	ইংরেজি	গণিত	রা ম	বাংলা	জীবন বিজ্ঞান	রা ম	ভূগোল	কর্মশিক্ষা		" "
শুক্র	বাংলা	গণিত		ইংরেজি	ইংরেজি রচনাত্মক কাজ		ভূগোল	শারীরশিক্ষা	" "	
শনি	ইংরেজি	গণিত		বাংলা	ভৌত বিজ্ঞান					

মোট পিরিয়ড—44

ভাষা—বাংলা—6 গণিত—6 [illegible] ইতিহাস—3
ইংরেজি—6 জীবন বিজ্ঞান—3 ভূগোল—3 কর্মশিক্ষা—2
সংশোধনী পাঠ—5 শারীরশিক্ষা—2 বাংলা রচনা—1 সমাজ সেবা—2
ইংরেজি পাঠ ও রচনা—2

5.2.6 সময়-তালিকার আধুনিক ধারণা (Modern Concept of Time Table)

আধুনিককালে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শিশুদের আগ্রহ, চাহিদা, কৌতূহল গুরুত্ব পেয়েছে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই নীতি অনুযায়ী সকল শিশুর জন্য একই সময়-তালিকা শিশুদের স্বাধীন কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে যেখানে যেখানে শিক্ষার্থীদের

সক্রিয়তা সৃষ্টি মূল কথা সেখানে দৈনন্দিন কাজে কোনো পূর্ব নির্দিষ্ট সময়-তালিকা অনুসরণ করা হয় না।

বর্তমানে গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক সময়-তালিকার পরিবর্তে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক সিডিউল (Schedule) তৈরি করার কথা বলা হয়। সিডিউলে এমনভাবে সময় রাখা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের আগ্রহ অনুযায়ী যে বিষয়টি অনুশীলনের প্রয়োজন মনে করে তা অনুশীলন করতে পারে। Schedule-এ শিক্ষকরা কী পড়াবেন তা নির্দিষ্টভাবে বলা থাকে না। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু ঠিক করে দেন। Schedule যেভাবে রচনা করা হয় তাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সময়-তালিকার গতানুগতিক বাঁধন থেকে অনেকটাই মুক্ত হতে পারে। যে পরিকাঠামোয় Schedule তৈরি করে আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন দেশে শিক্ষাগ্রহণ করা যায় সেই পরিকাঠামো এখনও আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। সেই কারণে সময়-তালিকার প্রাসঙ্গিকতাও হারিয়ে যায়নি। তবে সময়-তালিকা রচনায় মনোবৈজ্ঞানিক নীতিগুলিকে অনুসরণ করতেই হবে। সময়-তালিকা অবশ্যই নমনীয় হবে।

5.3 অব্যক্ত পাঠক্রম এবং শিশুদের তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া (Hidden Curriculum and Childrens Residience)

5.3.1 অব্যক্ত পাঠক্রম এবং এর কাজ (Hidden Curriculum and its Functions)

আমরা এই কোর্সের আলোচনার প্রথম দিকে পাঠক্রমের প্রকারভেদ আলোচনা করতে গিয়ে 'লুক্কায়িত বা অব্যক্ত পাঠক্রম' (Hidden curriculum) কাকে বলে আলোচনা করেছি।

আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সৌজন্যবোধ, দায়িত্বজ্ঞান, কর্মনিষ্ঠা, বাধ্যতা, নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষার প্রতি সদর্থক মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদি এই পাঠক্রমের অন্তর্গত। এগুলি পাঠ্যক্রমে লিখিত আকারে পঠিতব্য বিষয় থেকে আহৃত হয় না। এগুলি শিক্ষালয়ের দৈনন্দিন পরিচালনায় ও পাঠ-পরিক্রমায় সহজেই বিদ্যার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এগুলিই পাঠক্রমের অব্যক্ত অংশ। সেজন্য অব্যক্ত পাঠক্রম নামে চিহ্নিত।

'Hidden Curriculum' এই কথাটি আবিষ্কৃত হয় ***Philip Jackson***-এর দ্বারা। Jackson প্রভাবিত হয়েছিলেন ফরাসি দার্শনিক Emile Durkheim-এর চিন্তাধারা দ্বারা যিনি দর্শনগত ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে সংহত, স্পষ্ট ও কার্যকরী ধারণা দিয়ে গেছেন। (Philip Jackson Life in Classrooms, 1968)। Jackson আবিষ্কার করলেন যে অব্যক্ত (Hidden) এবং অপঠিত (Unstudied) পাঠক্রমের নব্বই শতাংশই শ্রেণিকক্ষ নির্দেশ দ্বারা গঠিত। সেজন্য একে 'বাধ্যতামূলক নির্দেশদান সংক্রান্ত পাঠক্রম' (The curriculum of obligatory instruction) বলা যেতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থার অব্যক্ত পাঠক্রম সংস্কৃতির মূলগত কাঠামো (Basic structure of the culture)-কে পুনরুদ্ধার করে। বিদ্যালয়ে সামাজিকীকরণের কাজ বিদ্যালয়জীবনের তিনটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা উপস্থাপিত হয় যা বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সমাজের তিনটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চায় যথা—দল (The crowds), প্রশংসা (The praise) এবং ক্ষমতা (Power)। এখানে 'দল' বলতে সমমানের সমবয়সের শিক্ষার্থীদের বোঝায়। 'কর্তৃত্ব' বা 'ক্ষমতা' বলতে 'শিক্ষক' এবং পরিচালকদের আদেশ এবং খবরদারিকে ইঙ্গিত করে।

অব্যক্ত পাঠক্রম 'পাঠক্রম নির্দেশিকা'য় অথবা 'বিদ্যালয় নীতি'তে উল্লিখিত থাকে না। কোনো কোনো সময় এটার প্রাপ্তি (Acknowledgement) বোঝাও যায় না। সাধারণত 'hiddenness' এই পদটি ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন লিখিত বিদ্যাসংক্রান্ত বিষয় বহির্ভূত অপরিমাপযোগ্য শিখনকে চিহ্নিত করে।

অব্যক্ত পাঠক্রমের কাজ হল সাংস্কৃতিক মূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে শেখানো। শিক্ষার্থীরা এতে শিক্ষণকর্মের ভালো উপভোক্তা কীভাবে হওয়া যায় তা শেখে। তারা শেখে কীভাবে এর অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক মূল্য ও প্রত্যাশাকে গ্রহণ করতে হয়। এইভাবেই তারা শেখে সমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ/বিশ্বাসের (Cultural belief systems)-এর সঙ্গে সংগতি বিধান করতে।

5.3.2 অব্যক্ত পাঠক্রম: শ্রেণিকক্ষ—শিক্ষকের ভূমিকা (Hidden Curriculum: Classroom—Role of Teacher)

অব্যক্ত পাঠক্রমের শিক্ষাগত অনুশীলন (Practices) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় সামর্থ্যভিত্তিক দলগঠন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, শ্রেণিকক্ষের নিয়মাবলি ও পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তকে বিষয়ের না-বলা অংশ (Implicit content of text book), শিক্ষার্থীগণের লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকায় পার্থক্য (Sex role differentiation of pupils) এবং শ্রেণিকক্ষের প্রশংসার গঠন (Reward structure)।

অব্যক্ত পাঠক্রমের উৎপাদিত ফল (Outcomes) হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ (Political socialization), বাধ্যতা (Obedience), গোষ্ঠীগত আনুগত্য (Docility), মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক প্রথা (Values and Cultural mores)-র শিখন, বিদ্যালয় কর্তৃত্বের প্রতি মনোভাব গঠন এবং শ্রেণিবৈষম্যের পুনরুত্থান (Reinforcement of class distinction)।

Longstreet এবং ***Shane*** (1993) অব্যক্ত পাঠক্রমের একটি সাধারণগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন— "It refers to the kinds of learning children derive from the very nature and organizational design of the public school, as well as from the behaviours and attitudes of teachers and administrators..."

শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন শিক্ষক একই বিষয় ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশি প্রাধান্য দিয়ে পড়াতে পারেন। ইতিহাসের কোনো কোনো শ্রম ব্যবস্থাপনার কাঠামোর উপর জোর দিতে পারেন। কেউ কেউ ইতিহাসের বীর নায়কদের বীরত্ব গাথায় প্রাধান্য দিতে পারেন, কেউ বা আবার তাদের দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলিকেই বেশি করে চিহ্নিত করতে পারেন।

এর সঙ্গে জড়িত থাকে কে কী রকম উৎসাহের সঙ্গে (বা উৎসাহের অভাব নিয়ে) বিষয়গুলি পড়াচ্ছেন। কোনো শিক্ষক ছাত্রদের কোনো বিষয়ে আগ্রহী করতে তাঁর মুখভঙ্গি, গলার ওঠানামায় পরিবর্তন করে তাদের মনোযোগে আকর্ষণ জাগাতে পারেন আবার একই বিষয় অন্য কোনো শিক্ষক ভাবাবেগহীন নীরস উপস্থাপনায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিষয়টিকে অনাগ্রহী করে তুলতে পারেন। এরা এদের অবাচনিক আচরণ যেমন—চক্ষু সংযোগ (Eye contact), হাতের ভাবভঙ্গি (Hand gestures), কোনো কিছুর স্বীকৃতিতে মাথা নাড়া (Nodding) ইত্যাদিগুলি ব্যবহারই করেন না।

শিক্ষার্থীগণ এই লুক্কায়িত পাঠক্রমের বিষয়গুলি বিদ্যালয়ে থাকাকালীন অর্জন করতে পারে। বহু বিদ্যালয় এখনও অনেক সামাজিক মানদণ্ড এবং মূল্যবোধ গঠন করার চেষ্টা করে। তারা শিক্ষার্থীদের নিয়মানুবর্তী (Punctual), প্রতিযোগী (Competitive) হতে, ধৈর্য ধরতে শেখায়, কর্তৃত্বকে যথাযথ মর্যাদা দিতে এবং 'বৃহত্তর সমাজের লক্ষ্য এবং কার্যাবলিকে মান্য করতে প্রণোদিত করে' (*Jackson* 1968)।

বিদ্যালয় নির্ধারিত সামাজিক আচরণধারা যা শিক্ষার্থীদের শেখানো হয় তা অনেক সময় শিক্ষার্থী এবং তার শিখনে খারাপ প্রভাব ফেলে। শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিদ্যালয় শিক্ষণের মাধ্যমে অনেক বার্তাই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে চান।

Michael Apple কিন্ডারগার্টেনে একটি পরিস্থিতির উল্লেখ করেন যেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা নেতিবাচক পদ্ধতি (Negative way) গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের আচরণ এবং তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন।

Apple-এর মতে, "শিক্ষক যা যথাযথ মনে করেছিলেন তার সঙ্গে সংগতিবিধান করতে গিয়ে শিক্ষার্থীগণকে তাদের আবেগমূলক প্রতিক্রিয়াকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়েছিল" (*Noel*, 2000)।

অল্পবয়সি শিশুরা অনেক সময়েই প্রতিক্রিয়া না করতে পারায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। অব্যক্ত পাঠক্রম কোনো কোনো সময় শিক্ষার্থীর আচরণকে সীমায়িত করার চেষ্টা করে যা শিখনের পথে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শিক্ষা জ্ঞান উৎপাদন ও সঞ্চালনের সঙ্গে জড়িত। জ্ঞান উৎপাদন পাঠক্রমের দুটি দিকের (Two aspects) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একটি হল বিষয়ীভূত জ্ঞান (Knowledge itself or content), অপরটি হল বিষয়ীভূত জ্ঞান সঞ্চালনের 'প্রক্রিয়া' (the process)।

'প্রক্রিয়া' হল 'শিক্ষণ ও শিখন'-এর পদ্ধতিসমূহের সঙ্গে যুক্ত যাকে 'Pedagogy' বলে চিহ্নিত করা যায়। 'শিক্ষণ-শিখন বিদ্যা' (Pedagogy) বলে কীভাবে একজন কোনো 'বিষয়' (Content) শেখে, কীভাবে একজন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে 'কে' 'কতটা' 'কী' শিখবে।

'বিষয়ীভূত পাঠক্রম' (The Curriculum of Content) হল 'ব্যক্ত পাঠক্রম' (Overt Curriculum) এবং 'প্রক্রিয়াগত পাঠক্রম' (The Curriculum of Process) হল 'অব্যক্ত পাঠক্রম' (Hidden curriculum)।

Torry Anderson (2001)-এর মতে অলিখিত পাঠক্রমকে তিনটি ঐতিহাসিক উপায়ে বিচার করা যায়।

1. এটি হল এক 'মতদীক্ষাদান' বা 'উপদেশ দান' (Indoctrination) যা সামাজিক সুবিধাভোগকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে এবং স্বল্পজনভোগ্য জ্ঞান এবং অনুশীলন যা চিরাচরিত পাঠক্রমের সঙ্গে প্রদত্ত হতে পারে (To mean a kind of indoctrination that attempts to maintain social privilege or esoteric knowledge or practices and that is imposed together with the formal, taught curriculum)।
2. যে পরিবেশে প্রথাগত শিক্ষা পরিচালিত হয় তার অধরা অব্যক্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে চিহ্নিত করে (To refer to the subtle effects of the setting in which formal education occurs)।
3. প্রথাগত শিক্ষার সফল সমাপনার্থে কিছু অবর্ণিত প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনের কথা বলে (To refer to the unstated rules necessary for successful completion of formal education studies)।

5.4 পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা পুস্তিকা শিশু সাহিত্যের [illegible] (Critical Analysis of Textbooks, Teachers' Handbook, Children's Literature)

5.4.1 Textbooks-এর বিভিন্ন ধরন (Different Types of Textbooks)

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন। একটি ভালো পাঠ্যপুস্তক সর্বদাই শিশুর মানসিক স্তর অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য আমরা এমন পাঠ্যপুস্তক চাইব যেখানে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হতে পারে। ভাষার পুস্তকগুলি শিশুদের ভাষাজ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটাবে এটাই আশা করা হয়। শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, বাক্য গঠন প্রক্রিয়াতেও এগুলি সাহায্য করে। একইভাবে গণিত পুস্তক শিক্ষার্থীর গণিত ও গণনাচর্চাকে বাড়িয়ে তুলতে পারবে এটি আশা করা হয়।

5.4.1.1 উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক (Good Textbooks)

একটি পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান উন্নত কিনা তা নির্ভর করে এটি কতকগুলি সাধারণ এবং বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্য বা গুণ বহন করছে কিনা তা যাচাই করার পর। সাধারণত সাধারণ গুণ বলতে পুস্তকের বাঁধাই, প্রচ্ছদ, ছাপার মান, কাগজের মান ইত্যাদিকে বোঝায়।

বিশেষ গুণ বিভিন্ন ক্ষেত্রের পুস্তকের জন্য ভিন্ন ধরনের হয়। এই কারণে বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি ভিন্ন ধরনের পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করতে পারে। বিভিন্ন গুণে সমৃদ্ধি পুস্তকের গুণমানকে বাড়িয়ে তোলে।

যখন কোনো বই এর আমরা গুণমান বিচার করতে বসি তখন আমরা দু-ধরনের বিষয় বিচার করি—

- বহিরঙ্গ সংক্রান্ত বিষয় (Physical Aspects)
- শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় (Academic Aspects)।

5.4.1.2 পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ (Textbook Analysis)

উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক আমরা নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি।

1. বহিরঙ্গ সংক্রান্ত বিষয় (Physical Aspect)

I. *পুস্তকের আকার (Size of The Book)*

(i) এটি শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত (Suitable)।

(ii) সহজে নাড়াচাড়া ও বহনযোগ্য (Handling and carrying)।

(iii) যাদের জন্য তৈরি তাদের জন্য বই-এর আকার খুব বড়ো বা একেবারে ছোটো নয়।

II. *পুস্তক মুদ্রণ (Printing of the Books)*

(i) ছাপা ঝরঝরে ও পরিষ্কার (Neat and clean)।

(ii) প্রমাদ থেকে মুক্ত (Free from errors)।

(iii) [illegible] সব জায়গায় সমান ভাবে বিন্যস্ত।

(iv) ব্লকগুলি স্পষ্টভাবে ছাপা।

(v) পাতার চারপাশে সঠিক মার্জিন দেওয়া।

(vi) শব্দ অভ্যন্তরে সঠিক জায়গা বর্তমান।

(vii) একটি লাইনের সঙ্গে অপর লাইনের সঠিক ব্যবধান আছে।

(viii) একটি প্যারাগ্রাফ থেকে অন্য প্যারাগ্রাফের ব্যবধান সঠিক মাত্রায় আছে।

(ix) পৃষ্ঠার ছক (Design) খোলামেলা, জবরজং (Crowded) নয়।

(x) প্রতিটি অধ্যায় নতুন পৃষ্ঠায় শুরু হয়েছে।

(xi) শিশুর দৃষ্টিসীমা (Eye-span)-র মধ্যেই ছাপার লাইনগুলি অবস্থান করছে।

iii. *টাইপ সাইজ (Type Size)*

(i) কভার পেজ, টাইটেল পেজ, টেক্সট এবং ক্যাপশনে ভিন্ন ভিন্ন সাইজ ব্যবহৃত হয়েছে।

(ii) বয়ঃস্তর অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাইপের আকার ঠিকই আছে।

(iii) টাইপ সাইজ ব্যবহারে নির্দিষ্ট ভারসাম্য বজায় আছে।

(iv) এগুলি শিক্ষার্থীর চোখকে পীড়া দেয় না।

iv. *পুস্তকে ব্যবহৃত পাতা (Paper used in Textbook)*

(i) সাদা পাতা ব্যবহার করা হয়েছে।

(ii) পাতা সঠিকভাবেই মোটা আছে, খুব পাতলা নয়।

(iii) পাতা মসৃণ।

(iv) সহজে নষ্ট হওয়ার নয় (Durable)।

(v) ভালো মানের পাতা।

v. *পুস্তকের বাঁধাই (Binding of Textbook)*

(i) বাঁধাই শক্তিশালী।

(ii) সহজেই দুপাশ উন্মুক্তভাবে খোলে।

(iii) পুস্তকের ধারের দিকে সেলাই এর বুনট ভালো।

(iv) প্রচ্ছদপট সহজে নষ্ট হওয়ার নয়।

VI. *পুস্তকের মূল্য (Price of Textbook)*

(i) পুস্তকের মূল্য যুক্তিযুক্ত। অধিকাংশ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এই মূল্য বিপাকে ফেলবে না।

VII. *সার্বিক দৃশ্যমানতা (Overall get up)*

(i) সার্বিক দৃশ্যমানতা সুন্দর।

(ii) টাইটেল পেজ আকর্ষণীয়।

(iii) গ্রাহ্যমান অনুযায়ী উপকরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

2. শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়সমূহ (Academic Aspects of the Book)

I. *পুস্তকের পঠনীয় বিষয় (Thematic Content of Book)*

(i) পঠনীয় বিষয়সমূহ শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তর অনুযায়ী প্রদত্ত।

(ii) এগুলি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ধরে রাখতে পারে।

(iii) এগুলি শিক্ষার্থীদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

(iv) পঠনীয় বিষয়সমূহে বৈচিত্র্য আছে।

(v) সাম্প্রতিকতম তথ্য এবং নির্ভুল ঘটনা সংযুক্ত হয়েছে।

(vi) শিক্ষার্থীদের আঘাত করতে পারে এমন কোনো ঘটনাবলি থেকে মুক্ত বিষয় সংবলিত হয়েছে।

(vii) পঠনীয় বিষয় শিক্ষার্থীদের নাগরিক সচেতনতা বাড়াতে পারে।

(viii) অনেক সরস কৌতুকপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে।

II. *বিষয়বস্তুর সংগঠন এবং উপস্থাপন*
(Organisation of the content and its presentation)

(i) সুবিধাজনক এককে (Units) বিষয় (Content)-কে ভাগ করা হয়েছে।

(ii) প্রতিটি পাঠ (Lesson)-এর দৈর্ঘ্য শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত।

(iii) পঠনীয় বিষয় ক্রমকাঠিন্যের মান অনুযায়ী বিন্যস্ত।

(iv) উপস্থাপন পঠনীয় বিষয় প্রকৃতি অনুযায়ী খাপ খায় (Suits)।

(v) বিভিন্ন বিষয় (Themes) বিভিন্ন ভাবে (রচনা, গল্প, কবিতা, কথোপকথন, নাটক আকারে) উপস্থাপিত।

(vi) উপস্থাপন শৈলী সরল এবং স্পষ্ট।

(vii) প্রতিটি পাঠের শিরোনাম (Titie) সংক্ষিপ্ত, অর্থপূর্ণ এবং উপযুক্ত।

III. *পুস্তকের ভাষা (Textual Language)*

(i) পুস্তকের ভাষা শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তর অনুযায়ী ব্যবহৃত।

(ii) নির্ভুল ভাষার ব্যবহার।

(iii) প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা যথাযথ।

IV. *দৃশ্য উপকরণ (চিত্র ইত্যাদি) যা পুস্তকে ব্যবহৃত*
(Illustrations (Visual aids) used in Textbook)

(i) বিমূর্ত ধারণাকে স্বচ্ছ করতে চিত্র/ছবির ব্যবহার যথাযথ।

(ii) এগুলির অঙ্কন ভালো।

(iii) এগুলি বাস্তবতাকে তুলে ধরে।

(iv) পঠনীয় বিষয় (Text) অনুযায়ী চিত্রগুলি প্রাসঙ্গিক।

(v) এগুলি শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনা জাগায়।

(vi) প্রতিটি অধ্যায়ে চিত্র সংযোজিত।

V. *অনুশীলনী (Textual Exercises of the book)*

(i) প্রতিটি অধ্যায় শেষে অনুশীলনী আছে।

(ii) অনুশীলনী সম্পাদনে উদাহরণ (Illustration) স্পষ্টভাবে প্রদত্ত।

(iii) অনুশীলনীতে বৈচিত্র্য আছে।

(iv) এগুলি শিক্ষকদের কাঠিন্যের ক্ষেত্রগুলি নির্ণয়ে সাহায্য করে।

(v) অনুশীলনীতে প্রশ্নের সংখ্যা প্রচুর।

(vi) এগুলি ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নে সাহায্য করে।

5.4.1.2A বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক (Textbook of Science)

বহিরঙ্গ ও শিক্ষাবিষয়ক (Physical and Academic) বিষয় ব্যতিরেকে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের নিম্নলিখিত কিছু বিশেষত্ব আছে।

- প্রতিটি স্তরে (Level) বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মনে রেখে লিখিত হয়।
- বিজ্ঞান পাঠের জন্য দামি শিক্ষা উপকরণ বিদ্যালয়ে না থাকলে পরিবর্ত কী উপকরণ কাজে লাগবে বা নিজেরাই তৈরি করে নেওয়া যাবে তার পথনির্দেশ থাকবে।
- বিজ্ঞান পুস্তকে ব্যবহৃত Terminology স্বীকৃত মান অনুযায়ী হবে।
- বিজ্ঞান পুস্তকের সঙ্গে উপযুক্ত Laboratory Manual থাকা জরুরি।
- অনুশীলনীতে প্রদত্ত কিছু প্রশ্নের সমাধানের জন্য উত্তর-সংকেত থাকা আবশ্যক। অঙ্ক জাতীয় সমাধানে উত্তরটি প্রদত্ত হওয়া উচিত। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে প্রতিটি বিজ্ঞান পুস্তকের সঙ্গে Teachers' Guide Book তৈরি করা।
- বিজ্ঞান পুস্তকে পঠনীয় বিষয়সজ্জা এমন হওয়া উচিত যা শিক্ষার্থীদের কাছে নীরস, একঘেয়ে মনে হবে না। বিষয়গুলিকে দৈনন্দিন জীবন এবং সমাজজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা গেলে পড়ার আগ্রহ আরও বাড়বে।
- বিজ্ঞান বিষয়ে সচিত্র উদাহরণ প্রদানের বিশেষ মূল্য আছে। চিত্রের নীচে কীসের ছবি তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে। বর্ণময় চিত্র হলে সঠিক বর্ণকে বেছে নিতে হবে।

সর্বোপরি পুস্তকগুলি বিষয়ে পণ্ডিত অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা লিখিত হলে ভালো হয়।

5.4.1.2B গণিত পাঠ্যপুস্তক (Textbook of Mathematics)

পূর্বের পাতাগুলির আলোচনা সাপেক্ষে গণিত বই-এর কিছু বহিরাঙ্গিক এবং অভ্যন্তরীণ গুণ অবশ্যই থাকবে। এর সঙ্গে যেগুলি যুক্ত হবে সেগুলি হল—

- পুস্তকের প্রতিটি প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের কাজে প্রণোদিত করবে। দৈনন্দিন জীবন অভিজ্ঞতা থেকে সমস্যাগুলি আহরণ করতে হবে। অবাস্তব উদাহরণ বর্জন করতে হবে। যেমন—একটি রঙিন টিভির দাম 10 টাকা হলে 100টির কত হবে এরকম হাস্যকর উদাহরণ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- পুস্তকে নির্দেশমূলক (Guiding), পরীক্ষামূলক (Testing), অভ্যাস করা বা চর্চার জন্য (Practicing) অনুশীলনী থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নেরই সমাধান দেওয়া থাকবে না। কিছু প্রশ্ন সমাধানের জন্য উত্তরদান সংকেত থাকতে পারে।
- পুস্তকের সমস্যাগুলি গড় মানের, তদপেক্ষা দুর্বল এবং গড়মানের উপরে অবস্থিত সকল ছাত্রের জন্য প্রদত্ত থাকবে। অনুশীলন করার জন্য প্রতিভাধর শিক্ষার্থীদের কিছু সমস্যা পৃথকভাবে সংযুক্ত থাকতে পারে যাতে তাদের চাহিদার পূরণ ঘটে।
- কোনো নতুন প্রতিশব্দ (Term) থাকলে তার ব্যাখ্যা দেওয়া থাকবে। চিহ্ন-সংকেত যা ব্যবহৃত হবে সেগুলি সাধারণত পরিচিত (Popular) থাকবে। মুদ্রণে অশুদ্ধি

এবং অন্য কোনো দ্বন্দ্বমূলক অশুদ্ধি (Controversial Facts) থেকে বইটি মুক্ত থাকবে। বইটির বিষয়বস্তু সাম্প্রতিক এবং নির্দিষ্ট মানসম্পন্ন হবে।

- পুস্তকের গ্রন্থকার প্রকৃত অর্থে একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ গণিতজ্ঞ হবেন। তিনি স্বাধীনভাবে পাঠক্রম অনুযায়ী পরিবেশ থেকে সমস্যার উপকরণ সংগ্রহ করবেন। এমনভাবে সমস্যা উপস্থাপিত হবে যা শিক্ষার্থীর আগ্রহকে উদ্দীপিত করে।

5.4.1.2C সমাজবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক (Textbook of Social Studies)

সমাজবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক জীবনের সামাজিক দিকগুলি নিয়ে চর্চা করে। পূর্বে আলোচিত কিছু বহিরাঙ্গিক এবং শিক্ষামূলক বিষয়ের সঙ্গে অন্যান্য যা থাকবে তা নিম্নরূপ—

- পুস্তকের বিষয় নেওয়া হবে পরিবেশের অভিজ্ঞতা থেকে। বিষয়গুলি সাম্প্রতিক ও সঠিক মান সম্পন্ন হবে।
- যেহেতু সমাজবিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের সময়, স্থান, সমাজ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সচেতন করে তোলা সেজন্য এই সম্পর্কিত পাঠগুলি প্রথাবদ্ধভাবে সুসমন্বিত থাকবে।
- পাঠ্য বিষয়গুলি এমনভাবে লিখিত এবং সন্নিবেশিত থাকবে যাতে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ বোধ করে।
- শিক্ষার্থীর চারপাশের পরিবেশ পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বিষয়সূচি ও পরিবর্তিতভাবে উপস্থাপিত করতে হবে।
- বইটি একপেশে হবে না (Free from bias) এবং ত্রুটিমুক্ত হবে।
- প্রমাণ সহ ঘটনার উপস্থাপন জরুরি। সত্য এবং বাস্তব কোনো ঘটনা গোপন করলে চলবে না।
- পুস্তক রচনা শৈলী এমন হবে যে এটি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসার মানসিকতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে এবং শিক্ষার্থীরা আরও জ্ঞান অন্বেষণের প্রয়োজন বোধ করবে।

5.4.1.3 পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ (ইংরেজি)—একটি উদাহরণ
(Textbook Analysis—An example of English)

1. Title of the book and language: 'Blossoms'/English
2. Author's name
3. Publisher's name and address
4. TB No. and total no. of pages
5. Grade level-Class VIII
6. Price
7. **Content Level**
   (i) The book is somewhat average in covering every point regarding its content matters.

(ii) The book covering all the up-to-date information regarding its content level, is somewhat evident throughout the book.
(iii) The book is covering the whole course regarding its content level which is evident throughout the book.

8. Linguistic Level

(i) General appropriateness to the intended grade level is some what evident throughout the book.
(ii) General appropiateness to most of the population of the students is excellently perfect, regarding its linguistic level.
(iii) New vocabulary is not evident.

9. Conceptual Factors

(i) Conceptual level is somewhat evident to the intended grade level, regarding its content.
(ii) Content is presented deductively in an excellent manner, helping in conceptual development of the student.
(iii) Sufficient development of the concept, through analysis, figures. tables. pictures is evident in the book.

10. Organizational Factors

(i) Tables, figures. pictures, analogies are organized in an average manner aiding comprehension to the intended grade level.
(ii) Chapter segments containing heading, sub-headings arranged in an excellent way, aiding comprehension to the subject-matter.
(iii) Introductory definitional, illustrative and summary paragraphs are used in an average way for clear conceptual development of the pupils.
(iv) The text is excellently divided into prose and poem section. All the proses are in the beginning and the poems are at the end.
(v) Exercise portion is also divided excellently into comprehension containing reading skill, vocabulary covering word study. grammar in use and writing skill. There is also a segment of communicative task in this text.
(vi) The book is average in the coherence of the subject-matter.

11. Writing Style

(i) Ideas are expressed clearly and logically in an excellent manner. Simple and short English sentence has been used throughout the book.
(ii) Choice of words is appropriately excellent to the intended grade.

(iii) Tone and presentation, regarding the conceptual development is excellently appropriate.

(iv) Questions, tasks are excellently appropriate to the intended grade.

(v) Questions covering all the points and levels of learning are given in an average way.

12. Presentation of Content

(i) Each and every text has an attractive and appropriate title. From the title the little learner can easily guess the outline of the prose/poem.

(ii) The book is average in motivating the learners through the presentation.

13. Verbal Communication (Language)

(i) The book has an excellent vocabulary containing the word study.

(ii) The book contains correct spellings and punctuation mark. It is evident throughout the book.

(iii) The book is excellent in using proper technical terms. For example, there are appropriate instructions given in each and every question.

14. Teaching Aids

(i) Appropriateness and use of teaching aids, with clarity, aptness and convenience is found to be somewhat evident in the text.

(ii) Alternative suggestions for the poor readers, slow learners and advanced learners can be found to be not evident throughout the book.

(iii) Illustration and comprehension like the use of pictures are average in the book.

15. Overall comments about the book: There are some strengths of the book. They are—

- The book is generally meant for the intended grade level, thus, it is excellently appropriate to the most of the students.
  For example :
  Lessons like "Everyone Sang" and "Summer Friend" are mostly appropriate for the intended grade.
- Some times, a strong message has been put excellently in the book. For example, texts like 'Clouds', 'The Sea' give a message throughout its story.
- Ideas are expressed clearly and in a longing way, therefore helping students' conceptual development.

- Chapter segment contains many headings and sub-headings thus aiding comprehension to the subject-matter.
- Most of the questions are appropriate and perfectly formed to develop the concept of the students.

There are some weakness throughout the book, too. Some of them are—

- The book does not deal with current up-to-date information as most of the lesson contain some age-old-topic.
- No such introductory, definitional paragraphs are found in the text for clear logical development.
- The quality of papers, binding and coverpage are not appropriate in attracting the readers.
- No alternative suggestions are given in the book for poor readers, slow learners and advanced learners.
- Exprehensive illustrations pictures, analogies, tables lack in the text book.

Some suggestions can be put forward to enhance the quality of the book. Some of them are—

- The quality of the page could be modified.
- Some alternative suggestions should be given for the poor readers, slow learners and advanced learners.
- Illustrations, tables, colourful and comprehensive pictures should be added more for proper conceptual development of the learner.
- New Vocabulary terms should be highlighted in a proper manner.
- The coverpage illustration should be done in a colourful way, so that pupils get attracted to it.
- Introductory definitional summary paragraph should be added more for proper understanding of the content.

5.4.2 শিক্ষকের দ্বারা ব্যবহৃত পুস্তক (Teachers' Hand Book)

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকগণের জন্য সহায়িকা পুস্তিকা প্রণয়ন করা জরুরি যা তাদের শিক্ষাক্রম, শ্রেণি পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। এ ছাড়াও এই পুস্তিকাগুলি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশিকা দেয়। কিছু সংকেত (Hints), নির্দেশনা (Guidelines), নির্দিষ্ট কিছু শব্দের অর্থ, কিছু বিশেষ ধরনের প্রশ্নের উত্তরসংকেত এই পুস্তকে দেওয়া থাকতে পারে। শিক্ষকগণকে সেক্ষেত্রে বিশেষ কোনো সমস্যায় পড়তে হয় না। তবে এই সব পুস্তকের আমাদের দেশে এখনও বিশেষ অপ্রতুলতা আছে।

নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের উচিত শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক সহায়ক পুস্তিকা প্রণয়ন করা।

এই পুস্তিকায় থাকবে—

- কোন্ Unit-এর জন্য কত নম্বর বরাদ্দ থাকবে Unit-এর Sub-unit-গুলি কী কী?
- প্রত্যেকটির জন্য কত সময় বরাদ্দ থাকলে মূল্যায়ন পর্যায়ের আগে কোর্সটি শেষ করা যাবে।
- মূল্যায়নের পদ্ধতি কী হবে?
- বছরের কোন্ সময় এটি করা হবে?
- কোর্সটি বার্ষিক না সেমিস্টারে ভাগ করা থাকবে?
- ক্ষেত্রপাঠ (Field Study) অ্যাসাইনমেন্ট থাকলে তা কোন্ সময় কীভাবে সংগঠিত হবে?
- শ্রেণি পঠন কীভাবে ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব?
- কর্মশালাভিত্তিক কাজ নির্দেশিত আছে কিনা? থাকলে কটা কীভাবে কোন্ সময় সংগঠিত ও মূল্যায়ন করতে হবে। এই মূল্যায়ন বহিঃপরীক্ষক এবং বিদ্যালয় শিক্ষক একসঙ্গে করবেন কিনা? নম্বর কত থাকবে?
- বিদ্যালয়ভিত্তিক কাজ নির্দেশিত থাকবে কিনা? কটি কাজ করতে হবে? কোনো নম্বর দান প্রথা থাকবে কিনা?
- শ্রেণিশিক্ষণ প্রণালী ধাপে ধীপে কীভাবে সংগঠিত করা হবে?
- অণুশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে কিনা? থাকলে পদ্ধতি কী হবে?
- ভূমিকায়ন (Simulation)-এর ব্যবস্থা থাকবে কিনা?
- দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষণ (Skill Based Teaching) থাকবে কিনা? থাকলে কীভাবে পরিচালিত হবে?
- গণিত/বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে কঠিনতর প্রশ্ন সমাধানে কিছু উত্তরদান সংকেত রাখতে হবে।

এই সমস্ত বিষয়ে নজর দিয়ে নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ নিজে অথবা কোনো নামি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দিয়ে প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষক সহায়িকা পুস্তিকা প্রকাশ করলে সারা দেশে সমমানের শিক্ষা বণ্টনের সম্ভাবনা থাকবে।

5.4.3 শিশুসাহিত্য (Children's Literature)

আমাদের দেশে কারিকুলামে 'শিশুসাহিত্য' প্রতিষ্ঠিত এবং বিশেষভাবে জায়গা পেয়েছে এমনটা দেখা যায় না। 'দ্রুতপঠন' রূপে কোথাও কোথাও এটি জায়গা করে নিয়েছে। ইংরেজি মাধ্যমে কিছু বিখ্যাত শিশু মনোগ্রাহী পুস্তক যেমন—'The Stories of

Panchatantra', 'The Arabian Nights', 'Beauty and the Beast', 'Vikas Stories for Children', 'Cinderella', 'AESOP'S 'Fables' এবং বাংলায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

এ ছাড়া শিশুদের জন্য কিছু নাটকের বই, পাঠ্যপুস্তকও প্রচলিত আছে। এগুলি বেশির ভাগই পাঠ্যতালিকায় না থাকায় আগ্রহী অভিভাবকগণ তাঁদের সন্তানদের এগুলি সরবরাহ করলে শিশুদের অনেক অবসর সময় ভালোভাবে যাপন করা সম্ভব হয়।

Analysis

1. পুস্তকের শিরোনাম— Title
2. গ্রন্থকার—
3. প্রকাশক —
4. শিশুদের বয়ঃস্তর—
5. পুস্তকের মূল্য—
6. পুস্তকটি সচিত্র।
7. প্রচ্ছদ রঙিন।
8. পুস্তকে কোথাও কোথাও রঙিন চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে পেনসিল স্কেচ দেওয়া আছে যা শিশুরা রং দিয়ে পূরণ করতে পারে।
9. ছাপা ঝরঝরে ও পরিষ্কার।
10. প্রমাদ থেকে মুক্ত।
11. পাতার চারপাশে সঠিক মার্জিন দেওয়া।
12. শব্দ অভ্যন্তরে সঠিক জায়গা বর্তমান।
13. একটি লাইনের সঙ্গে অপর লাইনের সঠিক ব্যবধান আছে।
14. একটি প্যারাগ্রাফ থেকে অন্য প্যারাগ্রাফের ব্যবধান সঠিক মাত্রায় আছে।
15. ছাপার হরফ (Font Size) বড়ো, শিশুর দৃষ্টিনন্দন করে।
16. টাইপ সাইজ ব্যবহারে নির্দিষ্ট ভারসাম্য বজায় আছে।
17. এগুলি শিক্ষার্থীর চোখকে পীড়া দেয় না।
18. পুস্তকে ব্যবহৃত পাতা সাদা রং-এর, মসৃণ, ভালো মানের, মোটা, সহজে নষ্ট হওয়ার নয়।
19. ঘটনার উপস্থাপন শৈলি স্পষ্ট ও যথাযথ।
20. বিমূর্ত ধারণাকে স্বচ্ছ করতে চিত্রের ব্যবহার যথাযথ।
21. এগুলির অঙ্কন ভালো।
22. এগুলি বাস্তবতাকে তুলে ধরে।
23. শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনা জাগায়।
24. গল্পের মধ্য দিয়ে একটি সঠিক বার্তা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়।

25. গল্প নীতিমূলক।
26. নীতিগল্পের শেষে প্রদত্ত থাকে।
27. কিছু ক্ষেত্রে পেনসিল স্কেচে রং করার মাধ্যমে শিশু আকর্ষণীয় কাজে বেশিক্ষণ ব্যস্ত থাকতে পারে।
28. শিশুর আকর্ষণ ধরে রাখতে জোর করতে হয় না।
29. শিশুর গঠনমূলক কল্পনা, সৃজনশক্তি বিকশিত হয়।
30. দুষ্টুমির অবসরে শিশু এই বই নিয়েই সময় কাটিয়ে দেয়।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

মান-2

মূল্যবোধের সংজ্ঞা দিন। (Define values.)

Ans. আক্ষরিক অর্থে মূল্যবোধ হল এমন একটি বিষয় যার দাম (Price) আছে, বা অতি মূল্যবান কোনো কিছু (Something Precious), অতি প্রিয়, যথাযোগ্য (Dear, Worthwhile) কোনো বিষয় যাকে পেতে কোনো ব্যক্তি কষ্টভোগ এবং আত্মত্যাগ (To suffer and sacrifice) করতে পিছপা নন।

জন ডিউই বলেন, "কোনো কিছুর উপর মূল্য আরোপ করার অর্থ হচ্ছে সেটিকে পুরস্কৃত করা, উচ্চ সম্মান দেওয়া, প্রশংসা করা বা বিচার করা। এর অর্থ কোনো কিছুকে আশা বা অনুভূতি জাগানোর বিষয় হিসেবে হৃদয়ে স্থাপন করা, অন্তর দিয়ে প্রিয় হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্য কিছুর তুলনায় সেটিকে মূল্যবান অর্থে বিচার করা।"

মূল্যবোধ হল কতকগুলি সামর্থ্য অর্জন করা—এই সামর্থ্যগুলি কী? (Value is acquire some skill—what are this skills ?)

Ans. সমাজবাঞ্ছিত মূল্যবোধ তথা সামাজিক মূল্যকে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে উচ্চে তুলে ধরা হয়। সুসমন্বিত এবং সমাজবাঞ্ছিত ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমগ্র ক্ষেত্রটিই মূল্যবোধ দ্বারা ব্যাপৃত। এ ক্ষেত্রে মূল্যবোধ হল কতকগুলি সামর্থ্য অর্জন করা। এগুলি হল—

1. *শারীরিক সামর্থ্য*—স্বাস্থ্য, সহ্যশক্তি ইত্যাদি।
2. *প্রাক্ষোভিক সামর্থ্য*—সাহস, বিশ্বাস, ভালোবাসা, একনিষ্ঠতা ইত্যাদি।
3. *বৌদ্ধিক সামর্থ্য*—বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যৌক্তিকতা, নিরপেক্ষতা ইত্যাদি।
4. *নৈতিক সামর্থ্য*—সততা, পবিত্রতা, স্বচ্ছতা, ন্যায়, নম্রতা ইত্যাদি।

মূল্যবোধের শিক্ষা কী? (What is value-education ?)

Ans. মূল্যবোধের শিক্ষা হল শিশুর মধ্যে মানবতার গভীর অনুভূতি, অন্যের ভালো কিছু করার চিন্তা এবং জাতির অগ্রগমনে সহায়ক অনুভূতি সঞ্চারের চিন্তা জাগিয়ে তোলা বা সমাজের নীতিনিষ্ঠতা, নিরাপত্তা এবং বিকাশকে নিশ্চিত করবে।

মূল্যবোধের শিক্ষায় আমরা মানুষের সামাজিক, নৈতিক, সৌন্দর্যমূলক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলির উন্নতি ঘটাতে চাই। মূল্যবোধের শিক্ষা আমাদের সংস্কৃতি থেকে প্রাপ্ত যা কিছু ভালো তা সংরক্ষণের শিক্ষা দেয়। চিন্তার বিরোধী মানুষকেও সম্মান দিতে বলে। মনে রাখতে হবে মূল্যবোধের শিক্ষা কারও উপর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু চাপিয়ে দেওয়া নয়।

মূল্যবোধের শিক্ষা একটি নিষ্প্রাণ নিষ্প্রভ মন (Diseased Mind)-কে অত্যন্ত তাজা, সক্রিয়, স্বাস্থ্যকর ও চাঙ্গা করে তুলতে পারে যা উচ্চ সংবেদনশীল হতে পারে এবং যার প্রত্যক্ষণ স্তরের বিকাশ ঘটতে পারে। এর ফলে মানুষের চিন্তনে ও জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

▶ পাঠক্রমে মূল্যবোধের প্রকার কী কী? (What are the types of Values in Curriculum ?)

Ans. মূল্যবোধ ছাড়া পাঠক্রম সংগঠিত করা যায় না। সার্থক পাঠক্রমে সাধারণত তিন ধরনের মূল্যবোধ অবশ্যই থাকা উচিত। এগুলি হল—

- **আচরণগত মূল্যবোধ (Behavioural Values):** এই মূল্যবোধ শ্রেণিকক্ষের আচরণগত প্রত্যাশা সংক্রান্ত মূল্যবোধকে বোঝায়। যেমন— শিক্ষকের প্রত্যাশা হল শিক্ষার্থী শিখনের প্রতি আগ্রহশীল হবে এবং শিক্ষার্থীর প্রত্যাশা হল, শিক্ষক তাদের সকল প্রশ্নের যথাযথ নিরসন করবেন।
- **পদ্ধতিগত মূল্যবোধ (Procedural Values):** উদ্ভাবনী শিখন, তথ্য প্রমাণের প্রতি মর্যাদা, সমালোচনামূলক চিন্তন এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের ইচ্ছা পদ্ধতিগত মূল্যবোধের উদাহরণ।
- **অভিজ্ঞতামূলক মূল্যবোধ (Substantial Values):** এই মূল্যবোধগুলি বিদ্যার্থী বা ব্যক্তি তার পারিবারিক, জাতিগত, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করে। শিক্ষার্থীর বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত মনোভাব এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত।

▶ 'স্বাধীনতা' ও 'শৃঙ্খলা' বলতে কী বোঝেন? (What do you mean by Freedom and Discipline.)

Ans. প্রাচীন ধারণায় শৃঙ্খলা যখন আরোপিত কতকগুলি অনুশাসন মেনে চলা তখন শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার ধারণা পরস্পরবিরোধী এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক। একটি তখন মানুষকে অগ্রগমনে সাহায্য করে, অপরটি পশ্চাতে টেনে ধরে।

আমরা জানি স্বাধীনতা যখন ব্যক্তির স্বাভাবিক সহজাত আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদা, প্রকৃত শৃঙ্খলা তখন প্রয়োজনীয় স্ব-উপার্জিত বিষয়। শৃঙ্খলা তখনই আধুনিক ধারণায় বিবর্তিত হতে থাকে যখন শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সমার্থক হতে থাকে।

গণতান্ত্রিক সমাজ শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা সহাবস্থানের মাধ্যমে সুষম ব্যক্তিত্ব গঠন করতে পারে। উভয়েরই লক্ষ্য নির্দিষ্ট। উভয়েরই লক্ষ্য ব্যক্তির সার্বিক ও সমন্বিত

বিকাশ যাতে ব্যক্তি বাইরে ও ভিতরে নিজস্ব কর্তৃত্বকে উপলব্ধি করে এবং সঙ্গে নিজের ভিতরে ও বাইরে সমাজে স্বাধীনতার স্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

সময়-তালিকার সংজ্ঞা দিন। (Define Time-Table.)

Ans. বিদ্যালয়ের কাজ এখন বহুমুখী। বিভিন্ন বিষয় একই দিনে পড়াতে হয়। বিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করে। এখানে শুধু পুথিকেন্দ্রিক শিক্ষা দেওয়া হয় না। শ্রেণি অভ্যন্তরে এবং শ্রেণির বাইরে বহুবিধ অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের দিতে হয়। এই বহুমুখী কাজ পরিচালনার জন্য দৈনন্দিন ভিত্তিতে একটি পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন। এই পূর্ব পরিকল্পনা সমন্বিত নির্দেশিকা হল সময়-তালিকা (Time Table)।

সমন্বিত সময়-তালিকা কাকে বলে? (What is meant by integrated time-table ?)

Ans. একত্রিত সময়-তালিকায় একই সঙ্গে শিক্ষকদের ও বিভিন্ন শ্রেণির কর্মসূচির নির্দেশ থাকে। সপ্তাহের প্রতিদিনের শিক্ষা কর্মসূচির বিবরণ পাওয়া যাবে এই সময়-তালিকার মধ্যে। এই সমন্বিত সময়-তালিকা থেকেই অন্যান্য সময়-তালিকাগুলি প্রস্তুত করা হয়।

শ্রেণিভিত্তিক সময়-তালিকা কী? (What is classwise time-table ?)

Ans. শ্রেণিভিত্তিক সময়-তালিকায় প্রতিদিন কোন্ শ্রেণিতে কোন্ সময় কী পড়ানো হবে তা দেওয়া থাকে। অর্থাৎ, প্রত্যেক শ্রেণির প্রতিদিনের পঠিত বিষয়, শিক্ষকের নাম এবং সময় নির্দেশ থাকে। এই ধরনের সময়-তালিকার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা বেশি পরিচিত।

শিক্ষকভিত্তিক সময়-তালিকা কাকে বলে? (What is teacher-wise time-table ?)

Ans. শিক্ষকভিত্তিক সময়-তালিকা মূলত শিক্ষকদের জন্য রচিত। এই সময়-তালিকায় যতজন শিক্ষক/শিক্ষিকা থাকেন তাঁদের নাম তালিকার বাম দিকে উল্লেখ থাকে এবং ডানদিকে তাঁদের সাপ্তাহিক Work-Load নির্দিষ্ট করা হয়। এতে প্রত্যেক শিক্ষকের শিক্ষামূলক কর্মবণ্টনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই তালিকা থেকে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাও কোন্ দিন কো[illegible] নেবেন এবং মোট কটা ক্লাস সপ্তাহে ধার্য করা হল তার উল্লেখ থাকে।

সময়-তালিকাকে বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘণ্টা বলা হয় কেন? (The time table is second clock of school—why called this ?)

Ans. ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের কাজ নির্দিষ্টভাবে এগিয়ে চলে। সময়-তালিকার দিকে একবার ভালো করে নজর দিলেই সমস্ত স্কুলের কোথায় কী হচ্ছে তার পরিষ্কার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেজন্য সময়-তালিকাকে বলা হয় বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘণ্টা (Second School Clock)।

সাময়িক সময়-তালিকা কাকে বলে? (What is provisional time table ?)

Ans. সাময়িক সময়-তালিকা করা হয় বিদ্যালয়ে কোনো কারণে কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা অনুপস্থিত থাকলে শ্রেণি পঠনপাঠনে যাতে অসুবিধা না হয় এবং শ্রেণি-শৃঙ্খলা যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য সেই সময় উপস্থিত অথচ অন্য কোনো ক্লাস তখন বরাদ্দ নেই এরকম শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সেখানে পাঠানো হয়। শুধুমাত্র এক এক দিনের ভিত্তিতে এই সময়-তালিকা করার প্রয়োজন হয় বলে একে বলে সাময়িক বা তাৎক্ষণিক সময়-তালিকা।

পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন ধরন কী? (What are the different types of Textbook ?)

Ans. বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন। একটি ভালো পাঠ্যপুস্তক সর্বদাই শিশুর মানসিক স্তর অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের জন্য আমরা এমন পাঠ্যপুস্তক চাইব যেখানে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সমৃদ্ধ হতে পারে। ভাষার পুস্তকগুলি শিশুদের ভাষাজ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটাবে এটাই আশা করা হয়। শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি, বাক্য গঠন প্রক্রিয়াতেও এগুলি সাহায্য করে। একইভাবে গণিত পুস্তক শিক্ষার্থীর গণিত ও গণনাচর্চাকে বাড়িয়ে তুলতে পারবে এটি আশা করা হয়।

উন্নত মানের পাঠ্যপুস্তকের কোন্ কোন্ বিষয় আলোচনা করা হয়? (What aspects are analysed of a good Textbook ?)

Ans. যখন কোনো বই এর আমরা গুণমান বিচার করতে বসি তখন আমরা দু-ধরনের বিষয় বিচার করি—

- বহিরঙ্গ সংক্রান্ত বিষয় (Physical Aspects)
- শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় (Academic Aspects)।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-5

পাঠক্রমকে মূল্যবোধ শিক্ষার উৎস কীরূপে বলা যায়? (How Curriculum can be said a source of value-education ?)

Ans. 124-125 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

আলোচনা করুন "শিক্ষায় শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন ও শাসন"। (Discuss Discipline, Rules and Order in Education.)

Ans. 126 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

আলোচনা করুন "শাসন বনাম শৃঙ্খলা"। (Discuss : Order vs Discipline.)

Ans. 126-127 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ আলোচনা করুন কোন্ সামাজিক আদর্শগুলি সমাজে লালন করতে হবে? ("What Norms are to be reproduced in the Society?"—Discuss)

Ans. 130 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ সময়-তালিকার বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করুন। (Discuss what are the different types of Time Table.)

Ans. 131-132 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ নবম-দশম শ্রেণির জন্য সময়-তালিকার একটি খসড়া দিন। (Cite a blue-print of Time Table for Class IX-X)

Ans. 136 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ সময়-তালিকার আধুনিক ধারণা দিন। (Give a modern concept of Time Table)

Ans. 136-137 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ 'অব্যক্ত পাঠক্রম ও এর কাজ' আলোচনা করুন। (Discuss Hidden Curriculum and its functions.)

Ans. 137-138 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিজ্ঞান পুস্তকের বিশ্লেষণে কী কী আলোচনা করতে হবে? (What are to be analysed in a Text Book of Science?)

Ans. 144 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ গণিত পুস্তক কীভাবে বিশ্লেষণ করা যায়? (How a Text Book of Mathematics can be analysed?)

Ans. 144-145 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ 'সমাজবিদ্যা' পাঠ্যপুস্তক আলোচনার ব্যবস্থা কী? (What is the system of analysis of Text Book on social studies?)

Ans. 145 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ শিক্ষকের দ্বারা ব্যবহৃত পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (Discuss Teachers' Handbook.)

Ans. 148-149 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান-10

▶ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে শৃঙ্খলার ধারণা আলোচনা করুন। (Discuss different approaches to Discipline.)

Ans. 127-129 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ সময়-তালিকার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। (Discuss necessity of Time Table.)

Ans. 132-133 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ সময়-তালিকা রচনার নীতিগুলি বিবৃত করুন। (Describe the principles of Construction of Time Table)

Ans. 133-134 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ অব্যক্ত পাঠক্রম: শ্রেণিকক্ষ—শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন। (Discuss Hidden Curriculum: Classroom—Role of Teacher)

Ans. 138-140 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠ্যপুস্তকের বিশ্লেষণ বিশদে আলোচনা করুন। (Describe Text-Book Analysis in detail.)

Ans. 141-143 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ উদাহরণসহ উপস্থাপন করুন। (Give an example of Textbook Analysis.)

Ans. 141-145, 150 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ 'শিশু সাহিত্য' কাকে বলে? এর বিশ্লেষণ কীভাবে করা যায়? (What do you mean by Children's literature ? How it can be analysed ?)

Ans. 149-150 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

ব্যাবহারিক

[Practicum]

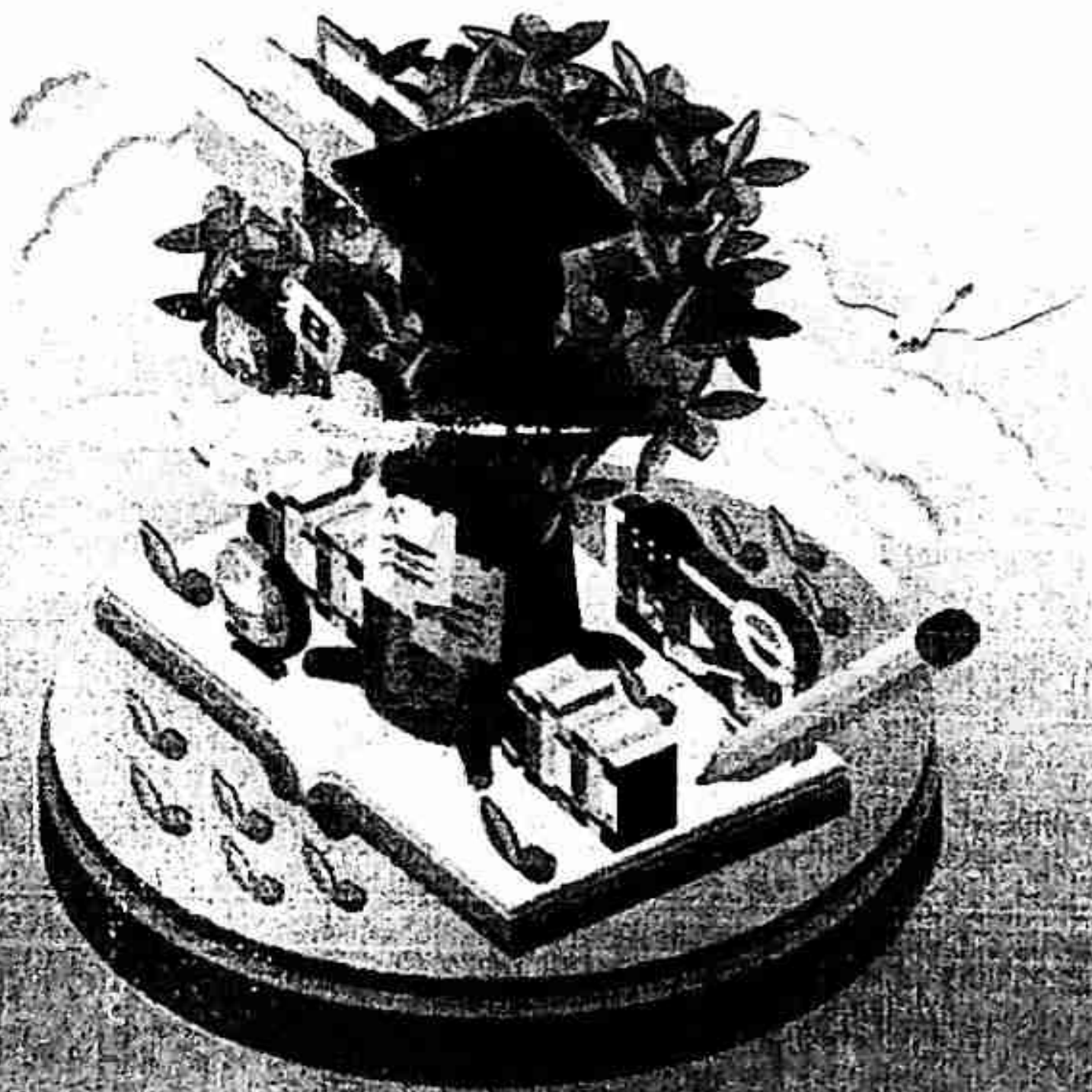

পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ
(Text Book Analysis)

এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে আমরা পুস্তকে Unit 5-এ পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ অংশে উদাহরণ হিসেবে ভাষা বিভাগে ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি। আমরা এখানে যে যে বিষয়ের পুস্তক আলোচনা করে দেখাব সেগুলি হল—1. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য. 2. ইতিহাস, 3. গণিত।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য: 'সাহিত্যমেলা' (অষ্টম শ্রেণি)

পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ

1. পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে সাধারণ তথ্য

পাঠ্যপুস্তকের নাম : সাহিত্যমেলা
পুস্তকের ভাষা : বাংলা
প্রকাশনী সংস্থা : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
প্রকাশকের নাম : শুভাশিস করণ
প্রকাশকের ঠিকানা : উপসচিব (শিক্ষা), পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, 77/2 পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা—700 016.
পাঠ্যপুস্তকের নম্বর : 0004858/WBTBCL/Sahitya Mela/VIII December 2013
পুস্তকের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা : 183

2. পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর স্তর: অষ্টম শ্রেণি

মূল বিষয়বস্তু কতখানি উপযুক্ত এবং মান কীরূপ?

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

পাঠ্যপুস্তকটির মূল বিষয়বস্তুর মান উৎকৃষ্ট। কারণ এখানে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন—উপন্যাস, নাটক, কাব্য, প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। সেজন্য পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের সব শাখার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে।

পাঠ্যপুস্তকের আধুনিক তথ্য সমৃদ্ধতা

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

পাঠ্যপুস্তকটি আধুনিক তথ্য সমৃদ্ধতার দিক থেকে উৎকৃষ্ট, কারণ এই পুস্তক থেকে তিনটি যুগের ধারণা আমরা যথাযথভাবে পাই। যেমন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'লোকটা জানলই না'।

উদ্দেশ্যভিত্তিক বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিষয় মধ্যম মানের। যেমন 'পরবাসী' কবিতায় অরণ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বোঝাপড়া' কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষকে সাহসী, আত্মবিশ্বাসী এবং পরোপকারী হতে বলা হয়।

পাঠক্রমের ব্যাপ্তি

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকে গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, নাটিকা, উপন্যাস সব কিছুই সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে।

আধুনিক বিষয়বস্তু

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকে আধুনিকতার লক্ষণ পরিলক্ষিত হলেও এখানে বর্তমান যুগের প্রযুক্তি সংক্রান্ত রচনার কোনো উল্লেখ নেই। সেজন্য এই দিক থেকে পুস্তকটি মধ্যম মানের।

সমন্বিত বিষয়বস্তু

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

পাঠ্যপুস্তকটি অষ্টম শ্রেণির সিলেবাস অনুযায়ী বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এবং বিষয়গুলি অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

3. ভাষাতাত্ত্বিক স্তর

নির্দিষ্ট শ্রেণির উপযোগিতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

আলোচ্য পুস্তকের অধিকাংশ রচনার ভাষা সহজ, সরল কিন্তু কিছু কিছু রচনার ভাষা দুরূহ। যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'অদ্ভুত আতিথেয়তা'। তাই সকলের পক্ষে উপযুক্ততার দিক থেকে এটি মধ্যম মানের।

উচ্চস্তরের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কতটা উপযুক্ত

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি যথোপযুক্ত। কারণ এই পুস্তকে উন্নত মানের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'অদ্ভুত আতিথেয়তা', সমরেশ বসুর 'আদাব'।

নতুন শব্দ উপস্থাপনের স্বরূপ

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন মানের

পাঠ্যপুস্তকে বহু নতুন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বনভোজনের ব্যাপার' গল্পে ঝকমারি, জুৎসই, শ্রেফ, হ্যাঁচকা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকটি নতুন শব্দ উপস্থাপনের দিক থেকে উৎকৃষ্ট মানের।

4. ধারণাগত দিক

শিক্ষার্থীর নিকট বিষয়বস্তুর ধারণাগত দিক

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

পাঠ্যপুস্তকটিতে এমন অনেক রচনা আছে যা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠনে সহায়তা করে। যেমন, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'সবুজ জামা' কবিতার মধ্য দিয়ে অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লীসমাজ' গল্পের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ কৃষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। পাঠ্যপুস্তকটি ধারণাগত দিক থেকে উৎকৃষ্ট।

বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে অবরোহীভাবে উপস্থাপিত কিনা

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

কোনো বিষয় সম্পর্কে ধারণা যদি সার্বিকভাবে বিশেষের দিকে যায় তা হলে তা সহজেই বোধগম্য হয়। আলোচ্য পুস্তকটিতে সমরেশ বসুর 'আদাব' রচনার মধ্যে প্রথমে দাঙ্গায় মিলিত হওয়া, দুজন মানুষের মধ্যে কথোপকথন, প্রাণ বাঁচানোর প্রচেষ্টা সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার পর দাঙ্গার চরম পরিণতি হিসেবে সাধারণ মানুষের মৃত্যু দেখানো হয়েছে। এখানে উপস্থাপন উৎকৃষ্ট মানের।

ধারণা বোঝাতে উদাহরণ ও বিশ্লেষণের উপযোগিতার দিক

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

পাঠ্যপুস্তকের কোনো কোনো রচনায় উদাহরণ ও বিশ্লেষণ ধারণা গঠনে সহায়তা করেছে। যেমন--জয় গোস্বামীর 'মাসিপিসি' কবিতায় তিনি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রার কথা বলতে গিয়ে আমাদের সমাজের মাসিপিসির উদাহরণ দিয়েছেন। এই দিক থেকে পাঠ্যপুস্তকটি মধ্যম মানের।

5. বিষয়বস্তুর সাংগঠনিক অবস্থান

বিন্যাসে একক, অধ্যায়, পরিচ্ছদ, তালিকা [illegible] ব্যবহার

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

আলোচ্য পুস্তকে সব রচনায় পরিচ্ছেদ না থাকলেও কিছু কিছু গদ্য পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। ফলে বিষয়বস্তু পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে সুবিধা হয়। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা' গদ্যটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। পাঠ্যপুস্তকে গদ্য ও পদ্যের সংখ্যা যথাক্রমে 19 ও 17। সুতরাং এদিক থেকে বইটি মধ্যমমানের।

বিষয়বস্তুর শিরোনাম ও উপশিরোনাম

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

পাঠ্যপুস্তকে এককের ক্ষেত্রে যথাযথ শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পুস্তকটিতে উপশিরোনামের ব্যবহার নেই। এ দিক থেকে পুস্তকটি মধ্যম মানের।

ব্যাখ্যা, সারসংক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থাপনের যৌক্তিকতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন রচনায় ব্যাখ্যা থাকলে শিক্ষার্থীদের বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হয়। যেমন, জগদীশচন্দ্র বসুর 'গাছের কথা' গদ্যে গাছেরও যে প্রাণ আছে সে সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তবে পাঠ্যপুস্তকে কোনো গদ্য বা পদ্যের পূর্বে সারসংক্ষেপের উল্লেখ নেই। সারসংক্ষেপ দেওয়া থাকলে বিষয়টি পড়ার পূর্বে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি সার্বিক ধারণা জন্মায়। এই দিক থেকে পাঠ্যপুস্তকটি মধ্যম মানের।

6. রচনাশৈলী

ধারণা প্রকাশে স্বচ্ছতা

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

লেখকদের রচনায় তাদের বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে তাদের জীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, আশাপূর্ণা দেবীর 'কী করে বুঝব', শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরাজয়'-এর মধ্য দিয়ে জীবন দর্শন প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য পুস্তকটি ধারণা প্রকাশের স্বচ্ছতায় উৎকৃষ্ট।

শব্দ চয়নের যথাযথ দিক

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

যথাযথ শব্দচয়ন যেমন কবিতাকে আরও ছন্দোময় ও শ্রুতিমধুর করে তোলে তেমনি গদ্যের মূলভাবকে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। যেমন, বুদ্ধদেব বসুর 'হাওয়ার গান' কবিতাতে 'শার্সিতে কেঁপে ওঠা দেয়ালের পঞ্জর/চিমনির নিস্বনে কাননের ক্রন্দন'—এই পঙ্‌ক্তিতে পঞ্জর, নিস্বনে শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর। তাই বইটি শব্দচয়নে উৎকৃষ্ট মানের বলা যায়।

বিষয় উপস্থাপনের রীতি

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

পুস্তকটিতে বিষয়বস্তু খুব সহজ সরল ভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। সেজন্য পাঠ্যপুস্তকটি পাঠকের কাছে সহজেই গ্রহণীয়। তাই বিষয় উপস্থাপন রীতির দিক থেকে পুস্তকটি উৎকৃষ্ট মানের।

অনুশীলনের পর্যাপ্ততা

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

প্রত্যেকটি গদ্য কবিতার শেষে অনুশীলনীতে প্রশ্নগুলি জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক ও দক্ষতামূলক—এই চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত। তাই অনুশীলনীর পর্যাপ্ততার দিক থেকে বইটি উৎকৃষ্ট।

আনুষঙ্গিক বিষয় পড়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলির উপযুক্ততা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

পুস্তকটিতে আনুষঙ্গিক বিষয় পড়ার ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলির উপযুক্ততা মধ্যম মানের।

7. শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবহার

পরিচ্ছন্ন ও ব্যবহারের উপযোগিতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিটি রচনার সঙ্গে শিখন প্রদীপন থাকলেও তা যথোপযুক্ত ও পরিচ্ছন্ন নয়। এই দিক থেকে পুস্তকটি মধ্যম মানের।

দুর্বল ছাত্রছাত্রী, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী এবং বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন প্রদীপনের উপযোগিতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

আলোচ্য পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি গদ্য পদ্যের সঙ্গে শিখন প্রদীপন থাকলেও সেখানে কবিতা বা গদ্যের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ লক্ষিত হয় না। তাই দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি বোঝার ক্ষেত্রে এটি যেমন অন্তরায় তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রছাত্রীর জ্ঞানের চাহিদাকে পূরণ করতে পারে না।

৪. বাঁধাই, মুদ্রণ, আকার ও বিস্তৃতিগত দিক

বইটির আকারগত উপযুক্ততা

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

বইটির আকার ও আয়তন যথার্থ, ফলে সহজেই শিক্ষার্থীর নিকট বহনযোগ্য। এদিক থেকে বইটি উৎকৃষ্ট মানের।

বইটির মলাট, বাঁধাই এবং কাগজের মান

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বইটির মলাটের ছবি খুব একটা আকর্ষণীয় নয় এবং বাঁধাই শক্তপোক্ত নয়। ফলে তা সংরক্ষণযোগ্য নয়। কাগজের মান খুব একটা ভালো নয়। এসব দিক দিয়ে বইটি মধ্যম মানের।

হরফের আকারগত দিকের উপযুক্ততা

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

প্রত্যেকটি হরফের আকার সমান মাপের যা সহজেই বোধগম্য হয় অর্থাৎ পড়া যায়। তাই হরফের আকারগত দিকের উপযুক্ততা উৎকৃষ্ট।

ছবি, ছক, তালিকা, সংখ্যাগত দিকের উপযুক্ততা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

পাঠ্যপুস্তকে লেখকের ও কবির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের চিত্র সংযোজিত হয়নি এবং তাদের রচনাগুলি তালিকা আকারে দেওয়া নেই। এই দিক থেকে পুস্তকটি মধ্যম মানের।

• বিষয়বস্তুর বর্ণনাগত অবস্থান

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

পাঠ্যপুস্তকটির বিভিন্ন রচনায় বিভিন্ন বিষয়বস্তুর বর্ণনা আছে। যেমন জগদীশচন্দ্র বসুর 'গাছের কথা' গদ্যাংশে বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তার কথা, জীবনানন্দ দাশের 'পাড়াগাঁর দু প্রহর ভালোবাসি' কবিতায় পল্লি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই দিক থেকে পাঠ্যপুস্তকটি উৎকৃষ্ট মানের।

9. পুস্তকটির সার্বিক মূল্যায়ন

✓ **পুস্তকটির সার্থকতা বিশ্লেষণ:** পুস্তকটির সার্থকতার কারণগুলি নিম্নরূপ—

1. 'লেখক পরিচিতি' থাকায় শিক্ষার্থীরা লেখক সম্পর্কে সার্বিক ধারণা লাভ করে।
2. সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন উপন্যাস, কাব্য, নাটক প্রভৃতি পুস্তকে সংকলিত হয়েছে।
3. বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে কবি ও লেখকের জীবন দর্শন সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।
4. বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে লেখকের ধারণার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে।
5. পুস্তকটির ভাষা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল।
6. অনুশীলনীর প্রশ্নগুলি শিক্ষার্থীর দক্ষতাবৃদ্ধির সহায়ক।

✓ **পুস্তকটির ত্রুটি বিশ্লেষণ**

1. পুস্তকের কবি বা লেখক পরিচিতিতে কবি বা লেখকের কোনো ছবি নেই।
2. পুস্তকটির গদ্য বা পদ্যের প্রথমে সারসংক্ষেপ নেই।
3. বইটির মলাট ও বাঁধাই শক্তপোক্ত নয়। সহজেই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।
4. পুস্তকটিতে হাস্যরসাত্মক রচনার সংখ্যা কম।

✓ **পুস্তকটির সার্বিক পূর্ণায়ন কীভাবে হবে?**

1. কবি বা লেখক পরিচিতিতে তাদের চিত্র সংযোজিত হলে শিক্ষার্থীর সঙ্গে তাদের পরিচিতি সার্থক হবে।
2. প্রতিটি গদ্য/পদ্যের পূর্বে সারসংক্ষেপ থাকলে শিক্ষার্থীর সার্বিক ধারণা জন্মাবে।
3. প্রদীপনের ব্যবহার পরিচ্ছন্ন পর্যাপ্ত ও বিষয়ানুযায়ী হলে শিক্ষার্থীদের কাছে রচনাংশ সহজবোধ্য হবে।
4. পুস্তকটি সংরক্ষণযোগ্য করতে বাঁধাই শক্তপোক্ত করতে হবে।
5. প্রত্যেকটি গদ্য/পদ্যের শেষে পাদটীকা অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা আছে।

পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ (ইতিহাস)

1. পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে সাধারণ তথ্য

পাঠ্যপুস্তকের নাম : ইতিহাস পরিচয়
পুস্তকের ভাষা : বাংলা
লেখক : রীতা চক্রবর্তী
প্রকাশক : সাঁতরা পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড
প্রকাশকের ঠিকানা : 107/1A রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা—700 009
পাঠ্যপুস্তকের নম্বর : SYLL/TB/Hist/B IX-X/08/72
পুস্তকের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা : 144
গ্রেড লেভেল : 'দশম শ্রেণি'

2. বিষয় নির্বাচন

প্রতিটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

শিক্ষণ বিষয়ের উপস্থাপন দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট নয়।

পাঠ্যপুস্তকের আধুনিক তথ্যসমৃদ্ধতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বিষয়বস্তু আরও তথ্যনির্ভর হওয়া উচিত ছিল।

বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা মোটামুটি ভালো।

পাঠক্রমের ব্যাপ্তি

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

ব্যাপ্তি উৎকৃষ্ট। বইটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার থেকে বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের ইতিহাস লেখা আছে।

বিষয়বস্তুর আধুনিকতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

এক্ষেত্রে পুস্তকটি মধ্যম মানের। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ চার্ট বা মানচিত্র দেওয়া নেই।

সমন্বিত বিষয়বস্তু

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

সিলেবাস অনুযায়ী অধ্যায়গুলি পরপর সমন্বিত করে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

3. ভাষাতাত্ত্বিক স্তর

নির্দিষ্ট শ্রেণির উপযোগিতা

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

বইটিতে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অত্যন্ত সুন্দর, সহজ এবং সাবলীল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর জন্য উপযোগী কিনা

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

বইটি সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য আদর্শ ও উপযুক্ত।

নতুন শব্দ উপস্থাপন

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

এক্ষেত্রে পুস্তকটি মধ্যম মানের। এখানে ওকাবুরা, খ্রিস্টিয়ান সোস্যালিস্ট প্রভৃতি কিছু শব্দের উল্লেখ আছে।

নতুন শব্দ নজরে পড়ার জন্য মোটা, বাঁকানো অক্ষর ব্যবহার

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

লেখাগুলি আরও মোটা ও বড়ো হরফে থাকলে ভালো হত।

4. ধারণাগত দিক

শিক্ষার্থীর ধারণা গঠন

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

পুস্তকটি শিক্ষার্থীদের গ্রেড লেভেল অনুযায়ী ইতিহাস বিষয়ে সঠিক ধারণা গড়ে তুলবে।

বিষয়বস্তুর অবরোহী উপস্থাপন

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বিষয়ের অবরোহী উপস্থাপন মধ্যম মানের।

নতুন ধারণা বিশ্লেষণে উদাহরণ ও বিশ্লেষণের ব্যবহার

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

এদিক দিয়ে বইটি মধ্যম মানের। উদাহরণ ও বিশ্লেষণের বহু ব্যবহার নেই।

5. সাংগঠনিক অবস্থান

বিষয় বিন্যাসে একক, অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, তালিকার যুক্তিপূর্ণ ব্যবহার

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

পুস্তকটিতে একক পরিচ্ছেদ সব কিছু মোটামুটিভাবে সাজানো আছে।

বইটিতে শিরোনাম/উপশিরোনামের ব্যবহার

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

উপশিরোনাম ঠিকঠাক সাজানো নেই।

ভূমিকা, সারসংক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থাপনের যৌক্তিকতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

ভূমিকা, সারসংক্ষেপ যথাযথভাবে সর্বত্র ব্যবহৃত নয়।

একক (Units) এবং বিভাগে বিন্যাস

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

বইটির একক ও বিভাগে বিন্যাস যথাযথ।

মনোবৈজ্ঞানিক বিকাশ পন্থা

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

বইটি পাঠে মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ ভালো হবে। কারণ উপস্থাপন সহজ, সরল ও সুন্দর।

বিষয়ে সংঘবদ্ধতা (Coherence)

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বিষয়বস্তুর সংঘবদ্ধতা ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয়নি।

6. লিখন শৈলী

ধারণা প্রকাশে স্বচ্ছতা

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে দেওয়া হয়েছে।

শব্দচয়ন

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বইটিতে ওকাবুরা, খ্রিস্টিয়ান সোস্যালিস্ট শব্দগুলি আছে। শব্দচয়ন মধ্যম মানের।

বিষয় উপস্থাপনের রীতি

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বইটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে ও সহজবোধ্য ভাষায় লেখা আছে যা শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য।

7. Content উপস্থাপন

বইটির নাম (Title)

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

শিরোনাম সুন্দর ও যথোপযুক্ত।

উদ্দীপনাময় উপস্থাপন (Motivating Presentation)

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বইটির বিষয়বস্তুর উপস্থাপন শিক্ষার্থীর প্রেষণা ও আগ্রহ বৃদ্ধিতে খুব কার্যকরী নয়।

সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি গঠন

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

এ ব্যাপারে বইটি মধ্যম মানের।

৪. বাচনিক সংযোগ

শব্দভাণ্ডারের যথাযথতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

এ ব্যাপারে পুস্তকটি মধ্যম মানের।

ছোটো ও সরল বাক্য ব্যবহার

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

বিষয়বস্তু বর্ণনায় ছোটো ও সরলবাক্য ব্যবহার যথাযথ।

শুদ্ধ বানান ও যতিচিহ্নের ব্যবহার

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

এ ব্যাপারে বইটি উৎকৃষ্ট মানের।

ব্যাকরণগত শুদ্ধভাষার ব্যবহার

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

ব্যাকরণগত শুদ্ধ ভাষায় বইটি লেখা।

Technical Term-এর ব্যবহার (চিত্র/মানচিত্র)

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বইটিতে প্রযুক্তিগত শব্দ, মানচিত্র ইত্যাদি কম আছে।

৯. অ্যাসাইনমেন্ট (অনুশীলনী/প্রকল্প)

পর্যাপ্ত অনুশীলনী

✓ উৎকৃষ্ট/মধ্যম/নিম্ন

বইটিতে অনুশীলনীতে প্রশ্ন পর্যাপ্ত পরিমাণে দেওয়া আছে।

প্রোজেক্ট-এর সুযোগ

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বইটিতে প্রোজেক্ট করার মতো কোনো গাইডলাইন নেই।

১০. শিক্ষণ উপকরণ

শিক্ষণ প্রদীপনের স্পষ্টতা

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

এ ব্যাপারে পুস্তকটি মধ্যম মানের। কিছু চিত্র রঙিন হলে ভালো হত।

পাঠক এবং ধীর এবং অগ্রবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিবর্ত পরামর্শ

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

এ ব্যাপারে বইটি মধ্যম মানের। দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরামর্শ থাকলেও বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেই।

উদাহরণ ও সংবোধন

উৎকৃষ্ট/মধ্যম ✓/নিম্ন

বইটিতে পর্যাপ্ত উদাহরণের অভাব আছে।

11. সার্বিক মন্তব্য

ভালোর দিক

1. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান গৃহীত হয়েছে।
2. সংবিধানের প্রস্তাবনা আছে।
3. লেখক পরিচিতি উদ্দীপনার কাজ করবে।
4. সাম্প্রদায়িক, আঞ্চলিক, ধর্মীয় দিক থেকে পুস্তকটি মুক্ত।
5. বিষয়বস্তু সহজ ও সরল ভাষায় প্রদত্ত।

দুর্বলতা

1. গল্পের অবতারণা নেই।
2. পৃষ্ঠামান ও সংগঠন ভালো নয়।
3. যথেষ্ট পরিমাণে চিত্র ও মানচিত্রের অভাব।
4. বিষয়বস্তু অতিসংক্ষিপ্ত এবং পয়েন্টভিত্তিক নয়।

পরামর্শ

1. পুস্তকের বাঁধাই আরও ভালো করা যেতে পারে।
2. পুস্তকের পাতার গুণমানের উন্নতি ঘটানো সম্ভব।
3. চিত্র ও মানচিত্র বর্ণিল হলে ভালো হয়।
4. বইটির আকার এবং মুদ্রণ হরফের আকার একটু বড়ো হলে ভালো হয়।
5. বর্তমান কালের ইতিহাসের নিত্যনতুন তথ্যের সংযোজন ঘটলে ভালো হত।

পাঠ্যপুস্তক বিশ্লেষণ (গণিত)

1. General Information

Title of the book : গণিত প্রভা

Publisher's Name : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

Address : 77/2 Park Street, Kol-700016

TB No : WBTBCL/Ganit Prabha/VII/ Dec 2013

Pages : 290
Grade Level : VII

2. Selection of Content

Covers every main point: **Average**

এই বইটিতে মূল বিষয়গুলি মোটামুটি ভালোভাবে দেওয়া আছে। বইটির দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে "অনুপাত" ও "সমানুপাত" নামক অংশে বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে মূল বিষয়গুলি দেখানো হয়েছে।

Generally covers up-to-date information: **Average**

সাম্প্রতিক তথ্যগুলি মোটামুটি ভালোভাবে দেওয়া আছে। যেমন 'প্রতিসাম্য' নামক অংশে 'ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোণ', 'ঘূর্ণন প্রতিসাম্য মাত্রা' বিষয়গুলির সংযোজন ভালো।

Objective based relevant content: **Excellent**

বইটি সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য বেশ উপযুক্ত।

Integrated content: **Excellent**

বইটিতে পূর্বপাঠের সঙ্গে ভালো সমন্বয়ের ব্যবস্থা আছে। যেমন ষষ্ঠ শ্রেণির জ্যামিতির সঙ্গে ধারাবাহিকতা রেখে 'কম্পাসের সাহায্যে নির্দিষ্ট কোণ অঙ্কন', 'ত্রিভুজ অঙ্কন', 'সমান্তরাল সরলরেখা ও ছেদকের ধারণা' অংশগুলি সপ্তম শ্রেণির পক্ষে খুব উপযুক্ত।

Up-to-date content: **Average**

'দ্বিস্তম্ভলেখ' অধ্যায়ে 'হিস্টোগ্রাম' ও ওজাইভের ধারণা দেওয়া গেলে পরবর্তীতে বিষয়গুলি আরও স্পষ্ট হত।

3. Linguistic Level

Generally appropriate to intended grade level: **Average**

অভীষ্ট লক্ষ্যের সীমায় পৌঁছোনোর পক্ষে মোটামুটি উপযুক্ত।

Generally suitable to most population of students: **Excellent**

ভাষার স্তর বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত।

New terms/formulas etc. explained in the content: **Average**

বইটিতে নতুন শব্দ বা সূত্রের ব্যাখ্যা সর্বত্র ভালোভাবে দেওয়া নেই।

'সময় দূরত্ব' অধ্যায়ে সমস্যাসমাধানের পদ্ধতি দেওয়া থাকলেও ব্যাখ্যা নেই।

New Vocabulary highlighted, italacised, in bold face or underline: **Average**

নতুন শব্দকোশ, সূত্রগুলি মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য রঙিন করা যেত।

4. Conceptual factors

Conceptual level generally appropriate to intended grade level: **Average**

বইটিতে প্রদত্ত ধারণাগুলি সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর পক্ষে মোটামুটি উপযুক্ত।

'আসন্ন মান' অধ্যায়ে সমস্যাসমাধান করে দেখানো হয়েছে। বাস্তব উদাহরণ দিলে আরও গ্রহণযোগ্য হত।

Content presented deductively: **Excellent**

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অবরোহী পদ্ধতির ব্যবহার আছে।

Sufficient development of new concept through examples, illustrations or analogies: **Excellent**

নতুন ধারণাগুলির উপস্থাপনা সুন্দর। যেমন 'সর্বসমতার ধারণা', 'প্রতিসাম্য' ইত্যাদি।

5. Organizational Factors Excellent

Unit chapters, table, figures, logical development of content: **Excellent**

প্রতিটি অধ্যায়ে সরল থেকে জটিল আকারে সমস্যা ও বিষয়গুলি সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Chapters, segments contains headings and sub-headings that aid comprehension of matters: **Excellent**

প্রতিটি অধ্যায়ের নামের সঙ্গে বিষয়বস্তু খুব ভালোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন—সময় ও দূরত্ব, আসন্ন মান, বীজগাণিতিক প্রক্রিয়া, সূচকের ধারণা ইত্যাদি।

Introductory, definitional, illustrative summary, paragraphs used as necessary: Average

সূচনা, সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, সারসংক্ষেপ এই সব খুব একটা ভালোভাবে দেওয়া নেই।

Division into Units: **Excellent**

প্রতিটি অধ্যায় আলাদা আলাদা করে খুব ভালোভাবে সমগ্র বইটিতে ভাগ করা হয়েছে। যেমন, পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি।

Division into sections: **Excellent**

প্রতিটি অধ্যায়ে একক, উপএককে খুব সুন্দরভাবে ভাগ করা আছে। যেমন, পাটিগণিতের মধ্যে 'সময় ও দূরত্ব', 'আসন্ন মান'; বীজগণিতে 'বীজগাণিতিক প্রক্রিয়া', 'বীজগাণিতিক সূত্রাবলি', 'রিস্তম্ভলেখ', 'উৎপাদকে বিশ্লেষণ' ও জ্যামিতির মধ্যে বিভিন্ন সম্পাদ্য ও প্রমাণ ইত্যাদি।

Psychological approach: **Average**

বইটি মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে মোটামুটি ভালো।

Coherence in the subject-matter: **Excellent**

সপ্তম শ্রেণির শিক্ষণীয় বিষয়ের পক্ষে বইটি যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও ব্যবহারযোগ্য।

Flexible organization: **Excellent**

পাঠক্রমিক সজ্জা যথেষ্ট নমনীয়।

6. Writing Style

Ideas are expressed clearly and directly: **Excellent**

ধারণাগুলি খুব স্বচ্ছ ও সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন— 'অনুপাত' ও 'সমানুপাত' অধ্যায়ে ধারণাগুলি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

Word Choice is appropriate: **Excellent**

বইটির ভাষা খুব সহজ, সরল, স্পষ্ট ও সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযুক্ত।

7. Presentation of content

Attractive and appropiate title: **Average**

বইটি 'Title' দেওয়া হয়েছে 'গণিত প্রভা' যা বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্তিপূর্ণ হলেও খুব একটা মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় নয়।

Motivating presentation: **Average**

বইটির উপস্থাপনা ছাত্রছাত্রীদের প্রেষণা সৃষ্টিতে যথেষ্ট নয়।

Interesting and creative approach: **Average**

আকর্ষণীয় ও সৃজনশীল কাজের সুযোগ কম। একমাত্র সম্পাদ্যগুলি ছাত্রছাত্রীদের নিজে করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ সূত্র Deductive পদ্ধতিতে প্রমাণিত হওয়ার দরুন সৃজনশীল কাজের সুযোগ নেই।

8. Verbal Communication

Appropriate Vocabulary: **Excellent**

শব্দকোশ বেশ ভালো।

Short & simple sentences: **Excellent**

[redacted] খুব সহজ সরল বাক্য ও শব্দ ব্যবহার [redacted] অধ্যায়ের শুরুতে বিষয়বস্তু খুব ছোটো ও সরল বাক্যে লেখা আছে।

Spellings and punctuations: **Excellent**

বইটিতে কোনো বানান ভুল নেই।

Grammatically correct language: **Average**

ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত ব্যবহার খুব একটা নেই।

9. Learning Assignments (Exercise and Projects)

Adequate exercise: **Excellent**

প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের জন্য প্রচুর অঙ্ক দেওয়া আছে।

Wide coverage and scope for project: **Average**

Project-এর সুযোগ খুব একটা নেই।

Challenging and graded exercises: **Excellent**

প্রতিটি অনুশীলনে দু-একটা করে অঙ্ক Challenging এবং বেশ কিছু অধ্যায়ের কয়েকটি করে অঙ্ক আছে যা খুব বেশি মেধাবীদের জন্য উপযুক্ত।

10. ***Teaching Aids (help for alternative instructional suggestions)***

Clear, convenient to use: **Average**

বইটিতে মোটামুটি Teaching aids-এর ধারণা উল্লেখ আছে, সরাসরি Teaching aids-এর উল্লেখ নেই। কিন্তু ধারণা থেকে Teaching aids তৈরি করা যায়।

Alternative instructional suggestions given for poor readers and slow and advanced learners: **Excellent**

বইটিতে যমন খুব সহজ সরল উদাহরণ আছে তেমনই অনুসন্ধিৎসামূলক প্রশ্নাবলি দেওয়া আছে যা নিম্ন ও উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপযোগী।

11. Overall Comments about the book

The strengths are:

- বইটি মাধ্যমিক স্তরে গণিতচর্চার মান উন্নত করতে সহায়ক হবে।
- এই বইটিতে সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত সমস্যাকে গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ করার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা হয়েছে।
- প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা উত্তরমালা দেওয়া আছে।
- সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত অধীত বিষয়ের পুনরালোচনা ও অনুশীলনী দেওয়া আছে।
- প্রত্যেক অধ্যায়ে সামর্থ্য বিষয় আলোচনা উদাহরণ ও 'নিজে করো' অংশের মাধ্যমে বিষয়চর্চা, প্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও অনুশীলনী সমেত অনুচ্ছেদ গঠিত হয়েছে।

The weaknesses are:

- ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীল কাজের সুযোগ নেই।
- 'প্রতিসাম্য' ও [illegible] কিছু অনুসন্ধিৎসামূলক প্রশ্ন থাকলেও অন্যত্র তা প্রায় নেই বললেই চলে।
- বইটির নাম, প্রচ্ছদ, ছাপার আকর্ষণীয়তা মোটামুটি।

Suggestions are:

- সমস্যাগুলি যথাসম্ভব বাস্তবসম্মত করতে হবে।
- বইটির ছাপা, আকার, অক্ষরের আকার আকর্ষণীয় করতে হবে।
- অনুসন্ধিৎসামূলক প্রশ্নের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
- বইটির নাম আকর্ষণীয় হওয়া দরকার।
- প্রোজেক্ট করানোর সুযোগ বইটিতে রাখতে হবে।

পরিশিষ্ট

পাঠক্রম উন্নয়নের গতিশীলতা
(Dynamics of Curriculum Development)

পাঠক্রমের অর্থ (Meaning of Curriculum)

শিক্ষাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বাংলা 'পাঠক্রম' শব্দটি ইংরেজি 'কারিকুলাম' (Curriculum) শব্দটির সমার্থক। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological meaning) অনুযায়ী বিচার করলে আমরা দেখতে পাই ইংরেজি Curriculum শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'কুরিয়র' (Currere) থেকে যার অর্থ হল 'দৌড়' (Run or Race)। ইংরেজি কারিকুলাম (Curriculum) শব্দটির তাই অর্থ হল, 'বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দৌড়ের পথ' (A course which a person runs to reach a goal)।

এই 'দৌড়ের পথ'-এর শেষ কোথায়? শিক্ষার লক্ষ্য (Prupose/goal)-এ পৌঁছে। আর পথটি কী? পথটি হল পাঠ্যবিষয়কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন (Subject-centred contents)। নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষামূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে (Through the instructional and educative programme) শিক্ষক, শিক্ষার্থীকে লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করেন। তাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বিদ্যালয়ে পড়ানো হয় এই রকম বিভিন্ন বিষয়ের সমষ্টিকেই ইংরেজিতে 'Curriculum' এবং বাংলা প্রতিশব্দ 'পাঠক্রম' বলে চিহ্নিত করা হয়।

কানিংহাম *(Cunninghum)* বলেছেন, "পাঠক্রম হচ্ছে নিজস্ব স্টুডিয়ো (বিদ্যালয় পরিবেশ)-তে নিজস্ব আদর্শ (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) অনুযায়ী শিল্পী (শিক্ষক)-র অধীন বিষয় (ছাত্র)-কে গড়ে তোলার যন্ত্র।" [Curriculum is a tool in the hands of the artist (teacher) to mould his material (pupils) according to his ideas (aims and objectives) in his studio (school)]। এখানেও পাঠক্রম বলতে প্রথাবদ্ধ শিক্ষায় গৃহীত শিক্ষক কর্তৃক নির্দিষ্ট কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে বোঝানো হয়েছে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে পাঠক্রম বা Curriculum-কে বলা হয়েছে 'A course of study laid down for the students of a University or

schools, or in a wider sense, for schools of certain standard'। অর্থাৎ, পাঠক্রম হল একটা শিক্ষাক্রম বা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু (A course of study) যা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় বা কোনো নির্দিষ্ট মানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য ধার্য করে। পাঠক্রম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ চিন্তাধারা এখনও প্রথাবদ্ধ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান (Knowledge) ও দক্ষতা (Skill) অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ বিষয়ের পাঠ্যসূচি (Syllabus) এইসব প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়—একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে, যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় এবং শংসাপত্র (Certificate) অর্জনে সমর্থ হয়।

এই ধারণা 'পাঠক্রম' (Curriculum) এবং 'পাঠসূচি' (Syllabus) এই দুটি শব্দের মধ্যে কোনো তাৎপর্যগত পার্থক্য আছে এ কথা স্বীকার করা হয়নি। এইখানেই বিভ্রান্তি।

[A] আধুনিক ধারণা (Modern Concept)

শিক্ষার আধুনিক ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমের আধুনিক ধারণা গড়ে উঠেছে। শিক্ষা এখন স্থিতিশীল বিষয় নয়, অপরিবর্তনীয় পাঠ্য বিষয়কেন্দ্রিক কতকগুলি অভিজ্ঞতার সমষ্টি মাত্র নয়। শিক্ষা এখন গতিশীল প্রক্রিয়া (Dynamic process)। এর লক্ষ্যও গতিশীল। এই পরিবর্তনশীল লক্ষ্য অর্জন করতে শিক্ষার্থীকেও বহুমুখী অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। এখন 'শিক্ষা' ও 'জীবন'কে সমার্থক বলে মনে করা হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে 'জীবনযাপনের জন্য প্রস্তুতি' (Preparation for living)। শিক্ষার্থী কার্যকরী জীবনের জন্য প্রস্তুত হবে তখনই যখন তার ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সম্ভব হবে। সুষম বিকাশ বলতে আমরা শিক্ষার্থীর দৈহিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক, সৌন্দর্যমূলক ইত্যাদি সব রকম বিকাশকে বুঝিয়ে থাকি। যে সমস্ত বিষয় ও কর্মসূচি শিক্ষার্থীর উপরোক্ত বিকাশের ক্ষেত্রে উপযোগী, সেগুলিকে নিয়েই গঠিত হয় আধুনিক পাঠক্রম।

আধুনিক পাঠক্রম তাই বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীরা যা কিছু শেখে তাই পাঠক্রমের আন্তর্গত। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পেইনি *(Payne)*-র উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আচরণগত পরিবর্তন আনার জন্য বিদ্যালয় যে কর্মসূচি নির্বাচন করে এবং সচেতনভাবে সংগঠিত করে তাদের সমন্বয়ই হল পাঠক্রম" (Curriculum consists of all the situations that the schools may select and consciously organise for the purpose of developing the personality of its pupils and for making behaviour changes in them)।

পার্সি নান্ *(Percy Nunn)*-ও বলেছেন শিক্ষার বিষয়বস্তু ও জীবন অভিন্ন। পাঠক্রমের মধ্যে জীবনের আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া চাই। প্রয়োগবাদী আমেরিকান শিক্ষাবিদ

জন ডিউই *(John Dewey)* একইভাবে পাঠক্রমের এই আধুনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। পাঠক্রমের ব্যাপকতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1952-53) যা মুদালিয়ার কমিশন (Mudaliar Commission) নামে খ্যাত, মন্তব্য করেছেন, "আধুনিক সর্বোত্তম চিন্তায় বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠ্য বিষয়গুলিকেই শুধুমাত্র পাঠক্রম বলা যায় না। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, কর্মশালা ও খেলার মাঠে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক ও স্বাভাবিক যোগসূত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তারই সমন্বয় হল পাঠক্রম।" (According to modern educational thoughts, curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in schools but it includes the totality of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go on in the school—in the classroom, library, laboratory, workshop, playground and in the numerous informal contacts between teaches and pupils.)

John Kerr বললেন—পাঠক্রম হল বিদ্যালয় দ্বারা পরিকল্পিত এবং নির্দেশিত সকল ধরনের শিখন। এই শিখন দলবদ্ধভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে, বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরে পরিচালিত হতে পারে (All the learning which is planned and guided by the school, whether it is carried on in groups or individually, inside or outside the school); এখানে 'learning is planned or guided' কথাটি খুব প্রণিধানযোগ্য কারণ পাঠক্রম রচয়িতাকে আগে থেকেই ঠিক করতে হবে তিনি এর দ্বারা কী চান এবং কীভাবেই বা অগ্রসর হবেন। এটিই হল পাঠক্রম পরিকল্পনা ও নকশাকরণে (Curriculum planning and designing) আসল কাজ।

আধুনিক অনেক শিক্ষাবিদ পাঠক্রমের এই ধারণাকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও শিক্ষার্থী অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সেগুলি বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরেও হতে পারে। [illegible] তাদের দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশের সহায়ক। শিক্ষার্থীর বিকাশ সহায়ক এইসব অভিজ্ঞতার সমন্বয়ই হল আধুনিক পাঠক্রম। ক্রো এবং ক্রো *(Crow and Crow)* তাই বলেছেন, "Curriculum includes all the learners' experiences. in or outside school that are included in a programme which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spriitually and morally."

শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমের সংক্ষিপ্ত এবং আধুনিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়—"ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরের নির্বাচিত, সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞতাসমূহের এক সার্থক সমন্বয় হল পাঠক্রম।" (Curriculum is an organised and integrated

pattern of experiences in or outside the school, necessary for all round development of the individual.)

আধুনিক পাঠক্রমের এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, এই পাঠক্রমের পরিধি ব্যাপক এবং বিস্তৃত। "আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার্থীর জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়কে স্পর্শ করে। এই বিষয়গুলি হচ্ছে—শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ, শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণোপযোগী পরিবেশ, শিক্ষার্থীর আগ্রহোদ্দীপক বিভিন্ন উপায়সমূহ, শিক্ষার্থীর কার্যকরী শিখনের জন্য পন্থা প্রকরণ, ব্যক্তির সামাজিক দক্ষতা অর্জন এবং বিদ্যালয়ের বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিষয়সমূহ।" (Modern Curriculum touches all aspects of the life of the pupils—the needs and interests of pupils. environment which should be educationally congenial to them, ways and manners in which their interests can be kindled and warmed up, the procedures and approaches which cause effective learning among them, the social efficiency of the individuals and how they fit in with the community around.)

গতানুগতিক পাঠক্রমের ত্রুটি (Defects of Traditional Curriculum)

1. **সংকীর্ণ ধারণার ভিত্তিতে গঠিত (Narrowly conceived):** গতানুগতিক পাঠক্রম সংকীর্ণ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে গঠিত। এখানে তত্ত্বমূলক কতকগুলি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের জন্য তৈরি হয়। জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন এই পাঠক্রম। সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানে কোনো সাহায্য করতে পারে না।
2. **পুস্তকনির্ভর এবং যান্ত্রিক (Bookish and mechanical):** চিরাচরিত পাঠক্রম পুস্তকনির্ভর এবং যান্ত্রিক। ব্যাবহারিক বিষয়ের উপর কম জোর দেয়। তাত্ত্বিক বিষয়গুলি খণ্ড খণ্ড এবং বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষার্থীদের [illegible] বিজ্ঞাননির্ভর নয়।
3. **অপরিবর্তনীয় এবং দৃঢ় (Uniform and rigid):** চিরাচরিত পাঠক্রম অপরিবর্তনীয়, দৃঢ় এবং স্থিতিশীল। চাহিদা, আগ্রহ এবং প্রবণতা বিভিন্ন হলেও শিক্ষার্থীদের সবাইকে একই বিষয় গতানুগতিকভাবে পড়তে হয়।
4. **ভারী ও বোঝাস্বরূপ (Heavy and Overloaded):** বিদ্যালয় পাঠক্রমে বহুবিধ বিষয়ের ভিড়। নির্দিষ্ট সময়ে বহুবিধ বিষয় শিশুকে চিরাচরিত প্রথায় যেন গলাধঃকরণ করতে হয়।
5. **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত (Examination dominated):** চিরাচরিত পাঠক্রম রচনায় বিষয়গুলি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রিত করে তৈরি করা হয়। জ্ঞানার্জন লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। এটা অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। পরীক্ষাও সব সময় নির্ভরযোগ্য, যথার্থ এবং নৈর্ব্যক্তিক ধরনের হয় না।

6. **কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয় বর্জিত (Exclusion of technical and vocational subjects):** চিরাচরিত পাঠক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের দেশের শিল্পমূলক এবং অর্থনৈতিক বিকাশে পাঠক্রম সাহায্য করে না।
7. **অমনোবৈজ্ঞানিক (Unpsychological):** গতানুগতিক পাঠক্রম মনোবিজ্ঞানের ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। এই পাঠক্রম শিশুকেন্দ্রিক এবং কর্মকেন্দ্রিক নয়। এটি বিকাশমান নয় এবং বর্তমান বিজ্ঞান ও কারিগরির অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে না।
8. **সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অবহেলিত (Cultural heritage neglected):** গতানুগতিক পাঠক্রমে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিষয়টিও গুরুত্ব পায়নি। ভারতের লোকসাহিত্য, গল্পকথা, ধর্ম, সংগীত, নীতিকথা, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ খুব কমই স্থান পেয়েছে বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে।

গতানুগতিক পাঠক্রম এবং আধুনিক পাঠক্রমের তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Discussion of Traditional Curriculum and Modern Curriculum)

গতানুগতিক ও আধুনিক পাঠক্রম সম্পর্কে উপরোক্ত সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা উভয়ের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি।

গতানুগতিক পাঠক্রম এবং আধুনিক পাঠক্রমের মধ্যে তুলনা

গতানুগতিক পাঠক্রম	আধুনিক পাঠক্রম
1. জ্ঞান সঞ্চয় অর্থে শিক্ষার নীতি এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদকে ভিত্তি করে এই পাঠক্রম রচিত।	1. আধুনিক পাঠক্রম মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
2. এখানে শিশু অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। এই পাঠক্রম সক্রিয়তার নীতি বর্জিত।	2. [illegible] নীতির ভিত্তিতে এই পাঠক্রম রচিত।
3. জ্ঞান এখানে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয়। যার ফলে, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি পৃথক পৃথক বিষয়রূপে বিবেচিত হয়।	3. এই পাঠক্রমে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বিচ্ছিন্নভাবে তুলে না ধরে পারস্পরিক সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সুবিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করা হয়।
4. পাঠক্রমে বর্ণিত অভিজ্ঞতাগুলি কতকগুলি তত্ত্ব সরবরাহ করে এবং কেবলমাত্র বুদ্ধির বিকাশে এবং আত্মসত্তার বিকাশে সহায়ক।	4. এখানে অভিজ্ঞতাগুলি তত্ত্ব সরবরাহ করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগ সাফল্য ঘটাতে সাহায্য করে এবং সার্বিক বিকাশে সহায়ক।

গতানুগতিক পাঠক্রম	আধুনিক পাঠক্রম
5. পাঠক্রমে জীবনের ব্যাবহারিক দিক উপেক্ষিত। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন।	5. পাঠক্রম জীবনধর্মী, গতিশীল এবং বাস্তবজীবনের সাথে যুক্ত।
6. গতানুগতিক পাঠক্রম গতিহীন, অনড়, দীর্ঘস্থায়ী।	6. আধুনিক পাঠক্রম গতিশীল, পরিবর্তনশীল। ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রম রচনায় পরিবর্তনের নীতি অনুসৃত হয়।
7. পাঠক্রমে প্রদত্ত অভিজ্ঞতাগুলি কেবলমাত্র শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করা সম্ভব।	7. শ্রেণি ও শ্রেণি-বহির্ভূত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে এই পাঠক্রম রচিত।
8. এককথায় বলা যায় যে, শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণাকে ভিত্তি করে গতানুগতিক পাঠক্রম রচিত।	8. আধুনিক পাঠক্রম শিক্ষার ব্যাপক লক্ষ্য বা ধারণাকে কেন্দ্র করে রচিত।

পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যে পার্থক্য
(Difference between Curriculum and Syllabus)

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে পাঠক্রম বা Curriculum-কে বলা হয়েছে, "A course of study laid down for the students of a university or schools, or in a wider sense, for schools of certain standard." অর্থাৎ, পাঠক্রম হল একটি শিক্ষাক্রম বা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু (A course of study) যা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয় বা কোনো নির্দিষ্ট মানের প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য ধার্য করে। পাঠক্রম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ চিন্তাধারা এখনও প্রথাবদ্ধ স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমান।

বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান (Knowledge) ও দক্ষতা (Skill) অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ বিষয়ের পাঠ্যসূচি (Syllabus) এইসব প্রতিষ্ঠানে পড়ানো হয়—একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে, যাতে শিক্ষার্থীরা পাঠ শেষে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় এবং শংসাপত্র (Certificate) অর্জনে সমর্থ হয়।

এই ধারণায় 'পাঠক্রম' (Curriculum) এবং 'পাঠ্যসূচি' (Syllabus) এই দুটি শব্দের মধ্যে কোনো তাৎপর্যগত পার্থক্য আছে এ কথা স্বীকার করা হয়নি। এখানেই বিভ্রান্তি। মনে রাখতে হবে এই দুটি বিষয়ের পার্থক্য আছে। পাঠ্যসূচি, পাঠক্রমের অংশ মাত্র। সমগ্রকে অংশের সঙ্গে এক করে দেখা ঠিক নয়।

'পাঠ্যসূচি' ও 'পাঠক্রম'-কে একই অর্থে 'পাঠক্রম' হিসেবে ব্যবহার করা 'পাঠক্রম' সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণার ফল। এই সংকীর্ণ ধারণায় শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়ের প্রচেষ্টা কেবলমাত্র পাঠ্যবিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

শিশু বা ক্রমবিকাশমান কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত ও সামাজিকসত্তার প্রয়োজন ও দাবির বিষয়টি মনে রাখার কোনো প্রয়োজন থাকে না। বর্তমানে পাঠক্রম সংক্রান্ত এই ধারণাকে প্রাচীন ধারণা বা মতবাদ বলা হয় যা প্রাচীন মানসিক শৃঙ্খলা তত্ত্ব অনুসারী। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে 'পাঠক্রম' সংক্রান্ত গৃহীত ধারণার সঙ্গে এই প্রাচীন গতানুগতিক ধারণার কোনো সামঞ্জস্য নেই।

পাঠ্যসূচি (Syllabus) হল বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞানভাণ্ডার ও ঘটনার সমষ্টি, যা বিভিন্ন বয়ঃস্তরের শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের দ্বারা বিতরিত হয়। এই জ্ঞান সাধারণত পুস্তকনির্ভর, বাচনিক এবং তাত্ত্বিক।

আধুনিক পাঠক্রমের পূর্ববর্তী আলোচনা আমাদের জানাতে সাহায্য করে যে পাঠক্রমের ধারণা পাঠ্যসূচির ধারণা থেকে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। পাঠক্রম কেবল বাচ্চিক শিখন এবং পড়া মুখস্থ করার কথা বলে না। পাঠক্রমের গঠন (Framework) শিশুর এবং তার ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশের উপর জোর দেয়। পাঠক্রম সংগঠন এমন সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যা শিশুর আচরণে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়। এই অর্থে 'পাঠ্যসূচি' এবং 'পাঠক্রম' কখনোই এক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না।

পাঠক্রম, শিক্ষণীয় বিষয় (A course of study) ছাড়াও যা যা অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলি হল—

- শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক এবং বহিঃপাঠক্রমিক কর্মসূচি
- সামাজিক সম্পর্কমূলক বিষয় (Community relationships)
- কর্ম অভিজ্ঞতাসমূহ (Work experience)
- শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও তৎসংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্পর্কিত পাঠ (The study of their growing needs and their planning)
- শিশুরা বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে গেলে কোন্ কোন্ অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে সেগুলিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়।

Coswell-এর মতে—The Curriculum is all that goes on the lives of the children, their parents and their teachers. The curriculum is made up of everything that surrounds the learner in all his working hours in fact, the curriculum has been described as "the environment in motion." পাঠক্রমকে ব্যাখ্যা করা যায় শিক্ষার্থীর চারপাশের চলমান পরিবেশ হিসেবে।

সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি হল একটি শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ পর্যায়ে যে যে বিষয়গুলি (Topics) পড়ানো হবে তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা।

এই পাঠ্যসূচিতে বলা থাকে একটি কোর্সে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি পড়ানো হবে, কবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে, গ্রেড দেওয়ার নীতি কী, পরীক্ষা পদ্ধতি কী রকম হবে সংক্রান্ত বিষয়গুলি।

সিলেবাস হল শিখন-শিক্ষণের নির্দিষ্ট পর্যায়ে কতটুকু কী পড়ানো হবে সে সম্পর্কে সচেতনা করার উপায়। Wikipedia সিলেবাস দ্বারা যে উদ্দেশ্যগুলি সাধিত হয় তার একটি তালিকা দিয়েছে—

- নির্দেশক/শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বোঝাপড়া হয় যাতে কোর্স সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে অত্যন্ত কম অস্পষ্টতা থাকে।
- শিখনীয় বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দান।
- শ্রেণিকক্ষে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া।
- পাঠদান পর্বে শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টাজনিত প্রত্যাশা।
- শিক্ষণজনিত দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষক কীভাবে পাঠকে সংগঠিত করতে চান তার দিক্‌নির্দেশ (Road map) সরবরাহ করা।
- গ্রেডিং নীতি, নিয়মকানুন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিতকরণ।
- অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক ও উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় সরবরাহ করা।
- সহায়তাদানকারী অন্যান্য সম্পদে (Supporting materials)-র তালিকা দান।
- কোর্সে পরীক্ষা/অ্যাসেসমেন্ট সংক্রান্ত তারিখ সম্পর্কে অবহিত করা।
- একটি কোর্স সফলভাবে আয়ত্ত করার কৌশল সম্পর্কে অবহিতকরণ।
- যেসব সমস্যা উদ্ভূত হতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন করা।
- প্রয়োজন হলে নিরাপত্তা নিয়ম (Safety rules) সম্পর্কে জানানো।
- পাঠ্যসূচির নির্দিষ্ট লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিতকরণ।

পাঠক্রম উন্নয়নের গতিশীলতা/ধারণা
(Dynamics of Curriculum Development/Concept)

অধিকাংশ দেশ এবং জাতির ক্ষেত্রে পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম গতিশীল যদিও পাঠক্রম পরিকল্পনা বিষয়ে দেশে দেশে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় সরকারে আইনি দায়দায়িত্ব বহনে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বাস্তবিক অর্থে পাঠক্রম উন্নয়ন একটি চলমান ও জটিল প্রক্রিয়া। যদি এই পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়াকে বাস্তবে সংগত ও সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তবে এই কাজকে সহযোগী এবং যূথবদ্ধ পরিবেশের সাহায্য নিয়ে সমস্ত রকম প্রথাবদ্ধ—অপ্রথাগত, আইনি, আইনের বাইরে গিয়ে পাঠক্রমের নীতি ও পরিকল্পনার বিভিন্ন নির্ধারককে বিবেচনা করে সঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে।

The dynamics of the curriculum development process are similar in most nations though there are variations in legal responsibilities of local, regional, or national governments regarding curriculum planning. Curriculum development is indeed a dynamic complex process. It must occur in a co-operative and collaborative context considering all the formal-informal, legal-extralegal, and internal-external determinants of curriculum policies and plans, it is to be produced through viable and systematic planning.

পাঠক্রম পরিকল্পনার নিরিখে পাঠক্রমের সংজ্ঞা (Definition of Curriculum from the Perspecitve of Curriculum Planning)

পাঠক্রম হল একটি শিক্ষাগত পরিকল্পনা (Academic Plan)। এটি হল একটি সার্বিক নীল নকশা যেখানে—

- পাঠক্রমের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং ফলশ্রুতি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
- উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি উপলব্ধিতে যে প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োজন সেগুলি নির্ণীত হয়;
- সফলতায় পৌঁছোনোর উপায়গুলি অর্জন করা যায়; এবং
- প্রথাবদ্ধ পর্যালোচনা এবং অভিযোজন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কাজ করে।
- The objectives, aims and outcome are clarified;
- The processes to achieve these are identified;
- The ways to measure whether success has been achieved; and
- Systematic review and adjustment are also part of the plan.

1.1 পাঠক্রম উন্নয়নের নির্ধারক (Determinants of Curriculum Development)

পাঠক্রম রচনা করার আগে পাঠক্রম প্রণয়নকারীকে যে যে বিষয়ে লক্ষ রেখে পাঠক্রম বিকাশের পথে এগিয়ে যেতে হয় সেই সবগুলিই হল পাঠক্রম উন্নয়নের নির্ধারক। এগুলি একনজরে হল—

1. শিশু কোন্ কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তার চিহ্নিত করা।
2. শিশুকে কোন্ কোন্ প্রাথমিক অভিজ্ঞতার সম্মূখীন করতে হবে তা নির্ণয় করা।
3. শিশুর বয়ঃস্তর আনুযায়ী তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক, আধ্যাত্মিক বিশ্বজনীন চাহিদার পরিপূরণ।

4. শিক্ষার্থীর আগ্রহ, শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের কারিগরি অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তাকে মূল্য দেওয়া।
5. এইভাবেই ইউনেস্কো প্রবর্তিত জ্যাক দেলর কমিশন 1996 খ্রিস্টাব্দে শিখনের চারটি স্তম্ভের কথা (Four Pillars of Learning) উল্লেখ করল। এগুলি হল—
   (i) জানার জন্য শিখন (Learning to know)
   (ii) করতে শেখা (Learning to do)
   (iii) হয়ে ওঠার শিক্ষা (Learning to be) এবং
   (iv) একত্রে বাঁচতে শেখা (Learning to live together)

   এগুলিকে বলা হল একবিংশ শতকের উপযোগী শিক্ষা।
6. আমাদের দেশের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের শিক্ষার লক্ষ্যও বিভিন্ন। পাঠক্রম প্রণয়নের সময় এই লক্ষ্য অনুযায়ী পাঠক্রমের বিকাশ ঘটানো জরুরি।
7. সফলভাবে পাঠক্রম গঠন করা যাবে যদি নীচের মৌলিক নির্ধারণকারী উপাদানগুলি যথাযথভাবে বিচার করা যায়—
   (a) শিক্ষার উদ্দেশ্য।
   (b) শিক্ষার্থীর চাহিদা ও ক্ষমতার বিচার। এবং
   (c) পাঠক্রম কার্যকর করার জন্য সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধা।

1.1.1 পাঠক্রমের দর্শনভিত্তিক, মনোবৈজ্ঞানিক এবং সমাজতত্ত্বভিত্তিক নির্ধারক

বহু শিক্ষাবিদ পাঠক্রম বিকাশের নির্ধারক হিসেবে উপরোক্ত তিনটি নির্ধারকের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। একে একে সেগুলি আমরা আলোচনা করব।

A. পাঠক্রমের দর্শনভিত্তিক নির্ধারক
(Philosophically based Determinant of Curriculum)

এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদগণ তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রমের সুপারিশ করেছেন।

ভাববাদ আত্ম উপলব্ধি, আত্মোৎকর্ষণ ও আত্ম উন্মেষের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ভাববাদীরা পাঠক্রম রচনার সময় সে কারণে শিশুর মানসিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দেন।

বৌদ্ধিক বিকাশের উপযোগী পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হবে সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল ইত্যাদি।

নান্দনিক দিকের বিকাশকে সমৃদ্ধ করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে চারুকলা, কাব্যপাঠ, কারুশিল্প ইত্যাদি বিষয় সংযোজনের।

নৈতিক বিকাশের জন্য দর্শনশাস্ত্র, নীতিবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়কে পাঠক্রমে সংযোজন করার কথা বলা হয়েছে।

- প্রকৃতিবাদীদের মতে আত্মপ্রকাশনা (Self-expression) ও আত্মসংরক্ষণ (Self-preservation) হল শিক্ষার লক্ষ্য। এই দুয়ে লক্ষ্যপূরণের জন্য পাঠক্রমে নিম্নের বিষয়গুলি সংযোজনের কথা বলা হয়েছে।
  ভাষা (Language), গণিত (Mathematics), ভৌতবিজ্ঞান (Physical Science), জীবনবিজ্ঞান (Life Science), ভূবিজ্ঞান (Geo Science), ইতিহাস (History), ব্যায়াম (Exercise), খেলাধুলা (Games & Sports) ইত্যাদি।
- প্রয়োগবাদীরা উপযোগিতার নিরিখে সত্য ও মিথ্যা যাচাই করায় বিশ্বাসী। এঁরা শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে জীবনের জন্য নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করার কথা বলেন। তাঁদের সুপারিশ হল—
  — পাঠক্রম পরিবর্তনশীল হবে;
  — পাঠক্রম সমাজের চাহিদা বিবেচনা করবে;
  —পাঠক্রম বিশেষ সমাজ বা কালের জন্য নির্দিষ্ট হবে না; এবং
  —পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- বাস্তববাদী দর্শন (Realism) তত্ত্বগত অবস্থার চেয়ে বিষয়গত দিকের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়। এঁদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল ইন্দ্রিয়গুলির যথাযথ অনুশীলন এবং উপযুক্ততা অর্জন। সে কারণে বর্তমান জগতের সঙ্গে সংগতিবিধানে যে ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন সেই সম্পর্কিত বিষয়বস্তু যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural Science), সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science), সাহিত্য (Literature) ইত্যাদি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির কথা বাস্তববাদীগণ বলেছেন।
- মার্কসবাদী দার্শনিকগণ শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টি করে শ্রেণিহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করায় বিশ্বাসী। তাঁরা পাঠক্রমে এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে চান যা শিশুর মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করে এবং বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। মার্কসীয় পাঠক্রমে সৃজনশীলতা ও শরীরচর্চাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সে কারণে মার্কসীয় দর্শন অনুসারে পাঠক্রমে যেসব বিষয় গুরুত্ব পাবে সেগুলি হল—বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, জীবনবিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, খেলাধুলা, জিমন্যাস্টিকস ইত্যাদি।

প্রাথমিক স্তরে শুধু মাতৃভাষা এবং মাধ্যমিক স্তরে তার সঙ্গে বিদেশি ভাষা তথা ইংরেজি ভাষার চর্চা করা বাঞ্ছনীয়।

B. *পাঠক্রমের মনোবিজ্ঞানভিত্তিক নির্ধারক*
(Psychologically based Determinant of Curriculum)

মনোবৈজ্ঞানিক দিকগুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রম রচনা করার ভিত্তিই হল পাঠক্রমের মনোবিজ্ঞানভিত্তিক নির্ধারক। এই নির্ধারক অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল—

- পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি বাস্তবভিত্তিক হবে।
- কর্মকেন্দ্রিক নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠক্রম রচিত হবে।
- শিশুর চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
- পাঠক্রম সমন্বয়ভিত্তিক হবে।
- শিশুর অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে।
- ব্যক্তির প্রক্ষোভগুলির মধ্যে সমন্বয়নে ব্যবস্থা থাকবে।
- সৃজন ক্ষমতা বিকাশোপযোগী উপাদানের আয়োজন থাকবে।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি যথাযথ গুরুত্বপ্রদান ইত্যাদি।

শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার ব্যবস্থাপনা শিক্ষার এমন কোনো অঙ্গ নেই যা মনোবিজ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ নয়। সুতরাং পাঠক্রম নির্মাণের অন্যতম নির্ধারক হল মনোবিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান।

C. *পাঠক্রমের সমাজতত্ত্বভিত্তিক নির্ধারক*
(Sociologically based Determinant of Curriculum)

পাঠক্রমের সমাজতত্ত্বভিত্তিক নির্ধারকগুলি হল—

- সংস্কৃতি (Culture)
- সামাজিকীকরণ (Socialization)
- সামাজিক মূল্যবোধ (Social values)
- গণতান্ত্রিক চেতনা (Democratic consciousness)
- সামাজিক নিয়মনীতি (Social norms)
- সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়া (Social processes)
- সহাবস্থান (Co-existence)
- মিথস্ক্রিয়া (Interaction) ইত্যাদি।

পাঠক্রমের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের অন্তরে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যার ফলে পরবর্তী জীবনের মানুষ তার গণতান্ত্রিক সত্তাকে ঊর্ধ্বে স্থান দিতে পারে।

বিদ্যালয় মানুষের ব্যক্তিত্বে এই সব গুণাবলির বিকাশ ঘটানোর সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। শিক্ষার সামাজিক নির্ধারককে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের অভিন্ন পাঠক্রমে সমাজবিদ্যা, পৌরবিদ্যা, পরিবেশবিদ্যা, নীতিশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলির স্থান অপরিহার্য। কোঠারি কমিশনের মতে কর্মশিক্ষা, সমাজসেবা, শারীরবিদ্যা বা অনুরূপ

বিষয়গুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা ও সক্রিয়তা বিদ্যালয় পাঠক্রমে আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

1.2 পাঠক্রম বিকাশের তত্ত্বসমূহ (Theories of Curriculum Development)

1.2.1 ভূমিকা (Introduction)

তত্ত্ব একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ঘনীভূত সত্য বা সত্যের বিবৃতি যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির যাবতীয় ধর্ম, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিধৃত থাকে। এই কারণেই চেষ্টা করা হয়েছে পাঠক্রমকে জানার ও বিচার করার উপযোগী তত্ত্ব নির্ধারণ করার। এই তত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা নতুন কোনো বিষয় নয়। পাঠক্রমের তাত্ত্বিক আলোচনার সূচনা করেন মহামতি অ্যারিস্টট্‌ল (Aristotle)। তারপর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত পাঠক্রমের অনেকগুলি তত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ও দেশে যে সমস্ত তাত্ত্বিক ভিত্তি শিক্ষার গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে পাঠক্রমের তত্ত্বে। এই তাত্ত্বিক ভিত্তি আবার প্রভাবিত হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার দ্বারা। দেশে দেশে আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের তত্ত্ব সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। জটিলতা পরিহার করে পাঠক্রমের তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাটুকুই এখানে তুলে ধরা হবে।

Decker Walker বলছেন পাঠক্রম তত্ত্ব (Curriculum theory) গঠনে বর্ণনাত্মক। তাঁর মতে Curriculum theory is a set of propositions, observations, facts beliefs, policies or procedures proposed or followed as a basis for curriculum action. অর্থাৎ পাঠক্রমের তত্ত্ব হল কতকগুলি প্রস্তাব, পর্যবেক্ষণ, ঘটনাবলি, বিশ্বাস, নীতি বা পদ্ধতির সমাহার যা পাঠক্রমকে কার্যে পরিণত করার জন্য প্রস্তাবিত অথবা অনুসৃত হতে পারে।

পাঠক্রম তত্ত্বের সঠিকতা বিচার করবার কতকগুলি নির্ণায়ক আছে। এগুলি হল যথার্থতা (Validity), কার্যকারিতা (Serviceability), ক্ষমতা (Power) এবং নৈতিকতা (Morality)। এগুলি পাঠক্রমতত্ত্ব বিচার করতে এবং কার্যে সঠিকভাবে রূপ দিতে পোশাদার ব্যক্তিগণ ব্যবহার করেন।

পাঠক্রমের তত্ত্ব আমাদের বুঝতে সাহায্য করে—

- পাঠক্রমের কার্যকারিতার অভিমুখে কোন্ দিকে?
- পাঠক্রম বিচার করবার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগুলি কী কী?
- পাঠক্রম কার্যকর করার যথার্থতা।
- পাঠক্রম সম্পর্কিত নানা বিতর্ক, সমস্যা ও প্রসঙ্গের বিষয়ে একটি সংহত এবং যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্তগ্রহণের ভিত্তি।

1.2.2 পাঠক্রম তত্ত্বের প্রকার (Types of Curriculum Theory)

1. জ্ঞানের সন্নিবেশ বা উপজাত অন্তিম ফল হিসেবে পাঠক্রম (Curriculum as body of knowledge or product)
2. প্রক্রিয়া হিসেবে পাঠক্রম (Curriculum as Process)
3. উদ্দেশ্যমুখিতার বিচারক্রিয়া হিসেবে পাঠক্রম (Curriculum as Praxis)
4. পরিপ্রেক্ষিত রূপে পাঠক্রম (Curriculum as Context)
5. শিখন সামর্থ্যভিত্তিক পাঠক্রম (Learning Competency based Curriculum)
6. পাঠক্রমের সিস্টেম তত্ত্ব (System Theory of Curriculum)

*ব্রুনারের স্পাইরাল পাঠক্রম তত্ত্ব (**Bruner's Spiral Curriculum Theory**)*

1. পাঠক্রম জ্ঞান তথা উপজাত অন্তিম ফল
(Curriculum as Knowledge/Product)

এই ধরনের তত্ত্বে পাঠ্যসূচি ও পাঠক্রম প্রায় সমার্থক। অনেকের কাছেই পাঠক্রম অর্থ পাঠবিষয়ের সমাহার। কোন্ পাঠক্রম কী ধরনের জ্ঞানচর্চা বা উৎপাদন করতে পারে তার উপর উক্ত পাঠক্রমের গুণমান নির্ভর করে। এই কারণে পাঠক্রম রচনা করার সময় প্রধান বিচার্য বিষয়বস্তুর নির্বাচন, সন্নিবেশ ও সামগ্রিক কাঠামো। মূল পদ্ধতি আরোহী (Inductive) কারণ বিষয়বস্তুর নির্বাচনে অভিজ্ঞতার প্রাধান্য বেশি থাকে, যৌক্তিক বিচার গৌণ বিষয়। এখানে পাঠক্রম নিজেই একটি অন্তিম উপজাত বিষয় তালিকা মাত্র।

পাঠক্রমকে অন্তিম ফল হিসেবে দেখলে পাঠক্রম রচনার ধাপগুলি নিম্নরূপ হওয়া উচিত—

- শিক্ষার্থীর চাহিদা নিরূপণ।
- উদ্দেশ্য নির্বাচন।
- বিষয়বস্তু নির্বাচন।
- বিষয়বস্তুর বিন্যাস।
- নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার নির্বাচন।
- শিখন অভিজ্ঞতার ক্রমবিন্যাস।
- মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নির্ধারণ।

2. প্রক্রিয়া হিসেবে পাঠক্রম (Curriculum as a Process)

Lawrence Stenhouse (1975) বললেন, পাঠক্রম শুধুমাত্র পাঠ্যসূচি বা পূর্বনির্ধারিত সর্বোৎকৃষ্ট অভিজ্ঞতার সমাহার মাত্র নয়, অথবা উদ্দেশ্যভিত্তিক শিখনের অন্তিম ফলাফল সম্পর্কিত অগ্রিম ধারণামাত্রও নয়, পাঠক্রম শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে শ্রেণিকক্ষে যে মিথস্ক্রিয়া ও মানসিক আদানপ্রদান ঘটে তারই পরিকল্পনা। তিনি বলেছেন—"পাঠক্রম

কোনো একটি শিক্ষা প্রস্তাবে আবশ্যকীয় নীতি ও বৈশিষ্ট্যকে এমনভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা যা সমালোচনা ও বিচারযোগ্য এবং যা ফলপ্রসূ করার মতো কাজে বাস্তবায়িত করা সম্ভব।" (A curriculum is an attempt to communicate the essential principles and features of an educational proposal in such a form that it is open to critical scrutiny and capable of effective translation into practices)।

তাঁর মতে কোনো পাঠক্রমের তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার—

1. পাঠকার্যক্রম পরিকল্পনা করার ভিত্তি (Planning a course)
2. প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার গুণাগুণ বিচার করা এবং
3. তার যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করা।

পরিকল্পনা (Planning) বলতে তিনি কয়েকটি নীতির কথা বলেছেন—

- বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতি নির্ধারণ।
- শিক্ষণ কৌশল স্থির করার নীতি নির্ধারণ।
- যে নীতির ভিত্তিতে পাঠক্রমের শক্তি ও দুর্বলতা যাচাই করা যাবে তা নির্ধারণ।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

- যে নীতির ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি নির্ণয় করা হবে,
- যে নীতির ভিত্তিতে শিক্ষকদের প্রগতি নির্ধারণ ও মূল্যায়ন করা যাবে।
- পাঠক্রম কার্যকর করার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে পরামর্শ।
- ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমের প্রভাবে যে বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব—সে বিষয়ে তথ্য।

একইভাবে যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ—

- কোনো শিক্ষাচিন্তাকে প্রকল্পে (Hypothesis) রূপায়িত করার পদ্ধতি, যে পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্পের বাস্তব পরীক্ষা বা বিচার করা সম্ভব। অর্থাৎ, পাঠক্রম গ্রহণ বা বর্জন করার বিষয় নয়, খুঁটিয়ে বিচার করার বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে পাঠক্রমের প্রক্রিয়াতত্ত্ব জটিল মনে হলেও পাঠক্রমের মৌলিক ভিত্তি এই তত্ত্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

3. PRAXIS তত্ত্ব

Praxis এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো তত্ত্ব, পাঠ বা দক্ষতা প্রথমে অনুষ্ঠান করা হয়, অভ্যাস করা হয় এবং তারপর তার তাৎপর্য অনুধাবন করা হয় (Praxis is the process by which a theory, lesson or skill is enacted, practiced or realized)। অর্থাৎ কার্য সম্পাদন করার পর বিচার করার প্রক্রিয়াকেই Praxis তত্ত্ব বলা চলে।

David Kolb শিক্ষার ক্ষেত্রে Praxis তত্ত্ব সম্বন্ধে বলেছেন এটি হল অভিজ্ঞতার চক্রাকার আবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ (Praxis is used by educators to describe a recurring passage through a cyclic process of experiential learning)।

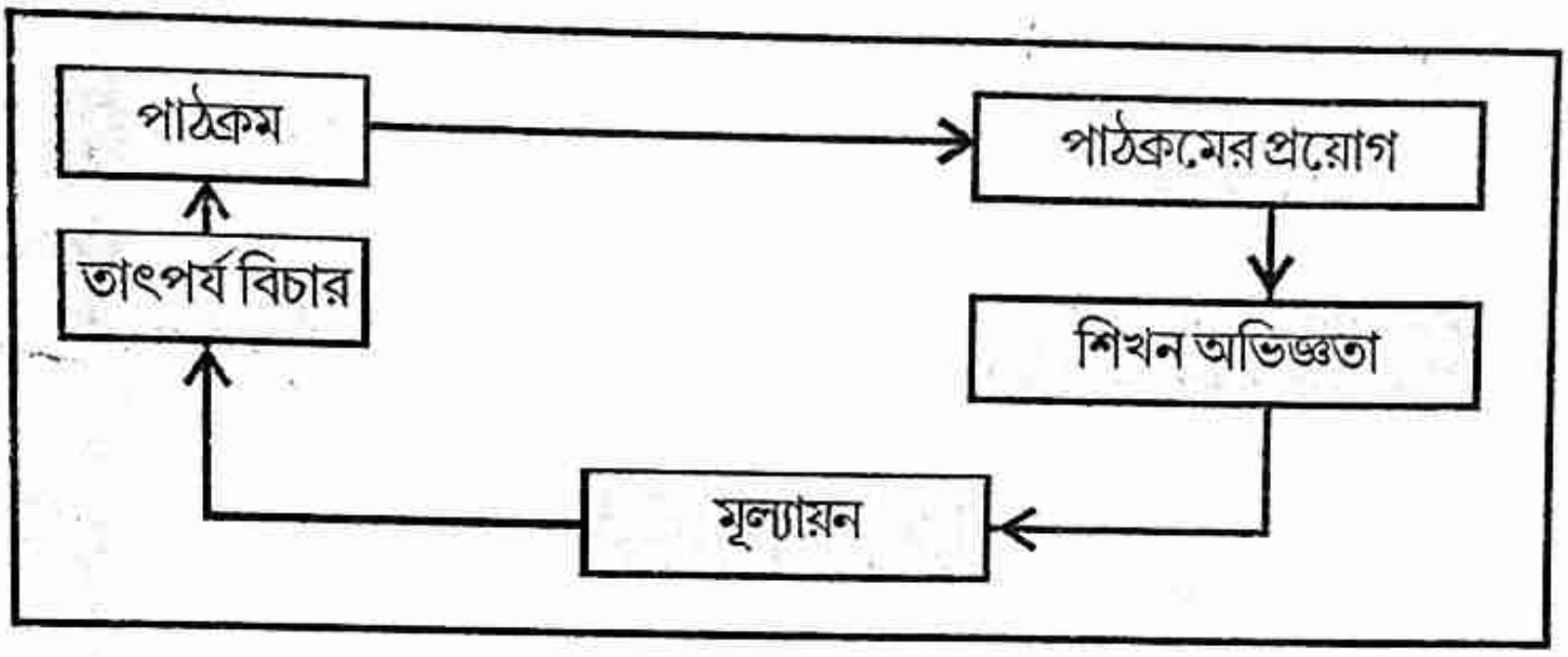

চিত্র: 1.1 পাঠক্রমের চক্রাকার আবর্তন

Tomy Wilson অত্যন্ত সহজ ভাষায় বললেন, Praxis হল, কোনো কাজ সম্পন্ন করে তারপর বিচার করে দেখা, কেন এই কাজ করা হল (Doing something and then only afterwords, finding out why we did it.) তবে উপরে অতি সহজ ভাষায় Praxis তত্ত্বের সার কথা বলা হলেও, পাঠক্রমের দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে বিষয়টি যথেষ্ট জটিল এবং বিমূর্ত। এই অনুযায়ী পাঠক্রম শুধুমাত্র কার্যকর করার উপযোগী পরিকল্পনা মাত্র নয়। পরিকল্পনা, পরিকল্পনাভিত্তিক ধারাবাহিক পদক্ষেপ এবং মূল্যায়ন, এই তিনটি প্রক্রিয়া কীভাবে পরস্পর নির্ভরশীল বা সম্পদের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তার বিচার। এই হিসেবে Praxis তত্ত্ব পাঠক্রম রচনার চেয়েও তার ভিত্তির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সাহায্য করে।

4. পরিপ্রেক্ষিত তত্ত্ব (Context Theory)

এই রকম তত্ত্বের ক্ষেত্রে পাঠক্রমের প্রকৃত অবয়ব নির্মাণ অপেক্ষা পাঠক্রমের পরিপ্রেক্ষিত বা পটভূমিই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এই তত্ত্বের ক্ষেত্রে কোন্ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা অনুরূপ বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রম রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে—এই প্রাথমিক চিন্তার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করতে হয় এবং এই বিশ্লেষণে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং যে সামাজিক পরিবেশে বিদ্যালয়ের অবস্থান এই বিষয়গুলিই একত্রিতভাবে শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিমণ্ডল নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, পাঠক্রমের কার্যকারিতা বহুলাংশে নির্ভর করে প্রত্যক্ষভাবে শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিমণ্ডলের উপর এবং পরোক্ষভাবে বাইরের সমাজের কৃষ্টিমূলক পরিপ্রেক্ষিতের উপর।

শিখনের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতবাদের (Social Contextualism of Learning) উদ্‌গাতা মূলত ***Vygotsy***, যা পরবর্তীতে আরও অনেকের চর্চার বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। তবে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতবাদের মূল নিহিত আছে John Dewey-র চিন্তাধারায়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে ডিউই একমাত্র দার্শনিক যিনি প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যালয়ে তাঁর মত প্রয়োগ করে তত্ত্বের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সেখানে তাঁর অনুসৃত পাঠক্রমে পরিপ্রেক্ষিত তত্ত্বেরই ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।

পরিপ্রেক্ষিত তত্ত্ব অনুযায়ী পাঠক্রমের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষার্থীরা যে সামাজিক অভিজ্ঞতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে তার সঙ্গে পাঠক্রমের সম্ভাব্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ এবং তদনুযায়ী পাঠক্রমের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা বা তার অভিমুখ কী সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

উপরে আলোচিত চার প্রকার পাঠক্রম তত্ত্বের ক্রমিক ভূমিকা: মনে রাখতে হবে, নতুন পাঠক্রম পরিকল্পনা করা ও রচনার সময় পরিপ্রেক্ষিত তত্ত্ব ও Praxis তত্ত্বের ভূমিকা পরোক্ষ এবং নেপথ্যচারী পরিচালকের মতো। প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞান ও অন্তিম উপজাত ফল সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং পাঠক্রমের কাঠামো স্থির করে দেয়। প্রক্রিয়া তত্ত্ব বলে কীভাবে এবং কেন উপাদান নির্বাচন করা হল। সাধারণভাবে তত্ত্বগুলির ক্রমপর্যায় এবং অবস্থান থেকে এই কথাটি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

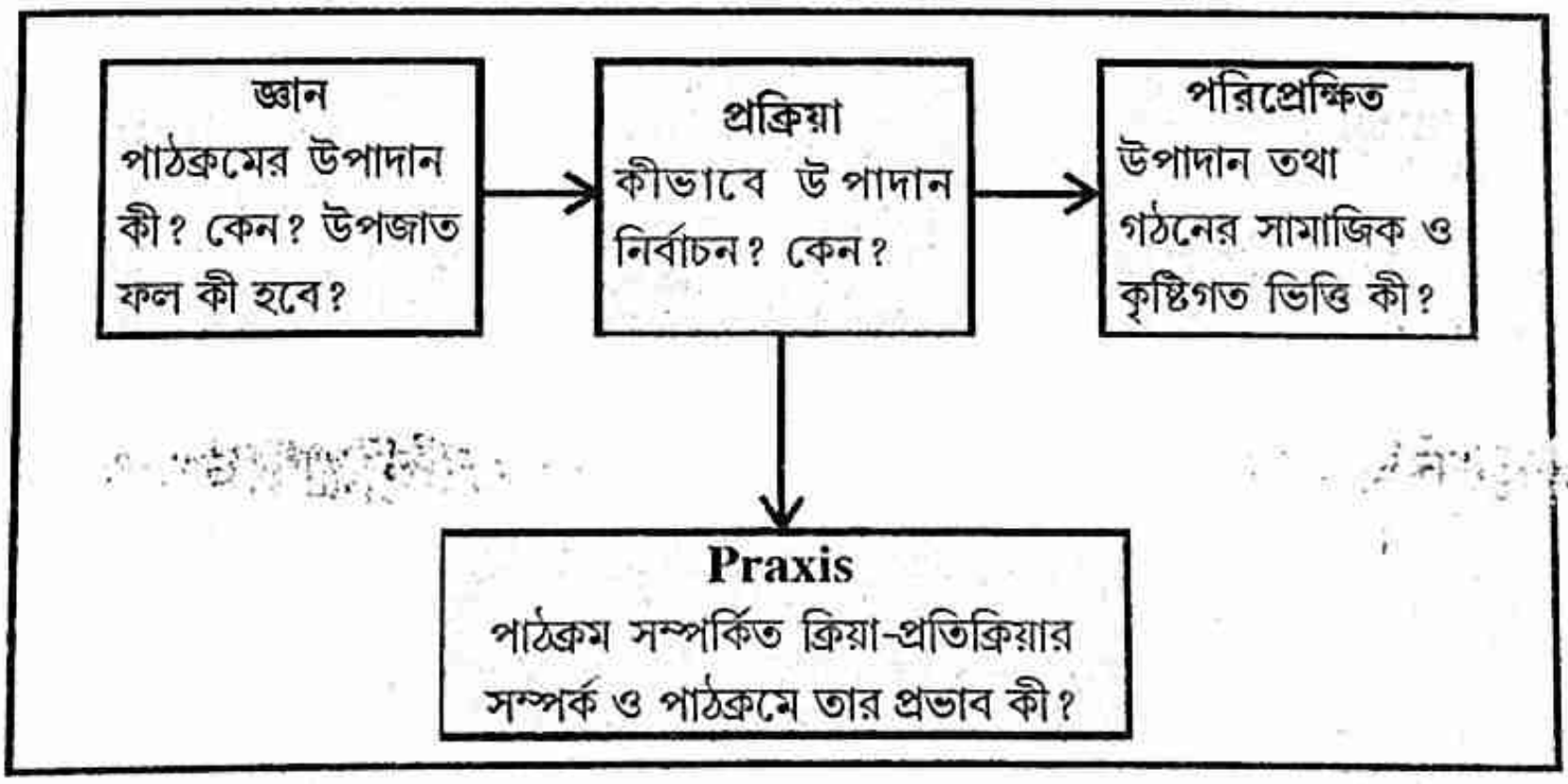

চিত্র 1.2 চার প্রকার পাঠক্রম তত্ত্বের ক্রমিক ভূমিকা

5. শিখন সামর্থ্যভিত্তিক পাঠক্রম (Learning Competency Based Curriculum)
এই জাতীয় পাঠক্রম তাত্ত্বিকভাবে আচরণবাদী মনোবিজ্ঞান এবং গঠনবাদী চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। শিক্ষার্থী কী পাবে এবং কী পাবে না তার সম্ভাব্য রূপ বিচার করে পাঠক্রম রচনা করা হলে তাকে শিখন সামর্থ্যভিত্তিক পাঠক্রম বলা হবে। এই পাঠক্রমের কার্যকারিতা

পরিবেশ ভেদে আলাদা হওয়া সম্ভব। সামর্থ্যভিত্তিক পাঠক্রম প্রকৃতির দিক থেকে মূলতঃই (Deductive), কারণ, এক্ষেত্রে পাঠক্রম রচয়িতার প্রথম কাজ আবশ্যিক সামর্থ্যগুলির নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ। তারপর তাকে ধাপে ধাপে শিখন অভিজ্ঞতা, বিষয়বস্তু নির্বাচনের নীতি ও পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন সম্পর্কিত নীতি নির্বাচন করে বিষয়বস্তুর স্তরে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা।

আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনের (International Commission on Education) পক্ষে UNESCO-র সমীপে Delors Commission যে সমিক্ষা উপস্থাপন করেছেন (Learning: Treasure Within, 1996) সেখানে শিখনের চারটি স্তম্ভের উল্লেখ করা হয়েছে—

1. জানতে শেখা (Learning to know)
2. করতে শেখা (Learning to do)
3. একত্রে বাঁচতে শেখা (Learning to live together)
4. হয়ে ওঠার শিক্ষা (Learning to be)

তার মধ্যে দিয়ে কয়েকটি নীতিকে শিক্ষার প্রধান বাহন তথা সামর্থ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। এই সামর্থ্যগুলি হল—

- নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার স্বনির্মিতি (Constructivism)
- জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংহতি (Integration)
- সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা ও সক্রিয় হওয়ার শিক্ষা (Activity based learning)
- চরিত্র গঠন ও ভবিষ্যতের প্রস্তুতি (Socialization)
- সামাজিক ও সংঘবদ্ধ জীবনের শিক্ষা (Community living)।

তবে শিক্ষাবিদগণ মনে করেন এগুলিকে সামর্থ্য বলে চিহ্নিত করলেও এগুলি প্রকৃত অর্থে পূর্ববর্তী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলির ভিন্নতর উপস্থাপনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

6. পাঠক্রমের সিস্টেম তত্ত্ব (Systems Theory of Curriculum)

(a) সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of System)

- সিস্টেম একটি সক্রিয় গতিশীল ধারণা। নিষ্ক্রিয় উপাদানের সন্নিবেশকে সিস্টেম বলা যায় না।
- সিস্টেম একটি সার্বিক ধারণা (Holistic Concept)। কারণ সিস্টেমের অংশবিশেষের সক্রিয়তা সামগ্রিক সিস্টেমের সক্রিয়তা বা উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ হতে পারে না।
- সিস্টেম শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক উপসিস্টেমের যোগফল মাত্র নয়। সিস্টেমের প্রতিটি প্রত্যঙ্গের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকা চাই যা অন্য প্রত্যঙ্গের ভূমিকা থেকে পৃথক কিন্তু কখনোই নিরপেক্ষ নয়।

- সিস্টেম একটি বিরতিহীন, অনন্ত প্রক্রিয়া। সমগ্র সিস্টেমের কোনো একটি পর্যায়ে ছেদ পড়ার অর্থ সমগ্র সিস্টেমটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া। সেই সঙ্গে কোনো একটি সিস্টেমের যে লক্ষ্য থাকে তা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায় না। ক্রমাগত মূল্যায়ন ও সংশোধন প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

(b) সিস্টেম তত্ত্বের প্রয়োগ (Application of Systems Theory)

পাঠক্রমের ক্ষেত্রে সিস্টেম তত্ত্বের প্রয়োগ হয় দুটি স্তরে। এক, পাঠক্রম রচনা বা গঠন করার স্তরে এবং দুই, পাঠক্রমের মূল্যায়ন পর্যায়ে। পাঠক্রম সিস্টেমের একটি সরলতম রূপ দেওয়া হল—

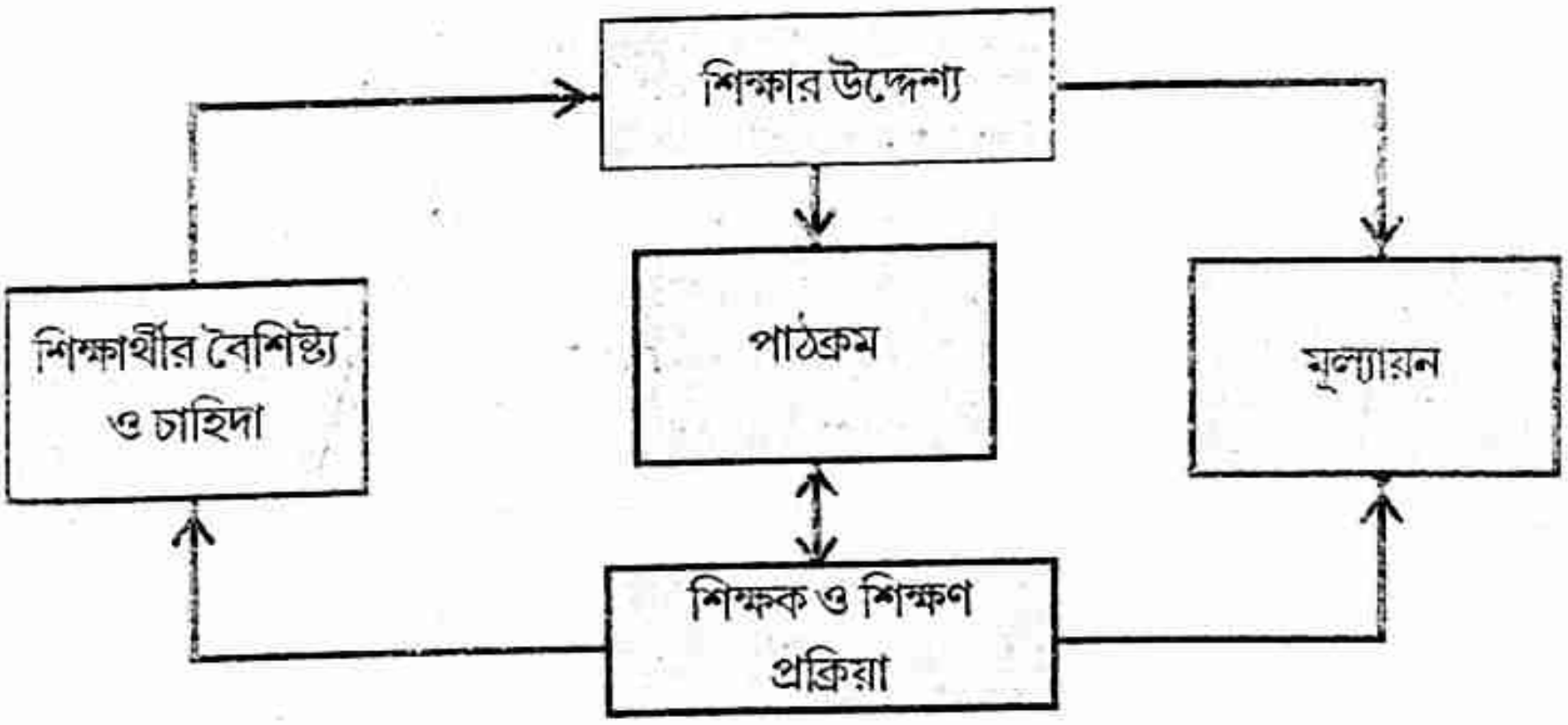

চিত্র 1.3: সরল পাঠক্রমিক সিস্টেম

এখানে দেখানো হয়েছে পাঠক্রম একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। তার প্রধান দুটি নির্ণায়ক শক্তি শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য যা প্রধানত শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষকের শিক্ষণ প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয় পাঠ্য [illegible] বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। মূল্যায়ন পাঠক্রম অবলম্বন করে পরিচালিত হয়। তবে একই সঙ্গে শিক্ষার্থী, শিক্ষণ প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য এই তিনটির সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে উপরোক্ত মডেলে উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের একটি রূপরেখা পাওয়া গেলেও পাঠক্রম নির্মাণ প্রক্রিয়ার পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না।

এ রকম একটি সহজ নকশা পরের চিত্রে দেখানো হল।

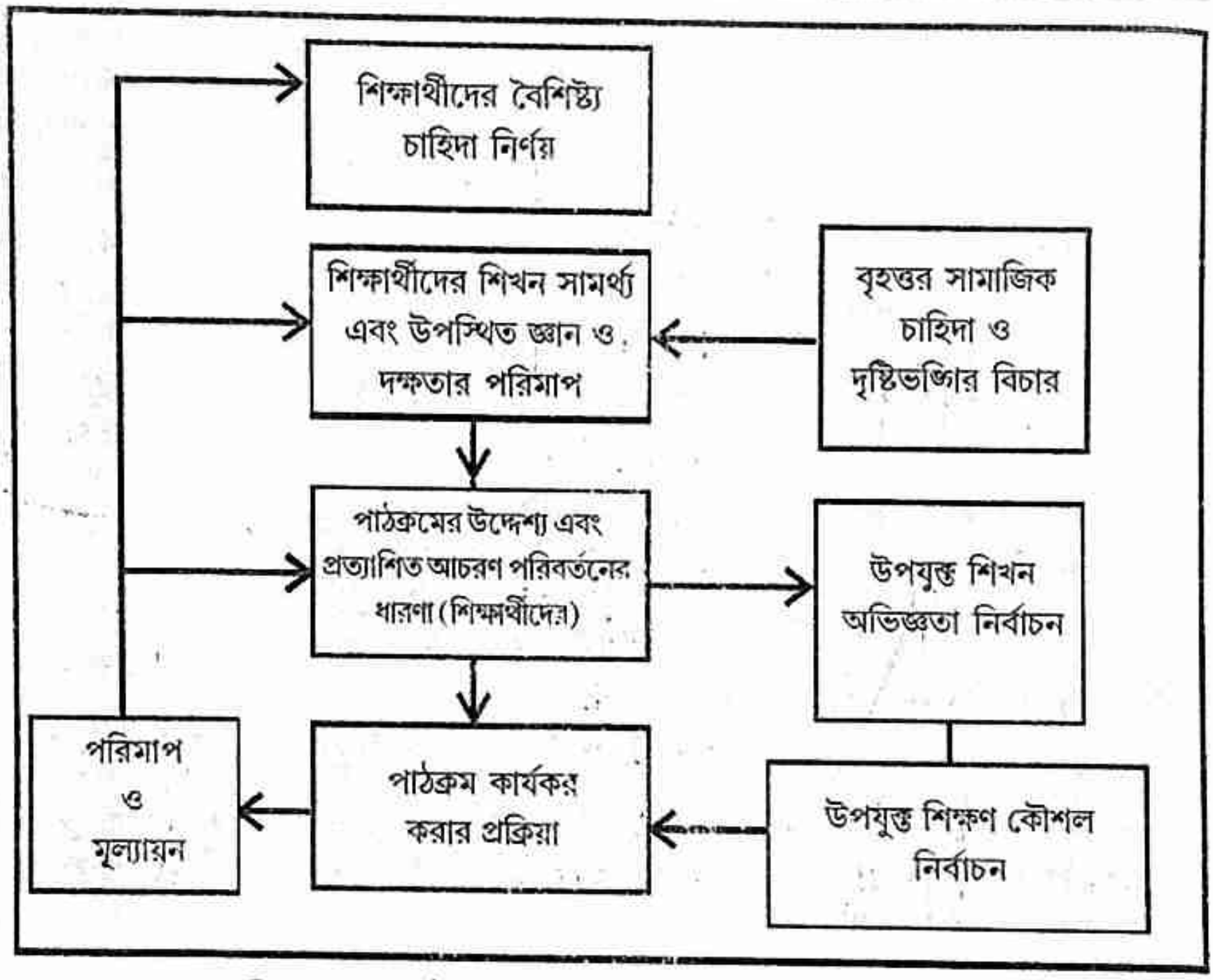

চিত্র 1.4: পাঠক্রম নির্মাণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত সিস্টেম

উপরোক্ত চিত্রে পাঠক্রম নির্মাণের সিস্টেম ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে। **প্রথম** যে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠক্রম রচনা করা হবে তাদের বৈশিষ্ট্য ও চাহিদার ধারণা থেকে শুরু করতে হবে। তারপর তাদের বর্তমান জ্ঞান ও দক্ষতার মান নির্ণয় করতে হবে, যে শিখন সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষণ কৌশল নির্বাচন করতে হবে। সামাজিক চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গিও অগ্রাহ্য করা যাবে না। **তৃতীয় পর্যায়ে:** নির্ণয় করতে হবে পাঠক্রমের উদ্দেশ্য এবং পাঠক্রমভিত্তিক পঠনপাঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত আচরণ কতটা হতে পারে। **চতুর্থ ধাপে** পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন করতে হবে। **এরপর** আসবে বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের সংজ্ঞো সামঞ্জস্য রেখে শিখন কৌশল নির্বাচন। **ষষ্ঠ ধাপে** পঠনপাঠন পরিচালনের মাধ্যমে পাঠক্রমটি কার্যকর করার প্রক্রিয়া চলবে। **সপ্তম পর্যায়ে** শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করে পাঠক্রম নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শেষ হয়। বিপরীতক্রমে মূল্যায়নের ফলাফল বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী সমস্ত পর্যায়ের পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন করার কাজ ক্রমাগত চলতে থাকে। এই কারণে সিস্টেম তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী পাঠক্রম নির্মাণ একটি সদা পরিবর্তনশীল, সচল ও সক্রিয় ধারণা।

ব্রুনারের স্পাইরাল পাঠক্রম তত্ত্বের পর্যালোচনা (Bruner's Spiral Curriculum)

এই তত্ত্বে বলা হয়েছে পাঠক্রমের লক্ষ্য শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন—এখানে বয়স বা বিকাশস্তর ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। ব্রুনার স্পষ্ট ভাষায় বললেন,

যে-কোনো বিষয় বা ধারণা যে-কোনো স্তরে শেখা বা শেখানো সম্ভব। তিনি বললেন শিখন প্রক্রিয়ার তিনটি স্তর আছে যেখানে তিন ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী মানসিক প্রতিকল্প (Mental Representation) গড়ে তুলতে পারে। এর কারণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীই একজন উদ্ভাবক এবং আবিষ্কারক।

(a) প্রথম স্তর: ক্রিয়া অনুষ্ঠানের স্তর (Enactive Stage)। এই স্তরে শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে কোনো কাজ করে এবং এর মাধ্যমে বিষয় সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে এবং ওই ধারণার 'মানসিক প্রতিকল্প' ধরে রাখে।

(b) দ্বিতীয় স্তর: এটি চিত্রকল্পের স্তর (Iconic Stage)। প্রাণীর দৃশ্যরূপ, শব্দের শ্রাব্যরূপ তখন ধারণা গঠনের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে।

(c) তৃতীয় স্তর: এই স্তরটির নাম সাংকেতিক স্তর (Symbolic Stage)। এখানে সক্রিয়তা এবং চিত্রকল্পের পরিবর্তে তার বিমূর্ত সাংকেতিক রূপটি ধারণা গঠনের প্রধান অবলম্বন হয়ে ওঠে। যৌক্তিক চিন্তা, বিমূর্ত ধারণা ও সম্পর্ক তখন শিখনের প্রধান বাহন হয়।

ব্রুনারের মতে কোনো পাঠক্রমের সন্নিবেশ এমন হবে যে এটি Enactive, Iconic এবং সর্বোচ্চ স্তরে Symbolic বা বিমূর্ত অভিজ্ঞতা লাভ করার উপযোগী হয়।

ব্রুনার সমাজ বিকাশের একটি পাঠক্রম তৈরি করেন যা MACOS (Man A Course of Study) নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

এখানে পাঠক্রমের উপজীব্য বিষয় হল—'মানুষ'—পশু হিসেবে তার স্বভাব ও প্রকৃতি।

এই পাঠক্রমে তিনটি প্রশ্ন বার বার তোলা হয়েছে—

—মানুষের মধ্যে কী কী উপাদান ও গুণাবলি বর্তমান?

—কোথা থেকে মানুষ ওই বৈশিষ্ট্য লাভ করল?

—ওই সব গুণ আরও বাড়ানো সম্ভব?

প্রথমটি প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব, মানুষ ও পশুর বৈপরীত্যের প্রশ্ন তুলেছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নে—প্রজ্ঞামূলক সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনুমান (Hypothetical Prediction) করার প্রক্রিয়া উদ্দীপিত করা হয়েছে এবং এই দুই প্রক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে শিখনের কৌশল হিসেবে **চারটি ধাপ** পাঠক্রমের গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধাপগুলি হল—

(i) প্রজ্ঞার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি

(ii) যৌক্তিক অনুমান

(iii) সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তথ্যসংগ্রহ

(iv) সচেতনতা—সংগৃহীত তথ্যের বিচারবিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়া।

1.3 স্তরভিত্তিক পাঠক্রম— প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক (Stage Specific Curriculum—Pre-Primary, Primary, Secondary, Higher Secondary)

1.3.1 কোঠারি কমিশন (1964-66) অনুযায়ী ভারতবর্ষে বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামো

কোঠারি কমিশন (1964-66) অনুযায়ী ভারতবর্ষে বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামো নিম্নরূপ—

(i) প্রাক্-প্রাথমিক স্তর: এক থেকে তিন বছরের প্রাক্-প্রাথমিক স্তর। এই স্তরে থাকবে প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাক্-বুনিয়াদি, কিন্ডারগার্টেন, মন্তেসরি ইত্যাদি।

(ii) প্রাথমিক স্তর: সাত থেকে আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দুটি ভাগে বিভক্ত হবে—

(a) চার থেকে পাঁচ বছরের নিম্নপ্রাথমিক স্তর (Class I to IV/V)

(b) তিন থেকে দুই বছরের উচ্চপ্রাথমিক স্তর (Class V/VI to VII/VIII)

(iii) মাধ্যমিক স্তর

(a) পরবর্তীতে তিন অথবা দুই বছরের নিম্নমাধ্যমিক স্তর।

(b) দুই বছরের উচ্চমাধ্যমিক স্তর অথবা এক থেকে তিন বছরের বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

(iv) পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত বহিঃপরীক্ষা দশম শ্রেণি শেষ করার আগে হবে না।

(v) সাধারণ শিক্ষায় প্রবাহব্যবস্থা (Streaming) দশম শ্রেণি পাস করার পর হবে।

(vi) দু-ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকবে—

(a) দশম শ্রেণিযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

(b) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিযুক্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়।

(vii) বৃহত্তর এবং উন্নতমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে পর্যায়ক্রমে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবে।

(viii) নতুন উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম একাদশ শ্রেণিতে শুরু করে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত চলবে। পূর্বে যে বিদ্যালয়গুলি [illegible] একাদশ শ্রেণির উচ্চমাধ্যমিক সফলভাবে চলছে, সেগুলিকে দ্বাদশ শ্রেণিতে যুক্ত করতে হবে।

(ix) কলেজ থেকে পর্যায়ক্রমে 1975-76 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাসকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করতে হবে। 1985-86 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই কোর্সকে দীর্ঘায়িত করে বিদ্যালয়গুলিকে দ্বাদশ শ্রেণিতে রূপান্তরিত করতে হবে।

(x) স্বয়ম্ভর একক হিসেবে কতকগুলি নির্বাচিত বিদ্যালয়ে সরকারি শিক্ষাদপ্তর উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি খোলার অনুমতি দিতে পারে।

(xi) উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদকে নতুন আইনের মাধ্যমে পুনর্গঠিত করতে হবে।

(xii) মাধ্যমিক স্তরে সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির পর এবং দশম শ্রেণির পর বৃত্তিমুখী শিক্ষার সুযোগ রাখতে হবে।

(xiii) নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিমুখী শিক্ষা চালু করতে হবে. এগুলি এক বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে।

(xiv) সাত অথবা আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষা দুই অথবা তিন বছরের নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে গঠিত হবে সাধারণ শিক্ষার কাল। এই সময়ে শিক্ষার বিশেষীকরণ (Specialisation)-এর কোনো ব্যবস্থা থাকবে না।

(xv) উচ্চমাধ্যমিক স্তরে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষীকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট স্তরে শিক্ষা বিদ্যালয় শিক্ষায় রূপান্তরণের সময় কেবল একাদশ শ্রেণিতে এই বিশেষীকরণের ব্যবস্থা থাকবে।

(xvi) প্রচলিত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার সময়কাল এক বছর বাড়িয়ে এগুলিকে দু-বছর সময়সীমা করতে হবে। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে সম্পন্ন করতে হবে।

(xvii) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের রূপান্তরণ কুড়ি বছরের (1965-85) মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

1.3.2 বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রম

A *প্রাথমিক শিক্ষাস্তর*

(i) নিম্ন প্রাথমিক

(ii) উচ্চ প্রাথমিক

কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম

নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমের অভিজ্ঞতাসমূহকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

	খেলাধুলা শরীরচর্চা	সৃজনাত্মক ও উৎপাদনমূলক কাজ	প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ	পঠনপাঠনমূলক কাজ
	• খেলাধুলা ও [illegible] • ছড়া/গল্পের মাধ্যমে খেলা • অঙ্গ সঞ্চালনমূলক কাজ • স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা	• চিত্রাঙ্কন গান, আবৃত্তি • মাটির জিনিস তৈরি • কাগজের জিনিস তৈরি • বাগান করা	• সমাজসেবামূলক কাজ • প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ • উৎসব পালন • আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ	• মাতৃভাষা, [illegible] বিজ্ঞান, ইতিহাস; ভূগোল • পরিবেশ পরিচিতি • জ্ঞানমূলক দক্ষতা বৃদ্ধি • দেশবিদেশের তথ্যসংগ্রহ
উদ্দেশ্য	দেহের সুষম বিকাশ ঘটানো	কর্মের প্রতি আগ্রহ ও সৃজনীক্ষমতার বিকাশ ঘটানো।	বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয় করানো	বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন

উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম

উচ্চ-প্রাথমিক শিক্ষার চার বছরের প্রথম দু-বছর পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পাঠক্রমটি হল—(i) মাতৃভাষা, (ii) ইংরেজি, (iii) গণিত, (iv) ইতিহাস, (v) ভূগোল, (vi) বিজ্ঞান, (vii) কর্মশিক্ষা, (viii) শারীরশিক্ষা।

সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির জন্য পাঠক্রমটি হল—**প্রথম ভাষা** (i) মাতৃভাষা, **দ্বিতীয় ভাষা** (ii) ইংরেজি, **তৃতীয় ভাষা** (iii) যে-কোনো একটি ভারতীয় ভাষা (iii) গণিত, (iv) ইতিহাস, (v) ভূগোল, (vi) বিজ্ঞান, (vii) কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা।

B. *মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম*

কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম এখানে একে একে আলোচনা করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) ভাষা বিভাগ	প্রথম ভাষা— মাতৃভাষা দ্বিতীয় ভাষা— ইংরেজি/রাষ্ট্রভাষা তৃতীয় ভাষা— যে-কোনো একটি প্রাচীন ভারতীয় ভাষা
(ii) বিজ্ঞান বিভাগ	গণিত ভৌতবিজ্ঞান জীববিজ্ঞান
(iii) সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগ	ইতিহাস ভূগোল
(iv) কর্মশিক্ষা	কর্মশিক্ষা শারীরশিক্ষা
(v) ঐচ্ছিক বিষয়	শিক্ষার্থীদের পছন্দ অনুযায়ী বিদ্যালয় তালিকা থেকে যে-কোনো একটি অতিরিক্ত বিষয়।

C. *উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম*

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সাধারণত দুটি প্রবাহে বিভক্ত—সাধারণ প্রবাহ (General Stream) বৃত্তিমূলক প্রবাহ (Vocational Stream)।

উচ্চমাধ্যমিক সাধারণ শিক্ষার পাঠক্রম: সাধারণ শিক্ষা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে দেওয়া হয়।

I. **ভাষা বিভাগ:** প্রথম ভাষা—সাধারণত মাতৃভাষা (এতে বাংলা সহ 14টি ভারতীয় ভাষা অন্তর্ভুক্ত) দ্বিতীয় ভাষা—ইংরেজি। তবে যাদের প্রথম ভাষা ইংরেজি তাদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভাষা মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা।

II. **আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয়** [মোট 32টি বিষয়ের মধ্যে 3টি নিতে হয়]: পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূগোল, মনোবিদ্যা, পুষ্টিবিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, কম্পিউটার প্রয়োগ ইত্যাদি।
গণিত, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, ইতিহাস, রাশিবিজ্ঞান, অর্থনীতি, হিসাবশাস্ত্র ইত্যাদি।

III. **অতিরিক্ত বিষয়:** আবশ্যিক ঐচ্ছিক তিনটি বিষয় নির্বাচনের পর শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো যে-কোনো একটি বিষয়।

IV. **কর্মভিত্তিক বিষয়সমূহ:** কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা, সমাজসেবা।

উচ্চমাধ্যমিক বৃত্তি শিক্ষার পাঠক্রম

(i) ভাষা	ক বিভাগ—মাতৃভাষা/আধুনিক ভারতীয় ভাষা। (প্রথম শ্রেণি) খ বিভাগ—ইংরেজি/হিন্দি/বিদেশি ভাষা। (দ্বিতীয় শ্রেণি)
(ii) আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয়	পরীক্ষাগারভিত্তিক: পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি। পরীক্ষাগারবর্জিত: গণিত, ব্যাবসায়িক অর্থনীতি, হিসাবশাস্ত্র ইত্যাদি।
(iii) বৃত্তিমূলক বিষয়	কৃষিবিজ্ঞান, বয়নশিল্প, বাণিজ্য, কারিগরি বিদ্যা, প্যারামেডিসিন।
(iv) কর্মভিত্তিক বিষয়সমূহ	কর্মশিক্ষা, শারীরশিক্ষা, সমাজশিক্ষা, এনসিসি।

1.3.3 পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পাঠক্রম (Curriculum at Different Stages of School Education in West Bengal)

পরবর্তী স্তরের আলোচনা মূলত পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় অনুসৃত পাঠক্রমের বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হল।

প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম (Curriculum of Elementary Education)

প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সময়কাল। সংবিধানের সংশোধনীতে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করার পর এই পর্বটি বাধ্যতামূলক। এই প্রথম আটটি বছর শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশ, তার যুক্তিপূর্ণ রূপরেখা নির্মাণ, বুদ্ধিবৃত্তি, সামাজিক দক্ষতা এবং কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মনোভাব গড়ে তোলার জন্য পাঠক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই পর্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল—এই জগতের প্রাকৃতিক পরিবেশ, শিল্পকৃতি, মানুষ, জীব প্রভৃতি সম্বন্ধে শিশুর কৌতূহল সজীব করা ও লালনপালন করা। এই উদ্দেশ্যকে মাথায় রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমে অভিজ্ঞতাগুলি মূল চারটি শ্রেণিতে সমন্বয় করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শ্রেণিতে যে সকল কার্যাবলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল—

1. **খেলাধুলা ও শরীরচর্চামূলক কার্যাবলি:** যে-কোনো প্রকার বিকাশের প্রাথমিক শর্ত হল—সুস্থ শারীরিক বৃদ্ধি। শারীরিক এবং সমাজ মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের জন্য সকল শিশুকে স্বাধীনভাবে খেলাধুলা করানো, প্রথাবদ্ধ ও প্রথামুক্ত খেলা, যোগব্যায়াম এবং বিভিন্ন ক্রীড়া অনুশীলন করানো জরুরি। তাই এই পর্বে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা সমস্ত শিশুদের জন্যে আবশ্যিক করা হয়েছে। এদের মধ্যে খেলাধুলা, শরীরচর্চামূলক বিষয়, দৌড়ঝাঁপ, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
2. **গঠনমূলক ও সৃজনমূলক কার্যাবলি:** গঠনমূলক কাজের মধ্যে পড়ে হাতের কাজ, সাধারণ কাগজ দ্বারা বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ, বই বাঁধাই, বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কাজ, গঠনমূলক শিল্পকলা, যেমন—মাটির কাজ ইত্যাদি। আর সৃজনমূলক কাজগুলি হল—চিত্রাঙ্কন, পেন্টিং, সংগীত, চারুকলা, সৃজন শিল্প ইত্যাদি। এই জাতীয় কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হল—কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ সঞ্চার করা এবং উপযুক্ত কর্মমুখী মনোভাব গড়ে তোলা। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে জন্মগত যে সৃজনস্পৃহা থাকে, তারও বিকাশসাধন করা যায় এইসব কার্যাবলির সহায়তায়। এই পর্বের পাঠক্রমে শিক্ষার্থীদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে যাতে, নিজ নিজ ক্ষমতার নিরিখে শিক্ষার্থী সার্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং শিক্ষায় সাফল্য লাভ করতে পারে। আসলে এই ধরনের কাজ শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা, সৃষ্টিশীলতা ও আত্ম অনুশাসনে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করে।

শিক্ষা নান্দনিক উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে। নান্দনিক উপলব্ধি এবং সৃজনশীল শিক্ষাগ্রহণ আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। কারণ, নান্দনিক উপলব্ধি মতামত তৈরি করতে সাহায্য করে।

3. **প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কার্যাবলি:** পাঠক্রমের এই অংশে শিশুর পারিবারিক ও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ কিছু কার্যাবলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন—নানা ধরনের উৎসব পালন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগমূলক কাজ, সমাজসেবা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ, বুলেটিন বোর্ডের জন্য খবর সংগ্রহ ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক পথে এগিয়ে যেতে এবং সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে শিক্ষাই কাজ করার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করতে পারে। তাই শিক্ষা ও কাজের মধ্যে একটা মেলবন্ধন তৈরি করাই এই সমস্ত কার্যাবলি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য।

এতে একজন শিক্ষার্থী কাজ, কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, আচরণ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতকে বুঝে নিজের মানসিকতা এমনভাবে গড়ে তুলবে যাতে তারা অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারে। সামাজিক মনন সৃষ্টি করতে তাই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কার্যাবলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

4. **পঠনপাঠন-সংক্রান্ত কার্যাবলি:** পাঠ্যক্রমের এই অংশের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করা। অর্থাৎ শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করা। পাঠক্রমের এই অংশে যে বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেগুলি হল—

(ক) **মাতৃভাষা:** শিশুর প্রথম ভাষা হল মাতৃভাষা। শিশু ভাব বিনিময়ের ভাষা-দক্ষতা ও কুশলতা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসে। প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হল যাতে ভাব বিনিময়ের দক্ষতা আরও উন্নত হয়। এই পর্বে যুক্তি-বিচার-চিন্তা আরও বিকশিত হবে এবং ভাষা হয়ে উঠবে একটি কার্যকরী হাতিয়ার। মাতৃভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল শিশুর ভাষিক দক্ষতার নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে ভাব বিনিময় এবং ধারণাশক্তির উন্নতির জন্য উৎসাহিত করা। সহজ ও সরলভাবে মাতৃভাষার অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই বিভিন্ন বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞান, ধারণা ও মূল্যবোধ গড়ে উঠবে।

(খ) **গণিত:** প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে পাঠক্রমে গণিতের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য হল—শিশুদের আঙ্কিক প্রক্রিয়া, যেমন—গণনের সংখ্যা, সংখ্যার কাজ, পরিমাপ ইত্যাদি বিষয়ক দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। আর উচ্চতর লক্ষ্যটি হল—শিশুর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা, যাতে,

(i) গাণিতিক যুক্তি বিন্যাসে চিন্তা করতে পারে।

(ii) অনুমানের পথ ধরে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারে।

(iii) বিমূর্ত বিষয়গুলিকে আয়ত্তে আনতে পারে।

(iv) কাজ করার পদ্ধতি, সমস্যার সূত্রায়ন ও সমাধানের ক্ষমতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি গঠন—এসবও উচ্চতর লক্ষ্যের মধ্যে পড়ে।

প্রাথমিক স্তরে গণিতের প্রতি ইতিবাচক এবং পছন্দের মনোভাব বিকশিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গণিতকে শিশুর দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কার্যাবলির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে।

(গ) **পরিবেশ পরিচিতি:** প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং পরিবেশের সংরক্ষণ ও বিভিন্ন প্রকার অবক্ষয় থেকে তাকে রক্ষা করার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য 'পরিবেশ বিদ্যা' এই স্তরে বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম দুটি শ্রেণির শিশুদের জন্য পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টিকে আলাদা করা হয়নি। তৃতীয় শ্রেণি থেকে এই বিষয়টিকে কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনার সুযোগদানের লক্ষ্যে পরিবেশ পরিচিতির অংশ হিসেবে ইতিহাস, ভূগোল ও প্রকৃতিবিজ্ঞানকে পাঠক্রমে পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত

করা হয়েছে যদিও এই বিষয়গুলি ক্ষেত্রেও সেই সকল অভিজ্ঞতাগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলির শিক্ষার্থীদের একদিকে পরিবেশ অনুশীলনে সহায়তা করে অন্যদিকে তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম (Curriculum of Madhyamik Education)

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা দুটি স্তরে বিভক্ত। এদের মধ্যে একটির নাম দেওয়া হয়েছে মাধ্যমিক স্তর এবং তার শিক্ষাকাল ধরা হয়েছে পাঁচ বছর (VI থেকে X শ্রেণি পর্যন্ত)। পরবর্তী দু-বছরের শিক্ষাকে বলা হয়েছে, উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার কাঠামোটির বিন্যাস হয়েছে (10 + 2 + 3) বছরের জাতীয় শিক্ষা স্তরগুলির সঙ্গে সমতা বজায় রেখে।

মাধ্যমিক পাঠক্রমের কাঠামো নিম্নরূপ—

(ক) ভাষা বিভাগ

1. প্রথম ভাষা—মাতৃভাষা
2. দ্বিতীয় ভাষা—ইংরেজি
3. তৃতীয় ভাষা—যে-কোনো একটি ধ্রুপদি ভাষা। (এই তৃতীয় ভাষা শুধুমাত্র—সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে।)

ভাষা কোনো মানুষের আজীবন অভিজ্ঞতা এবং সহবক্তাদের থেকে অর্জিত সংকেত নিয়ে স্মৃতির মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলে। ভাষার মাধ্যমে গড়ে ওঠে শিক্ষার্থীর জ্ঞান। ব্যক্তি মানুষের চিন্তা ও তার পরিচয় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে এবং তার প্রকাশ সাধিত হয় তার মাতৃভাষায়।

দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ভাষার শিক্ষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য দ্বিবিধ:

এক, ভাষা শিক্ষার স্বাভাবিক দক্ষতা অর্জন এবং

দুই, প্রাথমিক [illegible] বিমূর্ত চিন্তন ও জ্ঞানার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ভাষার বিকাশ ঘটানো।

পাঠক্রমে ইংরেজির অন্তর্ভুক্তির ফলে যেমন ইংরেজি এবং অন্যান্য বিষয়ের বিভেদ দূর হয়, তেমনি ইংরেজির সঙ্গে ভারতীয় অন্যান্য ভাষার বিভেদের প্রাচীর ভেঙে যায়। প্রাথমিক পর্বে, ইংরেজির মতো ভাষার সাহায্যেও শিশুকে ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে ও জগতের সম্বন্ধে সচেতন করা যায়। তা ছাড়া, ভারত বহু ভাষাভাষীদের দেশ। আর ইংরেজি হল আন্তর্জাতিক ভাষা। ইংরেজি ভাষা ভারতের মতো দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের একটি যোগাযোগের ভাষা। তাই, পাঠক্রমে এর অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে সাধারণ মানুষের পছন্দকে মর্যাদা দিতেই হবে।

বিবিধ ভাষাভাষী একটি দেশের ক্ষেত্রে, নানান ভাষার ভাব বিনিময়ের দক্ষতা প্রসারের মূলনীতিতে 'ত্রিভাষা সূত্রের' প্রয়োগ জরুরি বলে তৃতীয় ভাষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় ভাষা হিসেবে শিক্ষার্থীরা হিন্দি ভাষা বা ধ্রুপদি ভাষা হিসেবে সংস্কৃতি অধ্যয়ন করতে পারবে।

(খ) বিজ্ঞান বিভাগ

বিজ্ঞান বিভাগে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল ভৌত বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান এবং গণিত।

বিজ্ঞান হল গতিময় ও প্রসারণশীল জ্ঞানের ভাণ্ডার। বর্তমানে সাধারণ মানুষ এমন এক দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হল নমনীয়তা, উদ্ভাবনীশক্তি এবং সৃষ্টিশীলতা। বিজ্ঞান শিক্ষার রূপদানের জন্য এইসব বিবিধ অনুজ্ঞা মনে রেখেই বিজ্ঞান বিভাগে উক্ত বিষয়গুলি পঠনপাঠনের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই পর্বের বিজ্ঞানের বিষয়গুলি পঠনপাঠনের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থী বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উদ্ভব এবং সিদ্ধতার পথে এগিয়ে যাবে। সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক কৌতূহল যেমন জাগ্রত হবে, তেমনি তার সৃজনশীলতা বেড়ে উঠবে। প্রক্রিয়ার সিদ্ধতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, কেননা, এটি শিক্ষার্থীদের 'কেমনভাবে বিজ্ঞান শেখা যায়' তা শিখতে সাহায্য করে। পরিবেশগত সিদ্ধতার জন্য শিক্ষার্থীর স্থানীয় এবং সার্বিক পরিবেশের মধ্যে বিজ্ঞানকে স্থাপন করে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে শিশু বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতার প্রশ্নগুলিকে মর্যাদা দিতে পারবে এবং কর্মজগতে প্রবেশের উপযোগী দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবে।

ঐতিহাসিক সিদ্ধতার জন্য পাঠক্রমে বিজ্ঞানের নানান ধারণাগুলি এবং তথ্যগুলি একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে রচনা করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে বিজ্ঞানের ধারণাগুলি বিবর্তিত হয়েছে তা বুঝতে পারবে। সেইসঙ্গে বিজ্ঞানকে একটি সামাজিক বিষয় হিসেবে দেখবে এবং কীভাবে সামাজিক উপাদানগুলি বিজ্ঞানের বিকাশকে প্রভাবিত করে তা বুঝবে।

নৈতিক সিদ্ধতার জন্য বিজ্ঞান পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংস্কারমুক্ত নৈর্ব্যক্তিকতা, স্বাধীনতা-সংক্রান্ত মূল্যবোধগুলি অর্জন করবে এবং শিশুর মনে পরিবেশ রক্ষা ও জীবনের প্রতি মমত্ববোধের বিকাশ ঘটবে।

বিজ্ঞানের শিক্ষাকে এই পর্বে নিয়মবদ্ধ চর্চার অধীন একটি যৌগিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক এবং প্রাযুক্তিক সাক্ষরতার (STL) আদর্শরূপ এই পর্বের পাঠক্রমে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

সমাজবিজ্ঞান বিভাগে অন্তর্ভুক্ত বিষয় হল ইতিহাস ও ভূগোল।

সমাজবিজ্ঞান হল আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের সংহতি গঠনের ক্ষমতা তৈরির বিজ্ঞান। যদিও ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির সমন্বয়ে এই সামাজিক বিজ্ঞান গঠিত হয় তথাপিও মাধ্যমিক স্তরের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের পাঠক্রমে ইতিহাস ও ভূগোলের বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের অবদান যে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসায় এবং ধারণাগঠন ও সৃজনশীলতায় অনন্য তার জন্য এই বিষয় দুটির পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তি। শিক্ষার্থীর মনে একটি যুক্তিনিষ্ঠ নৈতিক ও মানসিক শক্তি জাগানোও সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্য, যাতে, শিক্ষার্থী সতর্ক হবে সমস্ত অবক্ষয়ী ও মূল্যবোধঘাতী শক্তি থেকে।

ইতিহাসের মধ্যে বিশ্বের অন্যান্য অংশের তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশসহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং আধুনিক ইতিহাসের অন্যান্য দিকগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিজের জগৎ আরও সমৃদ্ধ করানো, বৈচিত্র্যময় করানো এবং অতীতের সাহচর্যে তাদের পরিচয় ঘটানো—এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তুলবার সদিচ্ছায় ইতিহাসের পঠনপাঠন চলবে।

ভূগোল সাহায্য করবে—স্থানীয় থেকে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন স্তরে সম্পদ, বিকাশ ও পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির সঙ্গে একটি ভারসাম্য রক্ষাকারী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে। সমাজবিজ্ঞান প্রধানত স্বাধীনতা, আস্থা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বৈচিত্র্যের প্রতি সম্ভ্রম—এইসব মানবিক মূল্যবোধের প্রগাঢ় অনুভব গড়ে তোলার সাধারণ দায়িত্ব বহন করে। একটি ক্রমপ্রসারিত পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বে মাননসই হয়ে উঠতে প্রয়োজনীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশ্লেষণ দক্ষতার অর্জনের পথ ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞানই প্রসারিত করে। তাই এই পর্বে অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রমে ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ্য আবশ্যিক করা হয়েছে।

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রম (Curriculum of Higher Secondary Education)

এই স্তরের পাঠক্রমকে মৌলিক দুটি শাখায় ভাগ করা হয়—

(ক) সাধারণ শাখা (General Stream)।

(খ) বৃত্তিমূলক শাখা (Vocational Stream)।

সাধারণ শাখার পাঠক্রম চারটি স্তরে বিভক্ত।

(ক) সাধারণ শাখা (General Stream)

- ঐচ্ছিক বহির্ভূত বিষয়—যে-কোনো তিনটি
- অতিরিক্ত বিষয়সমূহ—যে-কোনো একটি

সাধারণ শাখার শিক্ষার্থীদের মোট দুটি ভাষা আবশ্য পাঠ্য।

আবশ্যিক ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ (Compulsory Elective Subject)-এর অংশে বিষয়গুলিকে মৌলিক দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

1. *পরীক্ষাগারভিত্তিক বিষয় (Laboratory based Subjects).* যেমন— পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, ভূগোল, পুষ্টিবিদ্যা ইত্যাদি।
2. *পরীক্ষাগারবিহীন বিষয় (Non-Laboratory based Subjects):* যেমন— প্রাচীন বা ধ্রুপদি ভাষা, আধুনিক ভারতীয় ভাষা, আধুনিক বিদেশি ভাষা।

শিক্ষার্থীদের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ থেকে যে-কোনো তিনটি ঐচ্ছিক বা Elective বিষয় বেছে নিতে হবে। অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ঐচ্ছিক বিষয়গুলি যে-কোনো একটি অতিরিক্ত বিষয়রূপে বেছে নিতে হবে।

(খ) বৃত্তিমূলক শাখার পাঠক্রম নিম্নরূপ

- প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা
- বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহ—যেমন—কৃষি, বয়নশিল্প, কারিগরিবিদ্যা, ব্যাবসাবাণিজ্য এবং প্যারা মেডিক্যাল শিক্ষা।

এই পাঁচটি ক্ষেত্র থেকে শিক্ষার্থী যে-কোনো একটি নির্বাচন করবে।

ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ—

1. পরীক্ষাগারভিত্তিক বিষয়সমূহ—পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং জীবনবিজ্ঞান।
2. পরীক্ষাগারহীন বিষয়সমূহ—অঙ্কশাস্ত্র, ব্যাবসাভিত্তিক অর্থনীতি ও গণিত, হিসাবশাস্ত্র এবং অর্থনৈতিক ভূগোল।

1.4 ভারতবর্ষে পাঠক্রমের সংস্কার: জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখাসমূহ (Curriculum Reforms in India: National Curriculum Frameworks: 2000 & 2005)

1.4.1 বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (The National Curriculum Framework for School Education, NCFSE-2000)

পটভূমি (Background)

পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার মতোই ভারতবর্ষেও ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দ্রুত ঘটনার পট পরিবর্তন হচ্ছে। যেহেতু শিক্ষার কাছে একটি বিরাট প্রত্যাশা যে, এটি ব্যক্তিসমূহকে অজ্ঞতা, শোষণ এবং বঞ্চনা থেকে মুক্ত করে জাতিকে আলোকোজ্জ্বল, উন্নত ও শক্তিশালী করে তুলবে সেহেতু শিক্ষাকেই পরিবর্তনশীল সময়ের চাহিদা মিটিয়ে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকরী করে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হয়েছে সমাজের চাহিদা অনুসারে পাঠক্রমের পরিবর্তনের। কারণ আদর্শ পাঠক্রম সমাজ পরিবর্তনের

সঙ্গে সংগতি রেখে চলার সঙ্গে সঙ্গে নানান সমস্যাসমাধানের চেষ্টা করবে। এ ধরনের পাঠক্রম বিদ্যার্থীকে শেখাবে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাক্ষোভিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের বার্তা দেবে।

এই লক্ষ্য নিয়ে 2000 খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে NCERT ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে জাতীয় শিক্ষার পাঠক্রমের পরিবর্তন করেন। সেখানে বিশ্বজুড়ে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার প্রভাব এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে কীভাবে তা পড়েছে তা বলা হয়েছে। দেখা হয়েছে বিগত দিনে শিক্ষা ও সমাজের চাহিদা কীভাবে বেড়েছে এবং তা মেটাতে শিক্ষা ও শিখনের ক্ষেত্রে কী অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

এই নথি প্রকাশ মুহূর্তে NCERT কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতি পত্রে (Acknowledgement) দেশব্যাপী বিভিন্ন স্তরে দীর্ঘ আলোচনা, সেমিনার, বিতর্কে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ও পুনর্গঠনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়, শিক্ষাপর্ষদ, জাতীয় সংস্থা, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিজ্ঞানী, শিল্পী, শিল্পপতিগণ যেসব পরামর্শ দিয়েছিলেন তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

এই নথি তৈরিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসনের জাতীয় পর্ষদ (NIEPA), জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (National Open School), কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন, নবোদয় বিদ্যালয় সমিতি, বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন ও সমিতির প্রতিনিধি স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ এবং National Institute of Education এবং Central Institute of Educational Technology, New Delhi এবং NCERT আজমীর, ভোপাল, মহীশূর, ভুবনেশ্বর এবং শিলং-এর প্রতিনিধিগণ। অর্থাৎ দেশব্যাপী ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার ভিত্তিতে এই নথি তৈরি হয়েছিল।

এই নথির পাঁচটি অধ্যায়

1. প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গ (Context and Concerns)
2. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম সংগঠন (Organisation of Curriculum at Elementary and Secondary Stages)
3. উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম সংগঠন (Organisation of Curriculum at Higher Secondary Stage)
4. মূল্যায়ন (Evaluation)
5. সমগ্র ব্যবস্থার পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা (Managing the System)

এইগুলি আমরা একে একে আলোচনা করব।

অধ্যায়-1: প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গ (Context and Concerns)

1.1 সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত (The Socio-Cultural Context)
1.2 বিদ্যালয় শিক্ষার পরিস্থিতি (School Education Scenario)
1.3 পাঠক্রম নির্মাণ (ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি) (Curriculum Development: A Historical Perspective)
1.4 পাঠক্রম প্রসঙ্গ (Curricular Concerns)
1.5 জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা (Education as a life-long process)
1.6 আগামী পাঠক্রমের অভিমুখে (Toward a front line curriculum)
1.7 পাঠক্রম নির্মাণ প্রক্রিয়া পদ্ধতি (The Approach to the curriculum development process)

1.1 সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত (The Socio-Cultural Context)

ভারতবর্ষকে বহু ভাষাভাষী সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যময় দেশ হিসেবে অতীতকাল থেকেই ভাবা হয়। যদিও ঐক্যের ফল্গুধারা এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও বিদ্যমান। ভারতের সংস্কৃতি বহুবিচিত্র চিন্তা চেতনা জীবন রীতির সম্মিলিত এক জীবন্ত প্রক্রিয়া (Indian Culture thus is a living process assimilating various strands of thought and lifestyle)। দেশের জীবন সংস্কৃতির মূল সুর হল "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য" (Unity in diversity and diversity in unity)। এই দীর্ঘ ঐতিহ্য বহুকাল থেকে বহমান এবং একে রক্ষা করেই যা কিছু নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করতে হবে।

এটি বহু স্বীকৃত যে গুণ ও মানে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা সামাজিক সংহতি বজায় রেখে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করে। কতকগুলি প্রয়োজনীয় জাতীয় লক্ষ্য হল: ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায়, জাতীয় সংহতি এবং দেশপ্রেম। শিশুর মধ্যে এর সঙ্গে তাকশাই-মানবাধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি সম্মানবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। তপশিলি জাতি/উপজাতি, নারী, অক্ষম শিশু, সংখ্যালঘু ইত্যাদি শ্রেণি যাতে বঞ্চিত না হয় তা দেখতে হবে। এদের উন্নতিতে এবং শক্তি সঞ্চারে শিক্ষাকে নিরলস অবদান রাখতে হবে।

1.2 বিদ্যালয় শিক্ষার পরিস্থিতি (School Education Scenario)

স্বাধীনোত্তর ভারতে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। স্বাধীনতার পর পর ভারত সরকার বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়নকল্পে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (1951-53) গঠন করে। সমস্ত স্তরের শিক্ষা পর্যালোচনার জন্য 1964-66 খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এই শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রথম জাতীয় শিক্ষানীতি (1968) রচিত হয়। দেশের সর্বত্র স্কুল কাঠামো 10 + 2 বছরের প্রস্তাবিত হয় যার প্রথম

10 বছর হল সকলের জন্য সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষানীতি শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যোগ করে উন্নত মানে পৌঁছে দিতে চাইল। বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নতি এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের উৎকর্ষণের কথা বলল। পরবর্তীতে 1986 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতি এবং POA 1992 (10 + 2 + 3) কাঠামোর ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইল এবং দেশব্যাপী শিক্ষার প্রতিটি স্তরে Minimum Level of Learning (MLL)-এ পৌঁছোনোর জন্য 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা' নির্মাণের প্রস্তাব দিল। তবে দেশে অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি দেখা গেলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসরমানতার হার আশানুরূপ হল না। সংবিধানের নির্দেশমতো 14 বছর বয়স পর্যন্ত আবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা সম্পূর্ণ সর্বজনীন হতে পারল না। শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশানুরূপ হল না, অর্থনৈতিক বিকাশের উচ্চ মাত্রায় দেশ পৌঁছোতে পারল না।

1.3 পাঠক্রম নির্মাণ (ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি)
(Curriculum Development—A Historical Perspective)

NCERT জাতীয় স্তরে বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রের শীর্ষ নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে গণ্য হল। NCERT দ্বারা প্রকাশিত 'The Curriculum for the Ten Year School—A Framework-1975' এবং 'Higher Secondary Education and its Vocationalisation-1976' নথি দুটি ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (1964-66) সুপারিশ অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষা পুনর্গঠন এবং 10 + 2 স্তর সঠিকভাবে নির্মাণের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করল।

NCERT দ্বারা 1988-তে রচিত 'The Nationai Curriculum for Elementary and Secondary Education: A Framework' জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 এবং Programme of Action (1992) দ্বারা প্রস্তাবিত শিক্ষাক্ষেত্রে বিবেচ্য সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলি এবং সম্পর্কিত শিক্ষা বিজ্ঞানসম্মত ভাবনার প্রতি আলোকপাত করল। দেখা গেল শিক্ষক শিক্ষণ, জাতীয় সাক্ষরতা মিশন (National Literacy Mission—NLM) বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক কিছু করার বাকি আছে। NPE—1986 প্রস্তাবিত 'Operation Blackboard'-এর প্রভাব অপরিসীম বলে অনুভূত হল। স্পষ্টতই নীতিপ্রণেতারা দেশের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তাকে মর্মে উপলব্ধি করলেন।

স্বাভাবিকভাবে এটা স্বীকৃত যে পাঠক্রম নকশা রচনার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে। পাঠক্রম অবশ্যই এমন হবে যা শিক্ষার্থী, সমাজ, গোষ্ঠী এবং জাতির প্রত্যাশা মেটাবে। 1988-র পাঠক্রমের রূপরেখা পরবর্তীতে কিছুদিন পর্যালোচিত হল না। সে কারণেই প্রয়োজন হয়ে পড়ল NCFSE–2000 নির্মাণের।

1.4 পাঠক্রম প্রসঙ্গ (Curricular Concerns)

সমাজে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পাঠক্রম পরিবর্তন নির্মাণ এক চলমান প্রক্রিয়া। অর্থপূর্ণ বিদ্যালয় পাঠক্রম সমাজের এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ করবে। পাঠক্রম এমন শিক্ষা পরিচালনা করবার কথা বলবে যা যে-কোনো অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়বে এবং শিক্ষার্থীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আবেগমূলক, অর্থনৈতিক চাহিদার পরিপূরণ ঘটাতে পারবে। নতুন পাঠক্রমে চিরায়ত সামাজিক ঐতিহ্যকে একেবারে বাদ দিলেও চলবে না। বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছোনোর মানসিকতা থাকবে।

এককথায় বলতে হয় পাঠক্রম দণ্ডায়মান থাকবে তিনটি স্তম্ভের উপর—

(i) প্রাসঙ্গিকতা (Relevance)
(ii) সাম্য (Equity)
(iii) উৎকর্ষতা (Excellence)।

1.4.1 *সংসক্তিপ্রবণ সমাজ গড়ার শিক্ষা (Education for a Cohesive Society)*

স্বাধীনতার এত বছর পরেও ভারতবর্ষ গ্রাম-শহর, ধনী-দরিদ্রে বিভিন্ন ভারসাম্যহীনতায় ভুগছে। এর ভিত্তি হচ্ছে জাতি, ধর্ম, আদর্শ, লিঙ্গ (Gender) ইত্যাদি। গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা ও সুযোগের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে শিক্ষা ভারসাম্যহীনতা কাটিয়ে এসব ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

সামাজিক পরিবেশের সমস্ত জটিলতা থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করে পাঠক্রম নির্মাণ করবার প্রয়াস নিতে হবে। এর জন্য পাঠক্রমে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে—

(i) নারী শিক্ষায়
(ii) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষায়
(iii) পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত শ্রেণিদের জন্য শিক্ষায়
(iv) প্রতিভাবান শিশুদের জন্য শিক্ষাসূত্রের ক্ষেত্রে

শিক্ষা জাতিকে সংসক্তিপ্রবণ করার দিকে অনেক এগিয়ে দিতে পারে যদি বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের 'একত্রে বাঁচবার জন্য শিক্ষা' (Learning to live together) দেওয়া যায়। 'একত্রে বাঁচার শিক্ষা'র কথা 1996 খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন UNESCO দ্বারা গঠিত Delor's Commission 'শিখন এক অন্তর্নিহিত সম্পদ' (Learning: The Treasure Within) এই নথিতে। 'একবিংশ শতকের উপযোগী শিক্ষা' কেমন হবে তা নির্ণয় করতেই এই কমিশন গঠিত হয়।

1.4.2 *জাতীয় সত্তাকে শক্তিশালী করা এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ (Strengthening National Identity and Preserving Cultural Heritage)*

বিদ্যালয় পাঠক্রম শিক্ষার্থীকে ভারতীয় সভ্যতার অবদান এবং বিশ্ব সভ্যতার অগ্রগতিতে

ভারতের অবদানকে স্মরণ করাবে। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধিতে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সংহতির পাঠ সহায়তা করবে। শিক্ষাকে সংরক্ষণশীল এবং গতিশীলরূপে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এটা করা যাবে যদি পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিকে দেশের চিরায়ত সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটানো যায়।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে জাতীয় সত্তার অনুভূতির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সে কারণে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিটি স্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনের পাঠ থাকাটা জরুরি। এ ব্যাপারে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম অঞ্চলের কোনো ঘটনাকে পাঠ বহির্ভূত রাখা চলবে না।

1.4.3 *ভারতের দেশজ জ্ঞান এবং মানবজাতির প্রতি অবদানকে সমন্বিতকরণ (Integrating Indigenous Knowledge and India's Contribution to Mankind)*

শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক ও অর্থপূর্ণ করতে গেলে একে শিক্ষার্থীদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে। দেশজ ভারতীয় পাঠক্রম দেশের মহান চিন্তানায়কগণের অবদানকে কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারবে না। এঁরা হলেন শ্রীঅরবিন্দ, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতী, মহাত্মা ফুলে, গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাকির হোসেন, কৃষ্ণমূর্তি প্রমুখ। আমাদের শিশুরা নিউটনের সম্বন্ধে খোঁজ রাখে, সঙ্গে আর্যভট্টের কথাও জানাতে হবে। কম্পিউটার সম্বন্ধে জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 'শূন্য' ও 'দশমিক'-এর আবিষ্কারের কাহিনি জানবে। 'যোগ' অভ্যাস করবে এবং 'আয়ুর্বেদিক' এবং 'ইউনানি' পদ্ধতির চিকিৎসা (Indian Systems of Medicine—ISM) সম্বন্ধে জ্ঞাত হবে।

1.4.4 *বিশ্বায়নের প্রভাবে সাড়া দেওয়া (Responding to the Impact of Globalisation)*

অভূতপূর্ব কতকগুলি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে নতুন শতাব্দীকে। এদের মধ্যে অন্যতম হল Liberalisation, Privatisation এবং Globalisation (LPG)। বিশ্বায়ন হল তাৎপর্যপূর্ণ কারিগরি কৃৎকৌশলে অগ্রগতি, পার্থিব রাজনৈতিক (Geo political) বিবর্তন এবং বাজার অর্থনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণের আদর্শের ফলশ্রুতি। বিশ্বায়নের ফলে সার্বজনীন প্রকৃতির সমস্যা, এক দেশের সীমায় আটকে থাকে না, পরিবর্তে বিশ্বব্যাপী সমাধানের পথ খোঁজে।

বিশ্বায়ন শিক্ষার ক্ষেত্রে চিরাচরিত লিখন, পঠন, গণিত এবং দক্ষতার বিকাশকে বাদ দিতে বলে না। বরং জ্ঞান সমাজে (Society of Knowledge) অবাধ বিচরণে শিক্ষার্থীদের সুযোগ দেয় এবং পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তাকে সাম্প্রতিক অবস্থায় উপনীত করতে (Remain up-to-date) সাহায্য করে।

বিশ্বায়নে সাড়া দিয়ে পূর্বতন ইতিহাস, ভূগোল, বিদেশি ভাষাকে নতুন করে নাড়াচাড়া করার সুযোগ পাওয়া যায় এবং সঙ্গে সক্রিয় নাগরিকতা (Active citizenship), মানবাধিকার পাঠ, পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয় এবং বিশ্বজনীন মূল্যবোধের পাঠের ব্যবস্থা করা যায়।

1.4.5 *ICT চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া (Meeting the Challenges of ICT)*

তথ্য ও কারিগরি প্রযুক্তি (Information & Communication Technology—ICT) চিরাচরিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিদ্যালয় পরিবেশ, শিখন ও শিক্ষণরীতির পরিবর্তন ঘটাবে। শিক্ষক হবেন সহায়ক, পাঠাগারের ব্যবহার বাড়বে। এটি শুধু পাঠক্রমে সংযুক্ত একটি পাঠ্যবিষয় হবে না। বদলে গ্রাম-শহরের বিদ্যালয়গুলিতে চিরায়ত পাঠ-পরিবেশের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। সেখানে সর্বজনীন কম্পিউটার সাক্ষরতা, কম্পিউটার সহায়ক শিখন পরিবেশ গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশব্যাপী কম্পিউটারভিত্তিক শিখন গুরুত্ব পাবে।

চিরাচরিত শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতির জায়গায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যা অংশগ্রহণমূলক (Participatory), বিকেন্দ্রীকৃত (Decentralised), ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-মূলক দলবদ্ধ শিখন পরিস্থিতি (Interactive group learning)-র জন্ম দেয়।

অবশ্যই ICT-র অতিরিক্ত, অনাবশ্যক, ক্ষতিকর ব্যবহার থেকে শিক্ষার্থীদের সতর্ক করতে হবে।

1.4.6 *শিক্ষাকে জীবন দক্ষতার সঙ্গে সংযুক্তকরণ (Linking Education with Life-skills)*

শিক্ষা জীবনকে কতকগুলি চ্যালেঞ্জের সমাধান করতে শেখায়। এগুলি স্বাস্থ্য ও সামাজিক চাহিদা সংক্রান্ত হতে পারে। AIDS, ড্রাগ আসক্তি, হিংসা থেকে মুক্তির পথ দেখায়, জনগণের অধিকার এবং প্রশাসনিক নিয়ম সম্বন্ধে সচেতন করতে পারে। এর সঙ্গে সাধারণ কতকগুলি দক্ষতা যেমন সমস্যাসমাধান, বিশ্লেষণী চিন্তন, সংযোগ, আত্মসচেতনতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, বর্জনমূলক চিন্তন ও সমানুভূতি অর্জন করতে শেখায় যেগুলি সফল জীবনযাপনে অবশ্য প্রয়োজন।

1.4.7 *মূল্যবোধ উন্নয়নে শিক্ষা (Education for Value Development)*

শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধের চর্চার অবশ্যই প্রয়োজন। ভারতের সংবিধান এ ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায়, জাতীয় সংহতি এবং দেশপ্রেমকে পালনীয় জাতীয় মূল্যবোধ বলে চিহ্নিত করল এবং কিছু নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যবোধের নির্দেশ দিল। 1988-র বিদ্যালয় পাঠক্রমে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশমূলক বাস্তব কতকগুলি মূল্যবোধ উৎকর্ষণের কথা বলল। সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে সখ্যতা, সহযোগিতা, দয়া, আত্মশৃঙ্খলা, সাহস, সামাজিক

ন্যায়ে জোর দেওয়া হল। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, শান্তি, ভালোবাসা, অহিংসাকে মূল সর্বজনীন মূল্যবোধ বলে চিহ্নিত করে S B Chavan Committee 1999-এর ফেব্রুয়ারিতে সংসদে রিপোর্ট পেশ করলেন।

বলা হল এ ছাড়াও বিদ্যালয়গুলি নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শ্রম, কর্তব্যবোধ, সেবা মানসিকতা, দায়িত্ববোধ, উদ্যোগ, সৃজনশীলতা, সাম্যের প্রতি সংবেদনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, গণতান্ত্রিক মনোভাব এবং পরিবেশের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। বহুত্ববাদ এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণ মূল্য পাবে।

1.4.8 *প্রারম্ভিক শিক্ষার সর্বজনীনতা* ***(Universalisation of Elementary Education)***
সংবিধান প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে 14 বছর বয়সি শিশুদের জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার বারে বারে নির্দিষ্ট সময়সীমার শেষ করা গেল না। এর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়ার কথা ঘোষিত হল। 'সর্বশিক্ষা অভিযান' প্রকল্প চালু করা হল। প্রারম্ভিক শিক্ষা সর্বজনীন (Universal Elementary Education—UEE) করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলা হল।

NCFSE (2000)-র পাঠক্রমের তৈরি প্রসঙ্গে আরও বলা হল—

1.4.9 *পরিবর্ত ও মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থা* ***(Alternative and Open Schooling)***
এই ব্যবস্থায় 15 থেকে 55 বছর বয়সি শিক্ষার্থী যারা বিদ্যালয়ে পড়তে চায় তাদের পরিবর্ত ব্যবস্থার কথা বলা হল।

1.4.10 *বিবিধ পাঠক্রমিক প্রসঙ্গে একীকরণ*
(Integrating Diverse Curricular Concerns)
কালের গতিপথে যেসব শিক্ষা প্রাসঙ্গিক যেমন—শান্তি শিক্ষা, জনসংখ্যা শিক্ষা (Population Education), AIDS Education, মানবাধিকার শিক্ষা, বিশ্বায়ন শিক্ষা, পর্যটন শিক্ষা (Tourism Education) ইত্যাদি জায়গা করে [illegible] হল।

1.4.11 *শিক্ষাকে কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত করণে* ***(Relating Education to World of work)****-র কথা বলা হল।*

1.4.12 *পাঠক্রমের বোঝা কমানো* ***(Reducing Curriculum Load)***
এত কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সত্ত্বেও NCFSE-2000 চিরায়ত কিছু অতীত বিষয়কে বিদ্যমান রেখে অপ্রয়োজনীয়, বাতিলযোগ্য, মুখস্থনির্ভর বিষয়কে বাদ দিয়ে সমসাময়িক বাস্তবজীবনে প্রাসঙ্গিক বিষয়কেই শুধু পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা মনে করিয়ে দেওয়া হল।

এ প্রসঙ্গে 1993-এর যশপাল কমিটির 'বোঝামুক্ত শিক্ষা' (Learning without Burden) স্মরণযোগ্য।

1.4.13 জ্ঞান নির্মাতা হিসেবে শিক্ষার্থী (The Child as a Constructor of Knowledge)

প্রজ্ঞার নির্মাণে অনুকরণ ও মুখস্থ অপেক্ষা বিষয় ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত থেকে জ্ঞান সৃজনে গুরুত্ব দেওয়া হয়। নির্মিতিবাদী পরিবেশে সাথিদের সঙ্গে যুগলবন্দীতায় শিশুরা জ্ঞান অর্জনের স্বাধীনতা ভোগ করে। জ্ঞান নির্মাণকারী শিক্ষক (The constructivist teacher) এখানে কোনো কিছু ধরাবাঁধা বিষয় জোর করে শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেবেন না, তিনি কেবল সহায়কের ভূমিকা পালন করবেন।

1.4.14 বোধ, আবেগ ও কাজের মিলন (Interface between Cognition, Emotion and Action)

চিরাচরিত সাক্ষরতা অর্জনের পরিবর্তে আবেগমূলক সাক্ষরতা (Emotional literacy) অর্জনে জোর দেওয়া হল। আবেগমূলক সাক্ষরতা কতকগুলি সামাজিক ও আবেগমূলক দক্ষতা অর্জনের কথা বলে। এটি নৈতিক বিকাশে জোর দেয় এবং ক্রোধ, আক্রমণাত্মক মনোভাব, স্কুল পালানো, ড্রাগ আসক্তি, যৌন নির্যাতন ইত্যাদি বদভ্যাস থেকে শিক্ষার্থীকে দূরে রাখে এবং গঠনমূলক কাজে উৎসাহ দেয়।

'আবেগমূলক সাক্ষরতা' কর্মসূচি একজন ব্যক্তির আত্মমর্যাদা, সম্মান ও সাফল্যের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে এবং এই কারণে বিষয়টি পাঠক্রম নির্মাতাগণের কাছে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

পাঠক্রম নির্মাতাগণ 'বহুবিধ বুদ্ধি' (Multiple Intelligence) নির্মাণে জোর দেন। এই বুদ্ধিসমূহের মধ্যে ভাষাগত, যৌক্তিক, স্থানগত (Spatial), সঞ্চালনমূলক (Kinaesthetic), সংগীত, আন্তর ও অন্তঃব্যক্তিক (Inter & Intrapersonal) এবং প্রাকৃতিক এই আটরকম বুদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয় এবং বিদ্যালয়কে এইগুলি উৎকর্ষণের জন্য সঠিকভাবে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

1.4.15 সংস্কৃতি নির্দিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি (Culture-specific Pedagogies)

ভারতবর্ষ বহু সংস্কৃতি, বহু ভাষাভাষি ও বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ। ভারতীয় সমাজের বহুমাত্রিক প্রকৃতি শিক্ষণ রীতি ও শিক্ষণ প্রণালী ও পদ্ধতিতেও ছাপ ফেলে। যদিও সকল ধরনের শিক্ষার্থী মোটামুটি সদৃশ উপায়ে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের বিষয় উপজাতি সমাজ থেকে শুরু করে উচ্চ সামাজিক অবস্থানে থাকা মানুষের সমাজ থেকে ভিন্নতর হয়। শিক্ষা বিজ্ঞান প্রণালী গতানুগতিক একই ধরনের না হয়ে সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন হলে ভালো ফল দেয়। এই প্রণালীসমূহের মধ্যে গল্প বলা, অভিনয়, পুতুলনাচ, দলভিত্তিক নাটক, গোষ্ঠীজীবন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে শিখন আনন্দদায়ক হয় এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংযোগ বাড়ে।

1.4.16 সৌন্দর্য অনুভূতির বিকাশ (Development of Aesthetic Sensibilities)

শিক্ষার সৌন্দর্যমূলক পদ্ধতি (Aesthetic approach to Education) শিখন প্রক্রিয়ায়

ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করে। এটা সম্ভব যদি অভিজ্ঞতা, কল্পনা, সৃজনশীলতা এবং Intuition সম গুরুত্ব পায়। এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর নতুন অন্তর্দৃষ্টি ও বোধগম্যতাকে ক্রিয়াশীল করে। এই পাঠক্রম কল্পনার বিকাশ ঘটায় ভারসাম্য এবং ঐক্যর অনুভূতি জাগ্রত করে।

1.4.17 *নিরবচ্ছিন্ন সর্বাঙ্গীণ মূল্যায়ন (Continuous Comprehensive Evaluation)*

মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে একে প্রান্তিক/বার্ষিক, ষাণ্মাষিক পর্যায়ে আটকে না রেখে নিরবচ্ছিন্ন এবং সর্বাঙ্গীণ করার কথা বলা হল। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন শিক্ষকগণ করবেন। তাঁরা সক্রিয়ভাবে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে এটি সম্ভব করে তুলবেন। এটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে (Periods) ভাগ করে হবে। শিক্ষার্থীর ভুল সংশোধন করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার নিদান দিতে হবে। কোন্ ক্ষেত্রে দুর্বলতা তা চিহ্নিত করে প্রতিসংকেত দিতে হবে। মূল্যায়ন ব্যবস্থা হবে ত্রুটিমুক্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। মূল্যায়নকে ত্রুটিমুক্ত করতে অভিভাবকগণের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

1.4.18 *পাঠক্রম নির্মাণে শিক্ষকগণকে যুক্ত করা (Empowering Teachers for Curriculum Development)*

আমাদের দেশে পাঠক্রম নির্মাণের পর শ্রেণিকক্ষে তার সফল পরিবেশনা ও পরিচালনা করার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব হল শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের।

পাঠক্রম নব রূপ পেলে তার সঠিক প্রয়োগ যাতে হয় তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষণ প্রশিক্ষণ (Teachers' training) ইন-সার্ভিস ও প্রি-সার্ভিস-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাঠক্রম সংগঠনের সময়ও শিক্ষক সমিতির উপযুক্ত প্রতিনিধিকে এতে ব্যাপৃত রাখার চিন্তা করতে হবে।

1.5 শিক্ষা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া (Education as a Life-long Process)

শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে থেকে নিতে হয় এবং দীর্ঘ জীবন ধরে নিতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি হল পরিবার, বিদ্যালয়, সমাজ, মাধ্যম। জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী হিসেবে ব্যক্তিকে পৃথিবী ও তার ঘটে চলা পরিবর্তনগুলি জেনে নিতে হয়। ভাষা হিসেবে এক অথবা দুটি ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত করতে হয়। বাতিলযোগ্য জ্ঞানমূলক বিষয় বাদ দিয়ে সেখানে যুগোপযোগী জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হয়। পাঠক্রমিক ক্ষেত্রের নকশা এমনভাবে সাজাতে হয় যা জ্ঞান সন্ধানের উপকরণ হিসেবে কাজ করে।

1.6 অগ্রমুখীন পাঠক্রম অভিমুখে (Toward a Front line Curriculum)

আজকের বিশ্ব অতি দ্রুত বিকাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সঙ্গে জ্ঞানের পরিধি বাড়ছে। গতিশীল শিখন সমাজে শিক্ষার্থীকে বিশ্বজনীন দ্রুতগতির সঙ্গে তাল মেলাতে বাতিলযোগ্য (Redundant) কিছু অংশ বাদ দিয়ে প্রায়শই কয়েকবছর পর পর পাঠক্রমে আধুনিক জ্ঞানের সংযোগ ঘটাতে হচ্ছে।

অগ্রমুখীন পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির কতকগুলি বিষয় হল—যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্পেস টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সাম্প্রতিক স্বাস্থ্য সমস্যা, শক্তি, পরিবেশ, বিশ্ব ভূগোল, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সংক্রান্ত চর্চা ইত্যাদি।

শিক্ষককেও এ ব্যাপারে অবহিত হয়ে শিক্ষাদান কাজে এগোতে হচ্ছে।

1.7 পাঠক্রমিক বিকাশে পদ্ধতি
(The Approach to the Curriculum Development Process)

পাঠক্রমিক বিকাশ একটি সার্বিক প্রক্রিয়া যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়—

- পাঠক্রম নীতি প্রস্তুত করা (Formulation of a Curriculum Policy)
- পাঠক্রমিক গবেষণা (Curriculum Research)
- পাঠক্রমিক পরিকল্পনা (Curriculum Planning)
- পাঠক্রম প্রয়োগ (Curriculum Implementation)
- পাঠক্রম মূল্যায়ন (Curriculum Evaluation) ইত্যাদি।

পাঠক্রমিক রূপরেখা তৈরিতে জাতীয় স্তর, আঞ্চলিক, রাজ্য এবং জেলা স্তরে সৃজনমূলক চিন্তা চেতনার বিনিময় ঘটাতে হয়। স্থানীয় স্তরের ব্যতিক্রমী বিষয় এবং পরিপ্রেক্ষিতগত বাস্তবতাকে অস্বীকার করা চলে না।

অধ্যায়-2: প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম সংগঠন (Organisation of Curriculum at Elementary and Secondary Stage)

2.1 ভূমিকা (Introduction)

বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের যথাযথ সুযোগ দিয়ে প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিশুদের ক্ষেত্রে শিখন বিষয় ও পদ্ধতিতে নমনীয়তা সহ 'কীভাবে শিখতে হয় তার শিখন' (Learning how to learn) দক্ষতা অর্জনের জন্য সাধারণ পাঠ পরিকল্পনা (Common Scheme of Studies) রচনা করা প্রয়োজন যাতে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

- বিদ্যালয় শিক্ষার সকল স্তরে মৌল কর্তব্য ও কোর বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি।
- মানবাধিকার শিক্ষা (মেয়ে শিশু সহ সকল শিশুর অধিকার সহ)
- শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে জ্ঞান, বোধ ও দক্ষতার ন্যূনতম শিখন স্তর (Minimum Level of Learning—MLL) অর্জন।
- বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিষয় নির্বাচন, সঞ্চালন ও পদ্ধতি প্রণয়নে স্বাধীনতা, নমনীয়তা, প্রাসঙ্গিকতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা।
- জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীগণের বহুধা প্রতিভা এবং সৃজনশীলতার পরিচর্যা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।

- তথ্যভিত্তিক এবং শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষা থেকে প্রক্রিয়াকেন্দ্রিক এবং শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষায় প্রবর্তন।
- প্রতিক্রিয়ামূলক ও সহায়ক মূল্যায়ন ব্যবস্থার বিকাশ।

2.2 বিদ্যালয় শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of School Education)

NCFSE-2000 বিদ্যালয় শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ সাধারণ উদ্যোশ্যের তালিকা রচনা করেছেন যেটি নিম্নরূপ—

বিদ্যালয় পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সামর্থ্য অর্জন করাতে চায় তা হল—

- সামাজিক জীবনযাত্রা এবং দৈনন্দিন কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য শ্রবণ, কথন, পঠন, লিখন, চিন্তন এবং বাচনিক ও দর্শনগত সংযোগমূলক ভাষাগত দক্ষতা (Language Abilities)।
- দৈনন্দিন জীবনে কার্যকরী গণন দক্ষতা যা যৌক্তিক চিন্তনে বিকাশ ঘটায়।
- সমস্যাসমাধান, জিজ্ঞাসার উৎসাহবর্ধন, কুসংস্কার দূরীকরণ প্রভৃতি বিজ্ঞান-মনস্কতার উৎসাহবর্ধন।
- পরিবেশ ও তার সমস্যাকে বোঝা ও তার সমাধান।
- স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজকর্মীদের বীরের মতো আত্মত্যাগকে উপলব্ধি।
- পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি এবং দেশের চিরায়ত ঐতিহ্যমূলক উত্তরাধিকারের ভারসাম্য যুক্ত সংযোজনকে উপলব্ধি ও তার সঞ্চালন।
- জাতীয় প্রতীকসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং দেশের জাতীয় চরিত্র এবং ঐক্যকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা।
- 'বসুবৈধ কুটুম্বকম'-এর মন্ত্রে উৎসাহিত হয়ে দেশপ্রেম ও জাতীয়তার গভীর বোধকে উপলব্ধি।
- [illegible]ইজম, উদারনৈতিকতা, আঞ্চলিকতাবাদ প্রভৃতি [illegible] প্রভাবের উপলব্ধি।
- ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক, জাতীয় এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহ যেগুলি মানুষকে মানবিক এবং সামাজিকভাবে কার্যকরী করে তোলে এবং জীবনকে নতুন দিশা দেখায় তার উৎকর্ষণ।
- ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (Earth, Water, Air, Fire and the Sky) এর সঙ্গে সার্থক সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলার জন্য জ্ঞান, মনোভাব ও অভ্যাস অর্জন।
- আত্মশিখন, আত্মপরিচালনা ও জীবনব্যাপী শিখনে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন।
- তথ্য প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে সঙ্গে সংবোধন, প্রতিফলন এবং আত্মীকরণ শিখন এবং অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ।

- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মে সন্তোষ বিধান এবং ধনউৎপাদন সৃজনে কাজের ইচ্ছা, উদ্যোগপরায়ণতা এবং কায়িক শ্রমের সৃজন।
- বৃত্তিপূর্ব এবং বৃত্তিগত দক্ষতা অর্জন।
- বৃহৎ পরিবার এবং জন আধিক্যের বিভিন্ন ফলশ্রুতি উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি।
- স্বাস্থ্যসম্মত যৌন সম্পর্কগত বিষয় উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যের প্রতি সম্মানজনক মনোভাব প্রদর্শন।
- বয়স্কদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের যত্ন করতে শেখা।

2.3 বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ পরিকল্পনা
(Scheme of Studies at Different Stages)

2.3.1 *অতি শৈশবকালীন শিক্ষা (Early Childhood Education)*

এই পর্যায় হল পরবর্তী প্রাথমিক পর্যায়ের প্রস্তুতি (Preparation for Primary Education)-র শিক্ষা। এটি 3-6 বছর বয়সের মধ্যে শিশুদের জন্য 2 বছরের শিক্ষা পর্যায়। এই পর্যায়কে 1986 খ্রিস্টাব্দের জাতীয় শিক্ষানীতি Early Childhood Care and Education (ECCE) বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং এই শিক্ষাকাল Integrated Child Development Scheme (ICDS) এর অধীন।

এই স্তরে **আনন্দ, প্রত্যক্ষণ** এবং **অংশগ্রহণে** (Pleasure, Perception এবং Participation—3P)-র উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এখন শিখন বলতে দলবদ্ধ কাজ, খেলাভিত্তিক কৌশল (Playway Techniques)-এর উপর নির্ভরশীল ভাষার খেলা (Language games), সংখ্যার খেলা (Number games), বর্ণভিত্তিক খেলা (Colour games) এবং অন্যান্য কাজের (যা সামাজিকতা এবং পরিবেশ সচেতনতাকে বৃদ্ধি করে) মাধ্যমে শিক্ষাকে বোঝায়। এই স্তরে বিষয়ের প্রথাগত শিখন ও মূল্যায়ন নিষিদ্ধ। সাম্যের স্বার্থে এই শিক্ষা দেশের প্রান্তিক প্রান্তের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুর প্রাপ্তব্য বলে গণ্য হয়েছে।

2.3.2 *প্রারম্ভিক বিদ্যালয় শিক্ষা (Elementary School Education)*

আট বছরের (8 years)

প্রারম্ভিক শিক্ষা দুটি ভাগে বিভক্ত।

প্রাথমিক স্তর (5 বছরের)

উচ্চ প্রাথমিক স্তর (3 বছরের)

প্রারম্ভিক শিক্ষাস্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হল উদ্‌বেগ ও পীড়ন (Stress and Anxiety) থেকে মুক্তি, মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গণ্য করা, শিক্ষার্থীর সংশ্লিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে সংযুক্তি, ব্যাবহারিক দক্ষতা, ধনাত্মক মনোভাবের এবং মূল্যবোধের

বিকাশ। এই স্তর মানবাধিকার এবং নাগরিকগণের কর্তব্যকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং সম্পর্কিত কাজ ও প্রকল্পভিত্তিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলে। এই স্তর Mastery Level of Learning-এ জোর দেয়।

প্রাথমিক স্তর/পাঠ্য বিষয়

A. *প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি*

(i) একটি ভাষা—মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা

(ii) গণিত

(iii) Art of Healthy and Productive Living (AHPL)

B. *তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি*

উপরের তিনটি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবেশ পাঠ (Environmental Studies)

C. *উচ্চ প্রাথমিক স্তর* (Upper Primary Stage) (3 years) (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি)

(i) তিনটি ভাষা—মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা, আধুনিক ভারতীয় ভাষা, এবং ইংরেজি

প্রথম ভাষা হিসেবে দেশের সর্বত্র ছাত্রছাত্রীরা মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা শিখবে।

দ্বিতীয় ভাষা

(a) হিন্দিভাষী অঞ্চলে অন্য ভারতীয় ভাষা বা ইংরেজি শিখবে।

(b) অহিন্দিভাষী অঞ্চলে এটি হবে হিন্দি বা ইংরেজি।

তৃতীয় ভাষা

(a) হিন্দিভাষী অঞ্চলের জন্য হবে ইংরেজি বা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে না নেওয়া কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

(b) অহিন্দিভাষী অঞ্চলে এটি হবে ইংরেজি বা দ্বিতীয় ভারতীয় ভাষা হিসাবে না নেওয়া কোনো আধুনিক ভারতীয় ভাষা।

(ii) গণিত,

(iii) বিজ্ঞান অথবা প্রযুক্তি

(iv) সমাজবিজ্ঞানসমূহ

(v) কর্মশিক্ষা

(vi) আর্ট এডুকেশন (ফাইন আর্টস: দৃশ্য এবং সম্পাদনমূলক)

(vii) স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা (Games & Sports সহ যোগ, NCC, স্কাউটিং, গাইডিং)।

NCFSE 2000 শিক্ষার্থীর শিখনের বোঝাকে হালকা করতে পরামর্শ দেয় এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী বিষয়বস্তু এবং শিখন প্রক্রিয়াকে নমনীয়তার উপর জোর দেয়।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে আগেকার আর্ট এডুকেশন, কর্মশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষাকে সমন্বিত করে নতুন বিষয় AHPL যুক্ত হয়েছে। এটি কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর যান্ত্রিক দক্ষতা বাড়াবে না। সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জ্ঞানমূলক আবেগমূলক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশে সচেষ্ট হবে। শিশুর মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদা, সৌন্দর্যমূলক অনুভূতি এবং সুস্থ জীবনযাপনে দক্ষতার বিকাশ ঘটাবে।

2.3.3 মাধ্যমিক স্তর (IX-X)-এর 2 বছরের বিদ্যালয় শিক্ষা (Secondary School Education)

পাঠের বিষয়

(a) তিনটি ভাষা—মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষা, আধুনিক ভারতীয় ভাষা, এবং ইংরেজি।

(b) গণিত

(c) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

(d) সমাজবিজ্ঞানসমূহ

(e) কর্মশিক্ষা

(f) আর্ট এডুকেশন

(g) স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা (খেলাধুলা, যোগ, NCC, স্কাউটিং, গাইডিং)

কর্মশিক্ষা কর্মের প্রতি যথাযথ মনোভাবের বিকাশ ঘটাবে এবং শ্রমের প্রতি মর্যাদা বাড়াবে।

আর্ট এডুকেশন সৌন্দর্যের প্রতি সংবেদনশীলতা এবং যোগ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটাবে।

ভাষা সূচি কেবল ভাষা ও সংযোগ দক্ষতার বিকাশই ঘটাবে না, সঙ্গে স্বাধীন চিন্তা, মতবাদের স্বাধীন প্রকাশ এবং অতীত ও বর্তমানের ঘটনাসমূহের যৌক্তিক ব্যাখ্যাদানে সাহায্য করবে।

গণিত শিক্ষণ দুটি পরিপূরক বিষয়ে সাহায্য করবে—গণিত শিখনে আগ্রহ বাড়বে এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ শেখাবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিখন ও শিক্ষণ 'জানা' ও 'করা'র মধ্যে সংযোগ ঘটাবে। মূল উদ্দেশ্য হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং সেটি দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্য, পুষ্টিসাধন, শিল্প, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সঠিক প্রয়োগ করা ইত্যাদি।

বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সমন্বয়ী পদ্ধতি (Integrated approach) বোঝাপড়া এবং প্রাসঙ্গিকতা সহ প্রয়োগ করতে হবে।

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণীবিদ্যা এমনভাবে পরস্পর সম্পর্কিত ও গ্রথিত (Interwoven) করে শিখতে হবে যা একটি সমগ্রতার বোধ তৈরি করে।

এইভাবে প্রযুক্তিবিদ্যাকেও বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত করার বিষয়টি ভাবা হল। সমাজবিজ্ঞান ক্ষেত্রেও ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভূগোল এবং সমাজবিদ্যার মধ্যে সমন্বয়সাধন করার কথা বলা হল। একীভূত সমাজবিজ্ঞান পাঠ সমান ঘটনাসমূহের সামগ্রিক বোঝাপড়া তৈরি করে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে শেখাবে।

শিক্ষাদানের মাধ্যমে (Medium of Instruction)

- মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, আবেগমূলক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। মাতৃভাষা শিশুর আবেগমূলক ও মানসিক গঠনে (Make up)-র মূল কেন্দ্রীয় বিষয়। শিশুদের প্রত্যক্ষণ, সংবোধন, প্রতিক্রিয়া, সৃজনমূলক অভিব্যক্তি, চিন্তন ও বিশ্লেষণ সমস্ত কিছুই মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজে ঘটে।
- **মুক্ত শিখন প্রথা (Open Learning System):** বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় (National Open School) এবং রাজ্যস্তরে রাজ্য মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষাকে সর্বত্র প্রসারিত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

অধ্যায় 3: উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা (Higher Secondary Education)

এই স্তরে দুটি প্রবাহে (Stream) পড়ার ব্যবস্থা আছে।

3.1 অ্যাকাডেমিক প্রবাহ (Academic Stream)

3.1.1 *অ্যাকাডেমিক প্রবাহের উদ্দেশ্যসমূহ (Objectives of Academic Stream)*

- বিভিন্ন শৃঙ্খলাসমূহে (Different disciplines) উচ্চতর জ্ঞান স্তরে শিক্ষার্থীদের সামনে মেলে ধরা।
- নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার অধীনে তথ্য (Data & information) প্রক্রিয়াকরণ ও সংগ্রহের বিভিন্ন পন্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটানো এবং এর মাধ্যমে নতুন সিদ্ধান্ত ও অন্তর্দৃষ্টি তৈরিতে সাহায্য করা।
- আগামীদিনের নাগরিকদের মধ্যে সমস্যাসমাধান ও সৃজনমূলক চিন্তনের বিকাশ ঘটানো।
- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং Informatix ব্যবহারে দায়বদ্ধ সমাজের পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটানো।
- ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য যথাযথ Career নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের কাজে লাগে এরকম আগ্রহ ও প্রবণতা উদ্দীপনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

3.1.2 *অ্যাকাডেমিক প্রবাহের দুটি কোর্স*

(i) ভিত্তিমূলক (Foundation) কোর্স

(ii) ঐচ্ছিক (Elective) কোর্স

ভিত্তিমূলক কোর্সে আছে

- ভাষা, কর্মশিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা, ভাষা মনোনয়ন শিক্ষার্থীরা নিজের পছন্দে চাহিদা অনুযায়ী করতে পারে।
- ঐচ্ছিক কোর্সে বহু সাধারণ বিষয় থেকে তিনটিকে বেছে নিতে হবে।

বৃত্তিমূলক প্রবাহে আছে

- ভাষা
- সাধারণ ভিত্তিমূলক বিষয়সমূহ
- স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা এবং বৃত্তিমূলক ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ।

উভয় প্রবাহেরই লক্ষ্য হচ্ছে জীবন ও শিখনে সমন্বয় স্থাপন। এই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সেমিস্টার প্রথা এবং Credit System চালু করার কথা বলা হয়েছে।

এই স্তরের শিক্ষকগণের উচ্চ শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত সক্ষমতা ও দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

অধ্যায় 4: মূল্যায়ন (Evaluation)

4.1 মূল্যায়নের বর্তমান ব্যবস্থা (The Present Evaluation System)

মূল্যায়নের বর্তমান ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণতায় ভরা। এটি জ্ঞানমূলক শিখনের মূল্যায়নে বেশি জোর দেয় এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শিখনকে অস্বীকার করে। জ্ঞানমূলক শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এটি মুখস্থ বিষয়ের স্মরণে বেশি জোর দেয় এবং সমস্যাসমাধান, সৃজনমূলক চিন্তন, বিচারকরণ ইত্যাদি ক্ষমতার স্ফুরণে সাহায্য করে না।

পরীক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের বছরভর শেখা বিষয়ের একটি ক্ষুদ্রাংশের উপর প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয় এবং তা লিখন পদ্ধতি নির্ভর। মৌখিক উত্তর দান কৌশল, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, প্রকল্প, অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করার ক্ষমতা যাচাই করা হয় না। নম্বরের ভিত্তিতে ফল প্রকাশিত হয়।

এই সব ত্রুটি শুধরাতে 1992-এর POA মন্তব্য করেছিল "The pre-dominance of the external examinations (should be) reduced."

শিক্ষকগণও এই ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে এই নীতিবাক্য নির্ভর হয়ে পড়েছিলেন—"Whatever is tested is to be taught and whatever is not tested is not to be taught."

এই চিরাচরিত মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে বলা হল একটি অমানবিক ব্যবস্থা যা অত্যধিক মাত্রায় একটি দৃঢ়বদ্ধ অনড় (Rigid) ব্যবস্থা এবং যার নমনীয়তা (Flexibility)-র অভাব আছে।

4.2 বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে মূল্যায়নকে ব্যবহার করা (Using Evaluation at different Stages of School Education)

জ্ঞানমূলক এবং ব্যাবহারিক এই দ্বিবিধ ক্ষমতার যাচাই-এ বিদ্যালয়ে মূল্যায়ন ব্যবস্থার খোলনলচে বদলানো উচিত। এর জন্য ক্রমিক মূল্যায়ন (Formative Evaluation) এবং অন্তিম মূল্যায়ন (Summative Evaluation) এই দ্বিবিধ ব্যবস্থার উপরই জোর দিতে হবে।

শিখন পরিকল্পনামাফিক ঠিকমতো এগোচ্ছে কিনা নিয়ন্ত্রণ করতেই ক্রমিক মূল্যায়ন জরুরি। এর ভিত্তিতে ধীরগতি শিক্ষার্থীদের (Slow learners) ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক এবং আগুয়ান (Brighter) ছাত্রছাত্রীদের জন্য Enrichment programme-এর ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

অপরপক্ষে অন্তিম মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের ফল ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ এবং পরবর্তী উচ্চ শ্রেণিতে স্থাপন ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ব্যবহার করা যায়।

এই দুই মূল্যায়নভিত্তিক ফল পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা যায় ত্রিবিধ উপায়ে ছাত্রদের আত্মবিশ্লেষণে (Self-referenced), শিক্ষকদের দ্বারা (Teacher criterion referenced) এবং তৃতীয়ত সাথিদের সঙ্গে তুলনায় (Norm-referenced) মূল্যায়ন শিশুর সার্বিক বিকাশ ত্বরান্বিতকরণে জোর দেয়। সেজন্য প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উভয় মূল্যায়নকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবে প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু ক্রমিক মূল্যায়ন গুরুত্ব পাবে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৌদ্ধিক বিষয়গুলির (Scholastic areas) মূল্যায়নের জন্য দশম শ্রেণি এবং দ্বাদশ শ্রেণির শেষে রাজ্য অথবা কেন্দ্র পরিচালনাধীন পর্ষদগুলি অন্তিম পরীক্ষা নেবে।

বিদ্যালয়ে Scholastic এবং Co-Scholastic উভয় বিষয়ের ক্ষেত্রের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নে (Continuous Comprehensive Evaluation)-র ব্যবস্থা থাকবে। Co-Scholastic ক্ষেত্রের মূল্যায়নের ফল বিদ্যালয়গুলি পরীক্ষা পরিচালন পর্ষদের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

4.3 মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য (Features of Evaluation)

- মূল্যায়ন প্রকৃতিতে মানবিক হবে। ছাত্রছাত্রীদের এটি সমাজ সচেতন করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং এইভাবে অবাঞ্ছিত যন্ত্রণা, উদ্‌বেগ, হেনস্থা ও অপমানের হাত থেকে রক্ষা করবে।
- মূল্যায়ন পরিচালনের দায়িত্ব শিক্ষকের যিনি শিক্ষার্থীকে শেখাবেন এবং তার মধ্যে প্রয়োজনীয় গুণগুলির সঞ্চার ঘটাবেন।
- মূল্যায়ন উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে এবং শিক্ষার্থীর কর্ম সম্পাদনের বিশ্বাসযোগ্য ও যথার্থ পরিমাপ করবে।

- মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর প্রত্যেক শিখন পরিস্থিতিতে প্রযুক্ত হবে, সকল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সম্ভাবনা প্রকাশে সুযোগ দেবে। মূল্যায়ন হবে সংগতিপূর্ণ এবং প্রয়োজনে বহুবিধ পরিমাপ কৌশল ব্যবহারের সুযোগ দেবে।
- মূল্যায়ন সারা শিক্ষা পর্যায় জুড়ে হবে।
- মূল্যায়ন ছাত্রছাত্রীদের পশ্চাৎ পটভূমি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গণ্য করবে।
- বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের ক্ষেত্রে বিকল্প মূল্যায়ন প্রথা ব্যবহার করতে হবে যা হবে শিক্ষার্থীবান্ধব ও নমনীয়।
- গ্রেডিং পদ্ধতি এবং তার তথ্য প্রদান হবে যথাযথ এবং সকলের বোধগম্য।
- পদ্ধতিগত দিকে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে শিক্ষা জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা পুনরুদ্ধার করবে।
- মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাহায্যে অভীক্ষা প্রয়োগে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে।

4.4 জাতীয় মূল্যায়ন সংগঠন (National Evaluation Organisation)

দেশে প্রায় 34টি মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ আছে যারা দশ এবং দ্বাদশ শ্রেণি অন্তে সাধারণ অন্তিম পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা করে। পরীক্ষার মানের ক্ষেত্রে এদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য আছে। জাতীয় স্তরে সাধারণ আদর্শ মান এই সব পরীক্ষার ফল থেকে পাওয়া দুষ্কর। পরন্তু এইসব পরীক্ষার ফল থেকে যা পাওয়া যায় তা কার্যক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রাসঙ্গিক হয় না। সে কারণে চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষায় মানের বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এই বিভিন্নতা ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকগণের অযথা মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন অসদ উপায় গ্রহণ এবং অনাবশ্যক ব্যয়নির্বাহ ইত্যাদি সমস্যার উদ্ভব ঘটে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত এই সব সমস্যা থেকে উদ্ধার পেতে একটি জাতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবনার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যা সারা দেশে পরীক্ষার কমন ব্যবস্থা করবে যার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষার্থীদের সাফল্য তুলনা করা যাবে। চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে এরকম প্রচেষ্টা আগেই গ্রহণ করা হয়েছে। একইভাবে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ রকম মূল্যায়ন পর্ষদ গঠন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এই ব্যবস্থা সারা দেশে পঠনীয় বিষয়সূচি, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার্থীর সম্পাদনের মানকেও উন্নত করবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি (1986) এবং POA (1992) আগেই 'National Evaluation Organisation' গড়ার প্রস্তাব দিয়েছে যা জাতীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষা সংগঠিত করবে এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

অধ্যায় 5: ব্যবস্থার সঠিক পরিচালনা (Managing the System)

5.1 পাঠক্রম উন্নয়নে পেশাগত সহায়তা (Professional Support for Curriculum Development)

বিগত কয়েক দশকে জাতীয় এবং রাজ্য স্তরের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কতকগুলি পর্ষদ গঠনের মাধ্যমে পাঠক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন। পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং বন্টনেরও ব্যবস্থা করেছেন। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখার নকশা অনুযায়ী সমন্বিত এবং স্থানীয় চাহিদাপূরণে সক্ষম পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ উপকরণ তৈরির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পাঠ্যসূচি ও বিষয়ে সমভাবে পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং non-scholastic ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অনুসরণে সহায়ক উপকরণ নির্মাণে জোর দেওয়া হয়েছে।

5.1.1 *উদ্ভাবনীমূলক নির্দেশনা সম্ভারের প্রস্তুতি (Preparation of Innovative Instructional Packages)*

সক্ষমতাভিত্তিক এবং প্রক্রিয়ামুখীন উপকরণ প্রস্তুত করলে তা প্রথাগত এবং বিকল্প উভয় শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করে তুলবে। শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক, কর্মপুস্তক, শিক্ষকের কাজের সাহায্যকারী পুস্তক এবং বহুধা মাধ্যমের সম্ভার রচনা করতে হবে।

পাঠক্রম সঞ্চালনে মাতা-পিতা, গোষ্ঠী শিক্ষা পরিচালক যৌথভাবে কাজ করলে তার ফল ভালো হয়। সেজন্য এদের অভিমুখীকরণ কর্মসূচিতে জোর দিতে হবে।

কমন কোর কারিকুলাম এবং মূল্যবোধ শিক্ষা সঞ্চালনের জন্য নির্দেশমূলক সম্ভার (Instructional packages) তৈরি করা প্রয়োজন।

5.1.2 *পরিবেশ এবং গোষ্ঠী-সম্পদ হিসেবে (Environment and Community as Resources) কাজ করবে।*

কর্মসম্পাদনের নিরিখে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্তরের ক্রমানুসারে সাজাতে হবে।

5.2 শিক্ষক শিক্ষণ (Teacher Education System)

পাঠক্রম কার্যকরী করার ক্ষেত্রে শিক্ষকের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে। সেজন্য বিদ্যালয় পাঠক্রমের যে-কোনো নির্মাণ ও বিকাশ সফল করতে গেলে সে অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচিকেও ঢেলে সাজাতে হয়। এর জন্য যা প্রয়োজন তা হল—প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস Teachers' Training Programme-কে অবিচ্ছেদ্যভাবে চালাতে হবে। ইন-সার্ভিস ট্রেনিং প্রয়োজনমতো চলমান ভাবে দিতে হবে। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবকে মেলাতে হবে। প্রি-সার্ভিস ট্রেনিং-এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের কনটেন্ট নলেজে জোর দিতে হবে এবং শিক্ষণ পদ্ধতি সংহত করতে হবে। তত্ত্বগত শিক্ষণ এবং ব্যাবহারিক প্রয়োগে শিক্ষকের দক্ষতা বাড়াতে হবে। শিক্ষকগণ টেলিকনফারেন্সিং পদ্ধতিতে শিক্ষণের কৌশল রপ্ত করবেন।

5.2.1 *দায়বদ্ধতা (Accountability)*

শিক্ষক শিক্ষণ ক্ষেত্রের সকল প্রশাসক, ব্যবস্থাপক এবং কর্মকর্তা তাঁদের পারস্পরিক ভূমিকায় দায়বদ্ধ থাকবেন।

5.2.2 *শিক্ষক প্রস্তুতির প্রতিষ্ঠানসমূহ (Teacher Preparation Institutions)*

শিক্ষক প্রস্তুতি প্রতিষ্ঠানগুলি পাঠক্রম নির্মাণ, সঞ্চালনা এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের সকল ক্ষেত্রে নিজেদের দায়বদ্ধতা প্রদর্শন করবেন।

5.2.3 *সম্পদকেন্দ্র (Resource Centres)*

DIET-এর মাধ্যমে জেলাভিত্তিক সম্পদ সহায়তা কেন্দ্র (Resource Support) গড়ার সঙ্গে সঙ্গে Sub-district এবং School Complex স্তরেও এই সহায়তা কেন্দ্র খুলে তাকে শক্তিশালী করতে হবে যেখানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ মিলিত হয়ে বিদ্যালয় উন্নয়ন কর্মসূচিকে সফল করতে মতের ও মানব ও অন্যান্য সম্পদের বিনিময় ঘটাতে পারেন। ব্লক সম্পদ কেন্দ্র (BRC) এবং ক্লাস্টার সম্পদ কেন্দ্র (CRC)-র বাস্তব অভিজ্ঞতাকে এ ব্যাপারে সঙ্গী করা যেতে পারে।

5.2.4 *শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির মনিটর করা ও মূল্যায়ন (Monitoring & Evaluation of Teacher Education Programmes)*

মনিটরিং এবং মূল্যায়নের রুটিন কাজ ছাড়াও এখন শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির মান নির্ণয় করে তালিকাভুক্তির কাজ করা যেতে পারে। এটি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো বোঝা ভাবলে হবে না। বরং প্রতিকারমূলক পন্থার সাহায্যে সঠিক পথে এগোতে নির্ণায়কের কাজ করবে।

মানাঙ্কনে যা বিবেচনা করা হবে—

- পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা এবং দৈনন্দিন কার্যাবলি।
- অর্জিত এবং ব্যক্তি সম্পদ এবং সাফল্য প্রাপ্তির নিরিখে প্রতিষ্ঠানগুলিকে A, B, C, D, E গ্রেড প্রদান।
- যেখানে প্রয়োজন সেখানে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সংশোধন ও উন্নতকরণে সাহায্য প্রদান।

5.3 বিদ্যালয়ে তথ্য ও সংযোগ প্রযুক্তিকে সংহতকরণ (Integration of Information & Communication Technologies into Schooling)

1. কম্পিউটারকে বিদ্যালয়ের কাজের আবশ্যিক অংশ (Integral part) করতে হবে।
2. শিক্ষক যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় সেগুলি মানিয়ে নেবে।
3. পাঠক্রম নির্মাতাকে তার ভূমিকা নতুনভাবে তৈরি করতে হবে (Redefine his role)।

4. শিক্ষক এমন নির্দেশ ছক গ্রহণ করবেন যা শিক্ষার্থীকে নতুন সমস্যাসমাধানে আবিষ্কারকের ভূমিকায় স্থাপন করবে যাতে কম্পিউটার ও নয়া প্রযুক্তির সাহায্যে সে নব নব সমস্যার সমাধান করতে শিখবে।
5. কম্পিউটার সহায়তায় ICT সমৃদ্ধ পরিবেশে শিখনে নতুন মূল্যায়ন পন্থা দরকার হবে। চিরাচরিত শ্রেণি শিক্ষণের পরিবর্তে অংশগ্রহণমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ামূলক দলবদ্ধ শিখনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথাবদ্ধ কিছু জ্ঞান আহরণের জায়গায় অংশের সঙ্গে সমগ্রের জ্ঞানের সম্পর্ক এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য তথ্যসংগ্রহ করতে হবে যা জ্ঞান ব্যবস্থাপনার দক্ষতাকে বাড়ায়।
6. এই সব নব নব দক্ষতা আয়ত্ত ও উপলব্ধি করার মাধ্যমে শিক্ষক সহায়ক হিসেবে নতুন ভূমিকা পালন করতে পারে এবং শ্রেণিকক্ষে উদ্ভাবনের পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

5.4 বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা (Managing Vocational Education)

বৃত্তিমূলক শিক্ষা শক্তি, গঠন এবং কর্ম সম্পাদনের (Strength, structure and task delineation) দিক থেকে বাড়াতে হবে। কর্মসূচি সংগঠনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন স্কিমকে জনপ্রিয়, কার্যকরী করার জন্য খুব দরকার। বৃত্তিমূলক শিক্ষার উন্নত কর্মসূচির ভিত তৈরি করে প্রথম দশ বছরের স্কুল শিক্ষাকালের বৃত্তিশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার যদি উন্নত সূচি নেওয়া যায়, সে কারণে বিদ্যালয়ে কর্মশিক্ষার বর্তমান অসংলগ্ন কর্মসূচির পরিবর্তে একে শিখনের সর্বক্ষেত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কিত করতে হবে। প্রি-সার্ভিস ট্রেনিং-এর মাধ্যমে দক্ষ বৃত্তিমূলক শিক্ষক গড়ে তুলে তাদের উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে নিয়োগ করতে হবে। ইন-সার্ভিস টিচারদের ক্ষেত্রেও যথাযথ ট্রেনিং সিডিউল তৈরি করা দরকার। প্রতিটি বিদ্যালয়ে যথাযথ ট্রেনিংপ্রাপ্ত বৃত্তিশিক্ষক কোর ফ্যাকাল্টিতে থাকা প্রয়োজন। সঙ্গে গেস্ট ফ্যাকাল্টিতে প্রয়োজনমতো গোষ্ঠী, শিল্পক্ষেত্র এবং অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষক নেওয়া প্রয়োজন। গভীর উপলব্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টি সহ প্রাসঙ্গিক উপকরণ তৈরি ও সরবরাহের প্রয়োজন আছে।

বৃত্তিশিক্ষায় বহুবিধ সুযোগের সন্ধান কর্তৃপক্ষ অবহিত করবেন। যারা বৃত্তিশিক্ষা গ্রহণ করে বিদ্যালয় থেকে পাশ করে ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে এবং স্বক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়েছেন তাঁদের উদাহরণ তুলে ধরতে হবে।

বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্লকস্তরে বৃত্তিশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানগুলি বহুবিধ ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা স্কুলছুট, গ্রাম্য যুবক-যুবতি, নবসাক্ষর, গৃহবধূ এবং ইচ্ছুক সক্ষমদের জন্য বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করে কাজের দরজা খুলে দিতে পারে।

বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ বৃত্তিশিক্ষার কর্মসূচি গ্রহণ করলে বিদ্যালয় শিক্ষার মানও অনেক উন্নত হয়।

5.5 মূল্যবোধ উন্নয়নে শিক্ষা (Education for Value Development)

5.5.1 *বিদ্যালয় পরিকল্পনা (School Plan)*

বিদ্যালয় কতকগুলি আদর্শ মেনে চলবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা থাকবে। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক থাকবে। বিদ্যালয় পরিবেশ হবে সহজ ও স্বচ্ছন্দ। প্রতিটি শিশুকে সমান চোখে দেখা হবে। প্রতিটি শিক্ষক হবেন মূল্যবোধ পরিচালিত মূল্যবোধের শিক্ষক (A teacher of values)। প্রতিটি শিক্ষকের অন্য শিক্ষক এবং পরিচালন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সদ্ভাব থাকবে।

বহুবিধ দৈনন্দিন কার্যকলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেরা অংশগ্রহণ করে মূল্যবোধের সন্ধান পাবে।

প্রারম্ভিক স্তরে থাকবে

- স্কুল অ্যাসেম্বলি, দলবদ্ধ সংগীত, নীরবতা পালন, ধ্যান।
- সাধুসন্তের জীবনী পাঠ, পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পাঠ।
- খেলাধুলা, মানবতা ও জীবের সেবামূলক সমাজসেবামূলক কর্মসূচি।
- যথাযথ ঘটনা অবলম্বন সাংস্কৃতিক কাজ, নাটক।

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পালনীয়

- প্রাতঃকালীন সমাবেশ, গ্রন্থাংশ পাঠ, শিক্ষকের বা কোনো অতিথির সম্ভাষণ, ধর্ম ও দর্শন থেকে পাঠ, ছুটির দিনে সমাজসেবা।
- সমবেত দলবদ্ধ সংগীত, জাতীয় সংহতি ক্যাম্প, NSS, NCC, স্কাউটস্ এবং গাইডস্। সাংস্কৃতিক কর্মসূচি যথাযথ বিষয় অবলম্বনে নাটক, বিতর্ক সভা ইত্যাদি।

5.5.2 *সহায়তাকারী হস্তক্ষেপ (Support Interventions)*

এই ব্যবস্থায়

- বিভিন্ন বিষয়ক্ষেত্রে নিহিত মূল্যবোধগুলি সামনে তুলে ধরতে হবে।
- ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করায়, একে অপরের মতামত বিনিময় করা এবং পরস্পরকে সম্মান করার সুযোগ দিতে হবে।
- শ্রেণি শিখন সঞ্চালনে শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক নীতি ও প্রক্রিয়াগুলি শেখাতে হবে।
- লিঙ্গ, সামাজিক জাতি, শ্রেণি, ধর্মে সাম্যের প্রতি জোর দিতে হবে।
- মানবাধিকার, শিশুর অধিকার, পরিবেশ রক্ষা, সুস্থ জীবনযাপন সম্বন্ধে জ্ঞাত করতে হবে।
- মূল্যবোধ বিকাশ ত্বরান্বিত করতে শ্রেণি পরিবেশ চাপমুক্ত এবং গণতান্ত্রিক করে তুলতে হবে।

5.5.3 *মূল্যবোধ আহরণের উৎস (Sources of Value Inculcation)*

শিক্ষকগণ (Teachers)

মূল্যবোধ অভিমুখিকরণে তাঁদের নিজস্ব ভূমিকা সম্বন্ধে স্পষ্ট লক্ষ্য (Vision) থাকবে এবং সচেতন থাকবেন।

তাঁরা অবশ্যই বিভিন্ন বিষয়ের পাঠে সম্ভাবনা এবং বিদ্যালয়ে সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ কীভাবে অর্জন করা যায় সে সম্বন্ধে জানাবেন এবং নিজেদের শিক্ষার্থীদের সামনে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরবেন।

- আচরণে এবং শ্রেণিশিখনে সঞ্চালনে তাঁরা নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা নেবেন।
- নিজেদের মনোভাব সঠিকভাবে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরতে সচেষ্ট হবেন।
- ধর্ম সম্পর্কীয় মূল্যবোধ অভিমুখীকরণে সদর্থক ভূমিকা নেবেন।
- সঠিক সংযোগকারীর (Communicator) ভূমিকা পালন করবেন।

উপকরণসমূহ (Materials)

পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক পুস্তক এবং অন্যান্য পাঠোপকরণসমূহ সর্বজনীন মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে। এগুলি সযত্নে ত্রুটিমুক্ত করে লিখতে হবে এবং মাঝে মাঝেই পর্যালোচনা করতে হবে।

অন্যান্য উদ্যোগ (Other Interventions)

- আন্তঃরাজ্য সংস্কৃতি বিনিময় কর্মসূচি।
- প্রদর্শনী, শিশুমেলা, অন্যান্য মেলা এবং লোকসংস্কৃতি কর্মসূচি।

যথাযথ নির্দেশনা এবং পরামর্শদান (Appropriate Guidance & Counselling)

5.6 বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের জন্য কৌশল নির্ধারণ (Implementing Strategies for Learning Children with Special Needs)

কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিশু বা সাধারণ শিশুদের জন্যই বিচ্ছিন্ন পরিবেশে শিখন ফলপ্রসূ নয় এবং সুখকর নয়। সমাজ তাই দাবি করে যে বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিক্ষার্থীরা অন্য সাধারণ শিশুদের সঙ্গে সকল অন্তর্ভুক্তির পরিবেশে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক বিদ্যালয়' (Inclusive School) শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং শিক্ষাগত দৃঢ় যুক্তি আছে। শিক্ষণ এখানে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক (Learner centred)। এতদ্ব্যতীত যৌথ শিখন অথবা সহযোগিতামূলক শিখন এবং Peer-tutoring প্রভৃতি অন্তর্ভুক্তির বিদ্যালয়ে উৎসাহিত করা হয়। এতে বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশু মূলস্রোতের বিদ্যালয়ে (Mainstream school) স্বস্তি বোধ করে, সাধারণ শিশুরাও তাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বোধ করে না। জটিলতামুক্ত একে অপরের সঙ্গে শেখে।

এই অন্তর্ভুক্তির শিক্ষার সফল রূপায়ণে পাঠচক্র নির্মাতা, শিক্ষক, লেখক এবং মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞদের একই সঙ্গে কাজ করতে হয়।

এগুলির মধ্যে পড়ে—

- বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক নির্দেশমূলক উপকরণের বিকাশ ;
- বিবিধ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ধারণা পরিষ্কার করতে বিষয়সূচি নির্মাণ, উপস্থাপন ও সঞ্চালনে যথাযথ পরিবর্তন।
- এইসব শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীবান্ধব যথাযথ মূল্যায়ন পন্থা নির্ধারণ ;
- ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কর্মসূচি মারফত আগে থেকে বর্তমান সাধারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে বিভিন্ন চাহিদাযুক্ত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমাফিক সচেতন করা এবং যথাযথ দক্ষতা, সফলতার বিকাশ সাধন।
- অন্তর্ভুক্তির পরিবেশে উপস্থিত সমস্ত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে সংহত গাইডলাইন দেওয়া।
- বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের (CWSN) চাহিদাপূরণে সম্পদকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে সম্পদ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- বৃত্তিমূলক নির্দেশনা ও পরামর্শদান এদের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

5.7 মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করা
(Implementing Evaluation Strategies)

যে-কোনো সংস্কারমূলক কাজের সফল রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংগঠনের সবল ইচ্ছা এবং দায়বদ্ধতা প্রয়োজন। মূল্যায়ন কৌশলের সংস্কার নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল।

- পরিবেশ তৈরি (Climate building)
- উপকরণগত বিকাশ (Material development)
- সম্পদের সঠিক সঞ্চালন (Resource mobilization)

পরিবেশ তৈরিতে সংশ্লিষ্ট জনগণের মনের গঠন পরিবর্তন করতে হবে।

উপকরণগত বিকাশে যে উপকরণগুলির বিকাশ ঘটানো দরকার সেগুলি হল নির্ণায়ক অভীক্ষা, Criterion Referenced Tests, পারদর্শিতা অভীক্ষা, রেটিং স্কেল, পর্যবেক্ষণ সিডিউল, চেকলিস্ট, ইনভেনটরিস ইত্যাদি।

- বিভিন্ন পাঠক্রমিক ক্ষেত্রে প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি।
- বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিটি স্তরে CCE (Continuous & Comprehensive Evaluation)-র বিস্তৃত স্কিম তৈরি।
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সেমিস্টার প্রথা চালু করা।
- সেমিস্টার প্রথা অনুযায়ী কোর্সের মডিউল তৈরি।

- প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস শিক্ষক শিক্ষণের মূল্যায়ন সহায়ক উপকরণ তৈরি।
- বিদ্যালয় ও পর্ষদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন সংস্কার ঠিকভাবে সাধন করতে নির্দেশনা গঠন।

সম্পদকে ঠিকভাবে সঞ্চালনের (Resource Mobilisation) ক্ষেত্রে— জাতীয়, রাজ্য, জেলা, প্রতিষ্ঠান এমনকি ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত সংস্কার সাধনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

5.8 নির্দেশনা ও পরামর্শদান (Guidance & Counselling)

উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন প্রবাহে (Streams) বহু রকমের বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা আছে। এর থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাদের পছন্দমতো বিষয় বেছে নিতে পারে। সঠিকভাবে নিজের মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদা, মনোভাব, সামর্থ্য, প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় ও প্রবাহ নির্বাচনে তাদের সাহায্য করার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে কার্যকরী পরামর্শদান ও নির্দেশনা ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে।

আদর্শগতভাবে প্রত্যেক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতা (Counsellor) নিয়োগ করা উচিত। বর্তমান অবস্থায় তিন-চারটি বিদ্যালয়ের জন্য একজন ভিজিটিং কাউন্সেলরের ব্যবস্থা রাখা উচিত। ভবিষ্যতে প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য একজন Career Teacher নিয়োগ করা দরকার। প্রতিটি SCERT-তে একটি 'Guidance Cell' রাখতে হবে যা উপকরণ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াবে।

এই মুহূর্তে প্রতিটি বিদ্যালয় তাদের শিক্ষকদের নিজেদের ছাত্রদের 'Profile' প্রস্তুতকরণের বিষয়টি সম্বন্ধে অবহিত করতে পারে যাতে থাকবে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য (Traits) আগ্রহ ও সামর্থ্যমূলক বিষয়। এগুলি স্কুলরেকর্ডের ভিত্তিতে তৈরি হবে। শিক্ষকগণ বিদ্যালয় প্রদত্ত বৃত্তিমূলক কোর্স পাস করলে কী কী চাকরির সুযোগ আছে সে সম্বন্ধেও অবহিত করবে।

5.9 প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক সংস্কার (Institutional and Organisational Reforms)

(a) *প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনসমূহের Network তৈরি করা (Networking of Institutions and Organisations)*

বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতির জন্য বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যারা মানবসম্পদের উন্নয়নের দায়িত্বে আছে তাদের মধ্যে পারস্পরিক এবং নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের আন্তঃসম্পর্ক জরুরি। স্তরগুলি হল—জাতীয়, রাজ্য, জেলা এবং স্থানীয় (গ্রাম/শহর)। এই নেটওয়ার্কের নির্দিষ্ট লক্ষ্যসহ সকল স্তরে দায়িত্ব বণ্টনে বুরোক্র্যাটিক পদ্ধতিকে

কমানো যায়। এর জন্য সকল স্তরে যারা জড়িত তাদের অভিমুখীকরণ এবং প্রশিক্ষণ জরুরি। উদ্দেশ্য ও কাজের নিরিখে প্রতি স্তরে Taskforce তৈরি করা আবশ্যক। এই টাস্কফোর্স সরকার, বিদ্যালয় ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বে গড়ে তুলতে হবে।

এই টাস্কফোর্সগুলি নিম্নলিখিত কাজের জন্য দায়ী থাকবে—

(i) অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত সমস্যা চিহ্নিতকরণ।

(ii) প্রাকৃতিক এবং মানবিক সম্পদসমূহের প্রয়োজনীয় জোগান ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা যাতে সমতা ও গুণমান সর্বত্র বজায় থাকে। এর মধ্যে স্থানীয় পাঠাগারে বই পড়ার ব্যবস্থা, যাদের বই নেই তাদের পূর্ব ব্যবহৃত পুস্তকের সরবরাহ, প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য ও পেশাগত সেবা বণ্টন করা যেতে পারে।

(iii) বিশেষ প্রকৃতির সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব তার জন্য পরামর্শদান।

(iv) প্রয়োগ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা।

(v) অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিবর্তনগুলির মূল্যায়ন করা ও তার ভিত্তিতে নতুন সূত্র রচনা করা।

(vi) সরকার এবং গোষ্ঠীর মাঝে থেকে সংযোগ রক্ষার কাজ করা।

(b) *ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার সরবরাহ*
(Provision for the Minimum Essential Facilities)

দেশের সমস্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সুবিধার বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েরই। সমাজের মূল স্রোতের বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের অন্তর্ভুক্তিও এর সঙ্গে ভাবতে হবে। সমস্ত রকম বিদ্যালয়ে প্রায়োজনীয় শ্রেণিকক্ষ, পানীয় জল ও শৌচাগার, শিক্ষক সরবরাহ, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

শহর ও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ে সুযোগের বৈষম্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। সম্পদ সরবরাহে কোনো বৈষম্য রাখা চলবে না।

সর্বক্ষেত্রে গুণমানসম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ জরুরি।

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে অ্যাকাডেমিক ও বৃত্তি সংক্রান্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রাম/শহর সর্বত্র বহুবিধ প্রবাহ শিক্ষার ব্যবস্থা এবং সঙ্গে লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, কর্মশালা, খেলার মাঠ, সভাঘর, বিষয়কক্ষ, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। উপরন্তু প্রতিটি বিষয়ের জন্য থাকবে দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। তবেই শিখন-শিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। এই সব সঠিক পরিচালনার জন্য কার্যকরী দক্ষ পরিচালন সভা জরুরি।

1.4.2 জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা 2005
(National Curriculum Framework 2005)

1.4.2.1 পটভূমি (Background)

NCERT 1975 খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময় থেকে পাঠক্রম পুনর্গঠন সংক্রান্ত কাজে হাত দেয় এবং এই কাজের ফলস্বরূপ 1984 খ্রিস্টাব্দে একটি Draft Curriculum তৈরি করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল সারাদেশে জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে সাহায্য করা এবং অঞ্চলভিত্তিক বৈচিত্র্যকেও মর্যাদা দেওয়া। এর ফলশ্রুতিতেই তৈরি হল বিদ্যালয়ের জন্য জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (NCF for School Education) 1988। ইতিমধ্যে সারাদেশের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 তৈরি হল। এই নীতিতে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের স্বাভাবিক দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন ও পাঠক্রমে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং পাঠভিত্তিক পাঠক্রমের বোঝা কমানো ও পরীক্ষাভীতি কমিয়ে পরীক্ষায় সংস্কার সাধনের কথা বলা হল।

ভারবাহী পাঠক্রমকে আনন্দময় করে তোলা যায় কীভাবে? কীভাবেই বা আগ্রহোদ্দীপক করা যায় তা পর্যালোচনার জন্য UGC-র পূর্বতন চেয়ারম্যান অধ্যাপক যশপালের নেতৃত্বে পাঠক্রম পুনর্গঠনের জন্য একটি জাতীয় পুনর্গঠন কমিটি (National Steering Committee) গঠন করা হল। তাঁরাও একটি রিপোর্ট দিলেন 'Learning Without Burden-1993'। এদের উপর ভিত্তি করে NCERT আগের 1988-র পাঠক্রমের পর্যালোচনা করে 2000 খ্রিস্টাব্দে আবার একটি জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (NCF 2000) তৈরি করেন। দেখা গেল এতেও তথ্যের বোঝা, শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষার ভীতিতে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা ভীতিজনক হয়েই থাকল, আনন্দময় হল না। সেজন্য পাঠক্রমের আবার পর্যালোচনার দরকার হয়ে পড়ল, যার ফলশ্রুতি হল জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা—2005 (NCF 2005)। এই সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং ব্যর্থতা এবং নতুন শতাব্দীতে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রাখা হয়েছে। [illegible] চিহ্নিত কতকগুলি বিষয় যথা শিক্ষার লক্ষ্য, শিশুদের সামাজিক পরিবেশ, বিস্তৃত অর্থে জ্ঞানের প্রকৃতি, শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি, বিকাশ ও চাহিদা এবং মানব শিক্ষার প্রক্রিয়া ইত্যাদির বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছে।

'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা'-কে সারা দেশের উপর একই ধরনের বৈচিত্র্যহীন বিষয় চাপিয়ে দেওয়া বলে অনেকে মনে করেন। তবে NPE, 1986 এবং Programme of Action (POA), 1992-র উদ্দেশ্য ছিল ঠিক এর বিপরীত। জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষার পাঠক্রমের জাতীয় কাঠামোর প্রস্তাব করেছিলেন এই ভেবে যে এটি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে মান্যতা দিয়ে পাঠক্রমের মাধ্যমে সাধারণ সর্বজনীন মূল্যবোধের গুরুত্বকে নিশ্চয়তা দান করবে এবং সৃজনের ব্যবস্থা করবে। NPE ও POA একযোগে সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী 14 বছর পর্যন্ত বয়সি শিশুদের সর্বজনীন শিক্ষাকে

মান্যতা দিয়ে সর্বজনীন ভরতি (Universal Enrolment) এবং সর্বজনীন ধারণ (Universal Retention)-এর উপর জোর দিতে বলেছিল এবং এর সঙ্গে পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার গুণমান উন্নয়নের কথা বলে। POA 1992 গুণমানের উন্নয়নের জন্য পাঠক্রমের রূপরেখা নির্ণয়ে তার প্রাসঙ্গিকতা, নমনীয়তা এবং গুণমানকে নিশ্চিতভাবে মূল্য দিতে বলে এবং NCF 2005-কে শিক্ষাব্যবস্থা আধুনিকীকরণের পথিকৃৎ হিসেবে চালিত করতে বলে।

1.4.2.2 জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা 2005 তৈরি, রূপায়ণে নির্দেশক নীতি ও পরিপ্রেক্ষিতসমূহ (Guiding Principles and Perspective of National Curriculum Framework 2005)

এই রূপরেখা তৈরিতে অতীতে আলোচিত এবং বহুচর্চিত বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হল—

- বিদ্যালয়ের বাইরের জীবন আহরিত জ্ঞানের সঙ্গে সংযোগসাধন।
- যান্ত্রিক পদ্ধতির শিখন থেকে সরে আসা।
- নিছক পাঠবিষয় চর্চাকেন্দ্রিক জ্ঞানের সংযোগসাধন অপেক্ষা শিশুর সার্বিক বিকাশের উপর জোর দেওয়া।
- পরীক্ষা ব্যবস্থাকে নমনীয় করে শ্রেণিশিক্ষণের সঙ্গে সংযুক্ত করা।
- বহুবৈচিত্র্যময় সমাজে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।
- 'Learning without Burden'-এ উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে পাঠের বোঝা হালকা করা।
- পাঠক্রমের সংস্কারের সঙ্গে সংগতি রেখে শিক্ষায় পরিবর্তন আনা।
- সংবিধানে উল্লিখিত মূল্যবোধসমূহ, যেমন—সামাজিক ন্যায়, সমতা, ধর্মনিরপেক্ষতা আহরণে সাফল্য আনে এরকম পাঠচর্চার ব্যবস্থা করা।
- সমস্ত শিশুর শিক্ষার গুণমানের নিশ্চয়তাদান।
- গণতান্ত্রিক আচরণ, মূল্যবোধ অর্জনে সংস্কারমুক্তির ন্যায়বিচার, তপশিলি জাতি, উপজাতির সমস্যাসমাধানে সক্ষম, অসমর্থ মানুষের প্রয়োজনে সংবেদনশীল এবং দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সফল অংশগ্রহণ করতে সক্ষম নাগরিক তৈরি করা।

1.4.2.3 শিখন ও জ্ঞান (Learning and Knowledge)

পাঠক্রমের আধুনিক গঠন শিক্ষার্থীর অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক হবে, নিছক পুথিকেন্দ্রিক হবে না। সে কারণে পাঠক্রম গঠনে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি ও তার শিখন অভিজ্ঞতা কী হওয়া উচিত তারও পরিবর্তন হবে। 'শিশুকেন্দ্রিক' শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, বক্তব্য, সক্রিয় অংশগ্রহণ অধিকতর মান্যতা পাবে। সেজন্য শিক্ষার বিষয় তৈরি করতে শিশুর মনোবিকাশ এবং আগ্রহ গুরুত্ব পাবে। শিখন পরিকল্পনা বহুবিধ ঐতিহ্য ও চাহিদার সঙ্গে

সাযুজ্য রেখে শিশুর শারীরিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিকাশকে গুরুত্ব দেবে। বর্তমানের শ্রেণিশিক্ষায় একমাত্র বক্তা শিক্ষক। শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। শিক্ষার্থী শুধু শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় কথা বলে। অন্য কোনো কিছু ব্যাপারে সে চুপ থাকে। পাঠক্রম পুনর্গঠন করতে এমন পাঠক্রম তৈরির কথা বলা হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করবে, সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে, হাতেকলমে কাজ করবে, বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলে কিনা দেখার সুযোগ করে নেবে। পর্যবেক্ষণ, অংশগ্রহণ, মত বিনিময়, শিক্ষকের পরামর্শে জ্ঞানকে সুগঠিত করবে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি জোর দেওয়ার কথা বলা হল—

- শিক্ষার্থী ও শিখনের সম্পর্কে ধারণার পুনরভিমুখীকরণ (Re-orientation)।
- শিক্ষার্থীর শিখন ও বিকাশের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি।
- শ্রেণি পরিবেশে শিক্ষার্থীর আবশ্যিক অংশগ্রহণ।
- জ্ঞান নির্মাণ ও সৃজনশীলতা সৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর অংশ নেওয়া।
- অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জ্ঞান সঞ্চয়।
- পাঠক্রম পরিচালনায় শিশুর চিন্তা, কৌতূহল, জিজ্ঞাসাকে মান্যতা দেওয়া।
- জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সুসমন্বয়ন ও পুনর্গঠন।
- জ্ঞান নির্মাণে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ, উদ্ভাবন, আবিষ্কার, বিশ্লেষণ, প্রতিফলনমূলক চিন্তনে অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা।
- পাঠক্রম পরিচালনে সমাজ-সংস্কৃতির বাস্তবতাকে মাথায় রাখা।
- পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানকে স্থানীয় অঞ্চলের অভিজ্ঞতাসহ সমৃদ্ধ করা।
- পাঠ্যপুস্তকে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানসমূহকে সংযুক্ত করা।
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট পরিবেশনির্ভর কোনো প্রকল্পে নিয়োজিত করা।
- বিদ্যালয়ের বারোটি শ্রেণি শিক্ষার্থীর বিভিন্নমুখীন দুরন্ত বিকাশের সময় যার এক-একটা পর্যায়ে সামর্থ্য, চাহিদা, মনোভাব, আগ্রহের ভিন্নমুখিনতা লক্ষ করা যায়। সেই অনুযায়ী পাঠক্রমের বিষয় পরিবর্তন ও পরিচালনের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

1.4.2.4 পাঠক্রমিক ক্ষেত্র/বিদ্যালয়ের স্তরসমূহ (Curricular Areas/School Stages)

- ভাষামূলক দক্ষতা—বলা, শোনা, পড়া, লেখা একেবারে প্রথম শ্রেণি থেকে যখন যে রকম দরকার সেটি শিখতে এবং শেখাতে হবে। মনে রাখতে হবে বিভিন্ন ধরনের বিষয় (সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি) অনুযায়ী এই কৌশলগুলি ভিন্ন প্রকৃতির এটা জানতে হবে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান সংগঠনে ভাষার ভূমিকা তা প্রারম্ভিক শ্রেণি থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত কোন্ পর্যায়ে কেমন তা শিখতে এবং শেখাতে হবে।
- ত্রিভাষা সূত্র প্রয়োগে জোর দিতে হবে। মাতৃভাষা/আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্ব থাকবে সর্বাধিক। উপজাতি অঞ্চলে উপজাতীয় ভাষা (Tribal Language)-কে সমধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

- ইংরেজি ভাষা শিখতেই হবে তবে ভারতীয় কোনো ভাষাকে অবহেলা করে নয়।
- বিদ্যালয় জীবনের মান উন্নয়নের সম্পদ হিসেবে ভারতীয় সমাজের বহুভাবিক চরিত্র গুরুত্ব পাবে।

2. *গণিত (Mathematics)*

- কেবলমাত্র কতকগুলি যান্ত্রিক প্রথামাফিক গাণিতিক পদ্ধতি শেখা অপেক্ষা চিন্তার গাণিতিকীকরণে জোর দেওয়াই হচ্ছে গণিত শিখনের মূল উদ্দেশ্য। এগুলি হল যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করতে শেখা এবং বিমূর্ত চিন্তনে অগ্রসর হওয়া।
- গণিত শিক্ষণ শিশুর চিন্তন ও যুক্তি ক্ষমতা বাড়ায়, বিমূর্ত ধারণা আয়ত্ত করতে সাহায্য করে, সমস্যাসমাধানে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। গুণমানসম্পন্ন গণিত শিক্ষা প্রত্যেক শিশুর অধিকার হিসেবে গণ্য করা উচিত।
- গাণিতিক চিন্তনের বিকাশ শুরু করতে হবে মূর্ত বিষয়ের মাধ্যমে সংখ্যা গণনা দিয়ে এবং পরে ধীরে ধীরে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কাজের মাধ্যমে বিমূর্ত ধারণা গড়ে তুলতে অগ্রসর হতে হবে।

3. *বিজ্ঞান (Science)*

- বিজ্ঞানের বিষয়, প্রক্রিয়া ও ভাষা শিক্ষণে শিক্ষার্থীর বয়স ও উপলব্ধির স্তর অনুযায়ী সংগঠিত করতে হবে।
- বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর কৌতূহল ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা। পরিবেশের থেকে বাস্তব উদাহরণ মাধ্যমে বিজ্ঞানকে সংযুক্ত করলে শিক্ষার্থীর এই সামর্থ্যগুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।
- শিক্ষার্থী এই বিজ্ঞানের জ্ঞানকে যাতে নিজের পারিপার্শ্বিক কাজে প্রয়োগ করতে পারে তাতে উৎসাহিত করতে হবে।
- পরিবেশ সচে[illegible] শিক্ষার্থীর মূল লক্ষ্য হবে।

4. *সমাজবিজ্ঞান (Social Sciences)*

- সমাজবিজ্ঞান পাঠে ধারণাগত বোধের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কেবলমাত্র পরীক্ষা পাস নিমিত্ত কতকগুলি ঘটনার চর্বিতচর্বণ করলে হবে না। শিশুরা যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে এবং সামাজিক বিষয়সমূহে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।
- আন্তর বিষয় শৃঙ্খলা পদ্ধতিতে (Interdisciplinary approaches) সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলি শেখাতে হবে। লিঙ্গবৈষম্য, ন্যায়, মানবাধিকার, প্রান্তিক গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সংক্রান্ত জাতীয় সচেতনতার বিষয়গুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

- অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হতে, সংরক্ষণ করতে ইতিহাস পড়তে হবে।
- Civics-কে Political Science-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা শিশুরা শিখবে।

5. *কর্ম (Work)*

- প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠক্রম এমনভাবে পুনর্গঠিত করতে হবে যাতে কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা, জ্ঞানার্জন, মূল্যবোধের বিকাশ ও দক্ষতার সৃজন সম্ভব ও সাবলীল হতে পারে।
- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, অন্যান্য বিকাশমূলক কর্মসূচির সংগঠন, বিদ্যালয়ের বাইরে ভ্রমণে যাওয়া এবং একজন সামাজিক সুষম আবেগসম্পন্ন, সৃজনশীল, আস্থাশীল ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

6. *শিল্পকলা (Art)*

- শিল্পকলা (লোকগীতি, লোকনৃত্য, ধ্রুপদি সংগীত ও নৃত্য, দৃশ্যকলা, পুতুলনাচ, মৃৎশিল্প, থিয়েটার ইত্যাদি) এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত হস্তশিল্পকে বিদ্যালয় পাঠক্রমের আবশ্যিক উপাদান হিসেবে দেখতে হবে।
- পিতা-মাতা, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, প্রশাসকদের মধ্যে এইসব শিল্পকলামূলক বিষয়ের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সৌন্দর্যমূলক চাহিদা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
- বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষার প্রতিটি স্তরে এই শিল্পশিক্ষার অন্তর্ভুক্তি ঘটাতে হবে।

7. *শান্তি (Peace)*

- সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির সহায়তায় বিদ্যালয় শিক্ষার আদ্যন্ত পরিমণ্ডলে [illegible] বিষয়ের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে শান্তি অভিমুখীন মূল্যবোধ অর্জনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শান্তি শিক্ষাকে (Peace Education) আধুনিক শিক্ষক শিক্ষার (Teacher Education) প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

8. *স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা (Health & Physical Education)*

- শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের জন্য পাঠক্রমে স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও শারীরশিক্ষা কর্মসূচির (যোগসহ) মাধ্যমে ভরতি (Enrolment), ধারণ (Retention) ও বিদ্যালয় জীবন সমাপন (Completion of school) বা অপচয় নিবারণের কর্মসূচি সঠিকভাবে রূপায়ণের কাজ সহজ হবে।
- খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক বিকাশের কর্মসূচি নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

9. *পরিবেশ ও শিখন (Habitat and Learning)*

- শিক্ষার সকল স্তরে বিভিন্ন বিষয়ের শিখনের ক্ষেত্রে পরিবেশের সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রভাব সম্বন্ধে পরিচিত হতে হবে।
- পরিবেশে পরিচিতির শিক্ষায় শিক্ষার্থীর নিজের ধারণার সঙ্গে বিদ্যালয়ে দেওয়া ধারণার সমন্বয় ঘটাতে হবে।
- এই কাজে বিদ্যালয়ের সময়-তালিকায় নির্দিষ্ট সময় দিতে হবে।

10. *বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তর (ECCE ও অন্যান্য স্তর):* স্বভাবতই বিদ্যালয় শিক্ষার পুনর্গঠন করতে গিয়ে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা (2005) জাতীয় শিক্ষানীতির (1986) প্রস্তাব মেনে নিল এবং প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয় শিক্ষার একেবারে প্রথমে 0-6 বছর বয়সি শিশুদের জন্য একটি স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। একে প্রাক্-প্রাথমিক স্তর না বলে বলা হল **প্রাক্-শৈশবকালীন শিশুপালন ও শিক্ষা (Early Childhood Care and Education সংক্ষেপে ECCE)**। এই স্তরে প্রথাবদ্ধ লেখাপড়া শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিলে চলবে না। ভবিষ্যৎ স্তরগুলির প্রস্তুতির জন্য শিশুর পুষ্টি ও সামাজিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক ও আবেগমূলক বিকাশের যেটুকু দরকার তাতে জোর দিতে হবে। এই শিক্ষাকে শিশুপালনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণের জন্য দেহমনে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। এ কারণে এই স্তরের শিক্ষাকে NEP 1986 সংহত **শিশুবিকাশ প্রকল্প কর্মসূচির** (ICDS) অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছিল। মনে রাখতে হবে, এই সময়ের পাঠক্রমের উদ্দেশ্য হবে দেহমনে সুস্থ শিশুর গঠনে সাহায্য করে।

বর্তমানে শিক্ষার স্তর হল চারটি—

1. ECCE
2. প্রাথমিক/প্রারম্ভিক শিক্ষা (Class I - Class VIII) 6 থেকে 14 বছর বয়স।
3. মাধ্যমিক শিক্ষা (Class IX, Class X) 14 থেকে 16 বছর বয়স পর্যন্ত।
4. উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা (Class XI - XII) 16 থেকে 18 বছর বয়স পর্যন্ত।

ECCE ছাড়া অন্যান্য স্তরে পাঠক্রমে পাঠ্য বিষয়ের সূচি শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি, বিকাশ, প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সামঞ্জস্য করে নির্ধারিত হবে।

1.4.2.5 বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ (Environment of School and Classroom)

- শিক্ষকের শিক্ষকতা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজকে সুসম্পন্ন করতে বিদ্যালয়ে ন্যূনতম পরিকাঠামো, সম্পদ (উপকরণ) সরবরাহ, নমনীয় দৈনন্দিন তালিকা (Flexible daily schedule) এবং সঠিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।
- শিশুকে শিক্ষার্থীর সঠিক পরিচিতি (Identity as a learner) দানে সক্ষম বিদ্যালয় সংস্কৃতি (School culture) গড়ে তুলতে হবে।

- সমর্থ ও অসমর্থ (Abled and disabled) সকল শিশুর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিখন পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।
- গণতান্ত্রিক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আত্মশৃঙ্খলা বোধ জাগরণ সব সময়ই প্রাসঙ্গিক।
- বিদ্যালয় সম্পর্কিত বিষয়ের সুষ্ঠু সম্পাদনে গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ জরুরি।
- প্রতিফলনমূলক চিন্তনে ও দলবদ্ধ অংশগ্রহণে উৎসাহদানকারী ধারণা, কর্ম অভিজ্ঞতা, সমস্যা, অনুশীলনী সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তক শিখন সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা দরকার।
- নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিক চিন্তনে সহায়তাকারী সহায়ক পুস্তক, কর্ম পুস্তক, শিক্ষকের প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনী পুস্তক সহায়ক উপকরণের কাজ করবে। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক সাধনের জন্য উভমুখী বহুধা মাধ্যম, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ছাত্র, শিক্ষক, সমাজের সদস্যদের সকলের।
- শিখন পরিবেশকে সঠিক ও সুগঠিত করতে বিদ্যালয় সময়-তালিকার নমনীয়তা এবং শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতামূলক স্বাধীনতা প্রয়োগ জরুরি বিষয়।

1.4.2.6 System-এর সংস্কার (System Reforms)

A. *গুণমানের নিশ্চয়তা (Quality Concern)*

- System সংস্কারের মূল বৈশিষ্ট্য হল গুণমানের উন্নতি এবং নিশ্চয়তা। এই নিশ্চয়তা দান করা যায় ব্যবস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধি করে, যাতে দুর্বলতাগুলির প্রতিকার সম্ভব হয় এবং নতুন সক্ষমতার বিকাশ ঘটে।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনামূলক গুণমান নিশ্চিতকরণে দেশে কমন স্কুল ব্যবস্থার প্রবর্তন জরুরি এবং এটাও নিশ্চিত করা যে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা থেকে উঠে আসা শিশুরা যখন একই সঙ্গে কোনো বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করে তখন বিদ্যালয়ের সার্বিক গুণমানের উন্নতি ঘটে এবং বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়।
- উন্নয়নের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই পরিকল্পনার কেন্দ্রে থাকবে বিদ্যালয়। বিদ্যালয় উন্নয়নের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে হবে। নির্দিষ্ট জেলার ক্লাস্টার রিসোর্স সেন্টার (CRC) এবং ব্লক রিসোর্স সেন্টার-এর (BRC) সহায়তা নিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা এবং সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার সক্রিয় অংশগ্রহণে অর্থপূর্ণ বিদ্যা অশিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- গুণমানের তদারকি হল শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতির নিরিখে প্রতিটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে স্থিতিশীল মিথস্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে হবে।

B. *পাঠক্রম পুনর্গঠনে শিক্ষক শিক্ষার নবায়ণ*
(Teacher Education for Curricular Renewal)

- গুণমান নিশ্চিতকরণের স্বার্থে টিচার এডুকেশন প্রোগ্রামকে নতুনভাবে পুনর্মূল্যায়ন ও শক্তিশালী করতে হবে যাতে শিক্ষক হতে পারেন শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতিতে উদ্দীপনাময়, সমর্থক ও সহায়ক এবং যার ফলে তিনি শিক্ষার্থীকে তার প্রতিভার আবিষ্কার করতে, নিজস্ব শারীরিক ও বৌদ্ধিক সম্ভাবনাকে সার্বিক উপলব্ধি করতে, চরিত্রের এবং সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে, দায়িত্বশীল নাগরিকের গুণাবলি অর্জন করাতে সাহায্য করতে পারেন এবং অপরদিকে তিনি নিজেকে এমনভাবে তৈরি করতে পারেন যাতে শিক্ষক নিজে এমন এক সচেতন মানুষের দলভুক্ত ও বিশেষজ্ঞ হয়ে গড়ে উঠতে পারেন যারা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাহিদা পূরণকারী পাঠক্রম পুনর্গঠন করতে সক্ষম হবে।
- শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচিকে নতুনভাবে পুনর্গঠিত ও পুনর্মূল্যায়িত করতে হবে যা জ্ঞান নির্মাণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সকলের অংশগ্রহণে শিখন প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব দেবে, শিক্ষককে জ্ঞান নির্মাণে সহায়ক হিসেবে গড়ে তুলবে। এই কর্মসূচি জ্ঞানের বহুমুখী প্রকৃতির সন্ধান দেবে, তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয়সাধন করতে শেখাবে এবং বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের ঘটনাগুলির সঙ্গে শিক্ষক নিজেকে জড়িত করতে শিখবে।
- শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি ভাষাগত দক্ষতার বিকাশ ঘটাবে এবং এই শিক্ষণ শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মডেল হিসেবে কাজ করবে।
- বিদ্যালয়ের অনুসৃত কর্মসূচির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটাতে ইন-সার্ভিস টিচার এডুকেশন সাহায্য করবে।
- গ্রামস্তরে সমান্তরাল সংস্থাগুলি যাতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজে সার্থকভাবে অংশ নিতে পারে সেজন্য পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

C. *পরীক্ষা সংস্কার (Examination Reforms)*

পরীক্ষার চাপ কমাতে হবে এবং সাফল্যের হার বাড়াতে হবে এবং এর জন্য—

- প্রাচীন পদ্ধতির প্রশ্নের ধরন যা বিষয়মুখী বিশ্লেষণমূলক উত্তর দাবি করে তা পালটাতে হবে।
- সারা সময়ের অন্তে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বদলে অল্প সময় অন্তর ছোটো ছোটো পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন।
- পরীক্ষার সময়সীমা হবে নমনীয় (Flexible time limit)।
- প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য একটি Nodal Agency থাকবে যা পরীক্ষাসূচি এবং পরীক্ষার ধরন নির্দিষ্ট করবে।

D. *কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা (Work Centred Education)*

প্রাক্-প্রাথমিক থেকে +2 স্তর পর্যন্ত কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বিদ্যালয় পাঠক্রমের আবশ্যিক অংশ হবে। এই শিক্ষা বৃত্তিমূলক শিক্ষার পুনর্গঠনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারবে যাতে বিশ্ব অর্থনীতির চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে পারে।

E. *নতুন ধারণা অংশীদারিত্ব (Innovation, Ideas and New Partnership)*

- জাতিগত পর্যায়ে (Nation wide) বৃত্তি শিক্ষা ও শিক্ষণের (Vocational Education and Teaching) জাল বিস্তৃত আছে। এইরকম VET কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান পঞ্চায়েত, গ্রাম, ব্লক থেকে শুরু করে মহকুমা, জেলাতে এবং কর্পোরেশনেও স্থাপন করতে হবে জাতি পর্যায়ের VET-এর সহায়তায়।
- বহু সংখ্যক পাঠ্যবই রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা থাকবে যাতে সেগুলির মধ্যে শিক্ষকগণ চাহিদামতো পছন্দমতো বই নির্বাচন করতে পারে এবং ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের চাহিদা ও আগ্রহের বৈচিত্র্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক খুঁজে পায়।
- নব নব ধারণার উন্মেষে এবং উদ্ভাবনা ও পরীক্ষণের স্বার্থে শিক্ষণ অভিজ্ঞতার এবং বৈচিত্র্যময় শ্রেণি শিক্ষার ব্যবস্থার (Classroom Practices) বিনিময় জরুরি।
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, NGO এবং শিক্ষক সংগঠনের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে সিলেবাস, পাঠ্যপুস্তক এবং অন্যান্য শিক্ষণ-শিখন সম্পদ রচনা ও নির্মাণ করতে হবে।

System Reforms-এ এই অধ্যায়—

(i) শিখন ও শিক্ষণের গুণমানের নিশ্চয়তা (Concern for quality)

(ii) পাঠক্রম পুনর্গঠনে শিক্ষক শিক্ষার নবায়ণ (Teacher Education for Curricular Renewal)

(iii) পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারসাধন (Examination Reforms)

(iv) কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা (Work Centred Education)

(v) নব উদ্ভাবন, ধারণা এবং ব্যবস্থা (Innovation and Ideas and Practices)

(vi) নতুন অংশীদারিত্ব (New Partnership)

—ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

নির্দেশনা, পরিচালনা ও পরামর্শদানে অভিজ্ঞ শিক্ষক এই পাঠক্রমের কার্যাবলির পরিকল্পনা করতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের বিকাশমূলক চাহিদা মোটানোর স্বার্থে তাদের সংশ্লিষ্ট কার্যাবলিতে প্রণোদিত করতে পারেন, যাতে শিক্ষার্থী নিজেকে এবং কাজের জগৎ সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি করতে পারে।

সমগ্র পাঠক্রমের দৃষ্টিভঙ্গি হবে প্রক্রিয়াভিত্তিক (Process Oriented)। বিকাশ-মূলক সমস্ত ক্ষেত্র শিক্ষার্থীদের কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। দেখতে হবে পাঠক্রমের বিষয়বস্তু যেন বিভিন্ন স্তরের সামর্থ্য ও পছন্দভিত্তিক গতানুগতিক হয়ে না দাঁড়ায়।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন মান-2

▶ পাঠক্রমের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী? **(What is the etymological meaning of curriculum ?)**

Ans. শিক্ষাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত বাংলা 'পাঠক্রম' শব্দটি ইংরেজি 'কারিকুলাম' (Curriculum) শব্দটির সমার্থক। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Etymological meaning) অনুযায়ী বিচার করলে আমরা দেখতে পাই ইংরেজি Curriculum শব্দটি এসেছে লাতিন শব্দ 'কুরিয়র' (Currere) থেকে যার অর্থ হল 'দৌড়' (Run or Race)। ইংরেজি কারিকুলাম (Curriculum) শব্দটির তাই অর্থ হল, 'বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছোনোর জন্য দৌড়ের পথ' (A course which a person runs to reach a goal)।

▶ আধুনিক পাঠক্রমের একটি সংজ্ঞা দিন। **(Give a definition of modern Curriculum.)**

Ans. শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে পাঠক্রমের সংক্ষিপ্ত এবং আধুনিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায়—"ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরের নির্বাচিত, সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞতাসমূহের এক সার্থক সমন্বয় হল পাঠক্রম।" (Curriculum is an organised and integrated pattern of experiences in or outside the school, necessary for all round development of the individual.)

▶ পাঠক্রম উন্নয়নের গতিশীলতার ধারণা দিন। **(Give the concept of Dynamics of Curriculum Development.)**

Ans. অধিকাংশ দেশ এবং জাতির ক্ষেত্রে পাঠক্রমের বিকাশ প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম গতিশীল যদিও পাঠক্রম পরিকল্পনা বিষয়ে দেশে দেশে স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় সরকারে আইনি দায়দায়িত্ব বহনে বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বাস্তবিক অর্থে পাঠক্রম উন্নয়ন একটি চলমান ও জটিল প্রক্রিয়া। যদি এই পাঠক্রম বিকাশ প্রক্রিয়াকে বাস্তবে সংগত ও সুষ্ঠু পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তবে এই কাজকে সহযোগী এবং যূথবদ্ধ পরিবেশের সাহায্য নিয়ে সমস্ত রকম প্রথাবদ্ধ—অপ্রথাগত, আইনি, আইনের বাইরে গিয়ে পাঠক্রমের নীতি ও পরিকল্পনার বিভিন্ন নির্ধারককে বিবেচনা করে সঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে।

▶ পাঠক্রম পরিকল্পনার নিরিখে পাঠক্রমের সংজ্ঞা দিন। **(Give the definition from the perspective of curriculum planning.)**

Ans. পাঠক্রম হল একটি শিক্ষাগত পরিকল্পনা (Academic Plan)। এটি হল একটি সার্বিক নীল নকশা যেখানে—

- পাঠক্রমের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং ফলশ্রুতি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।
- উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি উপলব্ধিতে যে প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োজন সেগুলি নির্ণীত হয়;
- সফলতায় পৌঁছোনোর উপায়গুলি অর্জন করা যায়; এবং
- প্রথাবদ্ধ পর্যালোচনা এবং অভিযোজন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে কাজ করে।

▶ **'পাঠক্রমের তত্ত্ব' বলতে কী বোঝেন? (What do you mean by Curriculum Theories ?)**

Ans. ***Decker Walker*** বলছেন পাঠক্রম তত্ত্ব (Curriculum theory) গঠনে বর্ণনাত্মক। তাঁর মতে Curriculum theory is a set of propositions, observations, facts beliefs, policies or procedures proposed or followed as a basis for curriculum action. অর্থাৎ পাঠক্রমের তত্ত্ব হল কতকগুলি প্রস্তাব, পর্যবেক্ষণ, ঘটনাবলি, বিশ্বাস, নীতি বা পদ্ধতির সমাহার যা পাঠক্রমকে কার্যে পরিণত করার জন্য প্রস্তাবিত অথবা অনুসৃত হতে পারে।

▶ **পাঠক্রম তত্ত্বের কয়েকটি প্রকার উল্লেখ করুন। (Name some of the types of Curriculum Theories.)**

Ans. পাঠক্রম তত্ত্বের কয়েকটি প্রকার হল—

1. জ্ঞানের সন্নিবেশ বা উপজাত অন্তিম ফল হিসেবে পাঠক্রম (Curriculum as body of knowledge or product)
2. প্রক্রিয়া হিসেবে পাঠক্রম (Curriculum as Process)
3. উদ্দেশ্যমুখিতার বিচারক্রিয়া হিসেবে পাঠক্রম (Curriculum as Praxis)
4. পরিপ্রেক্ষিত রূপে পাঠক্রম (Curriculum as Context)
5. শিখন সামর্থ্যভিত্তিক পাঠক্রম (Learning Competency based Curriculum)
6. পাঠক্রমের সিস্টেম তত্ত্ব (System Theory of Curriculum)

▶ **কোঠারি কমিশন প্রস্তাবিত বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামোটি লিখুন। (Name the structure of School Education as mentioned by Kothari Commission, 1964-66.)**

Ans. কোঠারি কমিশন (1964-66) অনুযায়ী ভারতবর্ষে বিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামো নিম্নরূপ—

(i) প্রাক্-প্রাথমিক স্তর: এক থেকে তিন বছরের প্রাক্-প্রাথমিক স্তর। এই স্তরে থাকবে প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাক্-বুনিয়াদি, কিন্ডারগার্টেন, মন্তেসরি ইত্যাদি।

(ii) প্রাথমিক স্তর: সাত থেকে আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দুটি ভাগে বিভক্ত হবে—

(a) চার থেকে পাঁচ বছরের নিম্নপ্রাথমিক স্তর (Class I to IV/V)

(b) তিন থেকে দুই বছরের উচ্চপ্রাথমিক স্তর (Class V/VI to VII/VIII)

(iii) মাধ্যমিক স্তর

(a) পরবর্তীতে তিন অথবা দুই বছরের নিম্নমাধ্যমিক স্তর।

(b) দুই বছরের উচ্চমাধ্যমিক স্তর অথবা এক থেকে তিন বছরের বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

▶ **NCFSE 2000-এর পাঁচটি অধ্যায়ের নাম উল্লেখ করুন। (Name only the five chapters of NCFSE 2000.)**

Ans. NCFSE 2000-এর পাঁচটি অধ্যায়ের নাম হল—

1. প্রেক্ষিত ও প্রসঙ্গ (Context and Concerns)
2. প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম সংগঠন (Organisation of Curriculum at Elementary and Secondary Stages)
3. উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পাঠক্রম সংগঠন (Organisation of Curriculum at Higher Secondary Stage)
4. মূল্যায়ন (Evaluation)
5. সমগ্র ব্যবস্থার পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা (Managing the System)

▶ **NCFSE 2000-এর 'Context & Concerns'-এর বিষয়গুলি কেবল উল্লেখ করুন। (Mention only the items of concerns as inunciated by NCFSE 2000.)**

Ans. NCFSE 2000-এর 'Context & Concerns'-এর বিষয়গুলি হল—

1. সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত (The Socio-Cultural Context)
2. বিদ্যালয় শিক্ষার পরিস্থিতি (School Education Scenario)
3. পাঠক্রম নির্মাণ (ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি) (Curriculum Development: A Historical Perspective)
4. পাঠক্রম প্রসঙ্গ (Curricular Concerns)
5. জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া হিসেবে শিক্ষা (Education as a life-long process)
6. আগামী [illegible] অভিমুখে (Toward a front line curriculum)
7. পাঠক্রম নির্মাণ প্রক্রিয়া পদ্ধতি (The Approach to the curriculum development process)

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন **মান-5**

▶ গতানুগতিক পাঠক্রমের ত্রুটি কী কী? (What are the defects of Traditional Curriculum ?)

Ans. 176-177 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ গতানুগতিক পাঠক্রম ও আধুনিক পাঠক্রমের তুলনামূলক আলোচনা করুন। (Discuss comparatively the traditional curriculum and modern curriculum.)

Ans. 177-178 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির পার্থক্য আলোচনা করুন। (Discuss the difference between 'Curriculum' & 'Syllabi'.)

Ans. 178 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম উন্নয়নের নির্ধারক বলতে কী বোঝেন? (What do you mean by determinants of curriculum development ?)

Ans. 131-182 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রম জ্ঞান বা উপজাত অন্তিম ফলের নির্ধারক—এই তত্ত্বের বিবরণ দিন। (Explain curriculum as knowledge/product.)

Ans. 186 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রমের প্রক্রিয়াতত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন। (Explain Process Theory of curriculum.)

Ans. 186-187 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রমের স্পাইরাল তত্ত্ব (ব্রুনার) সম্বন্ধে লিখুন। (Write about Bruner's Sprial Theory of Curriculum.)

Ans. 192-193 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFSE 2000 অনুসারে 'সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত' এবং 'বিদ্যালয় শিক্ষার পরিস্থিতি' আলোচনা করুন। (Discuss 'the Socio-cultural Context' and 'School Education Scenario as per NCFSE 2000.)

Ans. 205 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFSE 2000 অনুসারে পাঠক্রম নির্মাণের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন। (Discuss 'Curriculum Developement—A Historical Perspective' as per NCFSE 2000.)

Ans. 206-207 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFSE 2000 বর্ণিত বিদ্যালয় শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ কী কী? (What are the objectives of School Education as inunciated by NCFSE 2000.)

Ans. 214-215 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFSE 2000 অনুসারে অতি শৈশবে এবং প্রারম্ভিক বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠপরিকল্পনা আলোচনা করুন। (Discuss scheme of studies in early childhood and elementary stage of school education.)

Ans. 215-216 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFSE 2000 মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কী বলেছে? (What has been said by NCFSE 2000 about 'Features of Evaluation' ?)

Ans. 220-221 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশুদের শিখন সম্বন্ধে NCFSE 2000 কী বলেছে? (What has been said by NCFSE 2000 about learning children with special needs ?)

Ans. 226-227 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFSE 2000 অনুসারে কীভাবে মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগ করা যায়? (How Evaluation Strategies can be implemented as per NCFSE 2000?)

Ans. 227-228 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCF 2005 রূপায়ণে নির্দেশক নীতিসমূহ বিবৃত করুন। (Describe the Guiding Principles in implementing NCF 2005.)

Ans. 231 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCF 2005-এ বিদ্যালয় ও শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? (What has been said about environment of school and classroom in NCF 2005 ?)

Ans. 235-236 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

রচনাধর্মী উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন মান-10

▶ পাঠক্রমের দর্শনভিত্তিক, সমাজতত্ত্বভিত্তিক এবং মনোবিজ্ঞানভিত্তিক নির্ধারিত সম্বন্ধে আপনার পরিচিতি দিন। (Show your acquaintance about Philosophical, Sociological and Psychological based determinants of curriculum.)

Ans. 182-185 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ টীকা লিখুন (Write a short note on):

(a) পাঠক্রমের Praxis তত্ত্ব (Praxis theory of curriculum)

Ans. 187-188 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

(b) পরিপ্রেক্ষিত রূপে পাঠক্রম (Curriculum as context)

Ans. 188-189 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পাঠক্রমের সিস্টেম তত্ত্ব আলোচনা করুন। (Discuss Systems Theory of curriculum.)

Ans. 190-192 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ ভারতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের (নিম্ন প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক) পাঠক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (Discuss about the curriculum as introduced in different stages of school education (from lower primary to higher secondary) in India.)

Ans. 195-197 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (Discuss about curriculum at different stages of School Education in West Bengal)।

Ans. 197-200 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFSE 2000-এ বিবৃত 'পাঠক্রম প্রসঙ্গ' সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (Discuss about 'curricular concerns' as stated in NCFSE 2000.)

Ans. 207-212 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFSE 2000 অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (Discuss Secondary and Higher Secondary School Education as stated by NCFSE 2000.)

Ans. 213-219 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFSE 2000 পাঠক্রমের সফল রূপায়ণে কীভাবে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থাকে পরিচালন করতে বলেছেন? (How can Teacher Education system be managed for successful implementation of curriculum as per NCF 2000 ?)

Ans. 222-223 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ 'বিদ্যালয়ে তথ্য ও সংযোগ প্রক্রিয়া সংহতকরণ' এবং 'বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা' সম্বন্ধে NCFSE 2000-এর বিবৃতি কী? (What are the statements of NCFSE 2000 about 'Integration of ICT into school living' and 'Managing Vocational Education'.)

Ans. 223-224 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCFSE 2000 অনুসারে মূল্যবোধ উন্নয়নে শিক্ষা আলোচনা করুন। (Discuss Education for volume development as per NCFSE 2000.)

Ans. 225-226 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ NCF 2005 'শিখন ও জ্ঞান' এবং 'পাঠক্রমিক ক্ষেত্র/বিদ্যালয়ের স্তর' সম্বন্ধে কী রূপরেখা দিয়েছে? (What Frameworks have been suggested by NCF 2005 about 'Learning & Knowledge' and curricular areas/school stages ?)

Ans. 232-235 নং পৃষ্ঠা দেখুন।

▶ বিদ্যালয় শিক্ষায় 'Systemic Reform's NCF 2005-এর বক্তব্য কী? (What are stated in NCF 2005 about 'Systemic Reforms' in school ?)

Ans. 236-239 নং পৃষ্ঠা দেখুন।